













॥ ত্রীঃ ॥

মহাকবি

শ্রীকালিদাস-

কৃত

রঘুবংশ

মহাকাব্য

প্রথম সর্গ

ভূমিকা, মল্লিনাথ-টীকা, টীকাসুত্রাংশ, অষয়, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষান্তর,

ব্যাখ্যা, টিপ্পনী, পরিশিষ্ট, প্রমোক্তর, ইত্যাদি সহ

অধ্যাপক পণ্ডিত

অশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্-এ,

প্রেসিডেন্ট-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারী, মৌর্যট-পদক-প্রাপ্ত, ঈশান-বৃত্তিধারী,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক ও পরীক্ষক

ও

অধ্যাপক পণ্ডিত

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভট্ট, সাহিত্যশাস্ত্রী, কাব্যপুরাণতীর্থ,

এম্-এ, মহারাজ-মণীন্দ্র-কলেজের প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপক,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

কর্তৃক সম্পাদিত

মডার্ন বুক এজেন্সি

১০, কলেজ রোড, কলিকাতা—১২

প্রকাশক—

শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু, বাণীবিনোদ

১০, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণ

মুদ্রাকর—

শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিদ্যাস, এম. এ., বি. এ

আই. এম. এ. প্রেস

১৭৩, রমেশ হট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

## প্রকাশকের নিবেদন

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ প্রচার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত প্রত্নপত্রের উত্তর দেওয়া চলিবে। তদনুযায়ী অভিনব-রীতিতে রঘুবংশ প্রথম সর্গ সম্পাদিত হইল। অবশ্য, প্রত্যেক শ্লোকের পুরা ইংরাজী ভাবান্তরও প্রয়োজনবোধে দেওয়া হইল। ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমেই প্রদত্ত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ, এম. এ. মহাশয় অধ্যাপক ৮/অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক সম্পাদনা-কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সমগ্র পুস্তকখানি আত্মস্ব পরিদর্শন ও পরিমার্জন করিয়া দিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভূমিকাটি ৮/অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত।

১০, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা

}

মহার্ণ বুক এজেন্সী

কুলন-পূর্ণিমা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ



॥ ত্রি: ॥

বাগীশাভ্যাঃ স্তমনসঃ সৰ্ব্বার্থানামুপক্রমে ।

বং নত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাস্তং নমামি গজাননম্ ॥

চতুৰ্মুখমুখাভো জীবনহংসবধূর্মম ।

মানসে রমতাং নিত্যং সৰ্ব্বগুণা সরস্বতী ।

## ভূমিকা

মহাকবি কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌকিক কবি—জগতের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যিক। কিন্তু প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠার জায় উপেক্ষা করিয়া তিনি কেবল নেজের নাম ব্যতীত অন্য কোনরূপ আত্মপরিচয় তাঁহার কোন গ্রন্থের কলেবরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যান নাই। ইহা তাঁহার পরিচয়াকাজী ভক্তবৃন্দের নৈকট্য নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে হয়। মহাকবি কালিদাসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস অজ্ঞাবধি আমাদের অজ্ঞাত হইলেও ইহনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বহুবিধ সরস কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ একটি কাহিনী প্রায়-সর্বজনবিদিত। আদিজীবনে মূৰ্খ মহাকবি কল্পে ইষ্টদেবী ৬শ্রীশ্রীকালীর রূপায় অলৌকিক কাব্যশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন—তাঁহার পুনরাবুত্তি করার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। আর একটি কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিবাহের রাত্রিতে নববধূকে সন্মোহন করিয়া বলেন—“অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্ বিশেষঃ”। পরে তিনি ঐ চারিটি শব্দ লইয়া প্রথমে—কুমারসম্ভব (মহাকাব্য), মেঘদূত (খণ্ডকাব্য), রঘুবংশ (মহাকাব্য) ও ঋতুসংহার (খণ্ডকাব্য) রচনা করেন। [ঋতুসংহারে আত্ম শ্লোকটির এইটি পাঠান্তর পাওয়া যায়—বিশেষস্বর্ঘ্যঃ ও প্রচণ্ডস্বর্ঘ্যঃ ইত্যাদি।] অন্য একটি কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে যে, তিনি সিংহলে এক ধনলুকা বারনারীর হৃদে তদীয় পৃষ্ঠপোষক কুমারদাসের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই কুমার-

দাস ছিলেন সিংহলের রাজা (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বাব্দ)। আবার আর একটি কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, তিনি ধারা-নরপতি ভোজের সমকালবর্তী ছিলেন।

এই সকল কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য যে কতদূর, তাহা অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারিবেন। তবে যে কাহিনীতে কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্ন বলিয়া বিবৃতি পাওয়া যায়, তাহা একেবারে উপেক্ষার বিষয় নহে। এই বিক্রমাদিত্য যে কে, তাহা যথার্থ নির্ণয় করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। তবে একথা স্বীকার্য যে, বর্তমানে প্রচলিত সংবৎ (৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে প্রচলিত) এই বিক্রমাদিত্যের নামের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। (বিক্রম সংবৎ)।

স্মার উইলিয়ম জোন্স, স্মার ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাণ্টার, সি. এল্. বৈত, ডাঃ পিটারসন, অধ্যাপক আপ্পে, এম্. আর. কালে, অধ্যাপক ফেদ্রেসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়, জি. আর. নন্দরসিকর, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ অনেকে কালিদাসকে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে কেলিতে চাহেন। কিছুদিন পূর্বে শুক্লযুগের (খ্রীঃ পূঃ ১৮৫—১৫২ অব্দ) ভিটা-পদক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে কালিদাসের 'শাকুন্তল'-নাটকের প্রথম দৃশ্যটি মুদ্রিত আছে। কিন্তু, ইহাকে, শাকুন্তল-নাটকের সময়নির্ণায়ক অথবা নীতি প্রমাণ বলিয়া গণ্য করাও দুঃসাহসের কার্য্য হইবে। বৃহস্পতি-স্মৃতি (ডাঃ জলির মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত) দ্বারাধিকার-বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ও চৌর্য্যসম্বন্ধে যে দণ্ডের বিধান দিয়াছেন, শাকুন্তল-নাটকে (ষষ্ঠ অঙ্কে) বর্ণিত উক্তবিষয়ক সিদ্ধান্ত তাহার সহিত মিলে না। তবে শুধু এই কারণে বৃহস্পতি-স্মৃতিকে কালিদাস-পরবর্তী বলিতে যাওয়াও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনেকে মনে করেন না। [এ সম্বন্ধে কালের শাকুন্তল-ভূমিকা দ্রষ্টব্য।]

ফাগুসন সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিক্রমাদিত্য নামে বসন্তঃ কোন নরপতিই ছিলেন না। ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগগণ পরাজিত হইলে পর উক্ত হুগ-বিজয়-স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে তারিখটি, ৬০০ বৎসর পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই অধুনা 'সংবৎ' নামে পরিচিত ম্যাক্সমুলার ঐ মতের সমর্থক ছিলেন। [কারণ, নবরত্নের অন্ততম রত্ন বরাহমিহিরের আবির্ভাবকাল যে খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী—ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে

প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল কারণে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তাঁহার সুবিখ্যাত মতবাদ প্রচারিত করিয়াছিলেন, যাহা ইংরাজীতে ‘Renaissance of Sanskrit’ নামে পরিচিত। গুপ্তযুগে ও তাহার পরবর্তী কালে মৃত্যু সংস্কৃত ভাষার যে পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তটি তাহার প্রতিপাদক]।

ডক্টর ফ্রীট সম্প্রতি শিলালিপি লইয়া যে সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহার ফলে ও দশপুর (মান্দাসোর) শিলালিপির (সংবৎ ৫২৯—৪৭২ খ্রীষ্টাব্দ) পাঠোদ্ধারে ফাগুসনের মতবাদ যে ভ্রান্ত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত অঙ্কটি যে ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেও ‘মালবাব্দ’ নামে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথাপি ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের আবির্ভাব সম্বন্ধে অল্প প্রমাণও অনেকে উপস্থাপিত করেন। হর্গলির মতে বিক্রমাদিত্যই হুণবিজয়ী মহারাজ যশোধর্মদেব বিষ্ণুবর্দ্ধন। কে. বি. পাঠকও এককালে এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের ভিত্তি—কালিদাস রঘুর দ্বিধিজয় বর্ণনাকালে (৪৬৮) হুণদিগকে কাশ্মীরবাসী বলিয়াছেন। ফাগুসন, ম্যাক্সমুলার, মিসেস্ ম্যানিঙ্, হর্গলি, কীলহর্গ, কানিংহাম, রমেশচন্দ্র দত্ত, কে. বি. পাঠক, কার্ণ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসকে ফেলিবার পক্ষপাতী।

কহলণের ‘রাজতরঙ্গিনী’তে যে কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্তের বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনিই যে কালিদাস—এরূপ উদ্ভট সিদ্ধান্তও অহরূপ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শকারী বিক্রমাদিত্য যশোধর্মদেব বিষ্ণুবর্দ্ধন (ইংরাজি নামান্তর উজ্জয়িনীর হর্ষ)। মাতৃগুপ্তের পরে সুবিখ্যাত সেতুবন্ধ-রচয়িতা প্রবরসেন কাশ্মীরের আধিপত্য লাভ করেন। মাতৃগুপ্ত যে কালিদাস—এ সিদ্ধান্তও বর্তমানে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অধ্যাপক পাঠক কিছুদিন পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন। হুণগণ ‘বঙ্‌কু’-নদীতীরে অবস্থিত ছিল—এই পাঠ স্বীকার করায় তাঁহার মত পরিবর্তিত হয়। [প্রচলিত পাঠ অবশ্য ‘সিন্ধু’-রঘু ৪৬৭] বঙ্‌কু বা Oxus নদীতীরে হুণ-সাম্রাজ্য-স্থাপনের তারিখ ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু বৃন্দগুপ্তের হস্তে তাহাদিগের প্রথম পরাজয় ঘটে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ কারণে পাঠক মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন—রঘুবংশ-রচনার কাল ৪৫০—৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে উক্ত তারিখ পড়ে



৪৮০—৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে। চক্রবর্তী মহাশয় পরে পাঠকমহাশয়কে স্বমতানুসারী করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কালিদাসের আবির্ভাব গুপ্ত-শাসনকালে হইয়াছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। কালিদাসের রঘুবংশকে অসম্ভব ঐতিহাসিক তত্ত্বের আকর-গ্রন্থ বলিয়া মনে করা সমীচীন হইবে কি? হুগগণের নাম রঘুবংশে পাওয়া যায় বলিয়াই রঘুবংশ যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর রচনা এরূপ মনে করা নিতান্তই অযৌক্তিক হইবে না কি? অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে (হয়ত বা তাহারও পূর্বে) পাশ্চাত্য ভূভাগে হুগগণের নাম বেশ পরিচিত হইয়াছিল। অতএব, প্রাচ্য ভূখণ্ডেও যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহুপূর্বে হুগগণের নাম পরিচিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না—এরূপ ধারণা করা অত্যায়া হইবে না কি?

মেঘদূতের টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ (খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী) ও মল্লিনাথ (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী) মেঘদূতের একটি শ্লোকে (পূর্বমেঘ, ১৪ শ্লোক) ‘নিচুল’ ও ‘দিঙ্নাগে’র উল্লেখের মধ্যে যে শ্লেষের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার ফলে নিচুল কালিদাসের একজন কবিবন্ধু ও দিঙ্নাগ কালিদাসের ছিত্রদর্শী একজন বুদ্ধ দার্শনিক বলিয়া কাহারও কাহারও মতে নিরূপিত হইয়াছেন। অতএব কালিদাসের আবির্ভাব কুমারগুপ্ত ও স্বন্দগুপ্তের রাজ্যকালে হইয়াছিল—এরূপ মত ভিন্সেন্ট স্মিথ, গরোনস্কি, প্রভৃতি অনেক পোষণ করেন। কিন্তু ‘নিচুল’ ও ‘দিঙ্নাগ’ শব্দ দুইটির যদি স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ না করা যায়, তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেই পারে না। বুদ্ধ দার্শনিক দিঙ্নাগ যে কালিদাসের শত্রু ছিলেন—এরূপ কথা আর কোথাও দেখা যায় না। বিশেষতঃ কালিদাস যে এইরূপ শ্লেষের মধ্য দিয়া আত্মপরিচয় দিবে—ইহা কল্পনারও অতীত; কারণ, আর কোথাও তিনি এইরূপ উপায় অবলম্বনে নিজ পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহা তাঁহার সলীল স্বচ্ছন্দ রচনা-শৈলীর বিরোধী। ভারবি, মাঘ ও শ্রীহর্ষাদি অর্কাচীন কবির মহাকাব্যে এরূপ নিদর্শন আছে বটে; কিন্তু কালিদাসের রচনার প্রকৃতির সঙ্গিত এরূপ রচনারীতির সামঞ্জস্য হয় না। তাহা ছাড়া, মেঘদূতের প্রাচীনতম টীকাকার বল্লভদেব (খ্রীঃ একাদশ শতাব্দী) শ্লোকটির স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। আর যদিই বা উহাতে দিঙ্নাগের স্বার্থভাবে উল্লেখ থাকিয়াই থাকে, তথাপি দিঙ্নাগকে খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরে ত টানিয়া নামান যায় না। অতএব, এ প্রমাণের বলে কালিদাসকে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফেলা চলে না।

বামনের কাব্যালঙ্কার স্বত্রবৃত্তিতে উল্লিখিত এক চন্দ্রগুপ্ত-পুত্র ও বহুবন্ধুর নাম হইতেও এ সমস্তা-সমাধানের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি এ উল্লেখকে প্রামাণিক ধরা হয়, তাহা হইলেও বহুবন্ধুকে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ফেলা যায় না। কারণ বহুবন্ধু ও তাঁহার শিষ্য দিগ্‌নাগ অন্ততঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। রামকৃষ্ণ কবি বলেন—বামনের গ্রন্থে বাঁহার উল্লেখ আছে, তিনি স্ববন্ধু—বহুবন্ধু নহেন। [Second Oriental Conference-এর Report দ্রষ্টব্য]।

কালিদাসের গ্রন্থে প্রাপ্ত ফাঁতি ও গণিত জ্যোতিষের স্বত্র ধরিয়া তাঁহার কালনির্ণয়ের চেষ্টাও আলোচনার যোগ্য। ইয়াকবি (জ্যাকবি) বিক্রমো-র্কনীয়ে মধ্যাহ্নের সহিত ষষ্ঠকালের ঐক্যদর্শনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য হইতে হোরা-গণনা-পদ্ধতি (দ্বাদশ হোরায় একদিন) এদেশে আমদানী হইবার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। হুথের মতে—উহা ষোড়শভাগাত্মক কালগণনার স্বচক। তবে হুথ যে মহাকবিকে আর্ঘ্যভটের (খ্রীঃ ৪৭৬—৪৯৯) পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রান্তিই স্থচিত হইয়াছে। রঘুর চতুর্দশ সর্গে (স্লোক ৪০) ভূচ্ছায়াপাতে চন্দ্রগ্রহণের উল্লেখ পাইয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করেন; কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে গ্রহণের উল্লেখ নাই। চন্দ্রের কলঙ্কসম্বন্ধে ঐরূপ একটি প্রাচীন মতেরই উল্লেখ উহাতে রহিয়াছে। মল্লিনাথের ইহাই মত—আর উহাই সমীচীন মত। অতএব, উহাতে গ্রহণের উল্লেখ না থাকায় কালিদাসকে আর্ঘ্যভটের গ্রহণ-সিদ্ধান্তের অঙ্গ-গামী বলা যায় না। বাঁহার মনে করেন যে, দ্বাদশ রাশিচক্রঘটিত গণনা ভারত পাশ্চাত্ত্য হইতে ঋণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহাদের মতে কালিদাস অবশ্যই পাশ্চাত্ত্য রাশিগণনা-পদ্ধতির নিকট ঋণী; কারণ তাঁহার গ্রন্থে সিংহরাশির উল্লেখ আছে; রঘুংশে ও কুমারসম্ভবে তিনি গ্রহগণের রাশিসংখ্যারের উল্লেখ করিয়াছেন; ‘উচ্চ’, ‘জামিত্র’ (গ্রীক diametron), প্রভৃতি যে শব্দগুলির ব্যবহার তিনি করিয়াছেন, সেগুলি গ্রীসদেশীয় ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। অতএব, অনুমান করা চলে যে—গ্রীস হইতে ফলিত-জ্যোতিষগণনা-পদ্ধতি এদেশে আমদানী হইবার পরে কালিদাস আবির্ভূত হন। আর তাহা হইলে খ্রীঃ ৩৫০ অব্দের পূর্বে তাঁহাকে ফেলা চলে না।

কোন এক প্রসিদ্ধ কবিতায় বলা হইয়াছে, কালিদাস নাকি তিন জন ছিলেন ( “কালীদাসত্রয়ী কিমু?”—রাজশেখর )! এ সকল উদ্ভট কল্পনার মূল্য কতটুকু, তাহা স্থধীগণেরই বিচার্য্য।

কালিদাসের প্রাকৃত ভাসের প্রাকৃত অপেক্ষা মার্জিততর। তাঁহার মহারাষ্ট্রী সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় গীতিকাব্য ‘হালা সপ্তশতী’ (খ্রী: তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী?) অপেক্ষা অর্বাচীন—ইহা প্রাকৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিমত।

৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রবিকীর্তি যে আইহোল শিলালেখের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে কালিদাসের উল্লেখ আছে ( “স জয়তি রবিকীর্তিঃ কবিতাপ্রিতকালিদাস-ভারবিকীর্তিঃ” )। বাণভট্ট (খ্রী: ৬২০ অব্দ) অপেক্ষা মহাকবি কালিদাস প্রাচীনতর; কারণ বাণভট্ট তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। বৎসভট্টের মান্দান্যোর শিলালেখ ( দশপুর-প্রশস্তিমধ্যে—খ্রী: ৪৭৩ অব্দ ) তাঁহার নাম পাওয়া যায়। এই কারণে অনেকে মনে করেন, তাঁহার সময় উজ্জয়িনীপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল ( খ্রী: ৪১৩ অব্দ )। ‘বিক্রমোৎসবী’ জ্যোতিষে তিনি পৃষ্ঠপোষক সম্রাটের ‘বিক্রম’-নামটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। ‘কুমারসম্ভবে’র নামকরণে সম্রাট-নন্দন ও তাবী রাজ্যপালক কুমারগুপ্তের জন্মের স্মৃতিও সুস্পষ্ট বিদ্যমান। আর তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পিতা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রথম কর্ণধার সমুদ্রগুপ্তকর্তৃক অমূল্য অশ্বমেধের স্মৃতি মহাকবির চিত্তে তখনও অগ্নান ছিল বলিয়া তিনি উহা সম্বন্ধে ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ নাটকে অশ্বমেধের বর্ণনায় ফুটাইয়াছেন। এই মতবাদে ঐহাৱা বিশ্বাসী, তাঁহাদের প্রধান বুক্তি এই যে—কালিদাসের প্রত্যেকটি শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্যে দেশের এমন ঐশ্বর্য্য-শ্রী-সুখ-সমৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার যুগে দেশ বৈষয়িক উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল—বৈদেশিক আক্রমণাদির লেশমাত্র আশঙ্কাও ছিল না—সে যুগ ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় পুনরুত্থানের যুগ—উহা গুপ্তসাম্রাজ্যের আবির্ভাব-যুগ। ডা: বালার, ব্রক, মহামহোপাধ্যায় রামাবতার শর্মা, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হরিনাথ দে, ভিন্সেন্ট স্মিথ, ম্যাকডনেল, হিবন্টেরনিংস, কীথ, প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই মতের অহুগামী। কালিদাস যে সকল গুপ্ত রাজ্যের নাম আকারে-ইঙ্গিতে তাঁহার কাব্যমধ্যে যেখানে যেখানে উল্লেখ করিয়াছেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ( J. R. A. S., 1909, p. 731 ) সেগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন। হরিনাথ দে, কীথ, প্রভৃতিও অল্পপমত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার ‘কালিদাস’ নামক গ্রন্থে এইরূপ অনেকগুলি উল্লেখ তালিকাভুক্ত করিয়াছেন—আসমুদ্রক্ষিতাশানাম্ ( রঘু ১।৫—সমুদ্রগুপ্ত খ্রী: ৩২০—৩৫৭ অব্দ বা ৩৮০ অব্দ ); গুপ্ততমেজিয়া:

(রঘু ১।৫৫), গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ (রঘু ৪।২৬—গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতি ইঙ্গিত); ইন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব (রঘু ১।১২); প্রভাতকলা শশিনেব শরীরী (রঘু ৩।২—চন্দ্রগুপ্ত খ্রী: ৩৫৭ অথবা ৩৮০—৪১৩ অব্দ); হরে: কুমারোহপি কুমারবিক্রমঃ (রঘু ৩।৫৫); আকুমারকণোদঘাতম্ (রঘু ৪।২০); কুমারকলঃ প্লব্ধে কুমারম্ (রঘু ৫।৩৬); ন কারণং স্বাদ্ বিভিন্নে কুমারঃ (রঘু ৫।৩৭—কুমারগুপ্ত খ্রী: ৪১৩—৪৫৫ অব্দ); শ্রিং মহেন্দ্রনাথস্ত (কুমারগুপ্তের উপাধি ছিল ‘মহেন্দ্রাদিত্য’); স্বন্দস্ত যুতঃ পয়সাং রসজ্ঞ (রঘু ২।৩৬); স্বন্দেন সাক্ষাদিব (রঘু ৭।৬); তত্র স্বন্দং নিয়তবসতিং (মেঘ ১।৪৩—স্বন্দগুপ্ত খ্রী: ৪৪৫—৪৮০ অথবা ৪৯৭ অব্দ)। রঘুবংশের ষোড়শ হইতে ঊনবিংশ সর্গে রঘুবংশের যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়, এই সকল পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে উহা নাকি হৃণকর্তৃক স্বন্দগুপ্ত-জয়ের পরে ধ্বংসোন্মুখ গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিচ্ছবি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও স্বন্দগুপ্ত—উভয়েরই উপাধি ছিল ‘বিক্রমাদিত্য’। ভিন্সেন্ট্ স্মিথের মতে কালিদাস স্বন্দগুপ্তের সমকালবত্তী। পক্ষান্তরে কীথের মতে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি; কারণ কালিদাস যে হৃণকর্তৃক ভারত-বিজয় দেখিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কোন বর্ণনাতেই প্রতিকলিত হয় নাই। সর্বত্রই তিনি ভারতের গৌরবময় যুগের চিত্রই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

একদা স্বর্গত অধ্যাপক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বাদ্য করিয়া লিখিয়াছেন—কালিদাস যে কেবল চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন তাহা নহে, কবির সম্রাটের স্থানলকও ছিলেন—“বিশদগতাঃ পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ” (রঘু ১৪।৪০)।

ইহা ছাড়া আরও বহু বিচিত্র মত বর্তমান আছে। হিপ্পোলাইট হুসে (কালিদাস-কাব্যাবলীর ফরাসী অনুবাদক) বলেন—কবির কাল খ্রী: অষ্টম শতাব্দী। লাসেন ও মনিয়র উইলিয়ম্—এর মতে খ্রী: ৩০০ অব্দ। ইয়াকবির মতে খ্রী: ৩৫০ অব্দ। হোরেন্ হেম্যান্ উইলসনের মতে দশম শতাব্দী। আর ভোজপ্রবন্ধ ও আইন্-ই-আকবরির উপর নির্ভর করিয়া বেটলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খ্রী: একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী মহাকবির আবির্ভাব কাল! এই সকল সিদ্ধান্ত বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কবি নিজ পরিচয়দানে কার্পণ্য করার কালে অনেক অর্কাটীন কবির অখ্যাত কাব্যও কেবল নামসাদৃশ্যবশে মহাকবির নামে চলিয়া যাইতেছে।

তাঁহার নামে প্রচলিত কাব্য-নাটকাদির তালিকা—(১) অভিজ্ঞানশকুন্তল (নাটক), (২) বিক্রমোর্কশীয়া (ট্রোটক), (৩) মালবিকাগ্নিমিত্র (নাটক), (৪) রঘুবংশ (মহাকাব্য), (৫) কুমারসম্ভব (মহাকাব্য), (৬) মেঘদূত (খণ্ডকাব্য), (৭) ঋতুসংহার (খণ্ডকাব্য), (৮) নলোদয়, (৯) পুষ্পবাণবিলাস, (১০) শৃঙ্গারতিলক, (১১) শৃঙ্গাররসাষ্টক, (১২) ঋতবোধ (ছন্দোগ্রন্থ), (১৩) সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, (১৪) জ্যোতির্বিদ্যভরণ (জ্যোতিষের গ্রন্থ), (১৫) সেতুবন্ধ, (১৬) কুন্তেশ্বরদোতা, (১৭) অশ্বাস্তব, (১৮) কল্যাণস্তব, (১৯) কালীস্তোত্র, (২০) কাব্যনাটকালঙ্কারঃ, (২১) ও (২২) দুইটি গঙ্গাষ্টক, (২৩) ঘটকর্পর, (২৪) চণ্ডিকাদণ্ডকস্তোত্র, (২৫) চর্যাস্তব, (২৬) দুর্ঘটকাব্য, (২৭) নবরত্নমালা, (২৮) মকরন্দস্তব, (২৯) ও (৩০) দুইটি মঙ্গলাষ্টক, (৩১) মহাপঞ্চটক, (৩২) রত্নকোশ, (৩৩) রাক্ষসকাব্য, (৩৪) লক্ষ্মীস্তব, (৩৫) লঘুস্তব, (৩৬) বিদ্বদ্বিনোদকাব্য, (৩৭) বৃন্দাবনকাব্য, (৩৮) বৈভবমনোরমা, (৩৯) শুদ্ধিচন্দ্রিকা, (৪০) শৃঙ্গারকাব্য, (৪১) শ্রামলাদণ্ডক ও (৪২) চিদগগনচন্দ্রিকা। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ছয়খানি নিঃসন্দেহে মহাকবিবিরই রচনা। সপ্তমখানির সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। পরবর্তী সাতখানিকেও তাঁহার গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু অবশিষ্টগুলি তৎসম্বন্ধীয় কাহিনীসমূহের গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষণীয়।

‘রঘুবংশ’ মহাকাব্য অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত মহাকাব্য-লক্ষণের অনুগামী। প্রধান নায়ক রঘুভদ্র শ্রীরামচন্দ্র। প্রথমে ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধ, রামায়ণোপবর্ণিত ও পুরাণকীর্ণিত সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবর্গের চরিত্র-চিত্রণে ইহার সূচনা। অবশ্য কালিদাসের উপজীব্য আদি আর্য মহাকবি বাণ্মকি স্বয়ম্। কালিদাস সবিনয়ে এই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের কথা এই যে, তিনি ঋষির অঙ্ক অঙ্ককরণমাত্র করিয়াই কাব্যরচনা করেন নাই। বহু স্থলে বহু নূতন চরিত্র ও অভিনব ঘটনার সৃষ্টি করিয়া আপনার মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে বশিষ্ঠের হোমধেয়রক্ষার্থে দিলীপের আত্মত্যাগের গৌরবময় কাহিনী কবির মৌলিক কল্পনার একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। পরবর্তী যুগের কবিগণ প্রায় সকলেই কালিদাসের রচনা-শৈলী অনুকরণে প্রয়াসী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

গুপ্তসাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগে কালিদাসের আবির্ভাব। গবেষকগণের সিদ্ধান্ত—রঘুবংশের প্রথম পাঁচটি নৃপতির ( দিলীপ—রঘু—অজ—দশরথ—রাম ) চরিত্রে গুপ্তবংশের প্রথম পাঁচটি রাজার চন্দ্রগুপ্ত ১—সমুদ্রগুপ্ত—চন্দ্রগুপ্ত ২—কুমারগুপ্ত—স্কন্দগুপ্ত ) প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহীয়ান রাজত্ব-বৃন্দের চরিত্রাঙ্কনশীলনের মধ্য দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কৈশোর কেবল ভোগ ও উচ্ছৃঙ্খলতার কাল নহে—উহা সংযমের ও বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় অধিগত বিচার অহুশীলনেরও কাল বহুট। উহার পরে আসে পূর্ণ-যৌবন—গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের অন্তর্গত ইহার সার্থকতা। পরে আসে বানপ্রস্থ—তপস্কার কাল; ও অন্তিমে সন্ন্যাস—পরমাত্মতত্ত্ব-চিন্তার অবসর। প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ( বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ) ইহাই আদর্শ। এই আদর্শবাদে নরজীবনের কোন দিকই উপেক্ষিত হইয়া গুরুতা প্রাপ্ত হয় না।

রঘুবংশ ও কুমারনন্দন ইহাতে পাওয়া যায় যে, কবি সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে সাংখ্য-যোগমতের অনুগামী। সাংখ্যের গুণত্রয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বহু তত্ত্ব ও বহু পারিভাষিক শব্দ তাঁহার বিবিধ উপমার উপাদান যোগাইয়াছে। পরিণত বয়সে তিনি যে সর্বব্যাপী দৈশ্বরের অন্তিমে বিশ্বাসী হইয়া সমাধিযোগাভ্যাসদ্বারা দৈশ্বরতাদাত্মরূপ বৈদান্তিক মুক্তির নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রমাণও তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল সম্বন্ধে ব্যবহারিক জীবনে মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পরিস্ফুরণসম্বন্ধে তিনি কোনদিনই নয়ন মুদিত করিয়া থাকিতেন না। মানবমনের সহজাত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কাম-প্রেম, ইত্যাদির রসভাবে সমুজ্জ্বল চিত্র আমাদের নয়নে পড়ে—কবিবর্ণিত মেঘদূতের বিরহে, ইন্দুমতীর উদ্দেশ্যে অজের ও কামের উদ্দেশ্যে রতির বিলাপে।

কালিদাসের রচনা-শৈলী অতুলনীয়। ঋষিকবি বাণ্মীকি ও ব্যাসের পরে যদি কোন লৌকিক কবির নাম করিতে হয়, তবে সে নাম যে কালিদাসের—ইহা সকল সন্দেহের অতীত। বৈদর্ভী রীতির অনবগত নিদর্শন কালিদাসের রচনা; তাঁহার পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন লৌকিক কবির সহিতই তাঁহার তুলনা হয় না। কালিদাসের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অলঙ্কার ও গুণকে রসের উপরে স্থান দেন নাই। ফলে তাঁহার কাব্য হইয়াছে জীবন্ত। প্রকৃতির সৃষ্টি অনাত্মাত কুসুম—অলুন কিসলয়ের মতই তাহা নিরাভরণ অথচ স্বভাব-সুন্দর। ভারবি-মাঘ-শ্রীহর্ষাদির কবিতা সালঙ্কারা—সুবেশা বটে; কিন্তু

বেশভূষার চাপে বহুস্থলে তাহাদিগের সহজাত সৌন্দর্যের ক্ষরনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। কালিদাস এ দোষের ভাগী হন নাই। মহাকবি দণ্ডী কাব্যাদর্শে আদর্শ রচনারীতি বৈদর্ভ্য যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলই পূর্ণমাত্রায় কালিদাস-কাব্যে বিद्यমান। রস তাঁহার রচনার প্রাণ। ধ্বনি ও ব্যঙ্গনাকে তিনি বিশ্লেষণের উপরে স্থান দিয়াছেন। প্রামাণ্যমূলভ অতিসরলতা ও নাগরিক-জনোচিত অত্যধিক পরিমার্জনা—এই দুই ‘অতি’র কোনটিকেই তিনি গ্রহণ না করায় তাঁহার কাব্য হইয়া উঠিয়াছে সম্পূর্ণ অদোষ—আদর্শভূত !

তথাপি অবশ্য কালিদাসের কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা যে এদেশে হয় নাই—এমন নহে। যাহারা সরলতার পরিবর্তে বক্রতাকেই কাব্যের প্রাণ মনে করেন, তাহাদিগের দৃষ্টিতে নৈষধের ভ্রায় কাব্যই আদর্শের পর্যায়ে পড়িবে। এক্ষণ পণ্ডিত কবিগণই বলিয়া থাকেন—“রঘুরপি কাব্যং, তদপি চ পাঠ্যম্! তস্মৈ চ টীকা, সাপি চ পাঠ্যা” !! এই সকল পণ্ডিতের কঠোর সমালোচনায় কালিদাস-কাব্য যে দীর্ঘদিন লোকসমাজে অবজ্ঞাত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মল্লিনাথের উক্তি হইতেই পাওয়া যায়—“ভারতী কালিদাসস্ত দুর্ভাখ্যা-বিষমুচ্ছিতা”। (রঘুবংশ-টীকা—উপক্রমণিকা)।

কালিদাসীয় রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে অযথা ও দীর্ঘ-সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার অল্প; অঘরবোধে কষ্টকল্পনা করিতে হয় না; অলঙ্কার—বিশেষতঃ শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ বিরল; যেখানে উহা আছে সেখানে নিপুণতার সহিতই উহার প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায় যে, শব্দ ও অর্থের সহিত এক অপূর্ব সমতানতা তিনি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যেখানে ‘পবন’-শব্দটির প্রয়োগ শুনায় ভাল, সেখানে কদাচ ‘সমীর’-পদের প্রয়োগ তাঁহার কাব্যে দেখা যাইবে না। অলঙ্কারের মধ্যে উপমায় তিনি সিদ্ধহস্ত। ‘উপমা কালিদাসস্ত’!—এ প্রবাদ ত অতিপ্রসিদ্ধ। অথচ উপমাগুলি এক সহজ, স্নান ও কবিত্বপূর্ণ যে, পড়িলেই অর্থবোধ হয় ও হৃদয় রসান্বিত হইয়া পড়ে। মাৎ-নৈষধেও উপমা আছে; কিন্তু অনেক সময় তাহা বুঝিতে সুপণ্ডিত ব্যাখ্যাকার, ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়—পাঠমাজেই উহার অর্থপরিগ্রহ হয় না—রসবোধ ত দূরের কথা! প্রকৃতির সহিত মহাকবির পরিচয় এত নিবিড়—এত ঘনিষ্ঠ যে, তাঁহার কাব্যে সর্বত্র বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এ

কারণে তিনি বহুস্থলেই উৎপ্রেক্ষার ও অর্থান্তরতাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু শ্লেষ বা বক্রোক্তি তাঁহার কাব্যে বিরল ।

ছন্দোবৈচিত্র্যে কালিদাসের অধিকার অনন্তসাধারণ । রঘুবংশেই আবার এ বিচিত্রতা চরমে উঠিয়াছে—আর এই কারণেই মনে হয় রঘুবংশ মহাকাবির পরিণত বয়সের ফল । অন্ততঃ বিংশতিপ্রকার ছন্দের সন্ধান রঘুবংশে পাওয়া যায়—অনুষ্টুপ্ বা শ্লোক, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, তদুভয়ের মিলনে উপজাতি, বৈতালীয়, মালিনী, রথোদ্ধৃতা, ক্রতবিলম্বিত, ঔপচ্ছন্দসিক, পুষ্পিতাগ্রা, প্রহরীণী, মঞ্জুভাবিণী, মত্তময়ূর, বসন্ততিলক, শালিনী, স্বাগতা, তোটক, মন্দাক্রান্তা, মহামালিকা, বংশস্থ, হরিণী, ইত্যাদি ।

রঘুবংশের উপর বহু টীকার সন্ধান পাওয়া যায় । সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও বহুজনপঠিত টীকা মল্লিনাথের ‘সঞ্জীবনী’ ( বা ‘সঞ্জীবিনী’ ) । মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ হ্রি ছিলেন মাদ্রাজের তেলিঙ্গানা জিলার অধিবাসী ও কোলাচল-ব্রাহ্মণ-বংশসম্বৃত । সাধারণতঃ খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীকে তাঁহার আবির্ভাবকাল ধরা হয় । তিনি রঘুবংশ ব্যতীত—কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ ও ভট্টিকাব্যের উপরেও টীকা রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার রচিত একাবলী-টীকা ‘তরলা’ অতিপ্রসিদ্ধ । ‘সঞ্জীবনী’ বর্তমান গ্রন্থে পূরাপুরি প্রদত্ত হইল ।

নারায়ণের ‘পদার্থদীপিকা’ ও অরুণগিরিনাথের ‘প্রকাশিকা’ও টীকাহিসাবে অতি উত্তম । নারায়ণ অপেক্ষাকৃত অর্ধাটীন ; কারণ তিনি রঘুবংশের একটি শ্লোকের ( ৬।১৬ ) টীকায় অরুণাচলনাথের ( অরুণগিরিনাথের ) নামোল্লেখ করিয়াছেন । শঙ্করনারায়ণ শাস্ত্রী-সম্পাদিত এই টীকাদ্বয়ের অংশবিশেষ এই সংস্করণে দেওয়া হইল ।

বল্লভ ও দিনকর নামে আরও দুইজন টীকাকার রঘুবংশের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন । শঙ্কর পণ্ডিতের সংস্করণে এই দুই টীকার অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে । বর্তমান সংস্করণেও উহার ঋণ ধন্তবাদের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে ।

[ এ সম্বন্ধে অত্যন্ত জ্ঞাতব্য তথ্য শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত রঘুবংশ ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সর্গের ভূমিকা ও পরিশিষ্টগুলিতে দ্রষ্টব্য ] ।





॥ श्रीः ॥ ५

জগতের মাতা-পিতা পার্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করি।

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥१॥

**অভ্যয়**—( অহং ) বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে ( শব্দ ও অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত ) বাগর্থাবিব ( শব্দ ও অর্থের ত্রায় ) সম্পৃক্তৌ ( নিত্য সঙ্ঘ ) জগতঃ ( জগতের ) পিতরৌ ( মাতা-পিতা ) পার্বতীপরমেশ্বরৌ ( পার্বতী ও মহেশ্বরকে ) বন্দে ( বন্দনা করি ) ।

**বাক্য**—আমি ( অর্থাৎ কবি কালিদাস ) শব্দ ও অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের ত্রায় নিত্যসঙ্ঘ জগতের মাতা-পিতা পার্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ।

**Eng.**—For the (correct) understanding of words and their meanings, I bow to Pārvati (the daughter of the mountain Himālaya) and Parames'vara (the Supreme Lord) who are the parents of the Universe, and who are in constant relation like word and its significance.

**ব্যাখ্যা**—‘রঘুবংশ’ মহাকাব্য রচনার প্রারম্ভে মহাকবি কালিদাস হরগৌরীর বন্দনা করিতেছেন। শব্দ ও অর্থের সঙ্ঘ নিত্য, অর্থাৎ শব্দব্যতিরেকে অর্থের এবং অর্থব্যতিরেকে শব্দের জ্ঞান হয় না। উভয় উভয়কে অপেক্ষা করিয়া থাকে—ইহাই মীমাংসকদিগের মত। জগতের মাতা-পিতা পার্বতী ও মহেশ্বর সেইরূপ নিত্যসংল্লিষ্ট। উমা নিখিল শব্দসম্ভারের ধাত্রী এবং মহাদেব সমগ্র অর্থরূপ বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। এই বিশ্ববৃষ্টির মূলে রহিয়াছে শব্দ—পরা বাক্য। তাই পার্বতীই সেই বাগদেবী—এই বিশ্ব সেই পরা বাক্যের বিবর্তমাত্র—ইহাকে ধারণ করিয়াছেন মহেশ্বর। উমা ও মহেশ্বর—স্বল্প ও বৃহৎ, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, শব্দ ও অর্থ, স্ত্রী ও পুরুষ—প্রভৃতি দ্বন্দ্বের প্রতীক। অর্দ্ধনারীশ্বর ভারতের আদর্শ দেবতামূর্তি। যে শব্দ রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক—তাহাই কাব্য। অতএব

শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর। স্মৃতরাং কাব্যরচনা করিতে হইলে শব্দার্থজ্ঞানের প্রয়োজন সৰ্বাগ্রে। তাই হুম্মদ্বৃষ্টিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস তাঁহার শব্দার্থমূলক কাব্য রচনার প্রারম্ভে শব্দ ও অর্থের জ্ঞায় নিত্যসম্বদ্ধ হরগৌরীর বন্দনা করিয়া অঙ্কনারীখরের জয়গান করিয়াছেন।

**মল্লিনাথ**—মাতাপিতৃভ্যাং জগতো নমো বামার্দ্ধজানয়ে।

সত্যো দক্ষিণদৃকৃপাত-সঙ্কচছামদৃষ্টয়ে ॥১॥

অন্তরায়-তিমিরোপশান্তয়ে শান্তগাবনমচিন্ত্য-বৈভবম্।

তং নরং বপুষি কুঞ্জরং মুখে মদ্যহে কিমপি তুন্দিলং মহঃ ॥২॥

শরণং করবাণি শর্মদং তে চরণং বাণি চরাচরোপজীব্যম্।

কক্ৰণামহগৈঃ কটাক্ষপাতৈঃ কুরু মামঘ কৃতার্থসার্থবাহম্ ॥৩॥

বাণীং কাণভূজীমজীগণদবাশাসীচ্চ বৈয়াসকী

মন্তস্তম্রমরংস্ত পদ্মগ-গবী-গুশ্ফেচু চাজাগরীং।

বাচামাচকলদ্রহস্তমখিলং যশ্চাক্ষপাদক্ষুরাঃ

লোকেহভূদ্ বহুপজ্জমেব বিদুষাং সোজন্তজন্তং যশঃ ॥৪॥

মল্লিনাথকবিঃ সৌহর্যং মন্দাত্মাহুজিঘৃক্ষ্যা।

ব্যাচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যজয়মনাকুলম্ ॥৫॥

কালিদাসগিরাং সারং কালিদাসঃ সরস্বতী।

চতুমুখোহথবা সাক্ষাদ্ বিদূর্নান্তে তু মাদৃশাঃ ॥৬॥

তথাপি দক্ষিণাবর্ত-নাথাত্তৈঃ ক্ষুণ্ণবস্ত্রাং হু।

বয়স্ক কালিদাসোক্তিস্ববকাশং লভেমহি ॥৭॥

ভারতী কালিদাসস্ত দুর্বাখ্যাবিষমচ্ছিতা।

এষা সঞ্জীবনী টীকা তামগোজ্জীবয়িত্তি ॥৮॥

ইহাষ্ময়মুখেনৈব সর্বং ব্যাখ্যায়তে ময়া।

নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিদ্ভানপেক্ষিতমুচ্যতে ॥৯॥

ইহ ধলু সকলকবিশিরোমণিঃ কালিদাসঃ “কাব্যং যশসেহর্থকৃত্যে, ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে। সত্যঃ পরনিবৃত্তয়ে কান্তাসম্মিতভরোপদেশযুজে”— ইত্যাদ্যলঙ্কারিকবচনপ্রামাণ্যং কাব্যস্ত অনেকশ্রেয়ঃসাধনতাং “কাব্যালোপাংশ্চ বর্জেৎ” ইত্যস্ত নিবেদনশাস্ত্র অসংকাব্যবিষয়তাং চ পশুন্, রঘুবংশাখ্যং সহাকাব্যং চিকীর্ষুশ্চিকীর্ষিতার্থাবিষয়পরিসমাপ্তি—সম্প্রদায়াবিচ্ছেদলক্ষণফলসাধন-

ভূতবিশিষ্টমেবতানমস্কারস্ত শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তত্বাৎ, “আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তনির্দেশো বাপি তন্মুখম্” ইত্যাশীর্বাদাত্মতমস্ত এবন্ধমুখলক্ষণত্বাৎ, কাব্যনির্মাণস্ত বিশিষ্ট-  
শব্দার্থপ্রতিপত্তিমূলকত্বেন, বিশিষ্টশব্দার্থয়োঃ—“শব্দজাতমশেষবস্ত ধত্তে শব্দস্ত-  
বল্লভা। অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দ্রশেখরঃ ॥” ইতি বায়ুপুরাণবচনবলেন  
পার্বতীপরমেশ্বরায়ত্ত্বদর্শনত্বাৎ, তৎপ্রতিপিৎসয়া তাবেবাভিবাদয়তে—

বাগর্থ্যাবিতি—বাগর্থ্যাবিবেত্যেকং পদম্। ইবেন সহ নিত্যসমাসো  
বিভক্ত্যালোপঃ পূর্বপদপ্রকৃতিত্বাৎ ইতি বক্তব্যম্, এবমত্রত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। বাগর্থ্যাবিব  
শব্দার্থ্যাবিব সম্পৃক্তৌ নিত্যসম্বন্ধাবিত্যর্থঃ, নিত্যসম্বন্ধয়োঃ শব্দার্থ্যোঃরূপমানত্বেনো-  
পাদনাত্মকঃ। “নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ” ইতি মীমাংসকঃ। জগতো লোকস্ত পিতরো,  
মাতা চ পিতা চ পিতরো। “পিতা মাত্রে” তি দ্বৈতকশেষঃ। “মাতাপিতরো  
পিতরো মাতরপিতরো প্রমুজনয়িতারো” ইত্যমরঃ। এতেন শব্দশিবয়োঃ  
সর্বজগজ্জনকতয়া বৈশিষ্ট্যমিষ্টার্থপ্রতিপাদনশক্তিঃ পরমকারুণিকত্বঞ্চ সূচ্যতে।  
পবতস্তাপত্যং জ্যোপার্বতী “তস্তাপত্যম্” ইত্যণ্; “টিড্‌টানঞ—” ইত্যাদিনা  
ভীপ্। পার্বতী চ পরমেশ্বরশ্চ পার্বতীপরমেশ্বরৌ, পরমশব্দঃ সর্বোত্তমত্বত্বোতনার্থঃ।  
মাতুরভ্যাহিতত্বাদ্ অল্লাক্ষরত্বাচ্চ পার্বতীশব্দস্ত পূর্বনিপাতঃ। বাগর্থ্যপ্রতিপত্তয়ে  
শব্দার্থ্যয়োঃ সমাগ্ জ্ঞানার্থং বন্দে অভিবাদয়ে অহমিতি শেষঃ। অত্রোপমালাক্ষ্যারঃ  
স্মৃতি এব তথোক্তম্—“স্বতঃসিদ্ধেন ভিন্নেন সম্পন্নেন চ ধর্মতঃ। সাম্যমন্তেন  
বর্ণ্যস্ত বাচ্যং চেদেকগোপমা ॥” ইতি। প্রায়িক্‌শচায়মলক্ষ্যারঃ কালিদাসোক্ত-  
কাব্যাদৌ। প্রথমং ভূদেবতাকস্ত সর্বগুরোর্মগণস্ত প্রয়োগাৎ শুভলাভঃ সূচ্যতে।  
তদুক্তম্—“শুভদো মো ভূমিময়ঃ” ইতি। বকারস্তামৃতবীজত্বাৎ প্রচয়গমনাদি-  
সিদ্ধিঃ।

**মল্লিটীকা**—টীকাকার মল্লিনাথের উপোদ্যাত-শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ নিয়ে  
প্রদত্ত হইল—

১। ( অর্দ্ধনারীশ্বররূপ ) জগতের জনক ও জননীকে (হরগৌরীকে) প্রণাম  
করি, বাঁহা (অর্থাৎ যে অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তির) বামার্দ্ধভাগ জায়া (অর্থাৎ গৌরী) এবং  
বাঁহা দক্ষিণ (অর্থাৎ পুরুষরূপ দক্ষিণভাগের) নয়নপাতের দ্বারা বাম (অর্থাৎ  
স্ত্রীরূপ বামভাগের) নয়ন (লজ্জায়) সজ্জুচিত হইতেছে। ( কারণ পুরুষের দৃষ্টিপাতে  
নারীর দৃষ্টি স্বভাবতঃই লজ্জায় সজ্জুচিত হয়।—অথবা, যে জনক-জননীর উদার  
দৃষ্টিপাতের সম্মুখে সকলপ্রকার কুটিলতা নিরস্ত হয়—এ অর্থও ধ্বনিত হইতেছে। )

২। বিঘ্নরূপ অন্ধকার-বিনাশের নিমিত্ত আমি শান্ত, পবিত্রতাজনক, অচিন্ত্যশক্তিসম্পৎশালী এবং লম্বোদর (গজাননরূপ) অনির্বচনীয় তেজের উপাসনা করি—যে তেজ (মুখভিন্ন) দেহাংশে নররূপী এবং মুখাংশে গজরূপ।

৩। হে সরস্বতী! জগতের আশ্রয় ও সুখদায়ক তোমার চরণকে আমি এক্ষণে আশ্রয় করিতেছি; হে মাতঃ! তুমি তোমার করুণান্নিধি কটাক্ষপাতের দ্বারা আমাকে কৃতকার্য্যতাবূদ্ধ কর (অর্থাৎ টীকারচনারূপ গুরুকার্য্যবিষয়ে আমাকে সাফল্যযুক্ত কর)।

৪। যিনি কণাদপ্রণীত শব্দরাশি (অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শন) অধ্যয়ন করিয়াছেন; যিনি ব্যাসপ্রণীত শব্দরাজি (অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র, প্রভৃতি) আয়ত্ত করিয়াছেন; যিনি তন্ত্রশাস্ত্র অতিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন; যিনি শেবনাগের বাক্যাবলীতে (অর্থাৎ পতঞ্জলীপ্রণীত মহাভাষ্যে) চিরজাগ্রত ছিলেন; যিনি অক্ষপাদপ্রণীত শব্দরাজির (অর্থাৎ গৌতমপ্রণীত ন্যায়দর্শনের) সকল রহস্য জ্ঞাত ছিলেন, এবং এই পৃথিবীতে পণ্ডিতদিগের সৌজন্যখ্যাতি (অর্থাৎ পণ্ডিত হইয়াও সজ্জন—এই খ্যাতি) যাহা হইতে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল।—

৫। সেই মল্লিনাথ কবি মন্দমতি ছাত্রদিগকে অল্পগ্রহ করিবার বাসনায় কালিদাসপ্রণীত কাব্যত্রয় (রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত) অনায়াসে (অথবা সহজভাবে) ব্যাখ্যা করিতেছেন। (“প্রায়েণ আচার্য্যাণামিযং শৈলী যৎ স্বাভিপ্রায়মপি পরোপদেশমিব বর্ণয়ন্তি”—কুল্লুকভট্ট—মহু—১।৪)।

৬। কালিদাসপ্রযুক্ত শব্দের মর্মার্থ (অথবা ধ্বনি) স্বয়ং কালিদাস, সরস্বতী অথবা ব্রহ্মা জানিতে পারেন—মাদৃশ (অস্ত) ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারেন না।

৭। তথাপি দক্ষিণাবর্ত, নাথ, প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ ব্যাখ্যার যে পথ দেখাইয়াছেন—সেই পথ অহুসরণ করিয়া আমরাও কালিদাসের কাব্যে প্রবেশ লাভ করিব।

৮। কালিদাসের কাব্য ছষ্ট ব্যাখ্যারূপ গরলের দ্বারা চেতনাহীন হইয়া রহিয়াছে। অতঃপ্রণীত ‘সঞ্জীবনী’ নামক টীকা তাহাকে পুনরায় উজ্জীবিত করিবে।

২। মৎ-প্রণীত এই টীকায় সব কিছুই অশ্লষমুখে (acc. to prose-order) ব্যাখ্যাত হইবে। মূলকাব্যান্তিরিক্ত কিছুই লেখা হইবে না এবং অবাস্তব কিছুও বলা হইবে না। ( অশ্লষমুখ—দণ্ডাশ্লষ; Contrast—ব্যতিরেকমুখ বা খণ্ডাশ্লষ )

ইহ খলু সকলকবিশিরোমণিঃ.....তাবেবাভিবাদয়তে ।

কবিকুলচূড়ামণি মহাকবি কলিদাস ‘রঘুবংশ’ নামক মহাকাব্য রচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিশিষ্ট শব্দার্থজ্ঞানের নিমিত্ত হরগোরীর বন্দনা করিতেছেন। কাব্যের উপকারিতা কি ? এ বিষয়ে আলঙ্কারিকগণ বলেন যে, কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হওয়া যায় ( যেমন কালিদাস প্রভৃতি হইয়াছেন ), অর্থলাভ হয় ( যেমন কবি ধারক অথবা বাণ রাজা ত্রিহর্ষের নিকট তাঁহাদের রচনা বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিয়াছিলেন ), লোকচরিত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে ( কারণ বাস্তবের চিত্রণ-ই সাহিত্য ), অমঙ্গলনাশ হয়, তৎক্ষণাৎ পরম আনন্দলাভ ঘটে ( জাগতিক সুখলাভে বিলম্ব ঘটে—কিন্তু কাব্যপাঠকালে আমরা তৎক্ষণাৎ লোকান্তর পরম আনন্দের অধিকারী হই—এই বিমল কাব্যানন্দ বেদান্তকথিত ব্রহ্মানন্দের সহোদর ), এবং সর্বোপরি কাব্য আমাদেরগকে প্রিয়তমা কান্তার জ্ঞায় উপদেশ দান করে। ( উপদেশ তিন প্রকার—প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত এবং কান্তাসম্মিত। প্রভুর উপদেশ নীরস এবং কঠোর হইয়া থাকে; বন্ধুর উপদেশ অনেকে গ্রাহ্যই করে না; কিন্তু কান্তা তাহার ভাষাহীন কিংবা কোমল উপদেশদ্বারা আমাদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। কাব্যের বাণীও সেইরূপ মৌন। কাব্য আমাদেরগকে বলপূর্বক শিক্ষা দান করে না, কিন্তু আমরাই কাব্য হইতে নীতিসার গ্রহণ করিয়া আনন্দ পাই )। ( কাব্যপ্রকাশ ১১২ ) “স্বাচুকাব্যরসোন্মিশ্রং বাচ্যার্থ-মুপভুঞ্জতে। প্রথমালীঢ়মধঃ পিবন্তি কটু ভেবজম॥”—এইরূপে কাব্য যে একাধিক মঙ্গলের সাধনীভূত হয়—তাহা কবি কালিদাস জানিতেন। তিনি আরও জানিতেন যে “সর্বপ্রকার কাব্যচর্চা বর্জন করিবে,”—এই নিষেধবাক্য কেবল অসৎকাব্য ( নীতি-উপদেশহীন ) বিষয়েই প্রযুক্ত হয়। কালিদাস প্রারম্ভেই দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছেন কারণ, শিল্পগণ দেবতার নমস্কারকে ( কাব্যরচনারূপ ) চিকীর্ষিত অর্থের বিষহীন পরিসমাপ্তি এবং কবিসম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদরূপ ফলের সাধনীভূত বলিয়া মনে করেন; এতদ্ব্যতীত আলঙ্কারিকগণও বলেন যে “প্রবন্ধের প্রারম্ভে আশীর্বাদ, নমস্করিয়া কিংবা বস্ত্তনির্দেশ থাকিবে।” ( কাব্যাদর্শ ১১১৪ )।

কবি কালিদাসের হরগৌরী-বন্দনার আর একটি তাৎপর্য আছে। বিশিষ্ট শব্দার্থের জ্ঞানই কাব্যরচনার মূলভূত কারণ। পার্বতী এবং পরমেশ্বর এই নিখিল বিশ্বের শব্দের এবং অর্থের ধাত্রী এবং ধাতা। বায়ুপুরাণে এইরূপ বচন আমরা পাইয়া থাকি। তাই বিশিষ্ট শব্দার্থজ্ঞানের নিমিত্ত কবি কালিদাস হরগৌরীর বন্দনা করিতেছেন—

“প্রথমং ভূদেবতাকস্য.....প্রচয়গমনাদিসিদ্ধিঃ”

ব-কার ম-গণের অন্তর্গত কবি প্রথমেই ভূদেবতাকে, সকল গণের শ্রেষ্ঠ এই ম-গণের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে শুভলাভ সূচিত হইতেছে। কং, বং, ঙং, পং, হং,—এই পঞ্চ অমৃত বীজের মধ্যে বকার একটি। ইহার দ্বারা বুদ্ধি-প্রাধিক্রম সিদ্ধি সূচিত হইতেছে। “বকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীমোক্ষমব্যয়ম্। পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তি সহিতং সদা ॥ চতুর্বর্ণপ্রদং বর্ণং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। ত্রিশক্তি-সহিতং দেবি ত্রিবিদু সহিতং সদা।” (কামধেনুতন্ত্রম্)।

সারাংশ—শব্দার্থযোঃ সম্যগ্ জ্ঞানার্থং শব্দার্থবিব নিত্যসম্বন্ধো জগতঃ মাতাপিতরৌ উমাবৃষাকৌ অহং বন্দে।

টীকাস্তর—“প্রতিপত্তিশব্দেন চ গৌরবং, প্রাপ্তিঃ, প্রবৃত্তিঃ, প্রাগলভ্যং, প্রতিভা, জ্ঞানমিতি ষড়পার্থাঃ তন্মেনোপাত্তাঃ। তত্র গৌরবং মাধুর্যাদিশুণ্ডগম্পত্ত্যা সহৃদয়বহমানং, প্রাপ্তিঃ নির্বহণপ্রাপ্তিঃ, প্রবৃত্তিঃ স্বয়মেব সংঘটনাক্রটিঃ, প্রাগলভ্যং দোষরাহিত্যেন নিঃশঙ্কতা, প্রতিভা প্রত্যুৎপন্ন মতিঃ তত্ত্বচিৎতশব্দার্থ বিশেষ-লাভফলা জ্ঞানং যথাতত্ত্বসংবেদনম্। এষথেষু অস্যা প্রয়োগা দ্রষ্টব্যাঃ।” তথা চ কেশবস্বামী “প্রতিপত্তিস্তু গৌরবে প্রাপ্তৌ প্রবৃত্তৌ প্রাগলভ্যে প্রতিভা-জ্ঞানয়োঃপীতি।” (অরুণগিরিনাথঃ)। “উভয়োঃ কিমিতি নমস্কারঃ কৃতঃ।” তচ্চ “শিবা শব্দময়ী প্রোক্তা শব্দুচ্চাৰ্থময়ঃ স্তুতঃ। অতঃ শব্দার্থনিষ্পত্তিসিদ্ধয়ে তৌ নতৌ ময়া ॥” নবমস্তেষু গণেশাদিদৈবেষু সংস্ফূমাহেশ্বরয়োঃ নমস্কারং কথং কৃতবাংস্তদ্রাহ—“ঈশ্বরাজ্জ্ঞানমঘিচ্ছেদ্” ইতি—(বিজয়গণিঃ)।

টিপ্পনী—১। বাগর্থ্যবিব—শব্দের সহিত অর্থের ত্রায়। বাক্চ অর্থচ (বন্দ) ইতি বাগার্থৌ—রাজদত্তাদিহ্মাং অর্থশব্দস্ত পরনিপাতঃ। তৌ, ইব (নিত্যসমাস)। ‘বাগর্থ্যবিব’ ইহা একটি সমস্তপদ। পৃথক পদ নহে। ‘ইবেন সহ সমাসো বিভক্ত্যালোপঃ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যম্’ (মহাভাষ্য)। “ইবেন সহ নিত্যসমাসো.....” ইত্যাদি পাঠ ভুল।

২। সম্পৃক্তো—‘পার্বতীপরমেশ্বরো’ পদের বিশেষণ। সম্-পৃচ্+ক্ত কর্তরি। নিত্যসম্বন্ধ। মীমাংসামতে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য (ঐৎপত্তিক)।

৩। বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে—নিমিত্তার্থে চতুর্থী। শব্দ এবং অর্থের সম্যক জ্ঞানের জন্ত। বাক্ চ অর্থচ (দ্বন্দ্ব) তো বাগর্থো, তয়োঃ প্রতিপত্তিঃ (যষ্টিতৎ) তসৌ।

৪। জগতঃ—শেষে যষ্টি। গম্+অতি=জগৎ। জগতের।

৫। পিতরো—‘পার্বতীপরমেশ্বরো’ পদের বিশেষণ। মাতা চ পিতা চ (একশেষ দ্বন্দ্ব) পিতরো; বিকল্পে মাতাপিতরো, মাতরপিতরো—মল্লিনাথ দেখ। মাতা এবং পিতাকে।

৬। বন্দে—কর্তা ‘অহম্’ উছ। বন্দ্+লট্ এ। বন্দনা করি।

৭। পার্বতীপরমেশ্বরো—‘বন্দে’ ক্রিয়ার কর্ম্ম। পার্বতী চ পরমেশ্বরশ্চ (দ্বন্দ্ব) তো। পার্বতী এবং মহাদেবকে। এস্থলে দ্বন্দ্বসমাসে ‘পার্বতী’ শব্দের পূর্বনিপাত হইয়াছে; কারণ ‘পার্বতী’ শব্দ অল্লাক্ষরযুক্ত (‘অল্লাচ তরম্’) এবং মাতা ও পিতার মধ্যে মাতাই অধিক গরীয়সী বা পূজ্যাম্পদ (‘অভ্যাহিতঞ্চ’) “পিতৃতোহপি গুরুমাতা নান্তি মাতৃসমো গুরুঃ। পতিতা গুরুবন্ত্যাজ্যা মাতা নৈব কদাচন ॥ গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী ॥” “উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা। সহস্রং তু পিতৃন্ মাতা গৌরবেণা-তির্য্যচ্যতে ॥” পর্বতস্ত্র অপত্যং জ্ঞী ইতি পর্বত+অণ্ (‘তস্ত্রাপত্যম্’) +ভীপ্=পার্বতী। পরমশাস্ত্রো দেবরশ্চ=পরমেশ্বরঃ।

অনেকে ‘পার্বতীপ—রমেশ্বরো’—এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। পার্বতীঃ পাতি রক্ষতীতি পার্বতীপঃ—মহাদেব। রমায়ী ঈশ্বরঃ ইতি রমেশ্বরঃ—বিষ্ণু। অর্থাৎ মহাদেব ও বিষ্ণুকে প্রণাম করি। তাঁহারাও নিত্যসম্বন্ধ। (“ন বিনা শঙ্করং বিষ্ণুনবিনা কেশবং শিবঃ”)। সুতরাং ‘পিতরো’ শব্দের পিতা চ পিতা চ এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে।—“যদ্বা পার্বতীঃ পিপত্তি পালয়তীতি পার্বতীপরঃ শিবঃ। “পৃ পালনপুরণয়োঃ” ইতি ষাতুছাৎ। মায়্যাঃ পদ্যায়ী ঈশ্বরো মেস্বরো বিষ্ণুস্তৌ বন্দে। অস্মিনপক্ষে বাগর্থ্যবিবেচ্যুপমায়া ভিন্নলিঙ্গত্বং ন দোষায়। ‘ন লিঙ্গবচনে ভিন্নে’ ইত্যাদি” (স্মৃতিবিজয়ঃ)।

কালিদাস তাঁহার প্রায় প্রত্যেক রচনার আরম্ভে শিবের বন্দনা করিয়াছেন। তাই অনেকে মনে করেন তিনি শিবভক্ত ছিলেন। “বতঃপরমেশ্বর-ভক্তিশালী



কবিনীনাবিধপদার্থবর্ণনারূপাং কাব্যরচনামপি তৎস্তুতিরূপামেবাভিসন্ধায় প্রবৃত্তঃ” (অরুণগিরিঃ) ।

“যদ্বা কবেদেবীনাম্না প্রসিক্তাং পার্ভাত্যাঃ প্রথমং গ্রহণম্ । যতঃ কালিদাস ইতি কবিনাম” (বিজয়গণিঃ) ।

বাচ্যপরিবর্তন—( ময়া ).....বন্দ্যোতে ।

মন্তব্য—এই শ্লোকে উপমা এবং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারের সঙ্কর হইয়াছে । “সাধর্ম্যমুপমা ভেদে” । শব্দের সহিত উমার এবং অর্থের সহিত মহেশ্বরের তুলনা করা হইয়াছে । সুতরাং উমা ও মহেশ্বর উপমেয় এবং শব্দ ও অর্থ উপমান । অনেকে বলেন যে ‘জগতঃ পিতরৌ’ ইহা উপমেয়ের ধর্ম । সুতরাং উপমানে ধর্মন্মানতা রহিয়াছে । ইহার উত্তরে অরুণগিরি বলেন—“নম্রত্র ধর্মন্মানতা দোষঃ । জগতঃ পিতরাবিত্যশ্চ প্রতিবস্ত্ব কিঞ্চিদুপমানে নোপাত্তমিতি । ন চ ‘সবং সর্বং সারূপ্যং নান্তি ভাবশ্চ কশ্চিৎ’ ইত্যমুং দোষং ভামহঃ প্রত্যাখ্যাতবানিতি বাচ্যম্ । মতান্তরেখিষ্টাং । “উচ্যতে—‘যত্রোদ্বোগো’ ন ‘ধীমতামিতি’ তাবদস্তুি । অস্তচ্চ বাক্যার্থোপমায়ামেবাং দোষঃ ।” যথা “স মুনির্লাঙ্ঘিতো মৌজ্যা কৃষ্ণাজিনপটং বহন । শুভে নীলজীমূতভাগাঙ্গিষ্ট ইবাংমুমান্” ইত্যত্র । “এতচ্চ সবং সর্বত্রাহু-সন্ধেয়ম্ । ন তু কষ্টযোজনান্তিরেতৎপরিহারে যতীতব্যম্” (অরুণগিরিঃ) ।

এখানে কবি কালিদাস শব্দ ও অর্থের সম্যক জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছেন যেহেতু হরগৌরী শব্দার্থাত্মক । অতএব এখানে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার । “হেতো-বাক্যপদার্থত্রে কাব্যলিঙ্গং নিগম্যতে” ( সাহিত্যদর্পণ ) ।

G. R. Nandargikar এই শ্লোকের অরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন— “প্রভাকীবিব সম্পূজ্যো ভবভীতিনিবৃত্তয়ে ।

রক্ষিতারৌ ত্রিজগতাং লক্ষ্মীনারায়ণৌ ভজে ॥

—দিব্যসূরিচরিতম্—I ।

ভোমার সাগরতরণের স্তায় অলঙ্কার আমি বিশাল সূর্য্যবংশ বর্ণনার প্রবৃত্ত হইরাছি ।

২ ক সূর্য্যমমম্বো বংশঃ ক আলববিষয়া মতিঃ ।

তিষ্ঠীষ্যুর্ভূত্বং মোহাদুভূতেনাঙ্ঘ্রি সাগরম্ ॥২॥

অর্থ—সূর্য্যপ্রভবঃ ( সূর্য্যসমুৎপত্ত—সূর্য্যদেব হইতে যাহার জন্ম ) বংশঃ

বংশ) ক (কোথায়), (মে) অল্পবিষয়া (অল্পবিষয়িণী) মতি: চ (বুজিই বা) ক (কোথায়)! (অহং) মোহাৎ (অজ্ঞানবশত:) উডুপেন (ভেলা দ্বারা) দুস্তরং (দুস্তর) সাগরম্ (সাগর) তিতীযু: (পার হইতে অভিলাষী) অশ্মি (হইতেছি)।

বাজালা—কোথায় বা সূর্যাসন্তৃত বংশ, আর কোথায় বা আমার অল্প-বিষয়িণী বুদ্ধি! আমি অজ্ঞানবশত: ভেলাদ্বারা দুস্তর সাগর পার হইতে অভিলাষী হইতেছি।

Eng.—Where is the race sprung from the sun and where (are) my scanty powers of mind! From sheer folly I am desirous of getting across the sea which is so difficult to cross, by means of a small raft.

ব্যাখ্যা—মহান ব্যক্তিগণ নিরতিমান হইয়া থাকেন। তাই কবিশিরোমণি স্বীয় অঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন—আমার বুদ্ধি নিতান্তই ক্ষুদ্র—আর এই সূর্য্যবংশ বিশাল, পবিত্র এবং জগদ্বিখ্যাত। দিলীপ, রঘু, প্রভৃতি উদারচেতা মনস্বিগণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র এই বংশের প্রদীপস্বরূপ। সুতরাং অল্পবিষয়িণী বুদ্ধি লইয়া আমি কিরূপে এই বংশের বর্ণনা করিব? এই বংশ বর্ণনা করিবার যে প্রবৃত্তি আমার হইয়াছে—তাহা ভেলকদ্বারা দুস্তর সাগর তরণেছু ব্যক্তির প্রবৃত্তির ত্রায়ই হাশ্বাস্পদ হইবে।

মল্লিনাথ—কেতি। সম্প্রতি কবি: স্বাহঙ্কারং পরিহরতি—ক সূর্য্যোতাদি-শ্লোকদ্বয়েন। প্রভবত্যাঙ্গাদিতি প্রভব: কারণম্ “ঋদোরপ্” “অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্” ইতি সাধু:। সূর্য্য: প্রভবো যশ্চ স সূর্য্যপ্রভবো বংশ: ক? অল্লো বিবয়ো জ্ঞেয়োহর্থো যশ্চা: সা মে মতি: প্রজ্ঞা চ ক? হৌ কশৌ মহদন্তরং সূচয়ত:, সূর্য্যবংশমাকলয়িতুং ন শক্বোমীত্যর্থ:। তথা চ তদ্বিষয় প্রবন্ধনিরূপণং দূরাপাস্তমিতি ভাব:। তথাহি—দুস্তরং “দৈবদু:স্বপ্—” ইত্যাদিনা খলু-প্রত্যয়:। তরিতুমশক্যং সাগরং মোহাদজ্ঞানাৎ উডুপেন গ্ৰবেন “উডুপস্ত গ্ৰব: কোলং” ইত্যমর:। অথবা চর্ম্মাবনদ্ধেন পানপাত্রেণ “চর্ম্মাবনদ্ধমুডুপং গ্ৰব: কাষ্ঠং করণ্ডবৎ” ইতি সঙ্কন:। তিতীযুস্তরীতুমিচ্ছুরশ্মি ভবামি। তরতে: সন্নস্তাদ্ উ-প্রত্যয়:। অল্পসাধনৈরধিকারভ্রো ন সুকর ইতি ভাব:। ইদঞ্চ বংশোৎকর্ষকথনং অপ্ৰবন্ধমহবার্থমেব। তদুক্তম্—“প্রতিপাত্তমহিমা চ প্রবন্ধো হি মহন্তরঃ” ইতি।

**মল্লিটীকা**—১। সম্প্রতি...পরিহরতি।—এই শ্লোকে (এবং পরবর্তী শ্লোকেও) কবি কালিদাস নিজের অহংকার পরিত্যাগ করিতেছেন।

২। ইদঞ্চ বংশোৎকর্ষ.....মহত্তরঃ ইতি। সূর্য্যবংশের মহত্ত্বকথনের দ্বারা স্বরচিত মহাকাব্যেরই মহত্ত্ব কীৰ্ত্তিত হইতেছে। কারণ এইরূপ বলা হইয়া থাকে—“বর্ণনীয় বিষয়ের মহত্বের দ্বারা রচনাও মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়”।—

**সারসংক্ষেপ**—যথা প্লেবেন সাগরতরণমসম্ভবম্ তথৈবান্নবিষয়য়া বুদ্ধ্যা মে সূর্য্যবংশ-বর্ণনমপি।

**টীকাসমুদ্র**—“অথ বর্ণনীয়ে মহতি বংশে স্বল্পবিষয়ায়াঃ স্বমতেঃ প্রযুক্তি-মাক্ষিপন্ আক্ষেপ-দ্বারেন অর্থাচ্চিকীৰ্ত্তিতং চ প্রতিজানীতে, কেতি।” (নারায়ণঃ)।

**টিপ্পানী**—১। ক, ক—অব্যয়। দুইটি ক শব্দের প্রয়োগ থাকিলে মহান্ পার্থক্য সূচিত হয়। অর্থাৎ সূর্য্যবংশ এবং আমার বুদ্ধি—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। “উভাবপি কশর্ভো সূর্য্যবংশস্ত কবিবুদ্ধেচ অত্যন্তাসম্পত্তিব্যঞ্জকৌ জ্ঞেয়ো”—চারিত্রবর্ধন। Cf. “ক বত হরিণকাণাং” (শাকুন্তলে ১।১০)। “ক ভূপতীনাং চরিতং ক জন্তবঃ” (কিরাত ১।৬)। “ক বয়ং ক পরোক্ষমগ্নথঃ” (শাকুন্তলে ২।১৮)।

২। সূর্য্যপ্রভবঃ—‘বংশঃ’ পদের বিশেষণ। প্রভবতি অস্মাদিতি প্রভবঃ (কারণম্) প্র—ভূ+অপ্ “ঋদোরপ্”। মল্লিনাথ দেখ। সূর্য্যঃ প্রভবঃ যন্ত সঃ (বহুব্রীহি) “প্রভবো জলমূলে স্যাৎ জন্মহেতো পরাক্রমে” ইতি মেদিনী। সরতি গচ্ছত্যাকাশে ইতি সূর্য্যঃ, স্+কাপ্। পুরাণাদিতে সূর্য্যবংশের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—ব্রহ্মা—মরীচি—কশ্যপ—সূর্য্য—মহু (বৈবস্বত)—ইক্ষাকু।—(ইত্যাদি)।

৩। অল্পবিষয়া—‘মতিঃ’ পদের বিশেষণ। অল্পঃ বিষয়ঃ (জ্ঞেয়োহর্থঃ) যন্তাঃ সা (বহুব্রীহি)। “বিষয়ো যন্ত যো জ্ঞাতস্তত্ত্ব গোচরদেশয়োঃ” ইতি হৈমঃ। অল্পবিষয়িণী।

৪। মতিঃ—বুদ্ধি। মন্+জিন্।

৫। তিতীর্ষুঃ—‘অহম্’ এই উহ পদের বিশেষণ। তরিতুমিচ্ছুরিতি, ত্+সন্+উ। পার হইতে অভিলাষী।

৬। দুস্তরম্—‘সাগরম্’ পদের বিশেষণ। দুঃখেন তীর্ধ্যতে ইতি দুস্+ত্+খল্ “ঈষদুঃস্থষু কঙ্কাকঙ্কার্থেখু খল্”।

৭। মোহাৎ—হেতৌ ঐমী। মুহ্ + ঘঞ্। অজ্ঞানবশতঃ।

৮। উড়ুপেন—করণে তৃতীয়া। ভেলাদ্বারা। উড়ুনো জলাৎ পাতিতি উড়ু + পা + ক। “উড়ু পশ্চত্বেলয়োঃ” ইতি ধরণিঃ।

৯। অশ্মি—কর্ত্তা ‘অহম্’ উহ। হইতেছি। অস্ + নট্ মি। অথবা তিঙস্ত প্রতিক্রপক ‘অহম্’ অর্থপ্রতিপাদক অব্যয়।

১০। সাগরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। “ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্” ইতি ষষ্ঠী প্রতিবেধঃ। সমুদ্র। সগরস্ত রাঞ্জোহয়ম্ ইতি সগর + অণ্—“তন্ত্বেদম্”। “ন গরো বেনামৃতেন মণিনা বা সহ তেন বা” (ভাহুজি)। যজ্ঞীয় অশ্ব অশ্বেষণ করিতে করিতে সগররাজ্যের ৬০,০০০ পুত্র ভূমি খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করে। ভূমির সেই প্রকাণ্ড গর্ত্ত জলপূর্ণ হইলে তাহাকে ‘সাগর’ নামে অভিহিত করা হয়।

বাচ্যপরিবর্ত্তন—সূর্য্যপ্রভবেন বংশেন ক (ভূয়তে) অগ্নবিষয়য়া মত্যা চ ক (ভূয়তে) ... তিতীর্ঘণা ভূয়তে।

মন্তব্য—এই শ্লোকে নিদর্শনা অলঙ্কার। কোনও পদার্থের সম্বন্ধ কোথাও বাধিত এবং কোথাও অবাধিত হইয়া যে বর্ণিত পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য তাৎপর্য্য দ্বারা প্রকাশ করে—তাহাকে ‘নিদর্শনা’ বলে। “সম্ভবন্ বস্ত্রসম্বন্ধোহসম্ভবন্ বাপি ক্ষুদ্রচিৎ। যত্র বিষ্মাহুবিষ্মত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা ॥” (সাহিত্যম্পর্শণ—১০।৭০)। এখানে দুইটি বাক্যার্থের বাধিত সম্বন্ধ ‘আমার বুদ্ধির দ্বারা সূর্য্যবংশের বর্ণন, ভেলাদ্বারা সাগরতরঙ্গের সদৃশ’—এইরূপ সাদৃশ্য অর্থে পরিণত হইতেছে। এখানে উপমানের ধর্ম উপমেয়ে বাধিত হইয়াছে। এস্থলে বিষমালঙ্কার হইতে পারে না। “নহু ‘কচিদ্ভদ্রতিবৈষম্যাম্ শ্লেষো ঘটনামিয়া’দিতি উক্তলক্ষণোবিষমালঙ্কার ভেদোহপি কিং ন স্ত্রাৎ। উচ্যতে। অত্রাতিবৈষম্যাৎ শ্লেষাঘটনস্ত্রাক্ষেপা-পর্য্যবসায়িত্বং ন শোভাহেতুত্বং তন্নিবন্ধনা চালঙ্কারব্যবস্থা।” (অরুণগিরিঃ)।

আমি মুঢ় হইয়া কবিশ্রম প্রার্থনা করিয়া নিশ্চয় উপহাস্যাস্পদ হইব।

৩ মন্দঃ কবিশ্রমঃপ্রার্থী নমিস্থ্যাম্যুপহাস্যস্যতাম্।

প্রাশ্ণ্যলম্বে কলে লোভাদুদ্রাহুর্বিষ বামনঃ ॥২॥

অম্বয়—মন্দঃ (মুঢ়) কবিশ্রমঃপ্রার্থী (কবিকুলের যশ প্রার্থনা করিয়া) (অহং)

প্রাংগুলভ্যে ( দীর্ঘকায়পুরুষ-লভ্য ) ফলে ( ফললাভের ) লোভাৎ ( লোভে )  
উদ্বাহঃ ( উন্নতবাহ ) বামন ইব ( খর্বকায় পুরুষের ত্রায় ) উপহাস্ততাং গমিষ্যামি  
( উপহাসাস্পদ হইব ) ।

বাক্সালা—আমি মৃঢ় হইয়া কবিকুলের যশ প্রার্থনা করিয়া দীর্ঘকায়-পুরুষ-  
লভ্য ফললাভের লোভে উন্নতবাহ খর্বকায় পুরুষের ত্রায় উপহাসাস্পদ হইব ।

**Eng.**—Stupid but seeking the fame of a poet, I would make myself the butt of ridicule, just like a dwarf greedily sketching up his hands for a fruit attainable ( only ) by tall persons.

ব্যখ্যা—আমি মৃঢ়মতি এবং অল্পবাক্ হইয়াও কবিজনোচিত যশ প্রার্থনা করিতেছি । মাতৃষের শক্তি সীমাবদ্ধ হইলেও তাহার আকাঙ্ক্ষা অসীম—তাই ক্ষুদ্র মানব বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া প্রায়ই হাস্তাস্পদ হয় । বৃক্ষের উচ্চশাখাস্থিত ফল দীর্ঘকায় পুরুষেরই হস্তগামী হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ ফলের প্রতি লোভবশতঃ খর্বকায় পুরুষ যদি হস্ত প্রসারিত করে—তাহা হইলে লোকে তাহাকে উপহাস করে । ব্যাস, বাল্মীকি, প্রভৃতি কবিগণ যে যশের অধিকারী হইয়াছেন আমিও সেই যশের অভিলষী হইয়া নিশ্চয় উপহাসাস্পদ হইব ।

মল্লিনাথ—মন্দ ইতি । কিঞ্চ মন্দো মৃঢ়ঃ । “মৃঢ়াঙ্গাপটুনির্ভাগ্যা মন্দাঃ স্যুঃ” ইত্যমরঃ ॥ তথাপি কবিবংশঃপ্রার্থী, কবীনাং যশঃ কাব্যনির্মাণেন জাতং যদ্ যশঃ তৎ-প্রার্থনাশীলঃ অহং প্রাংগুলনা উন্নতপুরুষেণ লভ্যে প্রাপ্যে ফলে ফলবিষয়ে লোভাৎ ফলবিষয়াং লোভাদিত্যর্থঃ । উদ্বাহঃ উৎউন্নমিতো বাহুর্ধ্বেন সঃ, ফলগ্রহণায় উচ্ছ্রিতহস্তো বামনঃ খর্ব ইব । “খর্বো হৃষ্শ বামনঃ” ইত্যমরঃ । উপহাস্ততাং উপহাসবিষয়তাম্ । “ঋহলোগ্যৎ” ইতি ন্যাৎ-প্রত্যয়ঃ, উপহসতে: স কর্মকণ্ঠাদ্ উপহস্তুতে যঃ তস্ত ভাবঃ তাং গমিষ্যামি প্রাপ্ত্বামি ।

সারারংশ—উন্নতপুরুষলভ্যঃ ফলং লব্ধুং উন্নমিতবাহুর্ধ্বামনো যথা উপহাসাস্পদং ভবতি তর্থেব মহাকবিবংশঃপ্রার্থী অহমপি ভবামি ।

টীকাস্তর—“মন্দঃ অল্পবাগিত্যর্থঃ । যথা কুটিলবুদ্ধিঃ কুটিল ইত্যুচ্যতে তথেষ্টাবসেয়ম্ । মৃঢ়পরিচায়েষে তু তৎ-প্রতিযোগিত্বেন কবিবংশঃপ্রার্থীতি বচনমল্পপদম্ স্মৃতাৎ । ‘অল্পবিষয়া মতি’ রিত্যনেন পৌনরুক্ত্যং চ । কবে: প্রবাচো যশঃ প্রার্থয়িতুং শীলমশ্রুতি তথা । অল্পবাক্বেষপি মহাকাব্যকারিণাঃ মহাকবীনাং যশসঃ প্রার্থনাদহং মহাজনোপরিহাস্তো ভবিষ্যামীত্যর্থঃ” (নারায়ণঃ) ।

**টিঙ্কানী—১।** মন্দঃ—‘অহম্’ এই উহ পদের বিশেষণ। মল্লিনাথ ‘মূঢ়’ এই অর্থ করিয়াছেন। টীকাকার নারায়ণ বলেন যে ‘মন্দ’ শব্দের ‘অল্পবাক্’ এই অর্থ গ্রহণ করাই ভাল। কারণ মূঢ় ব্যক্তি কিরূপে কবিষশঃপ্রার্থী হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত পূর্বশ্লোকে ‘অল্পবিষয়া মতিঃ’—ইহা দ্বারা মূঢ়ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। টীকাস্তর দৃষ্টব্য।

**২।** কবিষশঃপ্রার্থী—‘অহম্’ এই উহ পদের বিশেষণ। কবীনাং যশঃ (যজ্ঞীতং)—কবিষশঃ। কবিষশঃ প্রার্থয়িতুং শীলমস্ত ইতি কবিষশঃ—প্র+অর্থ (চুরাদি—আ)+গিনি, তাচ্ছীল্যে। অথবা, প্রকৃষ্টঃ অর্থঃ প্রার্থঃ। কবিষশঃ এব প্রার্থঃ অসম্মিহিতোহস্ত ইতি ময়ুরব্যংসকাদিসমাসে কবিষশঃপ্রার্থ+ইনি—‘পুষ্করাদিত্যো দেশে’, ‘অর্থ্য্যচ্যাসম্মিহিতে’, ‘তদস্ত্যচ্চ’। মল্লিনাথ রঘু ৫।১ এ ‘গুরুদক্ষিণার্থী’ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

**৩।** উপহাস্ততাম্—‘গমিস্ত্যামি’ ক্রিয়ার কর্ম। উপহাস+ণ্যৎ=উপহাস্তম্; তত্ ভাবঃ ইতি উপহাস্ত+তল্+জিয়াং টাপ্=উপহাস্ততা, তাম্।

**৪।** প্রাংস্তলভ্যে—‘ফলে’ পদের বিশেষণ। উন্নতপুরুষলভ্য। প্রাংস্তনা লভাং (তৃতীয়া তৎ) তস্মিন্। প্রকৃষ্টা অংশবোহস্ত ইতি প্রাংস্তঃ। লভ্+বৎ=লভ্যম্।

**৫।** ফলে—বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। ফলবিষয়ে।

**৬।** লোভাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। লুভ্+ঘঞ্=লোভঃ, তস্মাৎ। লোভহেতু।

**৭।** উদ্বাহঃ—‘বামনঃ’ পদের বিশেষণ। উৎ উত্তোলিতঃ বাহর্থেন সঃ (বহুব্রীহি)। উত্তোলিত বাহ্।

**৮।** বামনঃ—‘অহম্’ এই উহ উপমেয়ের উপমান। খর্বকায় পুরুষ।

**বাচ্যপরিবর্তন**—মন্দেন কবিষশঃ প্রার্থিনা উপহাস্ততা গমিস্ততে, উদ্বাহনা বামনেনৈব

**মন্তব্য**—এই শ্লোকে উপমা অলঙ্কার। মন্দঃ (উপমেয়), বামনঃ (উপমান); কবিষশঃ (উপমেয়), প্রাংস্তলভ্যং ফলম্ (উপমান)।

আমি পূৰ্বপণ্ডিতগণের নির্মিত বাক্যরূপ দ্বার-পথে এই বংশে প্রবেশ করিব ।

৬. অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঃস্মিন্ পূৰ্বস্মিঃ ।

ময়ৌ বজ্র-সমুত্কীর্ণ সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥৪৥

অর্থ—অথবা ( অথবা ) পূর্বস্মিঃ ( প্রাচীন পণ্ডিতগণের ) কৃতবাগ্‌দ্বারে ( নির্মিত বাক্যরূপ দ্বারের সাহায্যে ) অস্মিন্ (এই) বংশে (বংশে) বজ্রসমুৎকীর্ণে ( বজ্রবিদ্ধ ) মণৌ ( রত্নমধ্যে ) সূত্রস্ত ইব ( সূত্রের দ্বায় ) মে ( আমার ) গতিঃ ( প্রবেশ ) অস্তি ( হইবে ) ।

বাক্য—অথবা সূত্র যেমন বজ্রবিদ্ধ রত্নের মধ্যে প্রবেশ করে, আমিও সেইরূপ পূর্বপণ্ডিতগণের নির্মিত বাক্যরূপ দ্বার দিয়া এই বংশে প্রবেশ করিব ।

Eng.—Or perhaps in this royal dynasty where a door for description has been prepared by ancient poets, there is also a way for me to enter ; just as there is a passage for the thread in the precious stone (previously) bored through by means of a diamond pin.

ব্যাখ্যা—অথবা আমার নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই । বাস্তবিক, চ্যবন, অত্রুতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই স্বর্ষ্যবংশের বর্ণনা করিয়াছেন । সূত্রাৎ তাঁহাদের নির্মিত বাক্যরূপ দ্বার দিয়া আমি এই বংশে প্রবেশ করিব । সূত্র নিজে দুর্বল—তাহার রত্নমধ্যে প্রবেশ করিবার কোনই ক্ষমতা নাই । কিন্তু মণিবেদক বজ্রদ্বারা যখন সেই রত্নে একটি ছিদ্র নির্মিত হয়, তখন সূত্রটি অনায়াসেই তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে । সেইরূপ আমারও কাব্যরচনার পথ পূর্ব হইতেই নির্মিত রহিয়াছে ।

মল্লিনাথ—মন্দশ্চেত্তহি ত্যজ্যতাময়মুতোগ ইত্যত আহ—অথবেতি । অথবা পক্ষান্তরে পূর্বে স্মৃতিঃ কবিভির্বাগ্মীক্যান্মিতিঃ কৃতবাগ্‌দ্বারে কৃতং রামায়ণাদি-প্রবন্ধরূপা বা বাক্ সৈব দ্বারং প্রবেশো যস্ত তস্মিন্ অস্মিন্ স্বর্ষ্যপ্রভবে বংশে কুলে । জগ্মনৈকলকণঃ সন্তানো বংশঃ । বজ্রেন মণিবেদকসূচীবিশেষণ, “বজ্রং বস্ত্রী কুলিশশস্ত্রয়োঃ মণিবেদে রত্নভেদে” ইতি কেশবঃ । সমুৎকীর্ণে বিদে মণৌ রত্নে সূত্রস্তেব মে মম গতিঃ সঞ্চারোহস্তি বর্ণনীয়ে রঘুবংশে মম বাক্‌প্রসরোহস্তীত্যর্থঃ ।

মল্লিটীকা—১। “মন্দশেৎ... আহ”—যদি মুড়ই হও তাহা হইলে এই  
ব্যবচনার উত্তোগ ত্যাগ কর—ইহার উত্তরে বলিতেছেন।

সার্বাংশ—যথা স্বভাবকঠিনে রত্নে মণিবেধবিদ্ধে সতি সূত্রং নির্বাণং  
বিশতি তথা অহমপি পূর্বকবিকৃতকাব্যদ্বারেণ বর্ণনীয়ে রঘুবংশে প্রবেক্ষ্যামি।

টীকাস্তর—“...পূর্বব্যাংসবান্মীকিপ্রভৃতিভিবিপশ্চিদ্ভিঃ কৃতং বিষ্ণুপুরাণ-  
মায়ণাদিপ্রবন্ধরূপা বাগেব দ্বারং প্রবেশোপায়ো যত্র” (নারায়ণঃ)।

টিঙ্কনী—১। অথবা—পক্ষান্তরে।

২। কৃতবাগ্‌দ্বারে—‘বংশে’ পদের বিশেষণ। বাক্‌ এব দ্বারং (রূপক-  
র্মধা) ; কৃতং বাগ্‌ দ্বারং যন্ত (বহুব্রীহি) তস্মিন্। যাহার বাক্যরূপ দ্বার নির্মিত  
ইয়াছে।

৩। বংশে—বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। পুত্রপৌত্রাদির জন্মদ্বারা যাহার বৃদ্ধি  
হু তাহাই বংশ। মল্লিনাথ দেখ।

৪। পূর্বস্মৃতিভিঃ—কর্তরি তৃতীয়া। পূর্বে স্মরয়ঃ (কর্মধারয়) তৈঃ।  
স্মৃতিভিঃ কৃত বাগ্‌দ্বারে—“সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ।” প্রাচীন কবি-  
গকর্তৃক। ব্যাস, বাণ্মীকি, চ্যবন—ইহারা সূর্য্যবংশের ইতিহাস লিখিয়াছেন।  
Among others who, wrote the history of the solar race is  
found the name of the sage চ্যবন, who after the composition  
of the Rāmāyāna, is said to have written a poem describing  
the dynasty of the solar kings” (Nandargikar—Notes)  
Compare—“বান্মীকিরামো চ সসর্জ পতং জগন্ম যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ। চিকিৎ-  
সাতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ পশ্চাত্তদাত্রেয় ঋষির্জগাদ॥”—বৃদ্ধচরিত ১।৪৩  
(Ed. E. H. Johnston).

৫। মণৌ—‘বংশে’—এই উপমেয়ের উপমান বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। রত্নে।

৬। ব্রজসমুৎকীর্ণে—‘মণৌ’ পদের বিশেষণ, বজ্রোণ সমুৎকীর্ণঃ (তৃতীয়াতৎ)  
স্মিন্। মণিবেধক সূচিৎকার কৃত ছিদ্ৰ। যে যন্ত্রদ্বারা রত্নাদি বিদ্ধ করা হইত  
তাহার অগ্রভাগে হীরক (বজ্র) থাকিত। সম্—উৎ+কৃ+ক্ত।

৭। সূত্রস্ত-ইব—সূত্রের জায়। ‘মে’ এই উপমেয়ের উপমান। অলঙ্কার  
জ্ঞের নিয়মামুসারে উপমান ও উপমেয়ের সমান লিঙ্গ ও বচন হওয়া উচিত।



কিন্তু এখানে ‘মে’ (অর্থাৎ উপমেয়) পুংলিঙ্গ এবং ‘স্বত্রস্ত্র’ ( অর্থাৎ উপমান ক্রীবলিঙ্গ । টীকা কার চারিত্রবর্ধন বলেন ইহা দুষ্ট নহে । “অত্র ভিন্নলিঙ্গেনোপমান দুষ্টম্ ।” “ইষ্টং পুংনপুংসকয়োঃ প্রায়েণ” (কা. শৃ. ৪।২।১৩) ইতি বামনোক্তেঃ

৮। গতিঃ—‘অস্তি’ ক্রিয়ার কর্তা । গম্+ক্তিন্ । প্রবেশ ।

বাচ্যপরিবর্তন—.....গতা ভূততে ।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার ।

উপমেয়

বংশ

পূর্বসূত্রি

কবি ( কালিদাস )

উপমান

মণি

বজ্র

স্বত্র

রঘুবংশীয় রাজগণের গুণমুগ্ধ আমি অল্পমাত্র বাক্যসম্পত্তি লইয়া তাঁহাদিগের বংশ বর্ণনা করি

সৌঃহমাজন্মশুদ্ধানামাকলৌদ্যকর্মণাম্ ।

আসমুদ্ভৃতিতীশানামানাকরথবর্মণাম্ ॥১॥

যথাবিধিভুতান্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্ ।

যথাপরাধদগ্ধানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্ ॥২॥

ত্যাগায় সম্ভূতার্থীনাং সত্যায মিতভাষিণাম্ ।

যশসে বিজিগীষুণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥৩॥

শৈশবেঃস্তবিধানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্ ।

বার্দ্ধকে মুনিবৃক্ষীনাং যোগেনান্তে তনুত্বজাম্ ॥৪॥

রঘুণামন্বয়ং বহুশ্চৈ তনুধাম্বিমবোঃপি সন্ ।

তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায়<sup>১</sup> প্রণোদিতঃ ॥৫॥

অর্থ—সৌঃহম্ ( সেই আমি—অর্থাৎ কবি কালিদাস ) তনুবাণ্ডিভবোঃ সন্ ( অল্পমাত্র বাক্য-সম্পত্তি হইয়া ) তদ্গুণৈঃ ( তাঁহাদিগের গুণরাশি ) ক মাগত্য ( কর্ণগোচর হইয়া ) চাপলায় ( চপলজনের কর্মে ) প্রণোদিতঃ ( প্র

১ ‘প্রতারিতঃ’ ইতি পাঠান্তরম্ ।

রিতেছে) (সন্) আজন্মগুহানাম্ (যাহারা জন্মাবধি পবিত্র), আকলোদয়-  
র্মণাম্ (যাহারা ফলোদয় পর্যন্ত কর্মাক্ষুণ্ণানে রত থাকিতেন),  
সামুদ্রক্ষিতীশানাম্ (যাহারা সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন), আনাকরথ-  
অর্নাম্ (যাহাদের রথের পথ স্বর্গ পর্যন্ত ছিল), যথাবিধিহুতাশ্রীণাম্ (যাহারা  
থাবিধি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন), যথাকামার্চিতার্থিনাম্ (যাহারা  
গমনানুসারে যাচকগণকে অর্চনা করিতেন), যথাপরাধদণ্ডানাম্ (যাহারা অপরাধ-  
ানুসারে দণ্ড বিধান করিতেন); যথাকালপ্রবোধিনাম্ (যাহারা যথাকালে  
কর্মাক্ষুণ্ণানে জাগরুক থাকিতেন), ত্যাগায় সমুত্তার্থানাম্ (যাহারা বিতরণের  
নিমিত্ত অর্থসঞ্চয় করিতেন), সত্যায় মিতভাষিণাম্ (যাহারা সত্যের নিমিত্ত মিতভাষী  
থাকিতেন), যশসে বিজিগীষুণাম্ (যাহারা যশোলাভের জন্ত জয়লাভের ইচ্ছা  
করিতেন), প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ (যাহারা অপত্যের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ  
করিতেন), শৈশবে অভ্যস্তবিদ্যানাম্ (যাহারা শৈশবে বিদ্যাভ্যাস করিতেন),  
যৌবনে বিষয়েষিণাম্ (যাহারা যৌবনে বিষয়াভিলাষ করিতেন), বার্ককে  
মুনিবৃত্তীনাম্ (যাহারা বার্ককে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন), অস্ত্রে যোগেন  
তুতাজাম্ (যাহারা অস্ত্রমকালে যোগদ্বারা তুত্যাগ করিতেন), রঘুণাম্ (সেই  
যুবংশীয় রাজগণের) অঘয়ং (বংশ) বক্ষ্যে (কীর্তন করিব)।

• **বাজালা**—যাহারা জন্মাবধি পবিত্র ছিলেন, যাহারা ফলোদয় পর্যন্ত  
কর্মাক্ষুণ্ণানে রত থাকিতেন, যাহারা সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন,  
যাহাদের রথের পথ স্বর্গ পর্যন্ত ছিল; (৫) যাহারা যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি  
প্রদান করিতেন, যাহারা কামনানুসারে যাচকগণকে অর্চনা করিতেন, যাহারা  
অপরাধ-অনুসারে দণ্ড বিধান করিতেন এবং যথাকালে কর্মাক্ষুণ্ণানে জাগরুক  
থাকিতেন; (৬) যাহারা বিতরণের নিমিত্ত অর্থসঞ্চয় করিতেন, সত্যের নিমিত্ত  
মিতভাষী থাকিতেন, যশোলাভের জন্ত জয়লাভের ইচ্ছা করিতেন, এবং অপত্যের  
নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিতেন; (৭) যাহারা শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে  
বিষয়াভিলাষ এবং বার্ককে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অস্ত্রমকালে যোগদ্বারা  
তুত্যাগ করিতেন; (৮) অল্পমাত্র বাকসম্পত্তি লইয়া আমি সেই রঘুবংশীয়  
রাজগণের বংশ কীর্তন করিব। তাঁহাদের গুণরাশি কর্ণগোচর হইয়াই আমাকে  
এইরূপ চপলজনের কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে। (৯)

**Eng.**—I, who am such, will yet describe the line of the  
laghus, though my powers of expression are but scanty,

being driven to this inconsiderate undertaking by their virtues coming to my ear—the Raghus who were pure from their very birth, who carried on their undertakings till they were crowned with success, who ruled over the earth bounded by the sea ; the track of whose chariots reached up to the gate of the Heaven ; who offered oblations to the fire according to the rule ; who honoured the prayers of supplicants by gift according to their desires ; whose punishments were proportionate to the crimes (of the offenders) ; who were roused into action at the proper time ; who amassed wealth only for the acts of charity ; who spoke sparingly in order to be truthful who wished to extend their conquest only for fame and entered upon a married life only for issue ; who devoted themselves to the acquisition of knowledge in their boyhood ; who sought worldly pleasures in their youth ; who led an ascetic life in their declining years and who finally gave up their corporeal bodies by fixing their minds in meditation upon the Supreme Soul.

**মল্লিনাথ**—এবং রঘুবংশে লক্ষ্যপ্রবেশঃ তদ্বর্ণনাং প্রতিজ্ঞানানঃ সোহহমিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেনাহ— সোহহমিতি । সোহহং রঘুণাম্ অশ্রয় বক্ষ্যে ইত্যন্তরেণ সহস্রং, কিংবিধানাং রঘুণামিত্যত্রোক্তরাগি বিশেষণাণি যোজ্যানি । আ জন্মনঃ জন্ম আয়ত্তোত্যর্থঃ । “আঙ্ মর্যাদাভিবিধো রিত্যব্যয়ীভাবঃ । তত আজন্ম ইতি পদস্ত শুদ্ধানাম্ ইত্যনেন ‘অপ্-অপেতি সমাসঃ । এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ । আজন্মশুদ্ধানাং নিষেকাদিসর্বসংস্কারসম্পন্নানামিত্যর্থঃ । আকলোদয়ম্ আ ফলসিদ্ধেঃ কৰ্ম যেষাং তে তথোক্তাঃ তেষাং প্রারক্তান্তগামিনামিত্যর্থঃ । আসমুদ্রং ক্ষিতেরীশানাং সার্বভৌমানামিত্যর্থঃ । আনাকং স্বর্গপর্ষস্তং রথবজ্রং যেষাং তে তেষামিন্দ্রসহচারিণামিত্যর্থঃ । অত্র সর্ব আভ্যোহভিবিধার্থকং দ্রষ্টব্যম্ মর্যাদার্থকং জন্মাদিযু শুদ্ধ্যভাবপ্রসঙ্গাৎ । “দ্বাভ্যাং বৃথাকং প্রোক্তং ত্রিভিঃ স্তাভ্যু বিশেষকম্ । কলাপকং চতুর্ভিঃ স্তাং তদ্বৎ কুলকং স্ততম্ ॥” ইতি কুলকাদিলক্ষণম্ । ( ৫ )

যথেষ্টাদি। বিধিমনতিক্রম্য যথাবিধি “যথাহসাদৃশে” ইত্যব্যয়ীভাবঃ, তথা হতশব্দেন “স্বপ্নস্বপ্নে”তি সমাসঃ; এবং যথাকামার্চিত্যেতাদীনামপি দ্রষ্টব্যম্। যথাবিধি হতা অগ্নয়ো যৈস্তেষাম্। যথাকামম্ অভিলাষমনতিক্রম্য অর্চিতাঃ সংকৃতাঃ অর্থিনো যাচকার্ষৈস্তেষাম্ যথাপরাধম্ অপরাধমনতিক্রম্য দণ্ডো যেষাং তে তেষাম্। যথাকালং কালমনতিক্রম্য প্রবোধিনাম্ প্রবোধনশীলানাম্। চতুর্ভির্বিশেষণৈর্দেবতায়জনাতিথিসংকার-দণ্ডধরত্ব-প্রজ্ঞাপালন-সময়-জাগরুজ্ঞাদীনি বিবক্ষিতানি। (৬)

ত্যাগায়েতি। ত্যাগায় সংপাদ্রে বিনিয়োগস্ত্যাগো দানমিত্যর্থঃ। “ত্যাগো বিহাপনম্ দানম্” ইত্যমরঃ। তস্মৈ সম্ভূতার্থীনাং সম্ভূতঃ সন্ধিতোহর্থো ধনং যৈস্তেষাম্, ন তু দুর্ব্যাপারায়। সত্যায় সত্যকথনায়, মিতং পরিমিতং ভাষন্তে যে তেষাং মিতভাষণীলানাং, ন তু পরাভবায়। যশসে কীর্ত্তয়ে, “যশঃ কীর্ত্তিঃ সমজ্ঞা চ” ইত্যমরঃ। বিজিগীষুণাং বিজেতুমিচ্ছুনাং ন তু অর্থসংগ্রহায়। প্রজ্ঞায়ৈ সন্তানায় গৃহমেধিনাং দারপরিগ্রহশীলানাং নতু কামোপভোগায়। অত্র ত্যাগায়ে-ত্যাগাদিসু সর্বত্র “চতুর্থী তাদর্থে” ত্যাগিনা সমাসবিধানজ্ঞাপকং চতুর্থী। গৃহৈর্দারৈর্মেষান্তে সঙ্গচ্ছন্তে ইতি গৃহমেধিনঃ। “দারেষুপি গৃহা” ইত্যমরঃ। “জায়া চ গৃহিণী গৃহম্” ইতি হলায়ুধঃ। মেধব সঙ্গমে ইতি ধাতোণিনিঃ। এতির্বিশেষণৈঃ পরোপকারিত্বং, সত্যবচনত্বং যশঃপরত্বং দারসংগ্রহচার্য্য পুত্রোৎপাদনেন পিতৃণাম্ ঋণযুক্তত্বঞ্চ বিবক্ষিতানি। (৭)

শৈশব ইতি। শিশৌর্ভাবঃ শৈশবং বাল্যম্; “প্রাণভূজ্জীবনোবচনোদ-গাত্র”—ইত্যাদিনা অঞ্ প্রত্যয়। “শিশুত্বং শৈশবং বাল্যম্” ইত্যমরঃ। তস্মিন্ বয়সি অভ্যস্তবিদ্যানাম্ অভ্যস্তঃ শিক্ষিতা বিদ্যা যৈঃ তেষাম্, এতেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমো বিবক্ষিতঃ। যুনো ভাবঃ যৌবনং তারুণ্যম্। যুবাতিত্বাদণ্। “তারুণ্যং যৌবনং সমম্” ইত্যমরঃ। তস্মিন্ বয়সি বিষয়ৈষিণাম্, বিষয়ান্ ইচ্ছন্তি যে তেষাং ভোগাভিলাষিণাম্, এতেন গৃহস্থাশ্রমো বিবক্ষিতঃ। বুদ্ধস্ত ভাবো বার্ককং বুদ্ধত্বম্—“বৃদ্ধমনোজ্ঞাদিত্যশ্চ” ইতি বুঞ্। “বার্ককং বুদ্ধসজ্জ্বাতে বুদ্ধত্বে বুদ্ধ-কর্মণীতি” বিখ্যঃ। তস্মিন্ বার্ককে বয়সি মুনীনাং বৃত্তিরিব বৃত্তির্থেষাং তেষাম্, এতেন বাণপ্রহাশ্রমো বিবক্ষিতঃ। অস্তে শরীরভাগকালে যোগেন পরমাত্মা-ধ্যানেন ন তু রোগাণ্ডভিভবেন। “যোগঃ সন্নহনোপায়ধ্যানসম্মতিযুক্তিহু” ইত্যমরঃ। তন্মুং দেহং ত্যজন্তীতি তত্ত্বত্যাগাম্ দেহত্যাগিনাম্। “কায়ো দেহঃ কীবপুংসোঃ স্ত্রিয়াং মৃত্তিস্তত্ত্বত্বনুঃ” ইত্যমরঃ। “অন্ত্রেভ্যোহপি দৃশ্যতে” ইতি কিপ্। এতেন তিক্ষ্মাশ্রমো বিবক্ষিতঃ, তেন মোক্ষলাভঃ সূচ্যতে। (৮)

রঘুণামিতি । সোহং লক্ষ্যপ্রবেশঃ তদুবাখ্যিবোহপি স্বল্পবাণীপ্রসরোহপি সন্ তেবাং রঘুণাং গুণৈস্তদগুণৈঃ আজগ্মগুণাদিভিঃ কর্তৃভিঃ কর্ণং মম প্রোত্রমাগত্য চাপলায় চপলকর্ম অবিসৃজ্যকরণরূপং কর্তুং । যুবাধিত্যং কর্মণ্যং ‘ক্রিয়ার্থোপপদস্তে’ তাদিনা চতুর্থী । প্রণোদিতঃ প্রেরিতঃ সন্ রঘুণাম্ অঘয়ঃ তদ্বিষয়প্রবন্ধং বক্ষ্যে । (৯)

মল্লিটীকা—“দ্বাভ্যাস্ত যুগ্মকং.....ইতি কুলকাদিলক্ষণম্”—দুইটি শ্লোক মিলিত হইয়া যে স্থলে সমাপিকাক্রিয়ার অঘয় সাধন করে, তাহাকে ‘যুগ্মক’ বলে ; তিনটি শ্লোক মিলিত হইয়া সমাপিকাক্রিয়ার অঘয় সাধন করিলে ‘বিশেষক’ বলে ; চারিটি শ্লোকে ‘কলাপক’ এবং তদুর্দ্ধসংখ্যক শ্লোকে ‘কুলক’ হইয়া থাকে ।—এস্থলে পাঁচটি শ্লোক সমাপিকাক্রিয়ার অঘয় সাধন করিয়াছে বলিয়া ‘কুলক’ হইয়াছে । Cf. “দ্বাভ্যাস্ত যুগ্মকং সন্দানিতকং ত্রিভিঃসিদ্ধতে । কলাপকং চতুর্ভিঃ পঞ্চভিঃ কুলকং মতম্ ॥” (সাহিত্যদর্পণে ৬১-৮৮) ।

সার্বাংশ—যতপি সূর্য্যবংশবর্ণনে নাস্তি মে বিশিষ্টং সামর্থ্যং, তথাপি সূর্য্যবংশোত্তবানাং রাজ্ঞাং লোকোত্তরাং গুণপরম্পরামাকর্ষ্য এব তদ্বর্ণনে প্রবৃত্তোহস্মি ।

টীকাস্তর—“....অত্র পঞ্চদশপতা যথাযোগং ত্রিবর্ণাধিকারিত্বমুক্তম্ । অন্তিম-পাদেন চ মোক্ষাধিকারিত্বম্ । নহু যোগেনেত্যানি সংস্থাসাশ্রমঃ কিং নেদ্যতে । উচ্যতে । ব্রাহ্মণশ্চৈব তত্রাধিকারঃ । যথাহ দস্তাদ্রৈয়ঃ—“মুখজানাময়ং ধর্মো যদ্বিষ্ণোলিঙ্গধারণম্ । বাহুজাতোরুজাতানাময়ং ধর্মো ন বিদ্যতে ॥” ইতি । কবিরপি “তমরণ্যসমাশ্রয়োন্মুখ” মিত্যুক্তা “স কিলশ্রমমন্ত্যমাপ্রিত” ইত্যম্ব-বদিত্যিতি ।...অঘয়ং তদ্বিষয়ং প্রবন্ধমিত্যর্থঃ । তশ্চৈবোত্তরশ্লোকে প্রবণপরীক্ষা-প্রার্থনাবিষয়ত্বোপপত্তেঃ । ন চ তত্র তমিতি পাদেনোত্তদেব পরামৃশ্যতে ইতি শকাং বক্তুং । পুংলিঙ্গান্তরস্ত অপ্রকৃতত্বাৎ । তথাচ মহাকবিঃ ‘রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্’ ইতি ।”—( অরুণগিরিনাথঃ )

টিপ্পন—১ । সোহংম্—বক্ষ্যে ক্রিয়ার কর্তা । সঃ+অহম্ (‘সত্যেব’ ইত্যবধারণং তু “সুহৃদসি বহুলম্” ইতি পূর্বসূত্রায় বহুলগ্রহণাহুযুক্ত্য লভ্যতে ; তেনেহ ন “সোহমাজগ্মগুণানাম্,—( ভট্টোজি ) :—“সোহিতি লোপে চেৎপাদপূরণম্” (সু ৬।১।১০৪) । সেই আমি—অর্থাৎ যে আমি ( কালিদাস ) সূর্য্যবংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছি । এস্থলে প্রকৃতস্তার্থক তৎ-শব্দ যৎ-শব্দের অপেক্ষা না রাখিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে । “প্রকৃতস্তপ্রসিদ্ধাহুভূতার্থগুচ্ছকো-দুপাদানং নাপেক্ষতে”—( কাব্যপ্রকাশ ) ।

২। আজন্মশুভানাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। আ জন্মনঃ (অব্যয়ীভাব) “আঙ্ মৰ্যাদাভিবিধোঃ”—জন্ম অভিযাপ্য ইত্যর্থঃ। এখানে ‘আঙ্’ এই অব্যয়ের অর্থ ‘অভিবিধি’ (তেন সহ), ‘মৰ্যাদা’ (তেন বিনা) নহে। অজ্ঞ তিনটি পদেও এইরূপ হইবে। আজন্ম শুভাঃ (সুপ্.সুপা) তেষাম্। যাঁহারা জন্ম হইতে পবিত্র। অর্থাৎ নিষেকাদিসংস্কারসম্পন্ন।—“শুক্লিনীম গৰ্ভধানকালাদারভ্য হোমাদিভিঃ বীজাদিদোষপরিমার্জনম্। অত্র মনুঃ—“গার্ভেহোমৈর্জাতকর্ম-চৌল-মৌজীনিবন্ধনৈঃ। বৈজিকং গৰ্ভিকং চৈনো বিজ্ঞানামপমৃজ্যতে ॥ ইতি।” (অরুণগিরি)।

৩। আফলোদয়কর্মণাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। ফলশ্চ উদয়ঃ (ষষ্ঠীতৎ), ফলোদয়মভিযাপ্য আফলোদয়ম্ (অব্যয়ীভাব), আফলোদয়ং কর্ম যেষাং (সুপ্.সুপা) তেষাম্। ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যাঁহারা কর্ম করিতেন। ইহার দ্বারা হৈর্য্য দর্শিত হইতেছে। উৎ—ই+অচ্=উদয়ঃ।

৪। আসমুদ্রংকিতীশানাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। আ সমুদ্রাৎ (অব্যয়ীভাব)=আসমুদ্রম্, সমুদ্রমভিযাপ্যোত্যর্থঃ। ক্রিতেঃ ক্রীশাঃ (ষষ্ঠীতৎ)=কিতীশাঃ। আসমুদ্রং কিতীশাঃ (সুপ্.সুপা)। যাঁহারা সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। ইহার দ্বারা ঐশ্বর্য্য দর্শিত হইতেছে। সম্—উন্+র\_=সমুদ্রঃ। ক্রীশ্+ক=ক্রীশঃ।

৫। আনাকরথবজ্রানাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। আ নাকাৎ, নাকমভিযাপ্য ইত্যর্থঃ (অব্যয়ীভাব)=আনাকম্। রথশ্চ বজ্র (ষষ্ঠীতৎ); আনাকং রথবজ্রং যেষাং (সুপ্.সুপা)। কং=সুখম্। ন কং=অকম্ (দুঃখম্) (নঞ-তৎ); অবিগম্যানম্ অকং যস্মিন্ (বহু)=নাকঃ, বিকল্পে অবিগম্যানাকঃ—“নঞোহস্ত্যর্থানং বহুব্রীহিবা চোক্তরপদলোপঃ” (বা) “নভ্রাণ্ নপাৎ” ইতিপ্রকৃত্য। নঞ্; স্বর্গ পর্যন্ত যাঁহাদের রথের গতি অব্যাহত ছিল। ইহার দ্বারা পরাক্রম দর্শিত হইতেছে।

৬। যথাবিধিহতাস্ত্রীণাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। বিধিমনতিক্রম্য ইতি যথাবিধি (অব্যয়ীভাব) “যথাহিসাদৃশ্যে”। যথাবিধি হতাঃ (সুপ্.সুপা), যথাবিধিহতা অগ্নয়ো বৈশ্বেধাম্ (বহু)। যাঁহারা শাস্ত্রের বিধানানুসারে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। “যথাবিধি হতমদ্রিষ্ বৈরিত্তি বা বৈয়থিকরণ্যেহপি গমকত্বাচ্চ সমাসঃ” (চারিভবর্দ্ধন)। সাগ্নিক বিজ গৃহস্থগণ দক্ষিণ, গার্হপত্য

ও আহবনীয়—এই তিন অগ্নিকে সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান করিতেন—ইহা শাস্ত্রবিহিত ছিল। Cf. “অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহ্বাদাত্তস্তু হ্যনিশোঃ সদা। দর্শেন চার্কমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি॥” (মহুসংহিতা—৪।২৫) “উখায় পশ্চিমে ধামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ। হত্যাগ্নিক্রাণাংচার্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সতাম্॥” (মহু—৭।১৪৫)। এই পদের দ্বারা দেবতা-যজ্ঞন দর্শিত হইতেছে।

৭। যথাকামার্চিতার্থিনাম্—‘রঘুনাম্’ পদের বিশেষণ। কামম্ অভিলাষ-মনতিক্রম্য ইতি যথাকামম্ (অব্যয়ীভাব), যথাকামম্ অর্চিতাঃ অর্থিনঃ যৈস্তেষাম্ (বহু)। যাহারা যাচকগণের কামাহুরূপ দানাদি সংকার করিতেন। ইহা দ্বারা অতিথি-সংকার দর্শিত হইতেছে। অচ্ + ক্ত = অর্চিতঃ। অর্থ + ইনি (‘অসন্নিহিতার্থে’) = অর্থী।

৮। যথাপরাধদণ্ডানাম্—‘রঘুনাম্’ পদের বিশেষণ। অপরাধমনতিক্রম্য ইতি যথাপরাধম্ (অব্যয়ীভাব), যথাপরাধং দণ্ডো যেবাম্ (বহু)। যাহারা অপরাধ-অল্পসারে দণ্ডবিধান করিতেন—অর্থাৎ যাহারা গুরুদোষে লঘুদণ্ড এবং লঘু-দোষে গুরুদণ্ড বিধান করিতেন না। “উদেজয়তি তীক্লেণ মুচুনা পরিভ্রুয়তে। দণ্ডেন নূপতিস্তস্মাত্যুক্তদণ্ডঃ প্রশস্ততে॥” (কামন্দক)।

৯। যথাকালপ্রবোধিনাম্—‘রঘুনাম্’ পদের বিশেষণ। কালমনতিক্রম্য ইতি যথাকালম্ (অব্যয়ীভাব)। প্রবোধ এবামন্তীতি প্রবোধ + ইনি—প্রবোধিনঃ যথাকালং প্রবোধিনঃ (সুপ.সুপা) তেবাম্। যাহারা সময়ে (অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে) জাগরুক থাকিতেন। “যথাকালো ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তঃ। তমনতিক্রম্য প্রবোধো নিদ্রারাহিতাং যেবাং তে, তেবাং তথোক্তানাম্” (চারিত্রবর্দ্ধন) “উখায় পশ্চিমে ধামে কৃতশৌচঃ” (মহু)।

১০। ত্যাগায়—তাদর্থ্যে চতুর্থী। “চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ” ইতি সমাসবিধানজ্ঞাপকং চতুর্থী। ত্যজ্ + ঘঞ্ = ত্যাগঃ। (সৎপাত্রো) দানের নিমিত্ত, বৃথা ব্যয়ের নিমিত্ত নহে।

“কোষণোশ্রয়ণীয়ত্মমিতি তস্তার্থসংগ্রহঃ। অমুগতোহি জীমূতচ্চাতকৈরভি-  
নন্দ্যতে॥” (কামন্দক)।

১১। সম্ভূতার্থানাম্—‘রঘুনাম্’ পদের বিশেষণ। সম্ভূতঃ (সঙ্কিতঃ) অর্থঃ যৈঃ (বহুব্রীহি) তেবাম্। যাহারা অর্থ সঞ্চয় করিতেন। সম্ - ভূ + ক্ত। “আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিষুচামিব”। (রঘু ৪।৮৬)।

১২। সত্যায়—তাদর্থ্যে চতুর্থী। সত্যকথনের নিমিত্ত, পরাভবের নিমিত্ত হে।

১৩। মিতভাষিণাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। মিতঃ ভাষন্তে ইতি মিতভাষিণঃ। যাহারা অল্পভাষী ছিলেন। কারণ বাচালতার মধ্যে মিথ্যা গালিয়া পড়ে। “মহীয়াংসঃ প্রকৃত্যামিতভাষিণঃ” (শিশুপালবধ ২।১৩)।

১৪। যশসে—তাদর্থ্যে চতুর্থী। অশ্+অশ্বন্=যশঃ। কীর্তি অর্জনের নিমিত্ত—অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত নহে। “অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ যশো-নানাং হি যশো গরীয়ঃ” (রঘুবংশ ১৪)।

১৫। বিজিগীষুণাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। বিজ্ঞেতুমিচ্ছব ইতি বি-জ্ঞ+সন্+উ, তেবাম্; যাহারা জয়লাভের ইচ্ছা করিতেন।

১৬। প্রজায়ৈ—তাদর্থ্যে চতুর্থী। সন্তানের নিমিত্ত—কামোপভোগের নিমিত্ত নহে। “প্রজা স্ত্রাৎ সন্ততো জনে” ইত্যমরঃ।

১৭। গৃহমেধিনাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। যাহারা দ্বারপরিগ্রহ করিতেন। মল্লিনাথ-মতে, গৃহৈর্দারৈর্মেষধস্তে সঙ্গচ্ছন্তে ইতি গৃহ-মেধ+গিনিঃ=গৃহমেধিনঃ। “দ্বারৈষপি গৃহা” ইত্যমরঃ।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ পণ্ডিত বলেন যে, এস্থলে গৃহমেধী বলিতে ‘গৃহস্থাত্মী’ ই অর্থই বুঝাইতেছে। গৃহে ‘অহুষ্ঠেয় একপ্রকার যজ্ঞকে ‘গৃহমেধ’ বলা ইত। Cf. “গৃহমেধো বিবাহঃ, সোহস্তীতি যেষাম্” (দিনকরঃ—চারিত্র-ধ্বনি)—Cf. ‘গৃহমেধিন্’ means here simply the same as গৃহস্থামিন্ the etymology of the word as given by our commentators (“গৃহৈর্দারৈর্মেষধস্তে সঙ্গচ্ছন্ত ইতি গৃহমেধিনঃ”) purely imaginary. He was, perhaps, thinking of the words মিথুন, মিথঃ, etc. when he thought মেধস্তে means সঙ্গচ্ছন্তে।

মেধ is simply derived from মিধ or মেধ to kill or strike, and means a sacrifice. গৃহমেধ—a kind of sacrifice to be performed in a house, i.e., by a house-holder (See Satapatha Brāhm. 10. 2. 15). And গৃহমেধিন্ is he who performs a গৃহমেধ, that is, a householder or a married man in contradistinction to a ব্রহ্মচারিন্ who does not perform such a ceremony. [S. P. Pandit, Note, p. 2].



১৮। শৈশবে—অধিকরণে সপ্তমী, শিশোর্তাবঃ ইতি শৈশবম্। শিশু + অঞ  
“প্রাণভৃজ্জাতি বয়োবচনোদগাদাদিত্যোহঞ”। শিশুকালে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে

১৯। অভ্যস্তবিধানাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। অভ্যস্তা বিছা  
যৈন্তেষাম্ (বহু)। যাহারা বিছাভ্যাস করিতেন। বিছা চতুর্দশ প্রকার—“অঙ্গাণি  
বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্তায়বিস্তরঃ। ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিছা হোতাশ্চতুর্দশ ॥  
(মহু)। অভি—অস্ + ক্ত = অভ্যস্ত।

২০। যৌবনে—অধিকরণে সপ্তমী। ‘যুনো ভাব ইতি যৌবনম্, যুবন্ +  
অণ্ ; “হায়নাস্ত যুবাদিত্যোহণ্”। যৌবনে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে।

২১। বিষয়ৈষিণাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। বিষয়ান্তে ইন্দ্রিয়ানি এষ  
বিষয়াঃ। “বিষয়া রূপরসাদময়ন্তানৌষিভুং কাময়িতুং শীলং যেষাং তৈঃ, তেষাম্”  
(চারিদ্ভবর্দ্ধন)—বিষয় + ইষ্ + ণিনি। যাহারা বিষয় ভোগ করিতেন।

২২। বার্ককে—অধিকরণে সপ্তমী। বৃদ্ধস্ত ভাবঃ ইতি বৃদ্ধ + বুঞ—“বন্দ-  
মনোজ্ঞাদিত্যশ্চ” = বার্ককম্ তস্মিন্। বার্ককো অর্থাৎ বানপ্রস্থ্যাশ্রমে।

২৩। মুনিবৃত্তীনাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। মুনির্নাং বৃত্তিরিব বৃত্তির্থেষাম্  
(উপমানগর্ভ-উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি)—যাহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন।  
“গৃহস্থস্ত যদা পশ্চেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ। অপত্যৈশ্চ চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ”  
(মহু)। বৃত্ + ক্তিন্ = বৃত্তিঃ। “দুঃখেষুহৃদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ।  
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীমু নিরুচ্যতে ॥” (গীতা—২।৫৬)।

২৪। যোগেন—করণে তৃতীয়া। পরমাত্মাধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ রোগাক্রান্ত  
হইয়া নহে। “যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ” (পাতঞ্জলহৃদ্য)—যুজ্ + যঞ = যোগঃ।

২৫। অস্ত্রে—অধিকরণে সপ্তমী। অস্ত্রিমকাল। এহলে সন্ন্যাস-আশ্রম  
বিবক্ষিত নহে। কারণ উহাতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। টীকাস্তর দেখ।

২৬। তদুত্থাজ্যাম্—‘রঘুণাম্’ পদের বিশেষণ। তদুৎ দেহং ত্যজন্তীতি তদু—  
ত্যাঙ্ + ক্তিপ্। “অন্ত্যেভ্যোহপি দৃশ্যতে”। তদু—তন্—দুই বানানই হয়।  
মল্লিনাথ দেখ। দেহত্যাগ করিতেন।

২৭। রঘুণাম্—শেবে ষষ্ঠী। রঘোরপত্যানি (লক্ষণয়া) ইতি রঘু + অণ্।  
“তজ্জীকস্ত বহুবু তেনৈবাজ্জিয়াম্” ইতি লুক্। রঘুবংশীয় নৃপতিদিগের।

২৮। অঘ্রয়ম্—‘বক্ষ্যে’ ক্রিয়ার কর্ম। অহু—ই+অচ্। অর্থাৎ রঘুবংশ-বিষয়ক প্রবন্ধ। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য।

২৯। ‘বক্ষ্যে’—কর্তা ‘অহম্’ উহ। বচ্+লট্+এ। বর্ণনা করিব।

৩০। তনুবাগ্ধিবঃ—‘অহম্’ এই উহপদের বিশেষণ। তনুশাস্তো বাক্ চ (কর্মধা)=তনুবাক্। সৈব বিভবো যন্ত (বহুব্রীহি) সঃ। অথবা, বাচঃ বিভবঃ (যজ্ঞীতৎ)=বাগ্ধিবঃ; তনুঃ বাগ্ধিবঃ যন্ত সঃ (বহু)। অল্পমাত্র বাক্-দম্পত্তি লইয়া।

৩১। তদুগ্ধৈঃ—কর্তৃন্নি তৃতীয়া। তেষাং গুণাঃ (যজ্ঞীতৎ) তৈঃ। রাজসমুদ্রত প্রভৃতি গুণরাজি কর্তৃক।

৩২। কর্ণম্—‘আগত্য’ ক্রিয়ার কর্ম।

৩৩। আগত্য—কর্তা ‘তদুগ্ধৈঃ’। আ-গম্+ল্যপ্। “হ্রস্বস্ত পিতি কৃতি হৃক্” ইতি তুগাগমঃ।

৩৪। চাপলায়—চাপলঃ চপলকর্ম কর্তৃমিত্যর্থঃ। “ক্রিয়ার্থোপপদস্ত চ কর্মণি স্থানিনঃ” ইতি চতুর্থী। চপলস্ত কর্ম ইতি চপল+অণ্—“হায়নাস্তব্বাদি-ভ্যাহণ্”। টীকাকার চারিভবর্দ্ধন “চাপলায় কর্ণমাগত্য”—এইরূপ অঘ্রয় করিয়াছেন।

• “অত্রোহপি চাপলঃ কর্তৃং কর্ণমাগত্য প্রেরয়তি”—(চারিভবর্দ্ধন)।

৩৫। প্রণোদিতঃ—‘অহম্’ এই উহপদের বিশেষণ। প্র—হৃন্+ণিচ্+ক্ত। প্রেরিত হইয়া।

‘প্রতারিতঃ’ পাঠ হইলে—“প্রোৎসাহিতঃ অথবা ভূশদন্তঃ ‘প্রতরণং মহাদানম্’ ইতি হল্লায়ুধঃ” (অরুণগিরিনাথ)।

বাচ্যপরিবর্ত্তন—তেন ময়া……তনুবাগ্ধিবেনোপি সতা প্রণোদিতেন অঘ্রয়ো বক্ষ্যতে।

অমৃত্যব্—সপ্তম শ্লোকে (“ত্যাগায়—ইত্যাদি) ‘পরিসংখ্যা’ অলঙ্কার। “প্রশ্নাদপ্রশ্নতো বাপি কথিতাদন্তনো ভবেৎ। তাদৃগন্তব্যাপোহশ্চেচ্ছাৎ অর্থোহ-থবা। তদা॥ পরিসংখ্যা”—(সাহিত্যদর্পণ ১০।১০৬)।

এখানে বিনা প্রশ্নে উপাদেয়রূপে কথিত ত্যাগাদি বস্তু ইহাতে ভোগাদি-পদার্থের আর্থ ব্যাবর্ত্তন হইয়াছে। “অত্র চ ক্রমাৎ ভোগঃ প্রভূতঃ অর্থঃ কামশ্চ ব্যাপোহন্তে” (অরুণগিরিনাথ)।

গুণদোষবিবেচক পণ্ডিতগণই এই কাব্য শ্রবণ করিবার অধিকারী ।

तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः ।

হৈমঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাঽপি বা ॥১০॥

**অন্বয়**—সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ ( গুণদোষবিবেচক ) সন্তঃ ( পণ্ডিতগণ ) ত ( তাহা অর্থাৎ রঘুবংশাখ্য প্রবন্ধ ) শ্রোতুন্ ( শ্রবণ করিবার ) অর্হন্তি ( অধিকারী ) হৈমঃ ( সূবর্ণের ) বিশুদ্ধিঃ ( নির্দোষতা ) অপি বা ( বা ) শ্যামিকা ( সদোষতা ) অগ্নৌ হি ( অগ্নিতেই ) সংলক্ষ্যতে ( পরীক্ষিত হইয়া থাকে ) ।

**ব্যাখ্যান**—গুণদোষবিবেচক পণ্ডিতগণ তাহা ( অর্থাৎ রঘুবংশাখ্য প্রবন্ধ ) শ্রবণ করিবার অধিকারী । সূবর্ণের নির্দোষতা বা সদোষতা অগ্নিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে ।

**Eng.**—Let, therefore, the wise alone who can discriminate between good and bad listen to this (composition); for, it is in fire that the purity or alloy of gold can be tested.

**ব্যাখ্যা**—এই শ্লোকে কবি কালিদাস সুধীজনের নিকট স্বরচিত কাব্যে বিচার প্রার্থনা করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন যে—সূবর্ণ নির্দোষ কি সদোষ তাহা অগ্নিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে ; সুতরাং আমার কাব্যের গুণদোষবিচার পণ্ডিতগণই করিতে সমর্থ । বাস্তবিকরচিত রামায়ণ থাকা সত্ত্বেও আমি এ রঘুবংশকাব্য রচনা করিয়াছি । পুরাতন হইলেই যে নির্দোষ হয় তাহা নহে—আবার নূতন কাব্যও যে সর্বদোষশূন্য—তাহাও বলা চলে না । পণ্ডিতগণ কাব্যবিচার করিয়া উহা উপদেশ কিংবা হেয় তাহা স্থির করিয়া থাকেন এবং মূর্খগণ পণ্ডিতদিগেরই মতানুগামী হইয়া থাকে । সুতরাং পণ্ডিতগণে নিকট হইতেই আমি আমার কাব্যের বিচার প্রার্থনা করি ।

**মল্লিনাথ**—সম্প্রতি অপ্রবন্ধপরীক্ষার্থং সতঃ প্রার্থয়তে—তমিতি । এ রঘুবংশাখ্য প্রবন্ধঃ সদসতো গুণদোষয়োর্ব্যক্তেবিচারস্ত হেতবঃ কর্তারঃ সঃ সাধবঃ শ্রোতুমর্হন্তি । তথা হি—হৈমো বিশুদ্ধিনির্দোষস্বরূপঃ শ্যামিকাং শোহাস্তরসংসর্গাশ্রকো দোষোহপি বা অগ্নৌ সংলক্ষ্যতে নাত্তত্র, তৎ অত্রাপি সঃ এব গুণদোষবিবেকাধিকারিণো নাত্তে ইতি ভাবঃ ।

মল্লিটীকা—(১) সম্প্রতি... প্রার্থয়তে। সম্প্রতি কবি কালিদাস  
স্বরচিত প্রবন্ধের বিচারের নিমিত্ত পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিতেছেন।

সার্যাংশ—যথা সুবর্ণশু শুদ্ধিরশুদ্ধিবা অগ্নৌ পরীক্ষ্যতে তথা মনীয়মপি  
কাব্যং সহদয়ৈরেব বিচার্যাম্ নাট্যৈঃ।

টীকাস্বর—“...শ্রোতুং পরীক্ষাপর্যন্তং শ্রবণং কৰ্ত্তুম্। ন হি শ্রবণমাত্রেণ  
কশ্চিদপ্যুপযোগঃ।...হেমজাতে: লোহাস্তরসম্পর্কজনিতমোজ্জ্বলাং তৎসম্পর্কজনিত-  
মোজ্জ্বল্যমপি অগ্নিপরীক্ষায়ামেব হি ব্যবস্থিতব্যক্তিবিশয়ং বিকল্পেনোপলভ্যত  
ইত্যর্থঃ” (নারায়ণঃ)।

টিপ্পানী—১। তম্—‘শ্রোতুম্’ ক্রিয়ার কৰ্ম। রঘুবংশকাব্য।

২। সন্তঃ—‘অহন্তি’ ক্রিয়ার কৰ্ত্তা। ‘সং’ শব্দের প্রথমার বহুবচন।  
সাধু অর্থাৎ পণ্ডিতগণ।

৩। শ্রোতুম্—‘অহ্’-ধাতুযোগে তুম্। শ্ৰ+তুম্। শ্রবণ করিতে।

৪। অহন্তি—কৰ্ত্তা ‘সন্তঃ’। অহ্+লট্+অন্তি। যোগ্য অর্থাৎ অধিকারী।

৫। সদসদব্যক্তিহেতবঃ—‘সন্তঃ’ পদের বিশেষণ। সচ্চ অসচ্চ (দ্বন্দ্ব) =  
সদসতী, তত্রোব্যক্তিঃ (ষষ্টিতৎ), তত্রাঃ হেতবঃ (ষষ্টিতৎ)। গুণদোষবিচারনিপুণ।  
বি—অনুজ্+ক্তিন্=ব্যক্তিঃ (বিভাগ, বিচার)।

৬। হেয়ঃ—শেষে ষষ্টি। সুবর্ণের। ‘হেমন্’ শব্দের ষষ্টির একবচন।

৭। সংলক্ষ্যতে—সম্—লক্ষ্+ণিচ্ (স্বার্থে)+লট্+তে কৰ্মণি। দৃষ্ট অর্থাৎ  
পরীক্ষিত হয়।

৮। অগ্নৌ—নিমিত্তসপ্তমী ইতি নারায়ণঃ। অকত্যাঙ্কঃ গচ্ছতীতি  
অগ্+নিঃ।

৯। বিশুদ্ধিঃ—উক্তে কৰ্মণি প্রথমা। বি-শুদ্ধ্+ক্তিন্। নির্দোষতা।

১০। শ্রামিকা—উক্তে কৰ্মণি প্রথমা। সুবর্ণের মধ্যে অন্ত্যধাতুনির্মিত খাদ  
অর্থাৎ সদোষতা। কুমারসম্ভবে কালিদা অর্থে প্রযুক্ত ইহায়াছে—“শটৈঃ শটৈঃ  
শ্রামিকয়া কৃতং পদম্” (৫।২১)।

বাচ্যপরিবর্তন—সদসদব্যক্তিহেতুভিঃ সন্তিঃ সঃ শ্রোতুম্ অর্হাতে।...  
বিশুদ্ধিঃ শ্রামিকাং বা সংলক্ষয়ন্তি।

**মন্তব্য**—এই শ্লোকে ‘প্রতিবস্তুপমা’ অলঙ্কার। এখানে শুণদোষবিভাগ-  
হেতুস্বরূপ সাধারণ ধর্ম বাক্যদ্বয়ে এক হইলেও ভিন্ন শব্দ দ্বারা ভিন্নরূপে  
প্রতিপাদিত হইয়াছে। “প্রতিবস্তুপমা সা ত্রাৎ বাক্যযোগ্যস্যামায়াঃ।  
একোহপি ধর্মঃ সামান্তো যত্র নির্দিষ্টতে পৃথক্ ॥ (সাহিত্যদর্পণ—১০।৬৮)  
“শুণদোষবিভাগহেতুঃ সাধারণো ধর্মঃ শব্দভেদেন বাক্যদ্বয়েহুপাশ্রিতঃ। অতএব  
ন দৃষ্টান্তঃ। তত্র সামান্ত্যাপি বিশ্বপ্রতিবিষ্যতাবেনাবস্থানাৎ। নাপ্যর্থান্তর-  
জ্ঞানঃ। সামান্ত্যন্ত বিশেষবিষয়তয়া তত্র বাক্যদ্বয়স্যাবস্থানাৎ” (অরুণগিরিঃ)।

এই শ্লোকের অল্পরূপ ভাব—

“উপদেশং বিদুঃ শুদ্ধং সমস্তমুপদেশিনঃ। শ্রামায়তে ন যুয়াস্ব যঃ কাঞ্চনমিবান্মিষু।  
—মালবিকাগ্নিমিত্র—২।১০

অনেকদিন আগে বৈবস্বত মনু নামে প্রসিদ্ধ একজন পৃথিবীর আদিম অধিপতি ছিলেন।

৯ **বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিয়াম্।**

**आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिष ॥११॥**

**অঙ্কয়**—মনীষিয়াম্ (মনীষিগণের) মাননীয়ঃ (মাননীয়) বৈবস্বতঃ নাম মনুঃ  
(বৈবস্বত নামে এক মনু) ছন্দসাং [বেদসমূহের (আদিভূত)] প্রণব ইব (প্রণবের  
ত্বে) মহীক্ষিতাম্ (ভূপালগণের) আদ্যঃ (আদিভূত) আসীৎ (ছিলেন)।

**বাক্যলা**—বেদসমূহের আদিভূত প্রণবের ত্বে মনীষিগণের মাননীয় বৈবস্বত  
মনু নামে প্রসিদ্ধ একজন পৃথিবীর আদিম অধিপতি ছিলেন।

**Eng.**—Once there lived a king named Manu, the son of  
Vivasvat, who was esteemed by the wise and who was the  
foremost among the rulers of the earth like the mystic letter  
Om, the first word in the Vedas.

**মন্তব্য**—বর্ণ্যং বস্তু পক্ষিপতি—বৈবস্বত ইতি। মনস ঈষিণো মনীষিণো  
বীরা বিধাংসঃ ইতি বাবৎ। পূর্বোদরাদিত্যং সাধুঃ। তেবাং মাননীয়ঃ পূজ্যঃ।  
মনীষিণামিত্যত্র কর্ত্তরি বষ্টী। ছন্দসাং বেদানাম্। “ছন্দঃ পণ্ডে চ বেদে চ”  
ইতি বিধঃ। প্রণবঃ প্রণয়তে সংক্ষেপতঃ সূর্যতে অনেন ইতি ওঙ্কার ইব, মহী-  
ক্ষিয়ন্তি দেশতে ইতি মহীক্ষিতঃ ক্ষিতীশ্বরাঃ ক্ষিতাতোরৈশ্বর্যার্থাৎ কিপ্। ভূগাগমশ্চ।  
তেষাং আদিভূতঃ বিবস্বতঃ সূর্য্যস্যাপত্যং পুমান্ বৈবস্বতো নাম বৈবস্বত  
ইতি প্রসিদ্ধো মনুরাসীৎ।

সার্বাংশ—বেদানাম্ ওঙ্কার ইব পৃথিব্যাং সর্বেষাং নৃপতীনাম্ আদিভূতঃ  
বৈবস্বতো মনুর্নামাসীৎ ।

**টীকাস্বরূপ**—“.. নাম প্রকাশে । প্রসিদ্ধোহং কেবলমনুজতে ।...মনীষিণাং  
মাননীয়ঃ । অধর্মাদর্মঃ যতো রক্ষিতবান্ ..যথাহ কোটিল্যঃ ‘মাৎস্তজ্ঞাত্যভিভূতাঃ  
প্রজা বৈবস্বতং মনুং । রাজানং চক্রিরে’ ইত্যাদি । অত্র চ প্রণবোপক্রমাণি  
হৃদাংসি যথা লোকস্ত নিরতিশয়তত্ত্বফলপ্রসাবকানি তথা তদুপক্রমা রাজানঃ ইতি  
চতোহারি সাধর্ম্যং প্রতীয়তে” (অরুণগিরিঃ) ।

**টিপ্পনী**—১। বৈবস্বতঃ—‘মনুঃ’ পদের বিশেষণ । সূর্য্যপুত্র । বিবস্বতঃ  
মপত্যঃ পুমান্ ইতি বিবস্বৎ + অণ্ ।

২। মনুঃ—‘আসীৎ’ ক্রিয়ার কর্ত্তা । প্রাতিপদিকার্থমাত্রে ১মা । এক  
কল্পে চতুর্দশ মনু হইয়া থাকেন । ইহাদের নাম যথাক্রমে—

১। স্বায়ম্ভব ২। স্বারোচিষ ৩। উত্তমি ৪। তামস ৫। রৈবত  
৬। চাক্ষুব ৭। বৈবস্বত ৮। সাবর্ণি ৯। দক্ষসাবর্ণি ১০। ব্রহ্মসাবর্ণি  
১১। ধর্মসাবর্ণি ১২। রুদ্রসাবর্ণি ১৩। রৌচ্য বা দেবসাবর্ণি ১৪। ইন্দ্রসাবর্ণি ।

এস্থলে বৈবস্বত মনুর কথা বলা হইয়াছে । ইনি সপ্তম মনু । আমরা  
র্ত্তমানে সপ্তম মন্বন্তরে বাস করিতেছি । এই বৈবস্বত মনু সূর্য্য এবং সংজ্ঞার  
পুত্র । ইহাকে অনেক স্থলে সাবর্ণি বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং ইনি উক্ত  
নামেই অষ্টম মনু হইবেন । “কথিতস্তব সাবর্ণিশ্চ জ্ঞাত্যাসংজ্ঞাতস্তচ যঃ । পূব জস্ত  
মনোস্কল্যঃ স মনুর্ভবিতাষ্টমঃ ॥” ( মার্কণ্ডেয়পুরাণ—অঃ-৮০ ) । ত্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা  
হইয়াছে যে, সুরথরাজা সাবর্ণিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । “এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা  
সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ । সূর্য্যাজ্ঞায় সমাসাত সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥” প্রাচীনের সময়  
যশস্করী ভগবান্ বিষ্ণু ইহাকে রক্ষা করেন । চন্দ্রপুত্র বৃধ বৈবস্বত মনুর কন্যা  
ইলাকে বিবাহ করেন এবং এই রূপে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের মিলন হয় ।

৩। নাম—অব্যয় । প্রসিদ্ধৌ । নামে ।

৪। মাননীয়ঃ—‘মনু’ পদের বিশেষণ । পূজনীয় । মনু + নিচ্ + অনীয়র্ ।  
কারণ তিনি অধর্ম হইতে ধর্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন ।

৫। মনীষিণাম্—‘কৃত্যানাং কর্ত্তরি বা’ ইতি কর্ত্তরি যষ্টি । বিকল্পে  
‘মনীষিভিঃ’ । মনস জ্ঞা ইতি মনীষা—‘শকদ্ধাদিত্বাৎ টে: পরক্ৰপম্ ।’ মনীষা

অন্যাস্তোতি মনীষা + ইনি ব্রীহাদিহাং । মল্লিনাথ, মনসঃ কৈষিণঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পৃষোদরাদিহাং সাধুঃ । অত্র বর্ণনাশঃ ।

“ভবেৎ বর্ণাগমাদ্ভংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্যয়াৎ ।

গুটোআ বর্ণবিক্রতেবর্ণনাশাৎ পৃষোদরম্ ।”

৬। আসীৎ—কর্তা ‘মহুঃ’; ছিলেন ।

৭। মহীক্ষিতাম্—নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী ইতি নারায়ণঃ । মহীং ক্ষিয়তি, মহ্যাং ক্ষিয়তি বা ইতি মহী—ক্ষি ( নিবাসগতোঃ, ক্ষয়ৈশ্বর্যায়োঃ ) + ক্টিপ্, তুক্ চ = মহীক্ষিৎ তেষাম্ । ভূপালগণের ।

৮। আতঃ—‘মহু’ শব্দের বিশেষণ । আদিম । আদৌ ভবঃ ইতি আদি + যৎ, দিগাদিহাং ।

৯। প্রণবঃ—‘মহু’ এই উপমেয়ের উপমান । ওঙ্কার । প্রণুষতে তুষতে ইতি প্র—হু + অপ্, “উপসর্গাদসমাসেহপি গোপদেশস্ত” ইতি গতম্ । অ, উ, ম—এই তিন বর্ণের সমাহারকে ওঙ্কার বা প্রণব বলে । বেদাধ্যয়নের আদি ও অন্তে ‘ও’—এই শব্দের উচ্চারণ করিতে হয় । সৃষ্টির মূলে এই ওঙ্কার আছে—ইহা শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে । “ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা । অবত্যনোঙ্কৃতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীৰ্য্যতি॥ (মহুসংহিতা) । ওঙ্কার যেক্রপ বেদের আদিভূত অর্থাৎ বেদসৃষ্টির মূলভূত কারণ, মহুও সেইরূপ এই পৃথিবীর আদিম অধিপতি এবং নৃপপরম্পরার প্রবর্তয়িতা ছিলেন—কারণ এই বৈবস্বত মহুহ সপ্তম মন্বন্তরের অধিনায়ক ।

১০। ছন্দসাম্—‘মহীক্ষিতাম্’ এই উপমেয়ের উপমান । বেদসমূহের ।

বাচ্যপরিবর্তন—বৈবস্বতেন মহুনা.....মাননীয়েন.....আতেন প্রণবেনৈব অভূয়ত ।

অন্তব্য—উপমা অলঙ্কার । মহুর সহিত প্রণবের এবং ভূপালগণের সহিত বেদসমূহের তুলনা করা হইয়াছে ।

সেই মহুর বংশে দিলীপ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন ।

✓ তদন্বয়ে যুক্তিমতি প্রস্তুতঃ যুক্তিমন্তঃ ।

বিল্লীয ইতি যাজ্ঞেদ্বিন্দুঃ ক্রীড়নিধাষিষ ॥১২॥

অম্বর—শুদ্ধিমতি ( বিশুদ্ধ ) তদম্বয়ে ( সেই মহুর বংশে ) শুদ্ধিমন্তরঃ ( বিশুদ্ধতর ) দিলীপ ইতি ( দিলীপ নামে ) রাজেন্দুঃ ( রাজচন্দ্র ) ক্ষীরনিধৌ ( ক্ষীরসমুদ্রে ) ইন্দুঃ ইব ( চন্দ্রের জায় ) প্রসূতঃ—(জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ) ।

বাজালা—ক্ষীরসমুদ্রে চন্দ্রের জায়, তাঁহার ( সেই মহুর ) বিশুদ্ধ বংশে দিলীপ নামে এক বিশুদ্ধতর রাজচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

Eng.—In this pure line was born a purer soul named Dilipa, who was an excellent king, as the moon was produced in the milky ocean.

মল্লিনাথ—তদম্বয়ে ইতি শুদ্ধিরস্তাস্তীতি শুদ্ধিমান্ তস্মিন্ শুদ্ধিমতি তদম্বয়ে তস্ম মনোরম্বয়ে বংশে । “অম্বরায়োহম্বরো বংশো গোত্রাধাজনঃ কুলম্” ইতি হলায়ুধঃ । অতিশয়েন শুদ্ধিমান্ শুদ্ধিমন্তরঃ “দ্বিচনবিভজ্যোপ—” ইত্যাদিনা তরপ্ । দিলীপ ইতি প্রসিদ্ধঃ । রাজা ইন্দুরিব রাজেন্দুঃ রাজশ্রেষ্ঠঃ, “উপমিতং ব্যাভ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে” ইতি উপমিতসমাসঃ । ক্ষীরনিধৌ ইন্দুরিব প্রসূতো জাতঃ ।

সারাংশ—যথা ধবলে ক্ষীরসমুদ্রে অতিশয়ধবলঃ চন্দ্রঃ সমজনি তথা পবিদ্রে সূর্য্যবংশে অতিশয়পবিত্রঃ দিলীপো জাতঃ ।

টীকাস্তর—“...নহু রাজেন্দুরিত্যত্র কোহলঙ্কারঃ । উচ্যতে—উপমিতং ব্যাভ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগ ইতি সমস্তমানানাং সাদৃশ্যমেব সামর্থ্যং প্রযোজকং তস্মাদুপমেতি বামনঃ । ভামহাদয়স্ত সাদৃশ্যমূলমারোপমেব সামর্থ্যমববস্তো রূপকমাহঃ । উদ্ভটমতানুসারিণস্ত ময়ুরব্যংসকাদয়শ্চেতি সমাসঃ ; রূপকং পূর্ব্বোক্তস্তূপমাং প্রথয়তি তত্র সাধকবাধকভাষ্যং সংশয়াপোহ ইত্যাহ্বিত । অয়মেব চ পক্ষঃ সাধিষ্ঠঃ । তস্মাদত্র শুদ্ধিমন্তরতস্ম সামান্যভূতত্বাৎ সামান্যাপ্রয়োগে ইতি বচনাৎ উপমাসমাসবাধকত্বে পারিশেষ্যাজপকমেব । এতচ্চ সর্ব্বত্রাহুসঙ্কেয়ম্ । ...নহু রঘুপুত্রমং বংশবর্ণনং প্রতিজ্ঞায় কথমিদং মহতা প্রবন্ধেন দিলীপচরিতং বর্ণ্যতে । উচ্যতে । অনেনাপি রঘুচরিতমেব সপীঠিকাবন্ধং বর্ণয়িতুম্প্রকাস্তমিত্যেব ধ্বনয়িতব্যং যতো দিলীপস্ত তজ্জন্মান্ভূতমেব চরিতং বর্ণিতম্ । অত্রথা তস্ত দিগ্বিজয়াত্তপাদানান্তরমপি বর্ণ্যেত বিস্তরতঃ ।” ( অরুণগিরিঃ ) ।

টিপ্পানী—১ । তদম্বয়ে—অধিকরণে সপ্তমী । তস্ম (মনোঃ) অম্বর (বধীতং) তস্মিন্ । সেই মহুর বংশে ।



২। শুদ্ধিমতি—‘তদ্বশ্যে’ পদের বিশেষণ। শুদ্ধিরশাস্তীতি শুদ্ধি+মতুপ্, তস্মিন্। পবিত্র।

৩। প্রসূতঃ—‘দিলীপঃ’ পদের বিশেষণ। প্র-সূ+ক্ত কর্তরি। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। শুদ্ধিমন্তরঃ—‘দিলীপঃ’ পদের বিশেষণ। অতিশয়েন শুদ্ধিমান্ ইতি শুদ্ধিমৎ+তরপ্—‘ষিবচনবিভজ্যোপদে তরবীষ্মনো।’ এখানে ‘মহুবংশের রাজগণের অপেক্ষায় পবিত্র’—এ অর্থ বিবক্ষিত নহে, কিন্তু ‘মহুবংশ অপেক্ষায় পবিত্র’ এই অর্থই বিবক্ষিত। সেইজন্ত তমপ্-প্রত্যয় না হইয়া তরপ্-প্রত্যয় হইয়াছে।

৫। দিলীপ ইতি—দিলীপ এই নামে প্রসিদ্ধ।

৬। রাজেন্দুঃ—‘দিলীপঃ’ পদের বিশেষণ। মল্লিনাথ-মতে উপমিত কর্মধারয়। রাজা ইন্দুরিব (উপমিত কর্মধা)। রাজশ্রেষ্ঠ—‘সিংহশাদূল-নাগাতাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকঃ’—ইত্যাদিপদেন ইন্দোরপি শ্রেষ্ঠার্থবাচকত্বম্। টীকাকার নারায়ণ এবং অরুণগিরির মতে ‘ময়ূরব্যংসকাদিত্যং রূপকসমাসঃ’। রাজা এব ইন্দুঃ (রূপক)। তাঁহাদের মতে যে স্থলে সামান্যধর্ম প্রযুক্ত হয় না সেইখানেই উপমিত সমাস হইয়া থাকে—‘উপমিতং ব্যাভ্রাদিভিঃ সামান্য-প্রয়োগে।’ কিন্তু এখানে শুদ্ধিমন্তরূপ সামান্যধর্ম প্রযুক্ত হইয়াছে; অতএব রূপক সমাস হইয়াছে বলাই ভাল। টীকান্তর দ্রষ্টব্য।—“.....ন হত্র সমুদ্রে চন্দ্র ইব তদ্বশ্যে দিলীপো জাত ইতি সাম্যমাত্রং বিবক্ষিতম্ অপি তু সমুদ্রে যথেন্দুজাতঃ তথা তৎকুলে স দ্বিতীয়চন্দ্র ইতি চন্দ্রাভেদ এবাত্র প্রতিপাতঃ। কুলস্ত তু সমুদ্রদাম্যমেবাভিধিংসিতম্” (অরুণগিরিঃ)।

৭। ইন্দুঃ—‘দিলীপঃ’ এই উপমেয়ের উপমান। উনন্তি সমুদ্রক্ষীত্যা ভূবং ক্রিমাং করোতীতি ইন্দুঃ। উন্+উ “উয়েরিচ্চাদেঃ” (উণাদিহত্র) চন্দ্র।

৮। কীরনিধৌ—‘তদ্বশ্যে’ এই উপমেয়ের উপমান। নিধীয়তে অস্মিন্ ইক্তি নি-ধা+কি=নিধিঃ। কীরন্ত (জলন্ত) নিধিঃ (বটীতং) তস্মিন্। “নীরকীরাদ্বুশবরম্” ইত্যমরঃ। সমুদ্রে।

বাচ্যপরিবর্তন—.....শুদ্ধিমন্তরেণ দিলীপেন রাজেন্দুনা,.....ইন্দুনা প্রসূতম্।

সম্ভব্য—‘উপমা’ অলঙ্কার। মহুবংশের সহিত সমুদ্রের এবং দিলীপের

সহিত চক্রে তুলনা করা হইয়াছে। উপমাবাক্যেও সমুদ্রমস্থানে চক্রেওপত্তির পৌরাণিক আখ্যানের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দিলীপের বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ কায়, উন্নত স্বক্ক এবং আজ্ঞাশূলবিশিত বাহ ছিল।

वृद्धोऽस्को वृषस्कन्धः शालग्रान्शुर्महाभुजः ।

आत्मकर्मक्षमं देहं क्षান্তो धर्म इवाश्रितः ॥१३॥

অর্থ—ব্যূঢ়োরস্কঃ (বিশাল বক্ষঃস্থলসম্পন্ন) বৃষস্কন্ধঃ (বৃষভের স্তায় স্বক্কযুক্ত) শালগ্রাঃস্তঃ (শালবৃক্ষের স্তায় উন্নত) মহাভুজঃ (দীর্ঘ ভুজযুগলবিশিষ্ট) আত্মকর্মক্ষমঃ (স্বকর্মসাধনের উপযোগী) দেহম্ (শরীর) আশ্রিতঃ (আশ্রয় বা পরিগ্রহ করিয়াছে) ক্ষান্তঃ ধর্মঃ ইব (যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম)।

বাজ্রাজী—দিলীপ বিশাল বক্ষঃস্থল-সম্পন্ন, বৃষভের স্তায় স্বক্কযুক্ত, শালবৃক্ষের স্তায় উন্নত এবং দীর্ঘ ভুজযুগলবিশিষ্ট ছিলেন; দেখিলে বোধ হইত যেন ক্ষত্রিয়-ধর্ম স্বকর্ম সাধনের উপযোগী শরীর পরিগ্রহ করিয়াছে।

Eng.—His chest was broad and full, his shoulders like those of a bull, his height like that of a Sāla tree, and his arms were long; so that he looked like military virtue that had assumed a body worthy of the performance of its deeds.

মল্লিনাথ—বৃঢ়েতি। বৃঢ়েত্যাদিভিত্তিভিঃ শ্লোকৈর্দিলীপঃ বিশিনষ্টি। ব্যূঢ়ঃ বিপুলম্ উরো বক্ষঃস্থলং যন্ত স ব্যূঢ়োরস্কঃ “উরঃপ্রভৃতিভ্যঃ কপ্” ইতি কপ্। “ব্যূঢ়ঃ বিপুলঃ ভদ্রঃ ক্ষারং সমং বলিষ্ঠক্ক” ইতি যাদবঃ। বৃষস্ত স্বক্ক ইব স্বক্কো যন্ত সঃ। “সমুপমান—” ইত্যাদিনা উত্তরপদলোপী বহুব্রীহিঃ। শালো বৃক্ষ ইব প্রাঃস্তঃ উন্নতঃ শালপ্রাঃস্তঃ। “প্রাকারবৃক্ষয়োঃ শালঃ শালঃ সর্জতরুঃ স্মৃতঃ” ইতি যাদবঃ। “উচ্চপ্রাঃশূন্যতৌদগ্ৰোচ্ছিতাস্তদে” ইত্যমরঃ। মহাভুজঃ মহাস্তৌ ভুজৌ যন্ত স মহাবাহুঃ, আত্মকর্মক্ষমং স্বব্যাপারাহুরূপং বিপন্নত্রাণাদি-সমর্থম্ ইতি বাবৎ, দেহম্ আশ্রিতঃ প্রাপ্তঃ ক্ষান্তঃ ক্ষত্রসম্বন্ধী ধর্ম ইব স্থিতঃ; মুর্ত্তমান্ পরাক্রম ইব স্থিত ইত্যুপেক্ষা—

সার্বাংশ—বিশালবক্ষাঃ উন্নতাংসঃ দীর্ঘকায়ঃ মহাবাহুর্দিলীপঃ মুর্ত্তমান্ ক্ষত্রিয়ধর্ম ইব শুভভে।

**টিপ্পনী—১।** ব্যাচোরস্বঃ—পূর্বলোকের ‘দিলীপ’ পদের বিশেষণ। ব্যাচম্ উরো যন্ত সঃ (বহুব্রীহী)। “উরঃপ্রভৃতিভ্যঃ কপ্” ইতি সমাসান্ত কপ্। বিশেষণে উহতে ইতি বি-বহ্ + ক্ত = ব্যাচম্—বিশাল। “ব্যাচঃ সংহতবিস্তৃত্তে পৃথুলেহপ্যাভধেয়বৎ” ইতি মেদিনী। বিশালবক্ষঃস্থলসম্পন্ন।

২। বৃষস্কন্ধঃ—‘দিলীপে’র বিশেষণ। বৃষস্ত স্কন্ধ ইব স্কন্ধো যন্ত সঃ (উপমান-গত উত্তরপদলোপী বহুব্রীহী)। যাহার স্কন্ধদেশে বৃষের ত্রায় উন্নত।

৩। শালপ্রাণ্তঃ—‘দিলীপে’র বিশেষণ। শাল ইব প্রাণ্তঃ (উপমান কর্মধারয়)—“উপমানানি সামান্তবচনৈঃ”। ‘শাল’ বলিতে বৃক্ষমাত্রকেই বুঝায় অথবা, শাল নামক বৃক্ষ, তাহার ত্রায় উন্নত; অর্থাৎ দীর্ঘকায়।—“যঃ ক্তিতাজিকঃ। চতুর্হস্তঃ স্বহস্তেন শালপ্রাণ্তঃ স উচ্যতে ॥”

৪। মহাভুজঃ—‘দিলীপে’র বিশেষণ। মহাস্তো (জাহ্নপর্ষাস্তো) ভূজো যন্ত সঃ (বহুব্রীহী)। আজাহ্নলম্বিতবাহ।

৫। আত্মকর্মক্ষমম্—‘দেহম্’ পদের বিশেষণ। আত্মনঃ কর্ম (ষষ্ঠীতৎ) = আত্মকর্ম (“গজতুরগারোহণযুদ্ধনিযুক্তমৃগশাদি”—নারায়ণঃ) তস্মিন্ ক্ষমম্ (সুপ্-সুপা)। স্বকর্মসাধনের উপযোগী।

৬। দেহম্—‘আশ্রিতঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। দিহ্ + ষঞ্ = দেহঃ।

৭। ক্ষাত্রঃ—‘ধর্ম’পদের বিশেষণ। ক্ষত্রসম্বন্ধী। ক্ষণ্ (হিংসায়াম্) + ক্টিপ্ (“সম্পদাদিত্বাৎ” গমাদীনামিতি বক্তব্যম্, অস্থনাসিকলোপে তুগাগমে চ ‘ক্ষৎ’ ইতি রূপং সিদ্ধম্”—মল্লিনাথ) = ক্ষৎ। ক্ষতঃ (নাশাৎ) ত্রায়তে ইতি ক্ষৎ—ত্রে + ক (“সুপিহ্”—সুপি ইতি যোগবিভাগাৎ কঃ) = ক্ষত্র। অথবা ক্ষত—ত্রে + ক = ক্ষত্রঃ—পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণলোপঃ। অথবা ক্ষদ (সংবরণে সৌত্রঃ) + ট্ঠন্। ক্ষত্রস্ত অয়ম্ ইতি ক্ষত্র + অণ্ = ক্ষাত্রঃ।

৮। ধর্ম—‘আশ্রিতঃ’ ক্রিয়ার কর্তা। ধৃ + মন্। প্রজাপালনাদিরূপ ধর্ম।

৯। আশ্রিতঃ—আ—শ্রি + ক্ত। প্রাপ্ত হইয়াছে—অথবা পরিগ্রহ করিয়াছে।

**বাচ্যপরিবর্ত্তন**—ব্যাচোরস্বেন বৃষস্কন্ধেন শালপ্রাণ্তেন মহাভুজেন ক্ষাত্রেন ধর্মেন আশ্রিতেন।

মন্তব্য—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। দিলীপ মূর্তিমান্ ক্ষত্রিয়ধর্মরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছেন। এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের অল্পরূপ ভাব—

“কাত্তো ধর্মঃ স্ত্রিত ইব তদ্বৎ ব্রহ্মবোধন্ত গুণৈশ্চ”—

—উত্তরচরিত—৬৯

তিনি স্বীয় বল এবং তেজঃ প্রভাবে সূমেরু পর্বতের স্থায় বিরাজিত ছিলেন।

সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্বৈজোঃসমিভাবিনা ।

স্থিতঃ সর্বোন্নতেনোর্বীং ক্রান্ত্বা মেঘবিষাৎমনা ॥১৪॥

অর্থ—সর্বাতিরিক্তসারেণ (সর্বাপেক্ষা বলবান্) সর্বতেজোহুভিভাবিনা (সকল তেজের অভিভবকারী) সর্বোন্নতেন (সর্বাপেক্ষা উন্নত) আত্মনা (শরীর দ্বারা) মেঘঃ ইব (সূমেরু পর্বতের স্থায়) উর্বীং (পৃথিবীকে) ক্রান্ত্বা (আক্রমণ করিয়া) স্থিতঃ (বিরাজিত ছিলেন)।

ব্যাখ্যা—তিনি সর্বাপেক্ষা বলবান্, উন্নত এবং সকল তেজের অভিভবকারী শরীর দ্বারা পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া সূমেরু পর্বতের স্থায় বিরাজিত ছিলেন।

Eng.—He, like the mountain Meru, stood occupying the earth with his body possessed of an all-surpassing strength, an all-transcending lustre and an all-excelling tallness.

অগ্নিনাথ । সর্বাতিরিক্তেতি । সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্বৈভ্যো ভূতেভ্যঃ অতিরিক্তোহধিকঃ সারো বলং যন্ত তেন, “সারো বলে স্থিরাংশে চ” ইত্যমরঃ । সর্বাণি ভূতানি তেজসা অভিভবতীতি সর্বতেজোহুভিভাবী তেন, সর্বৈভ্য উন্নতেন, আত্মনা শরীরেণ । “আত্মা দেহে দৃতে জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি” ইতি বিশ্বঃ । মেঘুরিব উর্বীং ক্রান্ত্বা আক্রম্য স্থিতঃ । মেঘাবপি বিশেষণানিতুল্যানি । “অষ্টাভিষ্ঠ সূরেন্দ্রাণাং মাত্ৰাভিনির্মিতো নৃপঃ । তস্মাদভিভবত্যেব সর্বভূতানি তেজসা ।” ইতি মনুবচনাৎ রাজ্ঞঃ সর্বতেজোহুভিভাবিত্বং জ্ঞেয়ম্ ।

সারোঃ—অসৌ দিলীপঃ সর্বাতিশায়িনা বলেন তেজসা উন্নতত্বেন চ মহীমাক্রম্য সূমেরুরিব ররাজ ।

টিপ্পনী—১ । সর্বাতিরিক্তসারেণ—‘আত্মনা’ পদের বিশেষণ । সর্বৈভ্যঃ অতিরিক্তঃ ( ৫মীতৎ ), সর্বাতিরিক্তঃ সারঃ ( বলম্ ) যন্ত সঃ ( বহুব্রীহি ) তেন । সর্বাপেক্ষা বলবান্ । মেঘরূপে—সর্বাতিরিক্ত সারঃ ( ধনম্ ) যন্ত সঃ ( বহু ) ।

ধনরত্নাদিতে যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সুমেরুপর্বত ধনরত্নাদির আকর বলিয়া কথিত আছে। অতি—রিচ. + ক্ত = অতিরিক্ত।

২। সর্বতেজোহিভিভাবিনা—‘আত্মনা’ পদের বিশেষণ। সর্বৎ চ তৎ তেজশ্চ ইতি সর্বতেজঃ (কর্মধা)। সর্বতেজঃ অভিভবিতুঃ শীলমন্তেতি সর্বতেজঃ + অতি—ভূ + গিনি (তাচ্ছীল্যে) তেন। যিনি স্বীয় তেজ দ্বারা সকলের তেজকে পরাভূত করিতেন। মেরুপর্বতও সুবর্ণময় বলিয়া সকল দীপ্তিকে পরাজিত করে—“মেরোরপি কনকময়ত্বাৎ সর্বতেজোহিভিভাবিত্বম্ (চারিভবর্ধন)। রাজাও অষ্টলোকপালের অংশনির্মিত বলিয়া অপর সকলকে তেজ দ্বারা অভিভূত করেন। মল্লিনাথ দেখ।

৩। স্থিতঃ—স্থা + ক্ত কর্তরি। বিরাজিত ছিলেন। কর্তা ‘সঃ’ উহ।

৪। সর্বেন্নতেন—‘আত্মনা’ পদের বিশেষণ। সর্বেভ্যঃ উন্নতঃ (মৌতৎ) তেন। উৎ—নম্ + ক্ত = উন্নত। দিলীপ শালগ্রাম—তাই সর্বাপেক্ষা উন্নত। সুমেরু পর্বতও সর্বাপেক্ষা উন্নত বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্বতের চতুর্দিকে স্বর্ষ্যচন্দ্রাদি আবর্তন করে।

৫। উর্বান্—‘ক্রাস্তা’ ক্রিয়ার কর্ম। পৃথিবীকে। উর্ধ্বাৎ (আচ্ছাদনে) ‘মহতি ব্রহ্মশ্চ’ ইত্যাঃ, তুলোপঃ ব্রহ্মশ্চ। ‘বোতো গুণবচনাৎ’ ইতি ভীষ্।

৬। ক্রাস্তা—ক্রম্ + ক্তাচ্। ‘ক্রমিত্বা’ পদও হয়। কর্তা ‘সঃ’ উহ। আক্রমণ করিয়া।

৭। মেরুঃ—‘দিলীপে’র উপমান। মিনোতি ক্ষিপতি উচ্চত্বাৎ জ্যোতীংবি ইতি মেরুঃ। পৌরাণিক ভূগোল-অনুযায়ী সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এক পর্বত। এই মেরুপর্বতের চতুর্দিকে চন্দ্রস্বর্ষ্যগ্রহনক্ষত্রাদি আবর্তন করে। ইহা অতুলমত এবং সুবর্ণময়। ইহা দেবতাদিগের বাসস্থান এবং ব্রহ্মার আশ্রয়।

৮। আত্মনা—করণে তৃতীয়া। শরীর দ্বারা। অং + মনিন্। “আত্মা য়েতে ধ্রুতো জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি” ইতি বিশ্বঃ।

বাচ্যপরিবর্তন।.....মেরুণেব হিতম্।

স্বল্পব্য—এই শ্লোকে ‘স্নেহ’ অলঙ্কার। অতএব স্নিষ্টোপমা। মেরুপর্বতের সাহিত্য দিলীপের তুলনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিশেষণ দিলীপ এবং মেরু—উভয়পক্ষেই প্রযুক্ত হইবে। পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এই মেরুপর্বত।

ইহার সব কিছুই লোকোত্তর। ইহাতে অগাধ রত্নরাশি রহিয়াছে—ইহার সর্বোন্নত গুণ গগনভেদী—ইহার কনককান্তির নিকট সকল তেজ পরাভূত। এক-স্থায় এই বিশাল পৃথিবীকে মেরুই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মহারাজ দিলীপেরও সেইরূপ সব কিছুই লোকোত্তর। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বলবান্ ও উন্নত দেহ দখিয়া এবং সকল তেজের পরাভবকারী দেহদোষ্টি দেখিয়া মনে হয় যেন তিনিও মেরুপর্বতের ন্যায় এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছেন—যেন এই সপ্তদ্বীপা মদিনীর রক্ষাকর্তৃৎ কেবল তাঁহারই।

দিলীপ হৃদর্শন, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ, কনী এবং ভাগ্যবান্ ছিলেন।

**আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ ।**

**আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ ॥১৫॥**

অর্থ—আকারমদৃশপ্রজ্ঞঃ ( তাঁহার আকৃতির অরূপ প্রজ্ঞা ছিল ), প্রজ্ঞয়া দৃশাগমঃ ( প্রজ্ঞার অরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ), আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ ( শাস্ত্রজ্ঞানের অরূপ কর্মমুঠান ) আরম্ভসদৃশোদয়ঃ ( অমুঠানের অরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেন )।

ব্যাখ্যা—তাঁহার আকৃতির অরূপ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অরূপ শাস্ত্রজ্ঞান এবং শাস্ত্রজ্ঞানের অরূপ কর্মমুঠান ছিল এবং তিনি অমুঠানের অরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেন।

Eng.—His intellect was equal to his bodily frame, his knowledge of the Sāstras to his intellect, his undertakings to his knowledge of the Sāstras and his success to his undertakings.

ব্যাখ্যা—দিলীপ আকৃতির অরূপ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি তাঁহার এই হতী বুদ্ধিকে শাস্ত্রজ্ঞানার্জনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেজন্য শাস্ত্রশিক্ষালু হইয়া তিনি বুদ্ধির অরূপ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি একমাত্র শাস্ত্রবিহিত কর্মেরই অমুঠান করিতেন এবং তাঁহার কর্মমুঠানের অরূপ ফললাভও করিতেন।

মল্লিনাথ—আকারেতি আকারেণ মূর্ত্যা সদৃশী প্রজ্ঞা যন্ত সঃ, প্রজ্ঞয়া দৃশাগমঃ প্রজ্ঞারূপশাস্ত্রপরিশ্রমঃ, আগমৈঃ সদৃশ আরম্ভঃ কর্ম যস্য স তথোক্তঃ, পারভ্যতে ইতি আরম্ভঃ কর্ম তৎসদৃশ উদয়ঃ ফলসিদ্ধির্যন্ত স তথোক্তঃ ।

**সার্যাংশ**—দিলীপস্ত্র আকারাহরুপা বৃদ্ধি: বৃদ্ধাহরুপা শাস্ত্রচর্চা শাস্ত্রাহরুপ  
কর্মারম্ভ: কর্মাহরুপা চ ফলসিদ্ধিরাসীৎ ।

**টীকাস্তর**—“এবমাকারগুণযুক্তা তদহরুপা এবাস্ত প্রজ্ঞাদয়োধীতাতাহ ।...  
আকারগুণা: সামুদ্রিকোক্তা:, অবগেচ্ছাদয়: প্রজ্ঞাগুণা: । প্রজ্ঞয়া সদৃশা আগম  
বিদ্যানামুপদেশা যস্ত “আগমস্তূপদেশেহপি শাস্ত্রেহপ্যাগমেনেহপি চ” ইতি  
কেশব: । নি:সন্দিগ্ধবাদয় আগমগুণা: । রাগাদিরাহিত্যাদয় আরম্ভগুণা ।...  
পরোপজীব্যাদয় উদয়গুণা: । অত্র সদৃশশব্দস্ত অহরুপার্থত্বং শব্দশক্ত্যা ব্যজ্যতে  
সদৃশশব্দস্ত অহরুপার্থবাচকত্বে তু তুল্যার্থযোগে ভবন্তী তৃতীয়া ন স্যাৎ । অত্র  
যথোত্তরমুপমেয়স্তোপমানত্বাৎ রশনোপমালঙ্কার: ।”—( নারায়ণ: )

**টিপ্পনী**—১। আকারসদৃশপ্রজ্ঞা:—দিলীপের বিশেষণ । বাঁহার শরীরে:  
অহরুপ প্রজ্ঞা ছিল । আকারেণ সদৃশী ( তৃতীয়াতং ) । আকারসদৃশী প্রজ্ঞা যস  
স: ( বহুত্বীহি ) । আ—কু+ঘঞ=আকার:—( দেহ ) । প্রজ্ঞায়তে অনয়  
ইতি প্র—জ্ঞা+অঙ=প্রজ্ঞা ।

২। প্রজ্ঞয়া—“তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়াংস্ততরস্ত্রাম্” ইতি তৃতীয়া  
Kāle, Joglekar, প্রভৃতির মতে হেতৌ তৃতীয়া । আমরা টীকাকার নারায়ণের  
মতই ( তুল্যার্থযোগে তৃতীয়া ) গ্রহণ করিয়াছি ।—প্রজ্ঞয়া সদৃশাগম:, আগমৈ:  
সদৃশারম্ভ:—ইত্যত্র “সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাস: ।”

৩। সদৃশাগম:—দিলীপের বিশেষণ । সদৃশ: আগমো যস্ত স: ( বহু )  
প্রজ্ঞাহরুপ শাস্ত্রজ্ঞান । “আগমং স্বাগতো শাস্ত্রে” ইতি হৈম: । আ—গম্+  
অপ্=আগম: ।

৪। আগমৈ:—তুল্যার্থযোগে তৃতীয়া ।

৫। সদৃশারম্ভ:—দিলীপের বিশেষণ । শাস্ত্রজ্ঞানের অহরুপ কর্মারম্ভান ।  
সদৃশ: আরম্ভ: যস্য ( বহু ) স: আ—রভ্+ঘঞ=আরম্ভ: ।

৬। আরম্ভসদৃশোদয়:—দিলীপের বিশেষণ । আরম্ভেণ সদৃশ: ( তৃতীয়াতং )  
আরম্ভসদৃশ: উদয়: যস্য স: ( বহু ) । বাঁহার অহরুপের অহরুপ ফলপ্রাপ্তি  
হইত ।

**বাচ্যপরিবর্তন**—আকারসদৃশপ্রজ্ঞেন... সদৃশাগমেন ... সদৃশারম্ভেণ .....  
সদৃশোদয়েন ।

মন্তব্য—রসনোপমা অলঙ্কার। এ স্থলে উপমেয় পদার্থ পূর্বাধিক্রমে উপমান হইয়াছে। “কথিত রসনোপমা। যথোক্তিযুগমেয়স্য যদি স্ভাদুপমানতা” (সাহিত্যদর্পণ—১০।৩৫)।

দিলীপ সমুদ্রের স্থায় ভীষণ ও রমণীয় ছিলেন।

भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् ।

৫৮

अधृष्यश्चामिगम्यश्च बाह्वोरत्नैर्विवार्यः ॥১৬॥

অঙ্কয়—সঃ (তিনি অর্থাৎ দিলীপ) ভীমকান্তৈঃ (ভীষণ ও কমণীয়) নৃপগুণৈঃ (রাজগুণে) যাদোরত্নৈঃ (হিংস্র জলজন্তু এবং রত্নরাজি দ্বারা) অর্ণব ইব (সমুদ্র যেমন) উপজীবিনাম্ (অমুজীবিবৃন্দের) অধৃষ্যঃ (অনভিভবনীয়) অভিগম্যঃ চ (এবং আশ্রয়ণীয়) বভূব (ছিলেন)।

বাজালা—সমুদ্র যেমন হিংস্র জলজন্তু এবং রত্নরাজি দ্বারা অনভিভবনীয় এবং আশ্রয়ণীয় হয়, মহারাজ দিলীপও সেইরূপ (তেজঃপ্রতাপাদি) ভীষণ ও (দয়াদাক্ষিণ্যাদি) কমণীয় রাজগুণে অমুজীবিবৃন্দের অনভিভবনীয় ও আশ্রয়ণীয় ছিলেন।

Eng.—By the combination of fierce yet agreeable kingly qualities, he was to his dependents both ill-approachable and inviting as the ocean on account of its sea-monsters and jewels.

ব্যাখ্যা—দিলীপকে তাঁহার অমুজীবিবৃন্দেরা ভয় করিত এবং আশ্রয় করিত। ইহার কারণ তিনি তীক্ষ্ণ ও মুহুগুণভূষিত ছিলেন। তেজঃপ্রতাপাদি ভয়াবহ গুণগ্রামে তিনি ধৃষ্ট ব্যবহারের অবিসয়, আবার দয়াদাক্ষিণ্যাদি কোমলগুণে তিনি সকলের আশ্রয়ণীয় ছিলেন। সমুদ্র যেমন হিংস্র জলজন্তুগণের অবস্থানে ভয়াবহ এবং রত্নগর্ভ বলিয়া আশ্রয়ণীয়, দিলীপও ঠিক সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে ভীষণ ও কমণীয়—উভয়বিধ রাজগুণই বিद्यমান ছিল।

. অল্লিনাথ—ভীষেতি।—ভীষৈঃ কান্তৈশ্চ নৃপগুণৈঃ রাজগুণৈঃ তেজঃপ্রতাপাদিভিঃ কুললীলদাক্ষিণ্যাদিভিঃ স দিলীপঃ উপজীবিনাম্ আশ্রিতানাং, যাদোভিজলজীবৈঃ, “যাদাংসি জলজন্তবঃ” ইত্যমরঃ। রত্নৈশ্চ অর্ণব ইব অধৃষ্যঃ অনভিভবনীয়শ্চ অভিগম্য আশ্রয়ণীয়শ্চ বভূব।



সারাংশ—বারিধিধা হিংশ্রে: জলজন্তুভি: অনভিভবনীয়: রত্নৈশ্চ  
আশ্রয়ণীয়ো ভবতি তদ্বং দিলীপোহপি তেজ:প্রতাপাদিভি: শুণৈ: অনভিভবনীয়:  
দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণৈশ্চ আশ্রয়ণীয়ো বভূব ।

টিপ্পানী—১। ভীমকান্ত:—‘নৃপগুণৈ:’ পদের বিশেষণ। ভীমাশ্চ তে  
কান্তাশ্চ ( বিশেষণ-ব্ধয়েন কর্মধারয় ) তৈ: । ভীষণ এবং কমনীয়। ভী+ম্  
= ভীম: । কন্+ক্ = কান্ত: । “তীক্ষ্ণৈশ্চ বৃহদৃশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতি: ।  
তীক্ষ্ণৈশ্চ বৃহদৃশ্চ ব রাজা ভবতি সম্মত: ॥” ( মনুসংহিতা—৭।১৪০ ) ।

২। নৃপগুণৈ:—হেতৌ তৃতীয়া। নূন্ পাতীতি নৃপ: ; নৃ-পা+ক ।  
নৃপাণাং গুণা: ( ষষ্টিতং ) তৈ: ।

৩। বভূব—কর্তা ‘স:’ । ভূ+লিট্ গল্ । ছিলেন ।

৪। উপজীবিনাম্—“কৃত্যানাং কর্তরি বা” ইতি কৃত্য-প্রত্যয় যোগে ষষ্টি ।  
উপ-জীব্+গিনি ( কর্তরি ) । আশ্রিতদিগের ।

৫। অধুষ্য:—‘স:’ পদের বিশেষণ। ধর্ম্মিতুং যোগ্য: ইতি ধৃষ্+যৎ =  
ধৃষ্য: । ন ধৃষ্য: ( নঞতং ) । ( তেজ:প্রতাপাদিগুণহেতু ) অনভিভবনীয় ।  
—“তেজো বলং সর্ববত্তা প্রভাব: প্রাপ্তকালতা । অধুষ্যস্ত গুণানেনাত্মপুত্র মুনয়ো  
বিদু: ॥”—ইতি বৃহস্পতি: ( চারিঅবর্দ্ধন ) ।

৬। অভিগম্য:—‘স:’ পদের বিশেষণ। অভিগন্তুং যোগ্য: ইতি অভিগম্য:  
—( দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণহেতু )—আশ্রয়ণীয় । অভি-গম্-যৎ । —“কুলং শীলং দয়া  
দানং ধর্ম: সত্যং কৃতজ্ঞতা । সৃশ্বদশিঅমুংসাহ ঔচিত্যং ব্রুললক্ষ্যতা । বিনীততা  
ধার্মিকতা গুণাশ্চৈবাভিগামিকা: ॥”—ইতি কামন্দক: ( চারিঅবর্দ্ধন ) ।

৭। বাদোরত্নৈ:—হেতৌ তৃতীয়া। বাদাংসি চ রত্নানি চ ( বন্দ ) তৈ:  
জলজন্তু এবং রত্নরাজি দ্বারা । “বাদাংসি জলজন্তব:” ইত্যমর: । যাস্তি বেগেন  
ইতি যা+অনুন্, বাহুল্যকাদু ক্=যাদস্ ।

৮। অর্গব:—‘স:’ উপমেয়ের উপমান । অর্গাংসি অত্র সন্তি । ‘অর্গসো  
লোপশ্চ’ ইতি ব: সলোপশ্চ । সমুদ্র ।

বাচ্যপরিবর্তন—...তেন অধুষ্যেণ অভিগম্যেন অর্গবেন ইব বভূবে ।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার । দিলীপ—উপমেয় । সমুদ্র—উপমান । এই  
শ্লোকের অনুরূপ ভাব—

“স হি সর্বস্ত লোকস্ত যুক্তদণ্ডতরা মন: ।

আদদে নাতিশীতোষ্ণো নভস্থানিব দক্ষিণ: ॥”—( রঘুবংশ—৪।৮ )

দিলীপ মনুজ পদ্ধতিতে প্রজা শাসন করিতেন।

**রেখামাত্রমপি জুয়ানাদামনোর্বর্त्मनः परम् ।**

**न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिव्यवृत्तयः ॥১৩॥**

**অন্বয়**—নিয়ন্তঃ ( শাসক, সারথি ) তস্ম ( তাহার ) নেমিবৃত্তয়ঃ ( চক্রধারা, চক্রধারাকার্য্যালুকারী ) প্রজাঃ ( প্রজাগণ ) আ মনোঃ ( মনু হইতে ) ক্ষুণ্ণাৎ ( প্রচলিত, আহত ) বঅ্ননঃ ( আচারপদ্ধতি, পথ ) পরং ( অধিক ) রেখামাত্রমপি ( রেখামাত্র, বিন্দুমাত্র ) ন ব্যতীযুঃ ( অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করিত না ) ।

**ব্যাখ্যা**—যেমন চক্রধারা সারথি কর্তৃক আহত পথের অতিরিক্ত রেখামাত্রও অতিক্রম করে না, সেইরূপ শাসক দিলীপের প্রজাগণও মনু হইতে প্রচলিত আচারপদ্ধতির অধিক বিন্দুমাত্রও উল্লঙ্ঘন করিত না ।

**Eng.**—The subjects of that king—their governor—never swerved from the course of conduct followed from the time of Manu even to the extent of a line, as the rim of a wheel does not go out of its beaten path under a skilful charioteer.

**ব্যাখ্যা**—দিলীপ মনু-প্রবর্তিত পদ্ধতিতেই প্রজা শাসন করিতেন। নিপুণ সারথির চালনায় রথের চক্র যেমন পূর্বক্ষুণ্ণ রেখা অতিক্রম করে না, দিলীপের শাসনকালে প্রজাবৃন্দ সেইরূপ মনু-প্রবর্তিত মার্গের বিন্দুমাত্রও অতিক্রম করিত না ।

**মল্লিনাথ**—রেখামাত্রমতি । নিয়ন্তঃ শিক্ষকস্ত সারথেষ্ট তস্ম দিলীপস্ত সম্বন্ধিতঃ নেমীনাং চক্রধারাণাং বৃত্তিরিব বৃত্তিৰ্য্যাপারো যা সাং তাঃ “চক্রধারা প্রধির্নেমিঃ” ইতি যাদবঃ । “চক্রং রথাক্ষং তস্মান্তে নেমিঃ স্ত্রী স্তাং প্রধিঃ পুমান্” ইত্যমরঃ ; প্রজাঃ আ মনোঃ মনুমারভ্য ইত্যভিবিধিঃ, পদদ্বয়ং চৈতৎ, সমাসস্ত বিভাষিতত্বাৎ । ক্ষুণ্ণাৎ অভ্যস্তাৎ প্রহতাক্ষ বঅ্ননঃ আচারপদ্ধতেঃ অধ্বনশ্চ পরম্ অধিকম্ ইত্যন্তত্ব ইত্যর্থঃ । রেখা প্রমাণমস্তেতি রেখামাত্রং রেখাপ্রমাণম্ জৈবদপীত্যর্থঃ । “প্রমাণে দ্বয়সজ্—” ইত্যাদিনা মাত্র-প্রত্যয়ঃ । পরশব্দ—বিশেষণং চৈতৎ । ন ব্যতীযুঃ ন অতিক্রান্তবত্যাঃ । কুশলসারথিপ্রেষিতা রথনেময় ইব তস্ম প্রজাঃ পূর্বক্ষুণ্ণমার্গং ন জহরিতি ভাবঃ ।

**সার্বভৌম**—যথা নেময়ঃ সারথো ক্ষুণ্ণাৎ মার্গাৎ পরং রেখাপরিমাণমপি ন ব্যতিক্রামন্তি তথা প্রজা মনোরারভ্য অবশ্যপরস্পরয়া অমুপ্ৰীয়মানম্বেন রাজভিষ্

প্রবর্তমানশ্চেন অভ্যস্তাং তেন শাসিত্রা প্রণীয়মানাং বর্ণাশ্রমধর্মাং পরং কিঞ্চিদপি ন ব্যতিক্রমং চকুরিত্যর্থঃ ( অরুণগিরি ) ।

টিপ্পনী—১। রেখামাত্রম্—‘পরম্’ শব্দের বিশেষণ। রেখা প্রমাণমস্য ইতি রেখা+মাত্রচ্; “প্রমাণে দ্বয়সজ্-দগ্ধচ্-মাত্রচ্ঃ”। নেমিপক্ষে—রেখামাত্র। প্রজাপক্ষে—বিন্দুমাত্র অর্থাৎ অল্প।

২। ক্ষুণ্ণাৎ—‘বস্বনঃ’ পদের বিশেষণ। ক্ষুদ্+ক্ত কর্মণি। তস্মাৎ। নেমিপক্ষে আহত; প্রজাপক্ষে—প্রবর্তিত।—‘প্রসিদ্ধাৎ’—(চারিত্রবর্দ্ধন)।

৩। আ মনোঃ—ইহা সমস্ত পদ নহে—পৃথক্ পদ ( সমাসস্য বিভাষিতত্বাৎ) মনুমারভ্য ইতি আ মনোঃ। মনু হইতে আরম্ভ করিয়া। ‘আঙ্’-এর অর্থ অভিব্যক্তি ( তেন সহ ) ।

৪। বস্বনঃ—অপাদানে ঐমৌ। বৃৎ+মনিন্। নেমিপক্ষে—পথ। প্রজাপক্ষে—আচারপদ্ধতি।

৫। পরম্—‘ব্যতীযুঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। অধিক—ইতস্তত।

৬। ব্যতীযুঃ—কর্তা ‘প্রজাঃ’। বি—অতি+ইণ্+লিট্ উস্। অতিক্রম করিয়াছিল।

৭। প্রজাঃ—প্র—জন্+ড। প্রজাগণ।

৮। নিয়ন্তঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। নি—যম্+তৃচ্। ষষ্ঠীর ১বচন। নেমিপক্ষে—সারথি। প্রজাপক্ষে—শাসক।

৯। নেমিবৃত্তয়ঃ—‘প্রজাঃ’ পদের বিশেষণ। নেমীনাং বৃত্তিঃ ( ষষ্ঠীতৎ ) নেমিবৃত্তিঃ ইব বৃত্তির্ধাসাং তাঃ ( উপমানগর্ভ উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি )—চক্রধারাবাপারয়ুক্ত—অর্থাৎ চক্রধারার জ্ঞায়। চক্রের প্রান্তদেশকে নেমি ( জ্বলিঙ্গ ) বলে। মল্লিনাথ দেখ। বৃৎ+জিন্=বৃত্তিঃ।

বাচ্যপরিবর্তন—...প্রজাভিঃ নেমিবৃত্তিভিঃ...ব্যতীয়ে।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। দিলীপের সহিত সারথির এবং প্রজাগণের সহিত চক্রধারার তুলনা করা হইয়াছে। সারাংশ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় প্রজাগণের উন্নতির জন্তই তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন।

✱ প্রজানামেব ভূত্বার্থং স তাম্যো বজ্রিমগ্রহীত্।

সহস্রগুণানুতং স্তুত্বাদত্তে হি এসং বধিঃ ॥১৮॥

অন্বয়—সঃ ( তিনি ) প্রজানাং ( প্রজাগণের ) ভূতার্থম্ এবং ( উন্নতির ) হই ) তাভ্যঃ ( তাহাদের নিকট হইতে ) বলিম্ ( কর ) অগ্রহীৎ ( গ্রহণ করিতেন )। রবিঃ হি ( সূর্য্যদেব ) সহস্রগুণম্ ( সহস্রগুণ ) উৎসৃষ্টম্ ( জল-প্রদানের নিমিত্তই ) রসম্ ( জল ) আদত্তে ( আকর্ষণ করিয়া থাকেন )।

বাজালা—তিনি প্রজাগণের উন্নতির জন্তই তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। সূর্য্যদেব সহস্রগুণ জলপ্রদানের নিমিত্তই জল আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

Eng.—It was for the welfare of his subjects alone, that he collected taxes from them. For the sun sucks up moisture ( from the earth ) only to pour it thousand-fold.

ব্যাখ্যা—দিলীপ প্রজাগণের উন্নতির জন্তই তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। এই সংগৃহীত অর্থ তিনি কখনও নিজের নিমিত্ত ব্যয় করিতেন না। প্রজাদিগের নানাবিধ মঙ্গল পরিকল্পনায় তিনি সেই অর্থের সদ্যবহার করিতেন। প্রজাগণের অর্থ প্রজাগণকেই সহস্রগুণ করিয়া দান করিতেন। সূর্য্যদেব দারুণ গ্রীষ্মে পৃথিবীর বক্ষ হইতে জল শোষণ করিয়া নুন—কিন্তু বর্ষায় সেই দধ্বা শুষ্ক ধরিত্রীকে অবিরাম জলবর্ষণের দ্বারা সুজলা, সুফলা ও শস্তাশ্রমলা করিয়া তুলেন। দিলীপও সূর্য্যদেবের জায় যাহা গ্রহণ করিতেন তাহাই দান করিতেন, কিন্তু সেই দান তাহার কল্যাণ-হস্তের পার্শ্বে সহস্রগুণ হইত।

মল্লিনাথ—প্রজানামিতি। স রাজা প্রজানাং ভূতৈ অর্থায়, ভূতার্থং স্বার্থমেব। অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ সর্বলিঙ্গতা চ বক্তব্যঃ ; গ্রহণক্রিয়া বিশেষণকৈতৎ। তাভ্যঃ প্রজাভ্যো বলিঃ স্ঠাঃশরুণং করম্ অগ্রহীৎ। “ভাগধেয়ঃ করো বলিঃ” ইত্যমরঃ। তথাহি রবিঃ সহস্রং গুণা বস্মিন্ কর্মণি তদ্ যথা তথা সহস্রগুণং সহস্রা উৎসৃষ্টং দাতুম্। উৎসর্জনক্রিয়াবিশেষণকৈতৎ। রসম্ অম্বু আদত্তে গৃহ্নাতি। “রসো গন্ধে রসে স্বাদে তিক্তাদৌ বিষরোগগোয়াঃ। শৃঙ্গারাদৌ দ্রবে বীৰ্য্যে দেহদ্বন্দ্বপারদে” ইতি বিশ্বঃ।

সান্নাংশ। রবিবর্ষা গ্রীষ্মে পৃথিব্যাঃ রসং গৃহীত্বা বর্ষাস্থ পুনঃ সহস্রগুণ-মধিকং জলমভিব্যূতং তাং শস্তাশালিনীং কৰোতি তথা দিলীপোহপি প্রজাভ্যঃ করং গৃহীত্বা তদুন্নতিবিধায়কৈঃ কার্য্যৈঃ তাভ্যঃ সম্পাদং ততান।

**টীকাস্তর**—“...অত্র প্রতিবন্তু পমামাহ রবিঃ সহস্রগুণং উৎশ্রষ্টুং হি রসম্  
আদত্তে ইতি । ... ‘আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টিরন্নং ততঃ প্রজাঃ’ ইতি মনুঃ ।”—  
(নারায়ণঃ) ।

“সূর্যো জলানি গ্রীষ্মে গৃহীত্বা বর্ষাস্ত বর্ষকীর্ত্যাগমঃ । “অগ্নৌ প্রাস্তাহতিঃ  
সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টিরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥” ইতি  
মনুঃ । এতেন কিমুক্তং স প্রজাভ্যো গৃহীতেন করেণ যজ্ঞাদিকং ততান তেন  
তুষ্টিরিন্দ্রাদিভিবৃষ্টিবৃষ্টিয়ানং তেন প্রজাপুষ্টিরিত্তি পরম্পরয়া বলেভূতার্থতা ।”  
(চারিত্রবর্দ্ধন) ।

**টিঙ্কনী**—১ । ভূতার্থম্—‘অগ্রহীৎ’ ক্রিয়ার বিশেষণ । ‘ভূতৌ ইদম্ ইতি  
ভূতার্থম্ (অস্বপদবিগ্রহঃ নিত্যসমাসঃ) ; “অথেন নিত্যসমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা  
চেতি বক্তব্যম্” (বা) যদ্বা ভূতিঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্ যথা স্তাৎ  
(বহুব্রীহি) । মঙ্গল বা উন্নতির জন্ম । অর্থ হইতে বজ্র, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি  
হইতে অন্ন—এইরূপে প্রজাপোষণ হইত । টীকাস্তর দ্রষ্টব্য ।

২ । তাভ্যঃ—অপাদানে পঞ্চমী । তাহাদের নিকট হইতে ।

৩ । বলিম্—‘অগ্রহীৎ’ ক্রিয়ার কর্ম । কর (যষ্ঠাংশরূপ) । রাজা পৃথিবী  
রক্ষা করেন বলিয়া পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠ অংশ তাঁহার প্রাপ্য । কোন  
কোন সময়ে ভূমির উর্বরতা-অনুসারে অষ্টম কিংবা দ্বাদশ ভাগও পাইতেন ।  
কোন দ্রব্যের কি পরিমাণ অংশ রাজার প্রাপ্য সে বিষয়েও নিয়ম ছিল—  
“পঞ্চাশস্তাগ আদেয়ো রাজ্ঞা জন্তুহিরণ্যয়োঃ । ধাত্তানামষ্টমো ভাগাঃ যষ্ঠৌ  
দ্বাদশ এব বা ॥” (মনুসংহিতা—৭।১৩০) । ইহা ব্যতীত প্রজারক্ষণ করিয়া  
প্রজাদিগের ধর্মের ষষ্ঠ ভাগও রাজা পাইতেন । “সর্বতো ধর্মযড্ভাগো  
রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ । অধর্মাদপি যড্ভাগো ভবত্যত্র হরক্ষতঃ ॥ (মনু-  
সংহিতা—৮।৩০৪) । ঋষিগণের নিকট হইতে তাঁহাদের তপস্কার ষষ্ঠ ভাগ  
রাজা পাইতেন । “যদুস্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তজ্জনম্ । তপঃযড্-  
ভাগমক্ষয়্য দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥” (শাকুন্তল—২।১৩) । এইজন্য রাজাকে  
‘যষ্ঠাংশবৃত্তিঃ’ বলা হইত । “যষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এবঃ” (শাকুন্তল ৫।৪) ।

৪ । অগ্রহীৎ—কর্তা ‘সঃ’ । গ্রহ্ + লুঙ্ দ । গ্রহণ করিতেন ।

৫ । সহস্রগুণম্—‘উৎশ্রষ্টুং’ ক্রিয়ার বিশেষণ । সহস্রং গুণা যস্মিন্ কর্ম্মণি  
তদ্ যথা (বহ)—সহস্রগুণ ।

৬। উৎস্রষ্টুম্—কর্তা ‘রবিঃ’। উৎ—স্ফু+তুম্। (জল) দান করিতে।

৭। আদত্তে—কর্তা ‘রবিঃ’। আ—দা+কট্ তে। “আত্তো দোহনাস্ত-বিহরণে” ইতি আত্মনেপদম্। গ্রহণ করে।

৮। রসং—‘আদত্তে’ ক্রিয়ার কর্ম। জল। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৯। রবিঃ—‘আদত্তে’ ক্রিয়ার কর্তা। সূর্যদেব। সূর্য গ্রীষ্মে জল আকর্ষণ করিয়া বর্ষায় তাহা দান করে।

বাচ্যপরিবর্তন—...তেন বলিরগ্রাহি.....রসো রবিণা আদীয়তে।—

বস্তুব্য—এই শ্লোকে প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার। দিলীপের সহিত সূর্যের তুলনা করা হইয়াছে। ইহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত না হইয়া তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। এখানে বাক্যদ্বয়ের সাধারণ ধর্ম গ্রহণরূপ এবং আদানরূপ এক ক্রিয়া হইলেও পুনরুক্তিদোষের নিবারণজন্তু ভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্লোক—১০ দেখ।

সৈন্য তাঁহার ভূষণমাত্র ছিল; শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধনু—ইহাদের দ্বারাই তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত।

সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্।

শাস্ত্রং বহুকুণ্ঠিতা বুদ্ধিমৌৰ্বী ধনুৰ্ণি চাততা ॥১৫॥

অর্থ—সেনা (চতুরঙ্গ সৈন্য) তস্ত (তাঁহার) পরিচ্ছদঃ (আঙ্গীৎ) (উপকরণ-স্বরূপ ছিল); শাস্ত্রে (শাস্ত্রে) অকুণ্ঠিতা (অব্যাহত) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ধনুৰ্ণি (ধনুকে) আততা (আরোপিত) মৌৰ্বী (জ্যা) দ্বয়ম্ এবং (এই উভয়ই) অর্থসাধনম্ (বভূব) (প্রয়োজন সাধন করিত)।

বাক্যার্থ—চতুরঙ্গ সৈন্য তাঁহার উপকরণ-স্বরূপ ছিল। শাস্ত্রে অব্যাহত বুদ্ধি এবং ধনুকে আরোপিত জ্যা—এই উভয় দ্বারাই তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত।

Eng.—His army was to him like paraphernalia. His means of accomplishing his objects were only two-fold : unobstructed intelligence in the Śāstras and the string fitted to his bow.

‘ব্যাপ্তা’ ইতি পাঠান্তরম্

ব্যাখ্যা—হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি লইয়া যে বিরাট চতুরঙ্গ সৈন্য— তাহা দিলীপের ছিল। কিন্তু এই সৈন্য ছত্রচামরাদির আয় তাঁহার উপকরণ মাত্র ছিল। প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ত তিনি ইহা কখনও ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার অপ্রতিহত শাস্ত্রবুদ্ধি এবং শরাসনে আরোপিত মোর্বা—এই দুইটি তাঁহার প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। এমন কি, তাঁহাকে বাণও নিক্ষেপ করিতে হইত না—ধনুকে জ্যা আরোপিত করিলে দৃষ্টগণ ভয়ে তাঁহার বশতা স্বীকার করিত। ইদানীন্তন রাজগণের আয় কথায় কথায় সৈন্তের সাহায্যে তাঁহাকে শাস্তিস্থাপন করিতে হইত না। শাস্ত্রকে সঙ্গী লইয়া তাঁহার শৌর্যই এই পৃথিবী শাসন করিত।

মল্লিনাথ—সম্প্রতি বুদ্ধিশৌর্য্যসম্পন্ন তত্ত্ব অর্থসাধনেষু পরানপেক্ষত্বমাহ—সেনেতি। তত্ত্ব রাজ্ঞঃ সেনা চতুরঙ্গবলম্, পরিচ্ছাথতে অনেনেতি বহুব, ছাত্রচামরাদিতুল্যমভূদিত্যর্থঃ। “পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়শ্” ইতি ঘপ্রত্যয়ঃ। “ছাদেৰ্ঘেৎঘ্যুপসর্গস্ত” ইতি উপধাত্বঃ। অর্থস্ত তু সাধনং ঘয়ম্ এব, শাস্ত্রেষু অকুণ্ঠিতা অব্যাহতা বুদ্ধিঃ। ‘ব্যাপ্তা’ ইত্যপি পাঠঃ। ধনুষি আততা আরোপিতা মোর্বা চ। “মোর্বা জ্যা শিজ্জিগীণ্ডগঃ” ইত্যমরঃ। নীতি-পুরঃসরমেব তত্ত্ব শৌর্য্যমভূদিত্যর্থঃ।

সারাংশ—অপ্রতিহতয়া শাস্ত্রবুদ্ধ্যা অনন্তমূলভেন স্বশৌর্য্যেণ চ তস্য সর্বং প্রয়োজনমসাধ্যত। সেনাদিকং তু ছাত্রচামরাদিবৎ উপকরণমাত্রমভূৎ।

টীকাস্বর—“প্রভুশক্তাবপি তত্ত্ব নাত্যাদর ইত্যাহ সেনেতি। ...অত্র বাণমপহায় ধনুগুণোপাদানেন তগ্নিনাদশ্রবণাদেব প্রতিপক্ষিণাং ভয়েন করপ্রদানং ধ্বন্যতে।” (নারায়ণঃ)।

টিপ্পনী—১। সেনা—‘আসীৎ’ এই উহু ক্রিয়ার কর্তা। সিনেতি, সহ ইনেন (প্রভুণা) বা বর্ততে ইতি সেনা। চতুরঙ্গ সৈন্য। ‘হস্তাশ্বরথপাদাতং সেনাদং স্রাজ্চতুষ্টয়ম্।’

২। পরিচ্ছদঃ—‘সেনা’ পদের বিধেয় বিশেষণ। উপকরণ (ছাত্রচামরাদির আয়)। পরিচ্ছাথতে অনেন ইতি পরি—ছাদি+ঘ—“পুংসি সংজ্ঞায়াং, ঘঃ প্রায়শ্”। “ছাদেৰ্ঘেৎঘ্যুপসর্গস্ত” ইতি উপধাত্বঃ।

৩। ঘয়ম্—দুইটি অর্থাৎ শাস্ত্রবুদ্ধি এবং ধনুর্জ্যা। দ্বি+তয়। পক্ষে, ‘বিতীৰ্ণম্’।

৪। অর্থসাধনম্—‘দ্বয়ম্’ পদের বিশেষণ। অর্থশ্চ সাধনম্ (ষষ্ঠীতৎ)।  
প্রয়োজনের সাধন। সাধ্যতে অনেন ইতি সাধ্+ল্যুট্ করণে সাধনম্।

৫। শাস্ত্রেষু—বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। শাস্+ত্বন্। শাস্ত্রে।

৬। অকুষ্ঠিতা—‘বুদ্ধিঃ’ পদের বিশেষণ। ন কুষ্ঠিতা (নঞ্+তৎ)।  
অব্যাহত। অর্থাৎ যে বুদ্ধি অনায়াসে শাস্ত্রের মর্মার্থ গ্রহণ করিত। কুষ্ঠা  
সঞ্জাতা অস্তা ইতি—কুষ্ঠা+ইতচ্=কুষ্ঠিতা।

৭। মোবী—প্রাতিপদিকার্থস্বত্রে প্রথমা। মূবায় বিকারঃ ইতি মূবা+  
অণ্—“অবয়বে চ প্রাণোষধি—” “টিড্ঢাণঞ্—” ইত্যাদিনা ঙ্গাপ্=মোবী।  
ধনুগুণ। জ্যা মূবানামক ঘাসের দ্বারা নির্মিত বলিয়া ইহাকে ‘মোবী’ বলা হইত।

৮। ধনুষি—অধিকরণে সপ্তমী।—ধনুকে।

৯। আততা—‘মোবী’ পদের বিশেষণ। আ—তন্ (বিস্তারে)+ক্ত,  
জিহ্বামাপ্। বিস্তৃত অর্থাৎ আরোপিত।

বাচ্যপরিবর্তন—সেনয়া পরিচ্ছদেন (অভূষত)। দ্বয়েন অর্থসাধনেন।  
অকুষ্ঠিতয়া বুদ্ধ্যা। আততয়া মোবীয়া।

দিলীপ পর্বদা মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিতেন।

तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेक्षितस्य च ।

फलान्मेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥২০॥

অঙ্কয়—সংবৃতমন্ত্রশ্চ ( যিনি অতি গোপনে মন্ত্রণা করিতেন) গূঢ়াকারেক্ষিতশ্চ  
( আকার ইজ্বিতে যাহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পাইত না ) চ তশ্চ ( তাঁহার )  
প্রারম্ভাঃ ( কার্যপদ্ধতি ) প্রাক্তনাঃ ( জন্মান্তরীণ ) সংস্কারা ইব ( সংস্কারের স্তায় )  
ফলান্‌মেয়াঃ ( ফলদর্শনেই অহুমিত হইত )।

বাজ্জালা—তিনি অতি গোপনে মন্ত্রণা করিতেন এবং আকার ও ইজ্বিতে  
তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পাইত না ; সেইজন্য তাঁহার কার্যপদ্ধতি জন্মান্তরীণ  
সংস্কারের স্তায় কেবল ফলদর্শনেই অহুমিত হইত।

Eng.—The political measures of that king whose policy was secret and whose attitudes and gestures were unfathomable, could only be inferred from the results they put forth just like the impressions of the deeds of former life.



**ব্যাখ্যা**—দিলীপ অতি গোপনে মন্ত্রণা করিতেন। তাঁহার আকার ও ইচ্ছিতের দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের ভাব কখনই প্রকাশ পাইত না। তাঁহার মুখের ঞ্জকুটি দেখিয়া শোক কিংবা প্রসন্নতা দেখিয়া হর্ষের অনুমান করিতে পারা যাইত না। তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবকে তিনি সর্বদা গোপনে রক্ষা করিতেন এবং কোন উপায়েই তাহা ব্যক্ত করিতেন না। সেইজন্ত তাঁহার প্রযুক্ত সামদানাদি উপায়গুলি পূর্বে কেহই জানিতে পারিত না। কেবলমাত্র কার্য ও ফল দেখিয়া কারণের অনুমান করা হইত। দিলীপের কার্যপদ্ধতি যেন জন্মান্তরীণ সংস্কারের দ্বারা ছিল। পূর্বজন্মের কর্মবাসনা লইয়াই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। পূর্ব-জন্মে যে সমস্ত কর্ম করা হইয়াছে তাহার সংস্কার বা বাসনা সতীসাপ্তমী দ্বারা জীবাত্মাকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে অনুসরণ করে। তাই এ জন্মে যাহার যে বিষয়ে প্রবণতা দেখা যায় তাহা তাহার পূর্বজন্মের কৃত কার্যেরই ফল বলিয়া আমরা ধরিয়া লই। সুতরাং জন্মান্তরীণ সংস্কার যেমন গূঢ়ভাবে আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া কেবল ফলের দ্বারা ইহা অনুমেয় হইয়া আছে, দিলীপের গোপন মন্ত্রণাও সেইরূপ অতিযত্নে সংরক্ষিত হইয়া কেবল ফলের দ্বারা ইহা অনুমিত হইত। দিলীপের মন্ত্রণা ছিদ্রপথে কখনও বাহিরে প্রকাশ পাইত না।

**মল্লিনাথ**—রাজ্যমূলং মন্ত্রসংরক্ষণং তস্মাদসীদিত্যাং—তস্মেতি। সংবৃতমন্ত্রস্ত গুপ্তবিচারস্ত “বেদভেদে গুপ্তবাদে মন্ত্রঃ” ইত্যমরঃ। শোকহর্ষাদিস্বচকো ঞ্জকুটি-মুখরাগাদিরাকারঃ, ইচ্ছিতং চেষ্টিত হৃদয়গতবিকারো বা। “ইচ্ছিতং হৃদগতে ভাবো বহিরাকার আকৃতিঃ” ইতি সজ্জনঃ। গূঢ়ে আকারেন্নিতে যস্ত স্বভাব-চাপলাদ্ ভ্রমপদম্পরয়া মুখরাগাদিলিঙ্গবা অতৃতীয়গামিমন্ত্রস্ত তস্ত, প্রারভাতে ইতি প্রারম্ভাঃ সামাদ্যুপায় প্রয়োগাঃ; প্রাগিত্যব্যয়েন পূর্বজন্ম উচ্যতে তত্র ভবাঃ প্রাক্তনাঃ। সাংগ চিরম্—ইত্যাদিনা ট্যল্ প্রত্যয়ঃ। সংস্কারাঃ পূর্বকর্মবাসনা ইব ফলেন কার্যেণ অনুমেয়াঃ অনুমাতুং যোগ্যা আসন্। অত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ—মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যমতো মন্ত্রঃ সুরক্ষিতম্। কুর্যাদ্ যথা তন্ন বিদুঃ কর্মণামা ফলোদয়াৎ ॥ ইতি।

**মল্লিটীকা**—“অত্র...আফলোদয়াৎ”—যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে রাজ্য মন্ত্রণামূলক; সেইজন্ত মন্ত্রণাকে সর্বদা সুরক্ষিত রাখিতে হয়, যাহাতে ফলোদয়ের পূর্বে তাহা কেহ না জানিতে পারে।

**সারান্বশ**—যথা পূর্বজন্মকৃতং সুকৃতং দুষ্কৃতং বা ইহজন্মনি প্রাপ্তসুখদুঃখরূপেণ ফলেনৈব অনুমাতুং শক্যতে তদৈবাস্ত্রাপি প্রারব্ধ কার্য্য ফলদর্শনেনৈব অস্তে অনুমিষন্তি য।

টীকান্তর—“... ..অত্র কামন্দকঃ—‘যশ্চ মদ্বঃ স্ত্রবিহিতো যশ্চাকারঃ  
স্বসংবৃতঃ । তশ্চ ছিদং ন পশুস্তি নিত্যোদ্যুক্তাশ্চ শত্রবঃ ॥’” ইতি । ( নারায়ণঃ ) ।

টিপ্পানী—১ ।—তশ্চ—শেষে যষ্টি । তাঁহার অর্থাৎ দিল্লীপের ।

২ । সংবৃতমস্ত্র—‘তশ্চ’ পদের বিশেষণ । সংবৃতঃ ( গুপ্তঃ ) মদ্বঃ যশ্চ সঃ  
( বহুব্রাহি ) তশ্চ । যিনি গোপনে মদ্বগা করিতেন । দুইজনে মদ্বগা করা  
শাস্ত্রবিহিত ছিল । “ষট্কার্ণো ভিগ্নতে মদ্বস্তথা প্রাপ্তশ্চ বার্তয়া । ইত্যান্ননা  
দ্বিতীয়েন মদ্বঃ কার্য্যো মহীভূতা ॥” “গিরিপৃষ্ঠং সমাক্রুত্ব প্রাসাদং বা রহোগতঃ ।  
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মদ্বয়েদবিভাবিতঃ ॥ যশ্চ মদ্বং ন জানস্তি সমাগম্য পৃথক্  
জনাঃ । স কৃত্বান্নাং পৃথিবীং ভুঙক্তে কোষহীনোহপি সাথিবঃ ॥” ( মনুসংহিতা ) ।  
—সম্—বৃ + ক্ত = সংবৃত ।

৩ । গূঢ়াকারেদ্ধিতশ্চ—‘তশ্চ’ পদের বিশেষণ । আকারশ্চ ইঙ্গিতঞ্চ ( বন্দ্য )  
= আকারেদ্ধিতে, গূঢ়ে আকারেদ্ধিতে যশ্চ সঃ ( বহুব্রাহি ) তশ্চ । যাহার আকার  
ও ইঙ্গিতে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পাইত না । অভিপ্রায়ের অনুরূপ চেষ্টাকে  
‘ইঙ্গিত’ বলে এবং বাহ্য আকৃতিকে ‘আকার’ বলে । “ইঙ্গিতং হৃদগতো ভাবো  
বহিরাকার আকৃতিঃ” ( সজ্জনঃ ) ।

“আকারোহন্তবিকার সৃচতেন ত্রকুটিলনাটাদিঃ । ইঙ্গিতং চিত্তগতাবিকৃতিঃ”  
( চারিত্রবর্ধন ) । টীকাকার চারিত্রবর্ধনের মতে আর একটি বিশ্লেষণও সম্ভব—  
“যদ্বা । গূঢ়াকারং গুপ্তস্বরূপং ইঙ্গিতং যশ্চ স তথা ।” আ—কৃ + ঘঞ্ = আকারঃ ।  
গুহ + ক্ত = গূঢ়ঃ ।

৪ । ফলানুমেষাঃ—‘প্রারম্ভাঃ’ এবং ‘সংস্কারাঃ’ পদের বিধেয় বিশেষণ ।  
কলৈঃ অনুমেয়াঃ ( তৃতীয়া তৎ ) ফলের দ্বারা অনুমিত হইত । অনুমাতুঃ যোগ্যাঃ  
ইতি অনুমেয়াঃ—অনু—মা + যৎ, কর্মণি ।

৫ । প্রারম্ভাঃ—‘আসন্’—এই উহু ক্রিয়ার কর্তা । সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড  
—এই চতুর্বিধ উপায়ের প্রয়োগ । কার্যপদ্ধতি । প্র—আ—রভ্ + ঘঞ্ =  
প্রারম্ভাঃ ।

৬ । সংস্কারাঃ—‘প্রারম্ভাঃ’—এই উপমেষের উপমান । সম্—কৃ + ঘঞ্ =  
সংস্কারঃ । “সংপরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে” “সমবাসে চ”—ইতি স্মৃতি । বাসনা  
( প্রসূষ্টতত্ত্বাত্মক ) ।—প্রত্যেক কর্ম আমাদের মনে রেখাপাত করে । এই  
মনের দাগকে সংস্কার বলে । মানুষের মনে অনাদি জন্মের সংস্কার রহিয়াছে ।

৭। প্রাক্তনাঃ—‘সংস্কারাঃ’ পদের বিশেষণ। জন্মান্তরীণ। প্রাগ (পূর্বজন্মনি) ভবাঃ ইতি প্রাক্+ট্যল্, তুট্ চ। “সায়ংচিরংপ্রাহ্নে প্রগেহব্যয়েভ্যষ্ট্যট্যলৌ তুট্ চ” (স্বত্র)।

বাচ্যপরিবর্তন—...ফলাহুমৈয়েঃ প্রারম্ভেঃ সংস্কারৈঃ প্রাক্তনৈঃ (অভূত)।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। উপায়ের সহিত জন্মান্তরীণ সংস্কারের তুলনা করা হইয়াছে।

বাখ্যা দেখ। এই শ্লোকের অনুরূপ ভাব—

“মহীভূতাঃ সচ্চরিতৈশ্চরৈঃ ক্রিয়াঃ স বেদ নিঃশেষমশেষিতক্রিয়ঃ।

মহোদয়েশ্চ হিতানুবন্ধিভিঃ প্রতীয়তে ধাতুরিবেহিতং ফলৈঃ॥”

(কিরাতাজ্জুনীয়—১২০)

“পরেষু শ্বেষু চ ক্ষিপ্তৈরবিজ্ঞাতপরম্পরৈঃ।

সোহপসর্পৈর্জজাগার যথাকালঃ স্বপমপি॥”

(রঘুবংশ—১৭।৫১)।

জুগোপাট্মানমুন্নস্তো মেজে ধর্মমনাতুরঃ।

অমৃদুরাদদে সৌর্ধ্যমসক্তঃ সুখমন্বভূত্ ॥২১॥

অমৃদু—সঃ (তিনি অর্থাৎ দিলীপ) অত্রস্তঃ (সন্) (ভীত না হইয়াও) আত্মানং (স্বদেহকে) জুগোপ (রক্ষা করিতেন) অনাতুরঃ (সন্) (রোগাক্রান্ত না হইয়াও) (ধর্মং) ভেজে (অনুষ্ঠান করিতেন); অগৃধুঃ (সন্) (লোভ পরিত্যাগ করিয়া) অর্থম্ (অর্থ) আদদে (গ্রহণ করিতেন); অসক্তঃ (সন্) (আসক্তিহীন হইয়া) সুখম্ (বিষয়সুখ) অম্বভূৎ (উপভোগ করিতেন)।

বাজালা—তিনি ভীত না হইয়াও আত্মরক্ষা করিতেন; রোগাক্রান্ত না হইয়াও ধর্মোপস্থান করিতেন; নিলোভ হইয়া অর্থ গ্রহণ করিতেন এবং আসক্তিহীন হইয়া বিষয়সুখ উপভোগ করিতেন।

Eng.—He kept a guard about his body though not afraid; he practised religious exercise even when he was not ill. Free from greed he sought wealth and he enjoyed pleasures without being attached to them.

ব্যাখ্যা—লোকে ভীত হইয়াই স্ব-শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু দিলীপ ভীত না হইয়াও নিজ দেহকে রক্ষা করিতেন, কারণ তিনি জানিতেন যে শরীরই ধর্ম্মস্থানানের প্রধান সাধন। লোকে রোগাক্রান্ত হইয়াই ঈশ্বর-ভজনা ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিলীপ অরুণ হইয়াও ধর্ম্মস্থান করিতেন, কারণ ধর্ম্মপরায়ণতাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি লোভশূন্য হইয়া অর্থগ্রহণ করিতেন এবং আসক্তিশূন্য হইয়া সুখভোগ করিতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্মযোগী।

মল্লিনাথ—সম্প্রতি সামান্যপায়ান্ বিতৈব আত্মরক্ষাদিকং কৃতবান্ ইত্যাহ জুগোপেতি। অত্রন্তঃ অভীতঃ সন্ “ত্রয়ো ভীত-ভীতক-ভীতুকা” ইত্যমরঃ। ত্রাসোপাধিসম্বন্ধে ত্রিবর্গসিদ্ধেঃ প্রথমসাধনত্বাদ্ এষ আত্মানং শরীরং জুগোপ রক্ষিতবান্ ইত্যর্থঃ। অনাতুরঃ অরুণ এষ ধর্ম্মং সূকৃতং ভেজে অজিতবানিত্যর্থঃ। অগৃধুঃ অগর্হনশীল এষ অর্থমাদদে স্বীকৃতবান্। “গৃধস্ত গর্হনঃ। লুকোহভিলাষুকস্তৃষ্ণক্ সমৌ লোলুপলোলুভা” ইত্যমরঃ। “ত্রয়িগৃধি-ধ্বষিক্ষিপেঃ কুঃ” ইতি কু প্রত্যয়ঃ। অসক্তঃ আসক্তিরহিত এষ সুখমম্ভুৎ।

মল্লিতীকা—“ত্রাসোপাধি.....জুগোপ”। ভয়ের কারণ না থাকিলেও ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধিবিষয়ে শরীরই প্রধান সহায়—কেবল এই বুদ্ধিতেই তিনি স্ব-শরীরকে রক্ষা করিয়া চলিতেন।

সারান্বশ—দিলীপঃ ভয়লোভরোগাদিকারণরহিতঃ সন্ আত্মনঃ কৰ্ত্তব্যবুদ্ধা এষ আত্মরক্ষণ-ধর্ম্মচরণ-ধনোপার্জন-সুখসেবনানি অকরোৎ।

টিপ্পনী। ১। জুগোপ—কর্ত্তা ‘সঃ’। গুপ্ (রক্ষণে) + লিট্ গল্ (অ)। রক্ষা করিতেন।

আত্মানম্—‘জুগোপ’ ক্রিয়ার কর্ম্ম। শরীরকে।

অত্রন্তঃ—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। ন ত্রন্তঃ (নঞ তৎ)। ভীত ন এতুলে নঞ পর্য়দাসার্থক, প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধার্থক নহে। মন্তব্য দেখ। ত্রস্ + ক্ত = ত্রস্ত।

ভেজে—কর্ত্তা ‘সঃ’। ভজ্ + লিট্ এ। অস্থান করিতেন।

ধর্ম্মম্—‘ভেজে’ ক্রিয়ার কর্ম্ম। ধৃ + মন্। ধর্ম্ম।

অনাতুরঃ—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। ন আতুরঃ (নঞ তৎ)। অরুণ হইয়া। সাধারণতঃ লোকে রুণ হইয়াই ধর্ম্মকার্য্যাদি করিয়া থাকে। “রোগী চ দেবতাভক্তঃ।”

এস্থলেও নঞ পৰ্য্যদাসার্থক। মন্তব্য দেখ। আ তুতোষ্ঠি ইতি আ—তুয় (স্বরণে, হ্রাদি) + ক=আতুরঃ

৭। অগৃধুঃ—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। ন গৃধুঃ (নঞতৎ)। লোভহীন। গৃধু + ক্রু তাচ্ছিল্যে—‘ত্রসিগৃধিধ্বিক্ষিপে: ক্রুঃ’=গৃধুঃ। এস্থলেও নঞ পৰ্য্যদাসার্থক। মন্তব্য দেখ।

৮। আদদে—কর্তা ‘সঃ’। আ—দা + লিট এ। “আডোদোহনাস্ত্র-বিহরণে” ইত্যাম্মনেপদম্। গ্রহণ করিতেন।

৯। অর্থম্—‘আদদে’ ক্রিয়ার কর্ম। অর্থ—ধনরত্নাদি।

১০। অসক্তঃ—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। ন সক্তঃ (নঞতৎ)। আসক্তি-হীন হইয়া। সজ্ + ক্ত = সক্তঃ। এস্থলেও নঞ পৰ্য্যদাসার্থক। মন্তব্য দেখ।

১১। অশ্বত্—‘অশ্বত্’ ক্রিয়ার কর্ম। বিষয়শূন্য।

১২। অশ্বত্—কর্তা ‘সঃ’। অশ্ব—ত্ + লুঙ দ। উপভোগ করিতেন।

বাচ্যপরিবর্তন—তেন অত্রস্তেন আত্মা জুগুপে, অনাতুরেণ ধর্মঃ, অগৃধুনা অর্থঃ অসক্তেন অশ্বতাবি।

মন্তব্য—এই শ্লোকে ‘বিভাবনা’ অলঙ্কার। যেখানে কারণ ব্যতিরেকে কার্যের উৎপত্তি হয় তাহা বিভাবনা। “বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোৎপত্তি-যত্চ্যতে” (সাহিত্যদর্পণ—১০।৮৭)। আত্মরক্ষার কারণ না থাকা সত্ত্বেও দিলীপ আত্মরক্ষা করিতেন। এই শ্লোকে দিলীপ সাধ্বিক কর্তারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

“যুক্তসন্ধোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমম্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নিবিকারঃ কর্তা সাধ্বিক উচ্যতে॥” (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮।২৬)।

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থের দোষবিচারে কালিদাসের এই শ্লোকটি উল্লিখিত হইয়াছে। ‘অত্রস্তঃ’, ‘অনাতুরঃ’, ‘অগৃধুঃ’ এবং ‘অসক্তঃ’—এই চারিটি নঞ পৰ্য্যদাস না প্রসঙ্গ্য প্রতিষেধ—ইহাই বিচার্য বিষয়। যেখানে বিধি প্রধান ও নিষেধ গৌণ, সেইস্থলে নঞ পৰ্য্যদাস জানিতে হইবে। (“প্রধানন্তঃ বিধেযত্র প্রতিষেধেপ্রধানতা। পৰ্য্যদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞঃ॥”)। সুতরাং সমাসস্থলেই নঞ পৰ্য্যদাস হইয়া থাকে। এই পৰ্য্যদাস নঞ ছয় প্রকার—“তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্তঃ তদন্ততা। অপ্ৰাশস্ত্যং

বিবোধশ্চ নঞর্থ্যঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ ॥” । আর যেখানে বিধি অর্থাৎ নঞ-সমভি-  
বাহৃত পদার্থ অপ্রধান এবং নঞর্থ প্রধান হইবে এবং নঞের ক্রিয়ার সহিত অম্বয়  
হটবে সেইখানে নঞ প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধ । ( “অপ্রাধিক্তং বিধেয়ত্র প্রতিষেধে  
প্রধানতা । প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধোহসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ ॥” ) অতএব অসমাসস্থলেই  
নঞ প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধ হইয়া থাকে । ( ‘ন চ সমাসে নঞঃ প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধোহর্থঃ  
কিন্তু পৰ্য্যদাস এব’—প্রদীপ ) যেমন—“নবজলধবঃ সন্নকোহয়ং ন দৃষ্টনিশাচরঃ”  
( বিক্রমোর্গণীয় ) এই বাক্যের মধ্যে বিধেয় অংশই উপাদেয়, স্তুরাং তাহাব  
প্রধানভাবেই উল্লেখ আবশ্যক । কিন্তু তাহাব প্রধানভাবে উল্লেখ না করিয়া  
অপ্রধানভাবে উল্লেখ কবিলে ‘অবিমৃষ্টবিধেয়াংশত্ব’ বা ‘বিধেয়াবিশম্’ দোষ হয় ।  
যেমন ‘আসমুদ্রক্ষিতীশানাং’ ( শ্লোক—৫ ) এস্থলে ‘আসমুদ্রঃ’ এইপ্রকার উল্লেখ  
আবশ্যক, কাবণ ক্ষিতিব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারই এখানে বিধেয় ।

বর্তমান শ্লোকে ‘অত্রস্তঃ’ ইত্যাদি স্থলে অত্রস্ততা প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া  
আত্মরক্ষা প্রভৃতিকে বিধেয় করা হইয়াছে— অতএব এস্থলে নঞ পৰ্য্যদাস এবং  
তাহাকে সমাসে অপ্রধান কবা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ; ( “হত্যাএ অত্রস্তত্যাগত্ববাদের  
আত্মগোপনাদি বিধেয়ম”—কাব্যপ্রকাশ ) এবং এখানে ‘অবিমৃষ্টবিধেয়াংশত্ব’  
দোষ হয় নাই ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধেও নঞ-সমাস হয়, যেমন  
“অশ্রদ্ধভোজী ব্রাহ্মণঃ” কিংবা ‘অস্ব্যম্পশা বাজদাবাঃ’ । কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ  
ভ্রান্ত । কাবণ সেখানে নঞের সহিত ভোজনরূপ ক্রিয়াব সম্বন্ধ প্রতীয়মান না  
হইয়া শ্রদ্ধভোজনশীল কর্তার সম্বন্ধই প্রতীয়মান হইয়াছে । অতএব সেখানে  
নঞ পৰ্য্যদাস এবং উহার সহিত সমাস দোষাবহ নহে ।

টীকাকার চারিত্রবর্দ্ধন অত্রস্তাদি পদের নঞকে প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধ  
ধরিয়াছেন । কিন্তু ইহা অলঙ্কার-সম্প্রদায়সিদ্ধ নহে বলিয়া আমরা তাহার  
সহিত একমত হইতে পারিলাম না । “অত্রস্ত ইত্যাদৌ প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধে নঞ-  
সমাসশিষ্ট্যঃ.....তস্ত পৰ্য্যদাস এবেষ্টত্যাৎ । যদা কচিৎ প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধে নীষ্টত্যাৎ  
ন দোষঃ” ( চারিত্রবর্দ্ধন ) ।

অবশ্য, পাণিনি ব্যাকরণে প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধেও নঞ-সমাস অঙ্গীকৃত হইয়াছে ;  
যেমন “অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্” ( ৩।৩।১৯ ) “আদেচ উপদেশেহশিতি”  
( ৬।১।৪৯ ) । কিন্তু কালিদাসের এই শ্লোকে নঞকে প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধ,

করিবার কোন ভ্রায়-সদত কারণ দেখা যায় না। তবে Kāle বলেন—  
 “the author of the K. P. and his commentators seem to take the negation in অত্রস্ত etc. as পর্যুদাস or unemphatic, by the general principle, that if a word enters into a compound it is subordinated and cannot, therefore, be emphasised (সমাসে গুণীভূতবাদপ্রাধান্যম্)। But, this takes largely from the beauty of the s’loka ; the নঞ্ here must be taken as emphatic since in the negation of these attributes lies the superiority of Dilipa over other princes.) The general principle explained above, does not hold good in every case. Pānini himself is often found compounding an emphatic নঞ্ and Vāmana while commenting on Pān III 3. 19. remarks “প্রসজ্যপ্রতিষেধেপি সমাসোহস্তি”। The নঞ্ here, therefore, ought to be taken as প্রসজ্যপ্রতিষেধ and not as “পর্যুদাস”।

দিলীপের মধ্যে পরম্পর-বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় ছিল।

‘জ্ঞানে মৌন’ ক্রমা শ্রুতী ত্যাগে ইলাঘাবিপর্ধ্যয়ঃ ।

গুণা গুণানুবন্ধিত্বান্নস্য সমস্রবা ইব ॥২২॥

অর্থ—জ্ঞানে (সতি) (পরবৃত্তাস্ত জ্ঞানিতে পারিলেও) মৌনঃ (মৌনী হইয়া থাকিতেন) শক্তৌ (শক্তি থাকিলেও) ক্রমা (ক্রমা করিতেন) ত্যাগে (দান করিয়া) প্রাঘাবিপর্ধ্যয়ঃ (প্রাঘা করিতেন না), (অতএব) তস্ত (তঁাহার) গুণাঃ (গুণসকল) গুণানুবন্ধিত্বাৎ (বিরুদ্ধ গুণের সাহচর্য্যবশতঃ) সমস্রবা ইব (যেন পরম্পর সহোদরের ভ্রায়) বভূবুঃ (থাকিত)।

বাক্যলা—তিনি পরবৃত্তাস্ত জ্ঞানিতে পারিলেও মৌনী হইয়া থাকিতেন; (প্রতিকারের) শক্তি থাকিলেও (অপরাধ) ক্রমা করিতেন; দান করিয়া প্রাঘা করিতেন না; সুতরাং তঁাহার গুণসকল বিরুদ্ধ গুণের সাহচর্য্যবশতঃ, যেন পরম্পর সহোদরের ভ্রায় থাকিত।

Eng.—In him there was knowledge conjoined to silence; power graced by forgiveness, and charity, free from self

ulation—in fact, his virtues (mutually antagonistic) from mutual association seemed to have sprung from one and the same source.

**ব্যাখ্যা**—দিলীপের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধগুণের সমন্বয় ছিল। হস্তী, সিংহ প্রভৃতি বহু জন্তুগণ যেমন শাস্ত্রসাম্পদ সিদ্ধাশ্রমে পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া বাস করে, সেইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ জ্ঞান মোন প্রভৃতি গুণসমূহ দিলীপকে অশ্রয় করিয়া পরস্পরের স্বাভাবিক বিরোধ পরিহার করিয়াছিল। তাই তিনি রবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেও মৌনী হইয়া থাকিতেন। কেবল যথাকালে তাহা প্রকাশ করিতেন। জ্ঞান ও মোন একাধারে বিরল; জ্ঞান থাকিলেই মাহুষ তাহা প্রকাশ করে, সংযত-বাক্ হইয়া থাকে না। কিন্তু দিলীপের মধ্যে তাহা ছিল না। শক্তি থাকিলেই তাহার প্রয়োগ-ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে কিন্তু দিলীপ শক্তিমান হইয়াও অপরাধ ক্রমা করিতেন। সাধারণতঃ লোকে দান রিয়া নিজে এবং পরের দ্বারা সে দানের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু দিলীপ দান রিয়া কখনও প্রাধা করিতেন না। এইরূপে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণগুলি বিরোধ লিয়া তাঁহার মধ্যে পরস্পর সহোদরের ন্যায় অবস্থান করিত।

**মল্লিনাথ**—পরস্পরবিরুদ্ধানামপি গুণানাং তত্র সাংঘর্ষ্যমাসীদিত্যাহ—জ্ঞান তৈ। জ্ঞানে পরবৃত্তান্তজ্ঞানে সত্যপি মোনং বাঙ্ নিয়মনং, যথাহ কামনকঃ—  
 পাত্তোপতাপি বচনং মোনব্রতচরিত্যুতেতি। শক্তৌ প্রতীকারসামর্থ্যেহপি  
 মা অপকারসহনম্। 'অত্র চাণক্যঃ—“শক্তানাং ভূষণং ক্রমেতি”। ত্যাগে  
 তরণে সত্যপি প্রাধায়া বিকথনশ্চ বিপর্যয়ঃ অভাবঃ। অত্রাহ মনুঃ—“ন দদ্বা  
 রিকীর্ভয়ে” দ্বিতি। ইথং তস্য গুণা জ্ঞানাদয়ঃ গুণৈর্বিক্রুদ্ধৈর্মোনাদিভিঃ  
 হুবন্ধিত্বাং সহচারিত্বাং সহ প্রসবো জন্ম যেষাং তে সপ্রসবাঃ সৌদরা ইব  
 ভূবন্ বিরুদ্ধা অপি গুণান্ত্যশ্চিন্ অবিরোধেনৈব স্থিতা ইত্যর্থঃ।

**সারার্থ**—প্রায়েণ হি বিঘ্নেহ বাচালত্বং, সমর্থেষু ক্রমাভাবঃ, দাতৃষু  
 অপ্রাধা দৃশ্যতে; দিলীপে তু পরস্পরবিরুদ্ধা জ্ঞানমোনাদয়ঃ গুণাঃ  
 বিরোধেনৈব স্থিতাঃ।

**টীকাস্তর**—“অথ কেবাঞ্চিদ্ গুণানাং মিথোবিরোধে সত্যপি সমাবেশং  
 য়িন্ সিদ্ধাশ্রমশ্চেব তস্য কশ্চিদেবাহুভাব ইতি দর্শয়তি। জ্ঞান ইতি।  
 নিন্মুচিতাবসরে ভাষণম্।”—(অরুণগিরিঃ)।



**টিপ্পনী**—১। জ্ঞানে—জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞা+লুট্ করণে=জ্ঞানম্ তস্মিন্। Kāle মহাশয়ের মতে অনাদরে সপ্তমী।

২। মোনম্—প্রাতিপদিকার্থমাত্রে ১ম। মুনঃ কৰ্ম ভাবো বা ইতি মুনি+অণ্। এস্থলে ‘মোন’ শব্দের অর্থ ‘অভাষণ’ নহে; কিন্তু ‘উচিতাবসরে ভাষণম্’—টীকান্তর দৃষ্টব্য।

Of. ‘অদি বিদ্ধ ইবাতার্থং যয়া সন্তপ্যতে জনঃ। পৌড়িতোহপি হি মেধাবী ন তাং বাচমুদীরয়েৎ ॥’ (Quoted by Kāle)।

৩। ক্ষমা—ক্ষম্+অঙ্ (ভাবে) দ্বিগম্। পরদোষসহিষ্ণুতা। শক্তিমানের ক্ষমা ভূষণ হইয়া থাকে।

৪। শক্তিঃ—শক্+ক্তিন্। প্রতীকারসামর্থ্য।

৫। ত্যাগে—তাজ্+বঘ্। অর্থাৎ দান।

৬। শ্লাঘাবিপর্ধ্যাঃ—শ্লাঘায়াঃ বিপর্ধ্যাঃ (ষষ্ঠীতৎ)। শ্লাঘা অর্থাৎ গর্বের অভাব। বি-পরি-ই+অচ্। দান করিয়া কৌতন করিতে নাই—ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম।

৭। গুণাঃ—‘বভূবুঃ’ এই উহু ক্রিয়ার কর্তা। জ্ঞান, শক্তি, ত্যাগ।

৮। গুণানুবন্ধিত্বাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। গুণান্ (বিরুদ্ধমোনাদিগুণান্) অনুবন্ধুং শীলং যেবাং তে ইতি গুণ—অনু—বন্ধ্+গিনি (তাচ্ছীলো) ইতি গুণানু-বন্ধিনঃ, তেবাং ভাবঃ ইতি গুণানুবন্ধিত্বম্। বিরুদ্ধগুণের সাহচর্যাবশতঃ।

৯। প্রসবাঃ—‘গুণাঃ’ পদের বিশেষণ। সহোদরের ছায়। সমানঃ (অথবা সদৃশঃ) প্রসবঃ (জন্ম) যেবাং তে (বহুব্রীহি)। সহপ্রসবাঃ, সপ্রসবাঃ (বিকলে) (বোপসর্জনস্য)।

বাচ্যপরিবর্তন—মোনেন, ক্ষময়া, শ্লাঘাবিপর্ধ্যায়েণ, গুণৈঃ সপ্রসবৈঃ।

অন্তব্য—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

দিলীপ তরুণ হইলেও বুদ্ধগুণসম্পন্ন ছিলেন।

**অনাকুষ্মস্য বিষয়বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।**

৩ তস্য ধর্মরতেরাসীদ্ বৃদ্ধত্বং জরসো বিনা ॥২২॥

অনুষ্ম—বিষয়েঃ (বিষয়ভূতের) অনাকুষ্ম (অবশীভূত) বিদ্যানাং (নিখিল বিজ্ঞার) পারদৃশ্বনঃ (পারদর্শী) ধর্মরতেঃ (ধর্মভূরক্ত) তস্য (তঁহার, অর্থাৎ

দিলীপের) জরসা (জরা) বিনা (ব্যতিরেকে) বুদ্ধত্ব (বার্দ্ধক্য) আসীৎ (হইয়াছিল)।

**বাঙ্গালা**—বিষয়স্বথের অবশীভূত, নিখিলবিজ্ঞায় পারদর্শী এবং ধর্মাত্মরক্ত তাঁহার (দিলীপের) জরা ব্যতিরেকে বার্দ্ধক্য হইয়াছিল।

**Eng.**—Unattracted by worldly enjoyments, a master of all the branches of learning this virtuous king had all the wisdom of age without its infirmities.

**ব্যাখ্যা**—দিলীপ বয়সে যুবা হইলেও বুদ্ধগুণসম্পন্ন ছিলেন। বুদ্ধত্ব চারি-প্রকার—বৈরাগ্যবুদ্ধত্ব, জ্ঞানবুদ্ধত্ব, শীলবুদ্ধত্ব এবং বয়োবুদ্ধত্ব। দিলীপ বিষয়স্বথে আকৃষ্ট হইতেন না—তাই তাঁহার বৈরাগ্যবুদ্ধত্ব ছিল। তিনি সকল বিজ্ঞায় পারদর্শী ছিলেন, তাই তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধত্ব ছিল। অসীম ধর্মাত্মরক্তির জন্ত তাঁহার শীলবুদ্ধত্বও ছিল। কেবল ছিল না বয়োবুদ্ধত্ব, যে বুদ্ধত্ব দেহকে জরাজীর্ণ করিয়া কেশকে পক করিয়া মানুষকে জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত করে।

**মল্লিনাথ**—দ্বিবিধং বুদ্ধত্বং জ্ঞানেন বয়সা চ তত্র তস্ত জ্ঞানেন বুদ্ধত্বমাহ—  
মনাকৃষ্টেতি। বিষয়ে: শব্দাদিভি: “রূপং শব্দো গন্ধরসস্পর্শাশ্চ বিষয়া অমী”  
ইত্যমর:। অনাকৃষ্টস্ত অবশীকৃতস্ত বিদ্যানাং বেদবেদাদ্বাদীনাম্ পারদৃশ্বন: পারম্  
অন্তম্ দৃষ্টবত:। দূশে: কনিপ্। ধর্মে রতির্যস্ত তস্ত রাজ্ঞ: জরসা জরয়া বিনা।  
“বিশ্রসা জরা” ইত্যমর:। “ষিঙ্গিদাদিভ্যোংঙ্” ইতি অঙ্-প্রত্যয়:। “জরয়া  
জরসন্ততরস্তাম্” ইতি জরসাদেশ:। বুদ্ধত্বং বার্দ্ধক্যম্ আসীৎ। তস্ত যুনোংপি  
বিষয়বৈরাগ্যাদিজ্ঞানগুণসম্পত্ত্যা জ্ঞানতো বুদ্ধত্বমাসীদিত্যর্থ:। নাথস্ত চতুর্বিধং  
বুদ্ধত্বমিতি জ্ঞাত্বা ‘অনাকৃষ্টস্ত’ ইত্যাদিনা বিশেষণত্রয়েণ বৈরাগ্যজ্ঞানশীল-  
বুদ্ধত্বাত্মকানীত্যবোচৎ।

**মল্লিটীকা**—নাথস্ত...অবোচৎ। টীকাকার নাথ বলেন যে, বুদ্ধত্ব চারি-প্রকার, (বৈরাগ্য, জ্ঞান, শীল, বয়:) ; এখানে দিলীপের তিনটি বিশেষণের দ্বারা বৈরাগ্য-বুদ্ধত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধত্ব এবং শীল-বুদ্ধত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

**সারাংশ**—যুবাপি দিলীপ: জ্ঞানবুদ্ধ: আসীৎ।

**টীকাস্তর**—“...জরা বার্দ্ধক্যম্। বুদ্ধত্বং প্রমাণভূতম্। যথা বুদ্ধোপসেবীত্যত্র।  
বৈরাগ্যবুদ্ধত্বং জ্ঞানবুদ্ধত্বং শীলবুদ্ধত্বং বয়োবুদ্ধত্বং চেতি চতুর্বিধং হি বুদ্ধত্বম্। তত্র

বয়োবুদ্ধপ্রাপ্তে পূর্বমেব তস্যান্নেনৈব কালেন বুদ্ধত্বত্রয়মাসীদিত্যর্থঃ অত্র ত্রয়াণামপি বুদ্ধাভাবানাং প্রাপ্তিং ক্রমেণ বিশেষণত্রয়েণাহ” (নারায়ণঃ) ।

**টিপ্পনী—১। অনাকৃষ্টত্ব—**‘তস্য’ পদের বিশেষণ । ন আকৃষ্টঃ (নঞ-তৎ) তত্ত্ব । অবলীভূত । আ—কৃষ্+ক্ত ।

২। বিষয়েঃ—কর্তরি তৃতীয়া । বিষয়স্বার্থের দ্বারা । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পাঁচটি বিষয় ।

৩। বিভাবানাং—শেষে ষষ্ঠী । (চতুর্দশ) বিভাবাঃ । শ্লোক—৮ দেখ ।

৪। পারদৃশ্বনঃ—‘তত্ত্ব’ পদের বিশেষণ । পারদর্শী । পারং (অন্তঃ) দৃষ্টবান্ ইতি পার-দৃশ্+কনিপ্ “দৃশেঃ কনিপ্”=পারদৃশ্বন (‘আত্মন’ শব্দের ত্রায় রূপ হইবে) তত্ত্ব । জীলিঙ্গে—পারদৃশ্বরী ।

৫। ধর্মরতেঃ—‘তত্ত্ব’ পদের বিশেষণ । ধর্মে রতির্ভ্যস্যা (বহুব্রীহি) তস্য । ধর্মাহুরক্ত ।

৬। আসীৎ—কর্তা ‘বুদ্ধত্বম্’ । হইয়াছিল । অস্+লঙ্+দ্ ।

৭। বুদ্ধত্বম্—‘আসীৎ’ ক্রিয়ার কর্তা । বুদ্ধস্য ভাবঃ ইতি বুদ্ধ+ত্ব । বাক্যকা—অর্থঃ প্রমাণভূতত্ব (নারায়ণ) ।

৮। জরসা—‘বিনা’ ঘোণে তৃতীয়া । “পৃথগ্ বিনানানাবিশ্বতীয়াহতরস্যাম্” (হৃ) পক্ষে জরসঃ, জরয়াঃ; জরসম্ জরাম্ । “জরয়া জরসত্বতরস্যাম্” (হৃ)—জরাদি সুপ্-বিভক্তি পরে থাকিলে জরা-শব্দের বিকল্পে ‘জরস্’ আদেশ হয় । জরসা, জরয়া । জীর্ঘ্যতে অনয়া ইতি জৃষ্ (বয়োহানৌ)+অঙ, “ষিঙ্দিদাদিত্যোহঙ্”=জরা ।

**বাচ্যপরিবর্তন—**..... বুদ্ধত্বেন অভূয়ত ।

**মন্তব্য—**এই শ্লোকের সহিত মহাসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয় —

“ন তেন বুদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ ।

যো বৈ যুবাণ্যখীর্য়ানন্তং দেবাঃ স্ববিরং বিদুঃ ॥”

(মহাসংহিতা—২।১৫৬)

দিলীপ প্রভাদিগের যথার্থ পিতা ছিলেন ।

**প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রত্যাঙ্-মব্যাংপি ।**

**স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥২৪॥**

অন্বয়—বিনয়াধানাৎ ( শিক্ষাবিধানহেতু ) রক্ষণাৎ ( রক্ষণহেতু ) ভরণাদপি ( প্রতিপালনহেতু ) সঃ ( তিনি অর্থাৎ দিলীপ ) প্রজানাং ( প্রজাদিগের ) পিতা আসীৎ ( পিতা ছিলেন ) ; তাসাং ( তাহাদিগের ) পিতরঃ ( পিতৃগণ ) কেবলং ( কেবল ) জন্মহেতবঃ ( জন্মদাতাই ছিলেন ) ।

বাজালা—শিক্ষাবিধান, রক্ষণ এবং প্রতিপালনহেতু তিনিই প্রজাদিগের পিতা ছিলেন ; তাহাদের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতাই ছিলেন ।

Eng.—For enforcing discipline on his subjects and also for protecting and supporting them, he was truly their father, whereas, their fathers were merely authors of their birth.

ব্যাখ্যা—মহারাজ দিলীপই প্রজাদিগের স্বার্থ পিতা ছিলেন । শিক্ষা-প্রদান, রক্ষণ ও প্রতিপালন প্রভৃতি পিতৃকর্তব্য নির্বাহ করিয়া তিনিই প্রজারূপের পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । তাহাদের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতাই ছিলেন । আসলে তিনিই পিতা, যিনি রক্ষণপালনাদি করিয়া থাকেন ।

মন্তিনাথ—প্রজানামিতি । প্রজায়ন্তে ইতি প্রজাঃ । “উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম্” ইতি ড-প্রত্যয়ঃ । “প্রজা স্যাৎ সমুত্তৌ জনে” ইত্যমরঃ । তাসাং বিনয়স্য শিক্ষায়াঃ আধানাৎ করণাৎ সম্মার্গপ্রবর্তনাৎ ইতি যাবৎ ; রক্ষণাদ্ ভয়হেতুভাজ্ঞাণাং আপন্নিবারণাৎ ইতি যাবৎ ; ভরণাদ্ অন্নপানাদিভিঃ পোষণাদপি । অপিঃ সমুচ্চয়ে । স রাজা পিতা অভূৎ ; তাসাং পিতরন্ত জন্মহেতবঃ জন্মমাত্রকর্তারঃ কেবলমুৎপাদকা এব অভবন্, জননমাত্র এব পিতৃণাং ব্যাপারঃ ; সদা শিক্ষারক্ষণাদিকন্তু স এব করোতীতি তস্মিন্ পিতৃব্যব্যপদেশঃ । আচ্ছ—“স পিতা যন্ত পোষকঃ” ইতি ।

সারাংশ—শিক্ষাবিধানেন, রক্ষণেন, অন্নবজ্রাদিসাহায্যদানেন চ রাজা দিলীপ এব প্রজানাং প্রকৃতঃ পিতা আসীৎ, পিতরন্ত কেবলং জন্মদাতারঃ আসন্ ।

টিপ্পনী—১ । প্রজানাম্—শেষে বটী । প্রজায়ন্তে ইতি প্র—জন+ড । প্রজাদেব ।

২ । বিনয়াধানাৎ—হেতৌ পঞ্চমৌ । বিনয়স্য আধানম্ ( বটীতৎ ) তন্মাৎ । শিক্ষাপ্রদানহেতু । বি—নী+অচ্=বিনয়ঃ । “বিনয়ো লোকমর্যাদাশাস্ত্রার্থা-নতিলজ্জনম্” ( শারদাতনয়—ভাবপ্রকাশ ) আ—ধা+লুট্=আধানম্ । শিক্ষা-

দানই রাজার মুখ্য কর্তব্য। “বিনয়াদানং হি মুখ্যং রাজর্ষিবৃত্তম্। শয়তে  
হি কশ্চিদবিনীতঃ পুত্রমাদায় মৈথিলমুপাতিষ্ঠং স চ তং প্রতিগৃহ্যাবিভায়াং  
বানীনয়ং ইত্যাদি” ( অরুণগিরি )।

৩। রক্ষণাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। রক্ষ্+লুট্। বিপদ্ হইতে পরিভ্রাণহেতু।

৪। ভরণাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। প্রতিপালনহেতু। ভ্+লুট্।

৫। পিতা—পাতীতি পিতা—“নপুংসে” ( উণাদি ) ইতি সাধুঃ।  
জনক।

৬। কেবলম্—অব্যয়। কেবলমাত্র।

৭। জন্মহেতবঃ—‘পিতরঃ’ পদের বিশেষণ। জন্মনঃ হেতবঃ ( যষ্টিতৎ )।  
জন্মদাতা।

বাচ্যপরিবর্তন—...তেন পিত্রা, পিতৃভিঃ জন্মহেতুভিঃ ( অভূয়ত )।

অর্থ এবং কাম দিলীপের নিকট ধর্মস্বরূপ হইয়াছিল।

स्थित्यै दण्डयतो दण्डयान् परिणेतुः प्रसूतये।

अन्यर्थकामौ तस्याऽस्तां धर्म एव मनीषिणः ॥२५॥

অস্বয়—স্থিত্যে ( লোকস্থিতির জ্ঞা ) দণ্ডয়ান্ ( দণ্ডাইদিগকে ) দণ্ডয়তঃ  
( দণ্ড বিধান করিতেন ) প্রসূতয়ে ( সন্তানের নিমিত্ত ) পরিণেতুঃ ( বিবাহ  
করিতেন ) মনীষিণঃ ( মনীষী ) তস্তা ( তাঁহার ) অর্থকামৌ অপি ( অর্থ এবং  
কামও ) ধর্ম এব ( ধর্মস্বরূপই ) আস্তাম্ ( হইয়াছিল )।

বাজ্রালা—তিনি লোকস্থিতির জ্ঞা দণ্ডাইদিগের দণ্ড বিধান করিতেন  
এবং সন্তানের নিমিত্ত বিবাহ করিতেন ; অতএব সেই মনীষীর অর্থ এবং কামও  
ধর্মস্বরূপই হইয়াছিল।

**Eng.**—Even the (acquisition of) wealth and (the gratification of) desire became the acts of righteousness in case of this wise monarch who punished criminals for the stability of society and led a married life for progeny.

ব্যাখ্যা—দিলীপ লোকশিক্ষার জ্ঞা শাস্ত্রানুসারেই অপরাধিগণের  
দণ্ডবিধান করিতেন এবং পুত্রোৎপাদনপূর্বক পিতৃধন পরিশোধ অভিপ্রায়েই

দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দণ্ডবিধানপূর্বক অর্থসংগ্রহ এবং বিবাহপূর্বক ইঞ্জির চরিতার্থ করিবার অভিসন্ধি তাঁহার ছিল না। অতএব, তাঁহার অর্থ এবং কাম ধর্মোদ্দেশ্যে অল্পস্থিত হওয়ায় ধর্মস্বরূপ হইয়াছিল। দিলীপ ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবির্গসাধনে ব্রতী হইয়াও ধর্মপ্রধানই ছিলেন। এই কারণে অর্থ ও কামও তাঁহার ধর্মালুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল।

**মল্লিনাথ**—স্থিত্যে ইতি। দণ্ডম্ অর্হন্তীতি দণ্ডাঃ। “দণ্ডাদিত্যো যঃ” ইতি য-প্রত্যয়ঃ। “অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ডাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্। অবশো মহদাপ্রোতি নরকক্ষেব গচ্ছতি॥” ইতি শাস্ত্রবচনাৎ। তান্ দণ্ড্যান্ এব স্থিত্যে লোকপ্রতিষ্ঠায়ৈ দণ্ডয়তঃ শিক্ষয়তঃ, প্রস্তুতয়ে সন্তানায় এব পরিণেতুঃ দারান্ পরিগৃহতঃ মনৌষিণঃ বিহুবঃ দোষজ্ঞস্ত ইতি বাবৎ, “বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্ দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বধঃ। ধীরো মনীষীঃ” ইত্যমরঃ। তস্ত দিলীপস্ত অর্থকামৌ অপি ধর্ম এব আস্তাং জাতৌ। অস্তেলঙ্। অর্থকামসাধনয়োর্দণ্ড-বিবাহয়োঃ লোকস্থাপনপ্রজ্ঞোৎপাদনরূপধর্মার্থভেদে অল্পষ্ঠানাং অর্থকামাবপি ধর্মশেষতাংপাদয়ন্ স রাজা ধর্মোত্তরোহভূদিত্যর্থঃ। আহ চ গৌতমঃ—“ন পূর্বাঙ্কুমখান্দিনাপরাঙ্কুলান্ কুর্যাৎ যথার্থশক্তি ধর্মার্থকামেভ্যন্তেষু ধর্মোত্তরঃ শ্রাৎ” ইতি।

**মল্লিটীকা**। (১) অদণ্ড্যান্.....বচনাৎ। শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, নিরপরাধকে দণ্ডিত করিয়া দোষীর দণ্ডবিধান না করিলে রাজা নিন্দাভাজন এবং নরকগামী হইয়া থাকেন।

(২) অর্থকাম.....অভূদিত্যর্থঃ। অর্থ এবং কামের সাধনীভূত দণ্ড এবং বিবাহ। কিন্তু, তিনি লোকস্থিতি এবং পুত্রোৎপাদনরূপ ধর্মের উদ্দেশ্যেই এই দুইটির অল্পষ্ঠান করিতেন; সেই কারণে অর্থ এবং কামকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া তিনি ধর্মপ্রধানই হইয়াছিলেন।

**সারসংক্ষেপ**—স দিলীপঃ অপরাধাত্মসারং দণ্ডং বিনা লোকস্থিতিরূপো ধর্মো ন রক্ষিতঃ শ্রাৎ তথা পুত্রোৎপাদনং বিনা পিতৃপিতৃগুরুণাদিরূপো ধর্মো ন শ্রাদিত্যেব হেতুনা অপরাধিষু দণ্ডং দারপরিগ্রহঞ্চ কৃতবান্।

**টীকান্তর**—“...নহু দণ্ডেরকথিতং কর্ম কিং ন শ্রয়তে? বিশেষাবিবক্ষ্যা।” তত্ক্ষণ—“ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তেধাঅর্থেনোপসংগ্রহাৎ। প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোংকর্মিকা ক্রিয়া॥” ইতি। তদ্বিবক্ষ্যাং তু শ্রয়ত এব।.....অত্র স্থিত্যে

ন তু সঞ্চয়ায় । ইতি পরিসংখ্যা অপীতি বিরোধঃ ।....মনীষিণ ইতি কাব্যলিঙ্গম্ ।  
এতে চ মিথঃ সঙ্ঘীৰ্য্যন্তে । তত্র পরিসংখ্যা কাব্যলিঙ্গেনোপক্রিয়তে ;  
মনীষাফলত্যাং পরিসংখ্যানশ্চ ।”—( অরুণগিরি ) ।

**টিপ্পনী—১।** স্থিত্যে—তাদর্থ্যে চতুর্থী ; অথবা “ক্রিয়ার্থোপপদস্ত চ কর্মণি স্থানিনঃ” ইতি চতুর্থী । স্থা+ক্তিন্ ভাবে=স্থিতিঃ । লোকস্থিতির নিমিত্ত—( অর্থ-সংগ্রহের জন্ত নহে ) ।

২। দণ্ডয়তঃ—‘তস্ত’ পদের বিশেষণ । দণ্ড ( চুরাদি )+শত্, ষষ্ঠী ১৮৫ন ।  
দণ্ডবিধানকারী । Cf. “যথাপরাধদণ্ডানাম্”—( শ্লোক—৬ ) ।

৩। দণ্ডান্—‘দণ্ডয়তঃ’ ক্রিয়ার কর্ম । দণ্ডম্ অইহীতি দণ্ড+ঘৎ ।  
দণ্ডাই ।

৪। পরিণেতুঃ—‘তস্ত’ পদের বিশেষণ । পরি—নী+তৃচ্ । দারপরিগ্রহ করিতেন ।

৫। প্রস্তুতয়ে—তাদর্থ্যে অথবা “ক্রিয়ার্থোপপদস্ত চ কর্মণি স্থানিনঃ” ইতি চতুর্থী । সন্তানের নিমিত্ত ( কামোপভোগের নিমিত্ত নহে ) । Cf. “প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্” ( শ্লোক—৭ ) ।

৬। অর্থকামৌ—‘আন্তাং’ ক্রিয়ার ‘কর্তা’ । অর্থ এবং কাম । অর্থশ্চ কামশ্চ ( বৃন্দ ) ইতি অর্থকামৌ—বিকল্পে ‘কামার্থৌ’—“ধর্মানিষন্যমঃ” ( হু ) ।

৭। ধর্মঃ—‘অর্থকামৌ’ পদের বিধেয়বিশেষণ । ধৃ+মন্ । ব্যাখ্যা দেখ ।

৮। মনীষিণঃ—‘তস্ত’ পদের বিশেষণ । বিদ্বান্, দোষজ্ঞ । ( শ্লোক ১১  
দ্রষ্টব্য । )

**বাচ্যপরিবর্তন—**.....অর্থকামাভ্যাং ধর্মেণ ( অভূয়ত ) ।

**মন্তব্য—**এই শ্লোকে পরিসংখ্যা, বিরোধ এবং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারের সঙ্কর  
হইয়াছে । টীকাস্তর দ্রষ্টব্য । পরিসংখ্যা—( শ্লোক—৭ ) অপিশব বিরোধের  
ছোতক । মনীষিণঃ—ইতি কাব্যলিঙ্গম্ । “হেতোর্বাচ্য পদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গঃ  
নিগন্ততে” ( সাঃ দঃ ) ।

দিলীপ এবং দেবরাজ ইন্দ্র সম্পদ-বিনিময়ের দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্যকে জয় করিতেন ।

**দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শ্রাহয়ায় মঘবা দিবম্ ।**

**সম্পদ্বিনিময়েনোমৌ দুধতুর্মুঘনদ্রবম্ ॥২৬॥**

**অম্বয়**—সঃ ( তিনি অর্থাৎ দিলীপ ) যজ্ঞায় ( যজ্ঞ-সম্পাদনের নিমিত্ত ) গাং ( পৃথিবীকে ), মঘবা ( ইন্দ্র ) শস্যায় ( শস্যবর্ধনের নিমিত্ত ) দিবং ( স্বর্গকে ) হৃদোহ ( দোহন করিতেন ), উভো ( উভয়ে ) সম্পদ্বিনিময়েন ( সম্পদ-বিনিময় দ্বারা ) ভুবনদ্বয়ঃ ( লোকদ্বয় অর্থাৎ দ্যালোক ও ভুলোক ) দধতুঃ ( পোষণ করিতেন ) ।

**বাক্সালা**—তিনি ( দেবগণের তৃপ্তিসাধন ) যজ্ঞ সম্পাদন নিমিত্ত পৃথিবীকে দোহন করিতেন এবং ইন্দ্র ( পৃথিবীর ) শস্যবর্ধনের নিমিত্ত স্বর্গকে দোহন করিতেন । এইরূপ উভয়ে সম্পদ-বিনিময় দ্বারা লোকদ্বয়কে ( অর্থাৎ দ্যালোক ও ভুলোক ) পোষণ করিতেন ।

**Eng.**—He milked the earth ( of its resources ) for the purpose of performing sacrifices, and Indra drained the heavens ( of water ) for nourishing his crops ; thus, by an exchange of their wealth they maintained both the worlds.

**ব্যাখ্যা**—দিলীপ ছিলেন সেই সময়ের রাজা যখন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে ভাব ও কর্মের আদান-প্রদান চলিত । দিলীপ পৃথিবী হইতে কর গ্রহণ-পূর্বক যজ্ঞ-সম্পাদনে দেব-বৃন্দের তৃপ্তিসাধন করিতেন, তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র প্রীত হইয়া প্রচুর বৃষ্টি প্রদান করিয়া ধরিত্রীকে সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্রামলা করিতেন । এইরূপে উভয়ের সম্পদ্বিনিময়ে লোকদ্বয় প্রতিপালিত হইত । স্বর্গ ছিল মর্ত্যের অন্ধার পাত্র এবং মর্ত্যে ছিল স্বর্গের আলীর্বাদ ।

**মল্লিনাথ**—হৃদোহতি । স রাজা যজ্ঞায় যজ্ঞঃ কর্তুং ভুবং হৃদোহ, করগ্রহণেন রিক্তাং চকার ইত্যর্থঃ, মঘবা দেবেন্দ্রঃ শস্যং বর্দ্ধয়িতুং দিবং স্বর্গং হৃদোহ, দ্যালোকাং মহীলোকে বৃষ্টিমুৎপাদয়ামাস ইত্যর্থঃ । “ক্রিয়ার্থোপপদস্য”—ইত্যাদিনা যজ্ঞশস্যান্ভ্যাং চতুর্থী । এবমুভো সম্পদো বিনিময়েন পরস্পরমাদান-প্রতিদানান্ভ্যাং ভুবনদ্বয়ং দধতু পুপুষতুঃ । রাজা যজ্ঞৈরিন্দ্রলোকম্ ইন্দ্রশ্চ উদকেন ভুলোকং পুপোষঃ ইত্যর্থঃ । উক্তঞ্চ দণ্ডনীতো—“রাজা অর্থান্ সমাহত্য কুর্যাদিন্দ্রমহোৎসবম্ । প্রীণিতো মেঘবাহুস্ত মহতীং বৃষ্টিমাবহেৎ ॥” ইতি ।

**মল্লিটীকা**—“রাজা... মাবহেৎ ॥”—রাজা দিলীপ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গলোককে এবং ইন্দ্র জলদান করিয়া ভুলোককে পোষণ করিতেন । রাজ-নীতিতে এইরূপ উক্ত আছে—রাজা অর্থ সংগ্রহ করিয়া ( ইন্দ্র প্রভৃতি



দেবগণের তুষ্টির নিমিত্ত যজ্ঞাদি) মহোৎসব করিবেন; তাহা হইলে ইন্দ্র প্রীত হইয়া প্রচুর জলবর্ষণ করিবেন।

সার্বাংশ—দিলীপাত্মষ্ঠিতযজ্ঞেন ক্রতুভূজো দেবাস্তুপ্যাস্তি; দেবরাজবিহিত-স্ববৃষ্ট্যা চ শস্যসম্পত্তিঃ ভবতি তয়া চ মর্ত্যা জীবন্তি। তাবুতাবপি এবম্ উপকারবিনিময়েন স্বর্গং মর্ত্যঞ্চ ররক্ষতুঃ।

টিপ্পন্য—১। দুদোহ—কর্তা ‘সঃ’ এবং ‘মঘবা’। দুহ্+লিট্, গল্ (অ)। (১) দিলীপ পক্ষে—পৃথিবী হইতে করগ্রহণ করিয়াছিলেন; (২) ইন্দ্রপক্ষে—ভূতলে জলবর্ষণ করিয়াছিলেন।

“দুহ্ প্রপূরণে ইত্যাসৌ-ধাতুঃ প্রবাসপ্রস্থানাদিবং পূরণে বিপরীতশ্রাবণে বর্ত্তে। উক্তঞ্চ ক্ষীরতরঙ্গিণ্যাম্-“প্রপূরণং রিক্তীকরণম্”—(চারিভবর্কন—Nandargikar Notes, p. 12).

২। গাম্—‘দুদোহ’ ক্রিয়ার কর্ম। পৃথিবীকে। “স্বর্গেষু পশুবাগ্-বজ্রদিগ্-নেত্রয়ণিভূজলে। লক্ষ্যদৃষ্ট্যা স্ত্রিয়াং পুংসি গৌঃ” ইত্যমরঃ।

৩। যজ্ঞায়—“ক্রিয়ার্থোপপদস্ত চ কর্মণি স্থানিনঃ” ইতি চতুর্থী। যজ্ঞঃ কর্তৃমিত্যর্থঃ। যজ্ঞ-সম্পাদনের নিমিত্ত। যজ্+ন=যজ্ঞঃ।

৪। শস্যায়—“ক্রিয়ার্থোপপদস্ত চ কর্মণি স্থানিনঃ” ইতি চতুর্থী। শস্যঃ বর্দ্ধয়িতুমিত্যর্থঃ। শস্যবর্দ্ধনের নিমিত্ত। শস্+যৎ। ‘সস্যাম্’—এই বানানও হয় (শস্+যৎ)। “বৃক্ষাদীনাং ফলং সস্যাম্” ইত্যমরঃ।

৫। মঘবা—‘দুদোহ’ ক্রিয়ার কর্তা। ইন্দ্র। মহতে পূজাতে ইতি মঘবা; “স্বরক্ষন—” ইত্যাদিনা মঘবন্ ইতি নিপাতিতম্।

৬। দিবম্—‘দুদোহ’ ক্রিয়ার কর্ম। স্বর্গকে।

৭। সম্পদ্বিনিময়েন—করণে তৃতীয়া। সম্পদো বিনিময়ঃ (যষ্টীতৎ) তেন। সম্পদের বিনিময়ের দ্বারা। সম্+পদ্+ক্ৰিপ্=সম্পৎ।

৮। উভৌ—‘দধতুঃ’ ক্রিয়ার কর্তা। সর্বনাম। উভ-শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। “তত্র উভশব্দো দ্বিবিশিষ্টস্য বাচকঃ। অতএব নিত্যং দ্বিবচনান্তঃ” (ভট্টোজি)।

৯। দধতুঃ—কর্তা ‘উভৌ’। পোষণ বা প্রতিপালন করিতেন। এহুলে কয়ণের বিনিময়ই বিবক্ষিত, ক্রিয়ার বিনিময় (অর্থাৎ কর্ম-ব্যতীহার) বিবক্ষিত নহে। এই কারণে “কর্তরি কর্মব্যতীহারে” এই সূত্রানুসারে আত্মনেপদ হয় নাই। ধা+লিট্ অভূস্।

১০। ভুবনধ্বয়ম্—‘দধতুঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। ভুবনয়োঃ ধ্বয়ম্ (ষষ্ঠীতৎ)।  
লোকধ্বয়—অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্ত্য। দ্বি+তয়=ধ্বয়ম্, দ্বিতয়ম্। “লোকস্ত ভুবনে  
জনে” ইত্যমরঃ।

বাচ্যপরিবর্তন—তেন গোঃ, মধবতা তোঃ হুহুহে...উভাভ্যাং দধে।

মন্তব্য—এই শ্লোকে ‘পরিবৃত্তি’ অলঙ্কার। এখানে সদৃশ বস্তুর (অর্থাৎ যজ্ঞ  
সম্পাদন ও জলবর্ষণ) বিনিময় হইয়াছে। “পরিবৃত্তিবিনিময়ঃ সমন্যনাথিকৈর্তবেৎ”  
( সাহিত্যদর্পণ—১০।১০৫ )

দিলীপের রাজত্বে চৌর্যবৃত্তির নামও শোনা যাইত না।

ন কিলানুযয়ুস্তস্য রাজানো বৃদ্ধির্যশঃ।

ব্যাবৃতা যত্ পরস্বেभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता ॥২৩॥

অর্থ—রাজানঃ ( অত্যাগ রাজগণ ) রক্ষিতুঃ ( পরিভ্রাতা ) তন্ত ( তাঁহার )  
যশঃ ( যশ ) ন অনুযয়ুঃ কিল ( অনুকরণ করিতে পারেন নাই ) ; যৎ ( কেন না )  
তস্করতা ( চৌর্যবৃত্তি ) পরস্বেভাঃ ( পরধন হইতে ) ব্যাবৃতা ( সতী ) ( অপমৃত  
হইয়া ) শ্রুতৌ ( শ্রবণে ) স্থিতা ( অবস্থান করিত )।

বাজালা—অত্যাগ রাজগণ সেই পরিভ্রাতা পৃথিবীপতির যজ্ঞ অনুকরণ  
করিতে পারেন নাই। কেন না ( তাঁহার রাজত্বসময়ে ) চৌর্যবৃত্তি পরধন হইতে  
অপমৃত হইয়া কেবল শ্রবণে অবস্থান করিত।

Eng.—Other kings could not, indeed, rival his fame as a  
guardian of the people, for, theft, withdrawing itself from  
other men's riches, resided in the word expressive of itself  
( i. e. remained in the hearing of men ).

ব্যাখ্যা—শাসননৈপুণ্যে অত্যাগ রাজগণ দিলীপের ন্যায় বশস্বী হইতে  
পারেন নাই ; কারণ তাঁহার শাসনকালে রাজ্যমধ্যে চৌর্যবৃত্তির নামও শোনা  
যাইত না। চৌর্য পরের ধনরত্নাদিতে অবস্থান না করিয়া কেবল তদ্ব্যচকশ্বেই  
( অর্থাৎ ‘চৌর্য’—এই শব্দতেই ) অবস্থান করিত। তাঁহার রাজত্বকালে লোকে  
শুনিত যে দণ্ডনীতিশাস্ত্রে ‘চৌর্য’ বলিয়া একটি শব্দ আছে—ঐ শব্দের অর্থ কি,  
তাহা তাহারা জানিত না। দিলীপের শাসনকালে ধনরত্নাদির পরিবর্তে ‘চৌর্য’  
‘দহ্যতা’ প্রভৃতি শব্দই অপমৃত হইয়াছিল।

**মল্লিনাথ**—ন কিলেতি।—রাজানঃ অগ্রে নৃপা রক্ষিতুঃ সৈভ্যজ্ঞাতুস্ত  
রাজ্ঞো যশঃ ন অনুযযুঃ কিল ন অনুচক্রুঃ খলু। কুতঃ, যদ্ যস্মাৎ কারণাৎ তস্করতা  
চৌৰ্যাং পরস্বেভ্যাঃ পরধনেভ্যাঃ ব্যাবৃত্তা সতী, ঋতৌ বাচকশব্দে স্থিতা প্রযুক্তা।  
অপহাৰ্যাস্তরাভাবাৎ তস্করশব্দ এবাপহৃত ইত্যর্থঃ। অথবা “অত্যন্তাসত্যপি হৃথৈ  
জ্ঞানঃ শব্দঃ কৰোতি হি” ইতি জ্ঞানেন শব্দে স্থিতা ক্ষুরিতা, নতু স্বরূপতোহ  
তীত্যর্থঃ।

**মল্লিটীকা**—অপহাৰ্যাস্তরাভাবাৎ.....ইত্যর্থঃ।—অপহরণকারীর অভাবে  
‘তস্কর’, ‘দস্যু’, প্রভৃতি শব্দই অপহৃত হইয়াছিল। কিংবা, শব্দ অত্যন্ত  
অলীক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও (যেমন আকাশকুসুম প্রভৃতি), তাহা হইতে কোন  
না কোনপ্রকার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে; এই জ্ঞান অনুসারে চৌর্যবৃত্তি কেবল শব্দেই  
অবস্থিত ছিল—আকাশকুসুমাদির জ্ঞান ইহার অর্থ ছিল অত্যন্ত অলীক।

**সারাংশ**—দিলীপস্ত প্রতাপাদেব রাজ্ঞো চৌরাভাবাৎ চৌর্যস্বরূপং ন  
কেনাপি দৃষ্টমাসীৎ, আকাশকুসুমবৎ, চৌরশব্দ এব নামমাত্রেন কেবলং স্থিতো  
বর্ততে।

**টীকান্তর**—“অত্র তস্করতাশব্দতদভাবেয়োবিষয়বিষয়িসম্বন্ধাভাবেহপি সম্বন্ধঃ  
সিদ্ধয়েনাধ্যবসিত ইত্যতিশয়োক্তিপ্রকারতম্”—(অরুণগিরিনাথঃ)। “অগ্রে  
রাজস্ব বসুধাং রক্ষৎসু তস্করতা পরধনেযু স্থিতিং চকার। অস্বিংস্ত পরস্বং বিহায়  
স্ববাচকং শব্দমেবাশ্রয়ৎ”—(সুমতিবিজয়ঃ)।

**টিপ্পনী**—১। কিল—অব্যয়। অবধারণে ঐতিহ্যে বা।

২। অনুযযুঃ—কর্তা ‘রাজানঃ’ অনু-বা + লিট্ উন্। অনুকরণ করিয়াছিল।

৩। রাজানঃ—‘অনুযযুঃ’ ক্রিয়ার কর্তা। রাজ্ + কনিন্। অগ্ৰাণ্  
নৃপতিগণ।

৪। রক্ষিতুঃ—‘তসু’ পদের বিশেষণ। শেষে যষ্টী। পরিত্রাতা। রক্ষতীতি  
রক্ষ্ + তৃচ্ = রক্ষিতা, তস্য।

৫। যশঃ—‘অনুযযুঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। অশ্ + অস্থন্। “স্বাপদানপ্রহৃত  
চেৎ যশ ইত্যভিধীয়তে। যতো বিশ্বস্ত শমিতি তস্মাৎশ ইতীরিতম্॥” (ভাব-  
প্রকাশনম্—৩ অধিকার)।

৬। ব্যাবৃত্তা—‘তস্করতা’ পদের বিশেষণ। বি-আ-বৃৎ + ক্ত। অপহৃত  
হইয়া।

৭। যৎ—অব্যয়। যেহেতু।

৮। পরশ্বেভাঃ—অপাদানে পঞ্চমী। পরেবাং স্থানি (ধনানি) (যষ্টীতৎ) তেভাঃ। পরধন হইতে। “স্বো জ্ঞাতাব্যানি স্বং জিহ্বাযীয়ে স্বো জিহ্বাং ধনে” ইতামরঃ। এখানে ‘স্ব’ শব্দ সর্বনাম নহে। জ্ঞাতি ও ধন-ভিন্ন অর্থে স্ব শব্দ সর্বনাম।

৯। ঋতৌ—অধিকরণে সপ্তমী। স্বাচক শব্দে—অর্থাৎ ‘তস্করতা’ এই শব্দে। মল্লিটীকা দ্রষ্টব্য। চারিত্রবর্ধন বলেন—“ঋতৌ বেদে স্থিতা ন তু লোকে ইত্যর্থঃ।” অথবা দণ্ডনীতিশাস্ত্রে।

১০। তস্করতা—‘স্থিতা’ ক্রিয়ার কর্তা। চৌধুরতি। তৎ করোতি ইতি তৎ + কৃ + অচ্ “কিংযন্তুদ্বহু” ; ‘তদ্বহতোঃ করপত্যোঃ’ (গণশূত্র) ইতি স্মৃতলোপো = তস্করঃ, তস্ম ভাবঃ ইতি তস্কর + তন্, জিহ্বামাপ = তস্করতা।

১১। স্থিতা—‘তস্করতা’ পদের বিশেষণ। স্থা + ক্ত, জিহ্বাম্। অবস্থান করিত।

বাচ্যপরিবর্তন—রাব্ধিঃ অমুযায়ে, তস্করতয়া বাবৃত্তয়া স্থিতম্।

দিলীপ শিষ্টের বন্ধু ও দুষ্টের শত্রু ছিলেন।

২৪ দ্বৈশ্ব্যোঃপি সমন্তঃ শিষ্টস্তস্যাসৌদ্যস্য যথৌষধম্।

ত্যায্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঃস্যা সৌদ্যঃ শুল্কৌষধগততা ॥২৫॥

অর্থ—শিষ্টঃ (শিষ্ট ব্যক্তি) দেহোঃপি (শত্রু হইলেও) আর্ন্তস্ত (রোগীর) ঔষধং যথা (ঔষধের ত্রায়) তস্ম (তাঁহার, অর্থাৎ দিলীপের) সমন্তঃ (আদরের পাত্র) আসীৎ (ছিল)। দুষ্টঃ (দুষ্ট ব্যক্তি) প্রিয়োঃপি (প্রিয় হইলেও) উরগন্ধতা (সর্পদণ্ট) অঙ্গুলী ইব (অঙ্গুলির ত্রায়) ত্যায্যঃ আসীৎ (পরিত্যাগ্য ছিল)।

বাক্য—শিষ্ট ব্যক্তি শত্রু হইলেও রোগীর ঔষধের ত্রায় তাঁহার নিকট আদরের পাত্র ছিল ; এবং দুষ্ট ব্যক্তি প্রিয় হইলেও তাঁহাকে সর্পদণ্ট অঙ্গুলীর ত্রায় পরিত্যাগ করিতেন।

Eng.—A good man even though an enemy, was liked by him as a medicine is by a sick person, and a wicked man,

even though dear, was rejected by him like a finger bitten by a cobra.

**ব্যাখ্যা**—দিলীপ ছিলেন শিষ্টের বন্ধু ও ছুষ্ঠের শত্রু। যেমন পীড়িত ব্যক্তি কটুস্বাদ হইলেও উপকারিতার জন্য ঔষধের আদর করেন, সেইরূপ শিষ্ট ব্যক্তি শত্রু হইলেও মহারাজ দিলীপ তাঁহার আদর করিতেন এবং প্রিয়ব্যক্তিও ছুষ্ঠ হইলে সর্পদণ্ড অঙ্গুলীর স্থায় তাঁহার নিকট পরিত্যক্ত হইত। তিনি নিরপেক্ষ হইয়াই গুণের সমাদর করিতেন—গুণী ব্যক্তি শত্রু কি মিত্র—তাহা বিচার করিতেন না।

**মল্লিনাথ**—দেয় ইতি।—শিষ্টো জনো দেয়ঃ শত্রুরপি আর্ন্তস্ত রোগিণ ঔষধং যথা ঔষধম্ ইব তস্ত সন্মতোহনুমত আসীৎ, ছুষ্ঠো জনঃ প্রিয়োহপি প্রেমাম্পদীভূতোহপি উরগক্ষতা সর্পদণ্ডা অঙ্গুলী ইব “ছিন্দ্যাদ বাহুমপি দৃষ্টমাত্মনঃ” ইতি ন্যায়াৎ, ত্যাজ্য আসীৎ। তস্ত শিষ্ট এব বন্ধুর্দৃষ্ট এব শত্রুরিত্যর্থঃ।

**সারান্বশ**—যথা কটুপি ভেদজং পরিণামে সুখকরত্বাৎ রোগী সান্নুরাগঃ সেবতে তথা অপ্রিয়মপি গুণিনঃ স দিলীপঃ সেবিতবান্; যথা চ প্রিয়মপি সর্পদণ্ডাম্ অঙ্গুলীং পণ্ডিতস্তৎক্ষণং ক্লান্ততি তথা সোহপি প্রিয়মপি দোষিণং জহৌ।

**টিপ্পনী**—১। দেয়ঃ—‘শিষ্ট’ পদের বিশেষণ। বেষ্টুমর্হঃ ইতি দ্বিষ+ণৎ। শত্রু।

২। সন্মতঃ—‘শিষ্ট’ পদের বিধেয়-বিশেষণ। সম্—মন্+ক্ত। অভিমত বা আদরের পাত্র।

৩। শিষ্টঃ—‘আসীৎ’ ক্রিয়ার কর্তা। সজ্জন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে আর্থাবত-নিবাসী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের শিষ্ট বলা হইত।—“কঃ পুনরার্ধ্যাবর্তঃ। প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যককালকবনাদক্ষিণেন হিমবন্তমুত্তরেণ পারিষাত্মম্। এতশ্চিয়ার্ধ্যনিবাসে যে ব্রাহ্মণাঃ কুন্তীধান্যা অলোগুপা অগৃহমাণকারণাঃ কিঞ্চিদন্তরেণ কস্তাশ্চিদ্ধিত্যায় পারগান্তত্ৰভবন্তঃ শিষ্টাঃ”—(মহাভাষ্য)। শিষ+ক্ত।

৪। তস্ত—অর্থাৎ দিলীপের।

৫। আর্ন্তস্য—পীড়িত ব্যক্তির।

৬। যথা—অব্যয়। ইব। যেমন।

৭। ঔষধম্—ঔষধ।

৮। ত্যাজ্যঃ—‘ছুষ্ঠঃ’ পদের বিধেয়-বিশেষণ। ত্যক্তুং যোগ্য ইতি ত্যজ্+ণ্যৎ।

- ৯। দুষ্টঃ—‘আসীৎ’ ক্রিয়ার কর্তা। দুর্জন। দুষ্+ক্ত।  
 ১০। প্রিয়ঃ—‘দুষ্টঃ’ পদের বিশেষণ। প্রীণাতীতি প্রী+ক।  
 ১১। অঙ্গুলী ইব—অঙ্গুলীর ত্রায়, অঙ্গতীতি অগ+উলিঃ (ঔণাদিক)  
 = অঙ্গুলী।

১২। উরগক্ষতা—‘অঙ্গুলী’ পদের বিশেষণ। উরগেণ ক্ষতা (তৃতীয়া-তৎ)।  
 সর্পদষ্ট। উরসা গচ্ছতীতি উরস্-গম্+ড—‘উরসো লোপচ্চ’ (বা) ইতি  
 সলোপঃ=উরগঃ (সর্প)। ক্ষণু (হিংসায়াম্)+ক্ত=ক্ষতা।

বাচ্যপরিবর্তন—দ্বেষ্টেণ শিষ্টেন ঔষধেন সম্মতেন অভূষত। প্রিয়ৈশ্ব দুষ্টঃ  
 ইব ত্যাজ্যেন (অভূষত)।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। রোগীর ঔষধের সহিত শিষ্টের এবং সর্পদষ্ট  
 অঙ্গুলীর সহিত দুষ্টের তুলনা করা হইয়াছে। এস্থলে উপমান ও উপমেয়ের  
 ভিন্নলিঙ্গত্ব পণ্ডিতগণের উদ্বেগকর নহে। “ন লিঙ্গবচনে ভিন্নে ন হীনাধিক-  
 তাপি বা। উপমাদূষণায়াং যত্রোদ্বোধো ন ধীমতাম্।” (কাব্যাদর্শ—২।৫১)।

তিনি পরোপকারী ছিলেন।

৫ তং বেধা বিদধে নুনং মহাভূতসমাধিনা।

তথা হি সর্বে তস্যাঃ সন পরার্থকফলা গুণাঃ ॥ ২৫ ॥

অর্থ—বেধা (বিধাতা) মহাভূতসমাধিনা (মহাভূত সৃষ্টির উপাদানে)  
 তং (তাঁহাকে অর্থাৎ দিলীপকে) বিদধে (নির্মাণ করিয়াছিলেন) নুনং  
 (নিশ্চয়ই); তথা হি (কারণ) তস্ত (তাঁহার) সর্বে (যাবতীয়) গুণাঃ (গুণ)  
 পরার্থকফলাঃ (পরোপকারেই নিয়োজিত) আসন্ (হইত)।

বাক্য—বিধাতা তাঁহাকে নিশ্চয়ই মহাভূতসৃষ্টির উপাদানে নির্মাণ  
 করিয়াছিলেন; কারণ (কিত্যাদি ভূতপঞ্চকের ত্রায়) তাঁহারও যাবতীয় গুণ  
 পরোপকারেই নিয়োজিত হইত।

Eng.—Surely, the creator made him with the substance  
 of the great elements; for, he inherited all virtue, the sole  
 effect of which was the good of others.

ব্যাখ্যা—কৃতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি

হইয়াছে জগৎ নির্মাণের উপকারের জন্ত। সুতরাং এই পঞ্চমহাভূত বা তাহার রূপগুণরাশি পরার্থেই সৃষ্টি হইয়াছে। এই ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চকে দ্বায় রাজা দিলীপের গুণাবলীর পরোপকার সংসাধনই একমাত্র কার্য ছিল। সেইজন্ত মনে হইত যেন বিধাতা মহাভূত নিমাণের উপকরণসামগ্রী দ্বারাই তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরোপকার করিবার জন্তই যেন তিনি সৃষ্টি হইয়াছিলেন।

**মল্লিনাথ**—তস্মৈ পরোপকারিত্বমাহ—তমিতি। বেধাঃ স্রষ্টা, “স্রষ্টা প্রজাপতিবেধাঃ” ইত্যমরঃ। তং দিলীপং, সমাধীয়তে অনেনেনতি সমাধিঃ কারণ-সামগ্রী, মহাভূতানাং যঃ সমাধিস্তেন মহাভূতসমাধিনা বিদধে সসর্জ নুনং ধ্রুৱং ইত্যুৎপ্রেক্ষা। তথাহি তস্য রাজ্ঞঃ সবে গুণাঃ রূপরসাদিমহাভূতগুণবদে পরার্থঃ পরপ্রয়োজনম্ এৱ একং মুখ্যং ফলং যেবাং তে তথোক্তা আসন্। মহাভূতগুণোপমানেন কারণগুণাঃ কার্যে সংক্রামন্তীতি ত্রায়ঃ সূচিতঃ।

**মল্লিটীকা**—মহাভূত.....সূচিতঃ। পঞ্চমহাভূতের গুণরাজির সহিত দিলীপের গুণাবলীর তুলনা করা হইয়াছে—ইহাতে কারণের গুণ কার্যে সংক্রামিত হয় এই ত্রায় সূচিত হইতেছে।

**সারান্বশ**—যয়া কারণসামগ্র্যা বিধাতা পঞ্চমহাভূতানি সসর্জ, তন্মৈৱ কারণ-সামগ্র্যা মহামাহুৱং দিলীপম্ অপি নির্মমে; অতএৱ সদা বিশ্বোপকারায় প্রৱর্তমানানাং পঞ্চমহাভূতানাং গুণা ইৱ অশ্রাপি গুণা বিশ্বহিতায় এৱ প্রাবর্তন্ত।

**টীকাস্তর**—“...পঞ্চভূতানাং সমাধিনা ধ্যানেন। “সমাধিস্ত পুমান্ ধ্যান” ইতি কেশবঃ। তৎসৃষ্টিসময়ধ্যানেনেত্যর্থঃ। .....ৱথা মহাভূতস্রষ্টৌ তদগুণাঃ পরার্থেকফলাঃ ভূয়াস্মরতি সমাধিঃ তথাস্ত সৃষ্টাবপীতি ভাবঃ।”—(নারায়ণঃ)।

**টিপ্পনী**—১। বেধাঃ—‘বিদধে’ ক্রিয়ার কর্তা। সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ ব্রহ্ম। বিদধাতীতি বি-ধা (‘বিধাঞো বেধ চ’ ইতি বেধাদেশঃ) + অসি = বেধস্।

২। বিদধে—কর্তা ‘বেধাঃ’। নির্মাণ করিয়াছিল। বি-ধা + লিট্‌এ।

৩। নুনং—অব্যয়। নিশ্চয়ই।

৪। মহাভূতসমাধিনা—করণে তৃতীয়া। সমাধীয়তে অনেন ইতি সম্ + আ + ধা + কি (ভাবে) = সমাধিঃ কারণসামগ্রী (মল্লিনাথ), ধ্যান (নারায়ণ), সৃষ্টির নিয়মবিশেষ (চারিত্রবর্দ্ধন), স্বাস্থ্য, প্রকৃতিস্থতা (বল্লভ)। মল্লিনাথেঃ

অর্থই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় ; মহাভূতানাং সমাধিঃ (যজ্ঞীতং) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূত। যে উপাদানে বিধাতা মহাভূত সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই উপাদানেই দিলীপকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৫। আসন্—কর্তা ‘গুণাঃ’। অস্+লঙ্+অন্। ছিল।

৬। পরার্থৈকফলাঃ—‘গুণাঃ’ পদের বিধেয়বিশেষণ। পরপ্রয়োজনেই নিয়োজিত। পরস্ত অর্থঃ (প্রয়োজনম্) (যজ্ঞীতং)=পরার্থঃ ; স এব একং (মুখ্যং) ফলং যেবাং তে (বহুব্রীহি,)।

৭। গুণাঃ—‘আসন্’ ক্রিয়ার কর্তা। দিলীপপক্ষে, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণরাজি। মহাভূতপক্ষে—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ (ইহারা যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতের গুণ)। গন্ধাদি গুণবর্গ যেক্রপ পরার্থে সৃষ্ট, দিলীপের দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণরাজিও সেইরূপ পরোপকারেই প্রযুক্ত হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পঞ্চমহাভূত এবং দিলীপ একই উপাদানে নিমিত।

বাচ্যপরিবর্তন—স বেধসা...সর্বৈঃ গুণৈঃ পরার্থৈকফলৈঃ অভূয়ত।

মন্তব্য—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। “ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্ত পরাশ্রয়ঃ” (সা দঃ)। এই শ্লোকের অতুক্রপ ভাবঃ—“গুণবত্তাপি পরপ্রয়োজনা” (রঘুবংশ—৮৩১)।

দিলীপ এই সমগ্রা বহুকরাকে একটি নগরীর স্থায় শাসন করিতেন।

স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্।

অনন্যশাসনামুর্বাঁম্ শাসাসৈকপুত্রীমিব ॥ ২০ ॥

অর্থ—সঃ (তিনি অর্থাৎ দিলীপ) বেলাবপ্রবলয়াং (সমুদ্রতীর বাহার প্রাচীর) পরিখীকৃতসাগরাম্ (সমুদ্র বাহার পরিখা) অনন্যশাসনাম্ (অন্তের শাসন-রহিত) উর্বাঁম্ (ধরিজীকে) একপুত্রীম্ ইব (একটি নগরীর স্থায়) শাস (শাসন করিতেন)।

বাক্যানা—সমুদ্রতীর বাহার প্রাচীর এবং সমুদ্র বাহার পরিখা, অন্তের শাসন-রহিত সেই ধরিজীকে তিনি একটি নগরীর স্থায় শাসন করিতেন।

Eng.—He governed the earth which was subject to no



other rule and the encircling ramparts of which were the sea-beaches and the seas were its moats, as if, it was : single city.

**মল্লিনাথ**—সঃ দিলীপঃ, বেলাঃ সমুদ্রকুলানি । “বেলা কুলেহপি বারিধেঃ” ইতি বিশ্বঃ । তা এব বপ্রবলয়াঃ প্রাকারবেষ্টনানি যশ্চাস্তাম্ । “শ্চাচ্চয়ে বপ্রমস্ত্রিয়াম্ । প্রাকারে বরণঃ শালঃ প্রাচীরম্” ইত্যমরঃ । পরিভঃ খাত পরিখা দুর্গবেষ্টনং খাতম্ । “খাতং থেয়ঙ্কু পরিখা” ইত্যমরঃ । “অন্তেষ্মি দৃশ্যতে” ইত্যত্র অপিশব্দাৎ খনের্ডপ্রত্যয়ঃ । অপরিখাঃ পরিখাঃ সম্প্রত্যমানা কৃতাঃ পরিখীকৃতাঃ সাগরাঃ যশ্চাস্তাম্ । অভূততদ্ভাবে চিঃ । অবিভ্রমানম্ অন্তঃ রাজ্ঞঃ শাসনং যশ্চাস্তাম্, অনন্তশাসনাম্, উর্বাঃ পৃথ্বীম্ একপূরীমিব শশাস অনায়াসেন শাসিতবান্ ইত্যর্থঃ ।

**সারান্ধ**—যথা কশ্চিৎ প্রাচীরবেষ্টিতাং পরিখাযুতাং তদেকাধীনাম্ একা নগরীম্ অনায়াসেন শাস্তি, তথৈব দিলীপোহপি সমগ্রাম্ অর্ণবাবধিঃ বস্তুক্ষরা লীলয়া শাসিতবান্ ।

**টীকাস্তর**—“...অবিভ্রমানম্ অন্তঃশাসনং যস্যাম্ । নঞোহস্ত্যর্থানাং বহুব্রীহির্ব চোত্তরপদলোপশ্চেতি সমাসঃ । ইদমর্থ্যাৎ ক্রিয়াবিশেষণম্ । অন্তঃশাসনরহিত যথা ভবতি তথা কৃত্বৈত্যর্থঃ ।” ( নারায়ণঃ ) ।

**টিপ্পনী**—১ । সঃ—‘শশাস’ ক্রিয়ার কর্তা । দিলীপ ।

২ । বেলাবপ্রবলয়াম্—‘উর্বা’ পদের বিশেষণ । সমুদ্রতীর যাহার প্রাচীর বপ্রাণ্যেব বলয়াঃ ( রূপক-কর্মধা ) ; বেলা এব বপ্রবলয়া যস্যঃ তাম্ ( বহুব্রীহি ) বেলা—সমুদ্রতীর । “অন্ধাশ্রুবিকৃতৌ বেলা কালমর্যাদায়োরপি” ইত্যমরঃ । বপ্র—প্রাচীর । বণ্ + রন্ ( উণাদি ) = বপ্রম্ ( পরিখীকৃতমুক্তিকাকুটস্য—ভাহুজি ) বলয়—বেষ্টন—অর্থ্যাৎ প্রাচীর-বেষ্টিত । বল্ + কয়ন্ ( উণাদি ) ।

৩ । পরিখীকৃতসাগরাম্—‘উর্বা’ পদের বিশেষণ । সমুদ্র যাহার পরিখা পরিভঃ খাততে ইতি পরি—খন্ + ড—“অন্তোভ্যোহপি” ( বা ) পরিখ ( দুর্গাদিপরিভঃ খাতঃ ) । ন পরিখাঃ ( নঞ তৎ ) অপরিখাঃ । অপরিখা পরিখাঃ সম্প্রত্যমানাঃ কৃতা ইতি গতিসমাসে পরিখা + চি্, অভূততদ্ভাবে + কৃ + ত্ব কর্তরি = পরিখীকৃতাঃ সাগরাঃ যস্যঃ ( বহুব্রীহি ) তাম্ । সাগরঃ—স্রোত ২ দেখ ।

৪। অনন্তশাসনাম্—‘উর্বীম্’ পদের বিশেষণ। অন্তের শাসন-রহিত। দিলীপ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। অনন্ত শাসনম্ (ষষ্ঠীতৎ) অনন্তশাসনম্ ; অবিগমানম্ অনন্তশাসনং বস্তাঃ (বহুব্রীহি) তাম্ “নঞোহস্ত্যর্থানাং বহুব্রীহির্বা চোত্তরপদলোপো বক্তব্যঃ” (বা)। বিকল্পে ‘অবিগমানান্তশাসনাম্’। শাস্ + লুট্ করণে = শাসনম্। নারায়ণের মতে এই পদ কর্মবিশেষণ হইলেও অর্থের দিক্ দিয়া ইহা ক্রিয়াবিশেষণ। টাকান্তর দ্রষ্টব্য।

৫। উর্বীম্—‘শশাস’ ক্রিয়ার কৰ্ম্ উৰ্গুঞ (আচ্ছাদনে) “মহতি হ্রস্বশ্চ” ইত্যুঃ, হ্রলোপঃ হ্রস্বশ্চ। “বোতো গুণবাচনাং” ইতি ভীষ্। পৃথিবীকে।

৬। শশাস—কর্তা ‘সঃ’। শাস + লিট্ গল্। শাসন করিতেন।

৭। একপুরীম্ ইব।—একটি নগরীর জায়। একাচাসৌ পুরী চ (কৰ্মধারয়) = একপুরী, তাম্। ‘উর্বীম্’—এই উপমেয়ের উপমান। “একে মুখ্যাত্মকেবলাঃ” ইত্যমরঃ।

বাচ্যপরিবৰ্ত্তন—তেন বেলাবপ্রবলয়া পরিপাকৃতসাংগরা অনন্তশাসনা উর্বী একপুরী ইব শশাসে।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। সমগ্র পৃথিবীকে একটি নগরীর সগিত তুলনা করা হইয়াছে। রাজার স্বীয় রাজধানীও প্রাচীর-শোভিত এবং পরিখা-বেষ্টিত থাকে।

সুদক্ষিণা নামে দিলীপের এক পত্নী ছিলেন।

১০ তস্য দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না মগধবংশজা ।

পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসীদন্থস্যেব দক্ষিণা ॥ ৩১ ॥

অর্থ—তস্য ( তাঁহার, অর্থাৎ দিলীপের ) মগধবংশজা ( মগধবংশপ্রসূতা ) দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না ( উপলক্ষিতা ) ( দাক্ষিণ্যাদিগুণে লব্ধপ্রতিষ্ঠা ) সুদক্ষিণা ইতি ( সুদক্ষিণা নামে ) পত্নী ( পত্নী ) অধ্বরস্য ( যজ্ঞের ) দক্ষিণা ইব ( পত্নী দক্ষিণার জায় ) আসীৎ ( ছিলেন )।

• বাজালা—যজ্ঞের পত্নী যেরূপ দক্ষিণা, তাঁহারাও সেইরূপ দাক্ষিণ্যাদিগুণে লব্ধপ্রতিষ্ঠা মগধবংশপ্রসূতা সুদক্ষিণা নামে এক পত্নী ছিলেন।

Eng. He had a wife born in the family of Magadha kings, by name Sudaksinā, a name celebrated for its

nobility, like Dakṣinā, the sacrificial fee, the wife of Sacrifice.

**মল্লিনাথ**—তসোতি । তস্য রাজঃ মগধবংশে জাতা মগধবংশজা “সপ্তম্যাং জনেৰ্ভ” ইতি উপ্রত্যয়ঃ । এতেনাভিজাত্যমুক্তম্ । দাক্ষিণ্যঃ পরচ্ছন্দানুবর্তনম্ । “দাক্ষিণঃ সরলোদারপরচ্ছন্দানুবর্তিষু” ইতি শাস্ত্রতঃ । তেন রূঢ়ং প্রসিদ্ধং তেন নাম্না অধ্বরস্য যজ্ঞস্য দাক্ষিণ্য দাক্ষিণ্যথ্যা পত্নী ইব সূদাক্ষিণ্য ইতি প্রসিদ্ধা পত্নী আসীৎ । অত্র স্মৃতিঃ—“যজ্ঞো বৈ গন্ধর্বস্তস্য দাক্ষিণ্য অঙ্গীরস” ইতি । “দাক্ষিণ্যয়া দাক্ষিণ্যং নাম স্মৃতিজ্ঞো দাক্ষিণ্যপ্রাপকত্বং তে দক্ষন্তে দাক্ষিণ্যং প্রতিগৃহ্য” ইতি চ ।

**সার্বাংশ**—যজ্ঞস্য ভাৰ্য্যা দাক্ষিণ্য ইব দিলীপস্য দাক্ষিণ্যাদিশুণসম্পন্ন সূদাক্ষিণ্যেতি অর্থনাম্নো পত্নী আসীৎ ।

**টিপ্পনী**—১। দাক্ষিণ্যরূঢ়েন—‘নাম্না’ পদের বিশেষণ। দাক্ষিণ্যশুণেকরূপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ দাক্ষিণ্যাদিশুণসম্পন্ন। দাক্ষিণ্যস্য ভাবঃ ইতি দাক্ষিণ+যাঞ=দাক্ষিণ্যম্ (পরচ্ছন্দানুবর্তনম্)। দাক্ষিণ্যেন রূঢ়ং (তৃতীয়াতৎ)। রূহ্+জ=রূঢ়ম্—প্রসিদ্ধ। শব্দ তিন প্রকার—(১) রূঢ় (যাহাদের ব্যুৎপত্তি হয় না) গো, আখণ্ড, অশ্বকর্ণ (শালবৃক্ষ), ইত্যাদি। (২) যৌগিক (যাহারা ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়) যেমন ‘পাচকঃ’ [পচ্ (পাক ক্রিয়া)+কুল্ (কর্তা)=যে পাক করে]। (৩) যোগরূঢ় (যাহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থাকিলেও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়) যেমন—পঞ্চজ (পক্ষে অনেক কিছুই জন্মিয়া থাকে, যেমন শৈবাল প্রভৃতি; কিন্তু পঞ্চজ বলিতে পদ্মকেই বুঝায়)। এস্থলে যোগরূঢ় শব্দকেই বুঝাইতেছে। দাক্ষিণ্যশুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে ‘সূদাক্ষিণ্য’ বলা হইত। (রঘু—২।৩০)

২। নাম্না—উপলক্ষণে তৃতীয়া। নামে।

৩। মগধবংশজা—‘পত্নী’ পদের বিশেষণ। মগধবংশপ্রযুতা। মগধানাং বংশঃ (রাজবংশ ইত্যর্থঃ) (বটীতৎ) তস্মিন্ জাতা ইতি মগধবংশ—জন্+উ+টাপ্ জিয়াম্=মগধবংশজা। বর্তমানের দাক্ষিণ-বিহার প্রদেশের প্রাচীন নাম ছিল মগধ (কীকট)। মগধদেশ ছিল বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি। গঙ্গা এবং শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্র বা পুস্পপুর ইহার রাজধানী ছিল। ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল গিরিব্রজ বা রাজগৃহ।

৪। পত্নী—‘আসীৎ’ ক্রিয়ার কর্তা। ভাৰ্য্যা। “পত্ন্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে” ইতি পতিশব্দাৎ নঃ জিয়াম্।

৫। সুদক্ষিণা ইতি—‘সুদক্ষিণা’ এই নামে প্রসিদ্ধা। (১) টিপ্পনী—দ্রষ্টব্য।

৬। অধ্বরশ্চ—‘তশ্চ’ পদের উপমান। সম্বন্ধে যষ্টি। যজ্ঞের। অধ্বর-  
শব্দটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে—(১) অবিচ্ছিন্নমানা  
(নাস্তি) ধ্বরা (হিংসা) যস্মিন্ সঃ (নঞগতোত্তরপদলোপী বহুব্রীহি)—যজ্ঞে  
যে পশুবধাদি হয়, তাহা বৈধ হিংসা বলিয়া দৃষ্ট নহে। (২) ন ধ্বরতীতি  
অধ্বরঃ; ধ্বৃ + অচ্ = ধ্বরঃ—হিংসারহিত (সায়নাচার্য্য)। (৩) অধ্বানং  
(পস্থানং) রাতি, দদাতি, ইতি অধ্বরঃ। বাহা স্বর্গের পথ প্রদর্শন করে।  
যজ্ঞাদির অন্তর্গত স্বর্গলাভ হয়। (৪) ন ধ্বরতি কুটিলো ভবতীতি অধ্বরঃ;  
ধ্বৃ (কোটিলো) + অচ্ = ধ্বরঃ (ভাহুজি)। ন ধ্বরঃ (নঞতৎ) = অধ্বরঃ।  
যাহা কখনও কুটিল (অর্থাৎ দৃষ্ট) হয় না।

৭। দক্ষিণা—সুদক্ষিণার উপমান। (যেরূপ) দক্ষিণা। যজ্ঞান্তে  
ব্রাহ্মণদিগকে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাহাকে দক্ষিণা বলে। বেদে ইহা  
যজ্ঞের পশুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। “যাগশ্চ দক্ষিণা ভাৰ্য্যা ইতি শ্রুতি প্রসিদ্ধিঃ”  
(নারায়ণঃ)। দক্ষিণা প্রজ্ঞাপতির কত্বরূপেও উল্লিখিত হইয়াছে।

বাচ্যপরিবর্তন—...মগধবংশজয়া দক্ষিণয়া ইব সুদক্ষিণেতি নান্না পত্ন্যা  
অভূত।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। দিলীপের সহিত যজ্ঞের এবং সুদক্ষিণার সহিত  
দক্ষিণার তুলনা করা হইয়াছে। দক্ষিণা যজ্ঞের ভাৰ্য্যা। যজ্ঞ দক্ষিণান্ত হইলেই  
পূর্ণাঙ্গ হয়। সুদক্ষিণাও সেইরূপ দিলীপের অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন। সুদক্ষিণা  
ব্যতীত দিলীপ যেন অসম্পূর্ণ।

দিলীপের বহু পত্নী থাকিলেও সুদক্ষিণা এবং রাজলক্ষ্মীর দ্বারাই নিজেকে ভাৰ্য্যাবান্ মনে  
করিতেন।

কলগবততমাতমানমবরীধে মহত্যপি ।

তয়া মে নে মনস্বিন্যা লক্ষ্ময়া চ ধমুধাধিপঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—বসুধাধিপঃ (মহীপাল দিলীপ) মহতি (অনেক) অবরোধে অপি  
(সহধর্মিনী থাকিলেও) মনস্বিতা (মনস্বিনী) তয়া (সুদক্ষিণা দ্বারা) লক্ষ্ম্যা

চ (এবং রাজলক্ষ্মীর দ্বারাই) আত্মাং (নিজেকে) কলত্রবস্ত্রং (ভাৰ্য্যাবান্) মেনে (মনে করিতেন)।

**বাজালা**—অনেক সহধৰ্মিণী থাকিলেও, মহীপাল দিলীপ মনস্বিনী সূদক্ষিণ্যা এবং রাজলক্ষ্মীর দ্বারাই নিজেকে ভাৰ্য্যাবান্ মনে করিতেন।

**Eng.**—The lord of the earth inspite of his having a large number of qucens, regarded himself as truly married by (his being united with) this noble lady and with the goddess of royal fortune.

**মল্লিনাথ**—কলত্রবস্ত্রমিতি। বসুধাধিপঃ অবরোধে অন্তঃপুরবৰ্গে মহতি সত্যপি মনস্বিত্যা দৃঢ়চিত্তয়া পতিচিন্তানুবৃত্ত্যাদিনিবন্ধক্কময়া ইত্যর্থঃ, তয়া সূদক্ষিণয়া লক্ষ্ম্যা চ আত্মানং কলত্রবস্ত্রং ভাৰ্য্যাবস্ত্রং মেনে। “কলত্রং শ্রৌণিতাৰ্য্যায়োঃ।” ইত্যমরঃ। বসুধাধিপ ইত্যনেন বসুধয়া চেতি গম্যতে।

**মল্লিটীকা**—বসুধাধিপঃ...গম্যতে।—‘বসুধাধিপঃ’ (অৰ্থাৎ পৃথিবীর পতি) —শব্দের প্রয়োগ থাকায় দিলীপ পৃথিবীর দ্বারাও নিজেকে ভাৰ্য্যাবান্ মনে করিতেন—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। অতএব দিলীপের তিনটি ভাৰ্য্যা—সূদক্ষিণ্যা, রাজলক্ষ্মী এবং পৃথিবী। “বসুধামপি হন্তংগামিনীমকরোদিন্দুমতীমিবাপরান্” (রঘু—৮।১)।

**সাররাংশ**—যতপি দিলীপশ্চ অনেকা ভাৰ্য্যা আসন্ তথাপি সঃ সূদক্ষিণয়া রাজলক্ষ্ম্যা চ আত্মানং ভাৰ্য্যাবস্ত্রং মেনে।

**টিপ্পনী**—১। কলত্রবস্ত্রম্—‘আত্মানম্’ পদের বিশেষণ। কলত্রমস্ত্রাতীতি কলত্র+মত্ৰুপ্ (প্রাশস্ত্যে) “মাত্ৰুপধায়াশ্চ মতোবৌহ্ববাদিভ্যঃ” ইতি মত্ৰুপো মকারস্ত বকারঃ। ভাৰ্য্যাবান্। গডতি গড্যতে বা “গড স্চেচনে”—“গডেরাদেশ্চ কঃ” ইত্যজুন্। ডলয়োরেকত্বম্=কলত্রম্—ভাৰ্য্যা।

২। আত্মানম্—‘মেনে’ ক্রিয়ার কৰ্ম। অং+মনিন্। নিজেকে।

৩। অবরোধে—ভাবে অথবা অনাদরে সপ্তমী। অব-রুধ্+ধঞ =অবরোধঃ—রাজপত্নী। “অবরোধস্তিরোধানে রাজদারেষু তদগৃহে”—মেদিনী। টীকাকার নারায়ণ বলেন—‘অবরোধশব্দঃ জ্ঞীণাং নিবাসগৃহবাচক এব; তেন তদগতাঃ স্ত্রিয়ো লক্ষ্যন্তে।’

৪। মহতি—‘অববোধে’ পদের বিশেষণ। অনেক। ‘প্রশস্তে’ ইতি নারায়ণঃ।

৫। তয়া—করণে অথবা হেতৌ তৃতীয়া। সুদক্ষিণার দ্বারা।

৬। মেনে—কর্ত্তা ‘বসুধাধিপঃ’। মনে করিতেন। মনু+লিট্ এ।

৭। মনস্বিতা—‘তয়া’ পদের বিশেষণ। মনস্বিনী। প্রশস্তঃ মনঃ অস্যা অস্তীতি মনস্+বিন্ (প্রাশস্তো)—“অস-মায়া-মেধা স্বজো বিনিঃ” (হু)—ততঃ স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্=মনস্বিনী। মতুপ্., ইন্, বিন্, প্রভৃতি মত্বর্থীয় প্রত্যয় নির্মালখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়—“ভূম-নিন্দা-প্রশংসাসু নিত্যযোগেহতিশায়নে। সংসর্গেহস্তি-বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ ॥”

৮। লক্ষ্মী—করণে অথবা হেতৌ তৃতীয়া। রাজলক্ষ্মী দ্বারা। কবিগণ রাজলক্ষ্মীকে রাজার পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। “বক্ষস্যসজ্যটমুখং বসন্তী রেজে সপত্নীরহিতেব লক্ষ্মীঃ” (রঘু—১৪।৮৬)। পৃথিবীও রাজপত্নীরূপে কল্পিত হন। মল্লিটীকা দ্রষ্টব্য।

৯। বসুধাধিপঃ—‘মেনে’-ক্রিয়ার কর্ত্তা। বসুধায়া অধিপঃ (বষ্টীতৎ)। মহীপাল। অধিপাতীতি অধি-পা+ক=অধিপঃ। বসু দধাতি ইতি বসু-ধা+ক=“আতোহমুপসর্গে”। পৃথিবীও দিলীপের তৃতীয় পত্নী ছিলেন—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। মল্লিটীকা দ্রষ্টব্য।

বাচ্যপরিবর্ত্তন—.....বসুধাধিপেন আত্মা কলত্রবান্।

মন্তব্য—‘সমুচ্চয়’ অলঙ্কার। সুদক্ষিণার সহিত রাজলক্ষ্মীর তুলনা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই উপমা ব্যঙ্গ্য এবং গুণীভূত।

দিলীপ সুদক্ষিণায় পুত্রোৎপত্তির আশায় অধীর আগ্রহে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

তস্যামাত্মানুরূপায়ামাত্মজন্মসমুত্প্রসুকঃ।

খিলম্বিতকলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ ॥ ২২ ॥

অর্থ—সঃ (তিনি অর্থাৎ দিলীপ) আত্মানুরূপায়াম্ (নিজেন অমুরূপ)

তশ্চাম্ (তাঁহাতে, অর্থাৎ পত্নী সুদক্ষিণার গর্ভে) আত্মজন্মসমুৎসুকঃ (পুত্রোৎপত্তির আশায় নিতান্ত উৎসুক হইয়া) বিলম্বিতফলৈঃ (যাহার ফলপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হইতেছিল) মনোরথৈঃ (মনোরথ অবলম্বনপূর্বক) কালং (কাল) নিনায় (খাপন করিতে লাগিলেন)।

বাস্তালা—তিনি নিজের অনুরূপ পত্নী সুদক্ষিণার গর্ভে পুত্রোৎপত্তির আশায় নিতান্ত উৎসুক হইয়া বিলম্বিত-ফল মনোরথ অবলম্বনপূর্বক কাল খাপন করিতে লাগিলেন।

Eng.—Anxious to see the birth of a son to her who was (in every respect) worthy of himself, he passed his time in (fond) hopes, the fulfilment whereof was long delayed.

মল্লিনাথ—তশ্চামিতি।—সঃ রাজা আত্মরূপায়াং তস্যাম্ আত্মনঃ জন্ম যস্য অসৌ আত্মজন্মা পুত্রঃ তস্মিন্ সমুৎসুকঃ, যদ্বা আত্মনে জন্মনি পুত্ররূপেণ উৎপত্তৌ সমুৎসুকঃ সন্, “আত্মা বৈ পুত্রনামাসি” ইতি শ্রুতেঃ। বিলম্বিতং ফলং পুত্রপ্রাপ্তিকং যেষাং তৈঃ মনোরথৈঃ, কদা মে পুত্রো ভবেৎ ইত্যশাভিঃ কালং নিনায় খাপয়মাস।

সারাংশ—সুদক্ষিণায়াং পুত্রোৎপত্তৌ ভ্রূশম্ অভিলাষুকঃ স রাজা দিলীপঃ কদা মে পুত্রো ভবিষ্যতীত্যশয়া কালং নিনায়।

টিপ্পনী—১। তস্যাম্—অধিকরণে সপ্তমী। সুদক্ষিণাতে, অর্থাৎ সুদক্ষিণার গর্ভে।

২। আত্মরূপায়াং—‘তস্যাম্’ পদের বিশেষণ। আত্মনঃ অনুরূপা (যষ্টিতৎ), তস্যাম্। অনুরূপং রূপং অস্যাঃ (বহু)=অনুরূপা। নিজের অনুরূপ—অর্থাৎ কুলশীলসৌন্দর্যাদিতে সমান।

৩। আত্মজন্মসমুৎসুকঃ—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। পুত্রোৎপত্তির আশায় নিতান্ত উৎসুক হইয়া। আত্মনঃ (স্বশরীরাত্) জন্ম যস্য (বহু) সঃ আত্মজন্মা (পুত্র) “অবর্জ্যো বহুব্রীহির্বাধিকরণো জন্মাত্মান্তরপদঃ” ইতি বামনবচনাত্। তস্মিন্ সমুৎসুকঃ (৭মীতৎ)। সম্যক্ উদ্ উত্তোগং সবতি স্মনোতি বা ইতি সম্-উৎ-স্ম+কিপ্,+সংজ্ঞায়াঃ কন্। যদ্বা, সম্-উৎ-স্ম+ডু (কিপ্ বা) ততঃ কন্।

অথবা, আত্মনো জন্ম (পুত্ররূপেণ উৎপত্তিঃ) তস্মিন্ সমুৎসুকঃ। শাস্ত্রে আছে পতি সন্তানরূপে জায়াতে জন্মলাভ করে। এইজন্য পত্নীর নাম ‘জায়া’ (জায়তে অশ্রাম)। “অঙ্গাদঙ্গাং সম্ভবসি শরীরাদভিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি জীব ত্বং শরদাং শতম্॥” “জায়ায়াস্তু কি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ” (মহা—৯।৮)। তস্যাম্ আত্মজন্মসমুৎসুকঃ ইতি সাপেক্ষহত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ ইতি অরুণগিরিনাথঃ ॥

৪। বিলম্বিতফলৈঃ—‘মনোরথৈঃ’ পদের বিশেষণ। বিলম্বিতং ফলং (পুত্রপ্রাপ্তিরূপং)। যেযাং তৈঃ (বহু)। বাহার পুত্ররূপফলপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হইতেছিল। বিলম্বঃ সজ্ঞাতঃ বস্তু ইতি বিলম্ব + ইতচ্ (তারকাভিভাঃ)। অথবা, বি-লম্ + ক্ত “জ্যোতিষ্করণে চ” (হ)।

৫। কালম্—‘নির্নায়’ ক্রিয়ার কম। সময়।

৬। নির্নায়—কর্তা ‘সঃ’। নী + লিট্, গল্। অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

৭। মনোরথৈঃ—সহযোগে তৃতীয়া। বিনাপি ততোগং তৃতীয়া “বুদ্ধো যুনা—” ইতি নির্দেশাৎ। ইচ্ছার সহিত বা আশায়। মন এব রথোহত্র; মনোরথ ইব বা (ভাহুজি)।

বাচ্যপরিবর্তন—...সমুৎসুকেন তেন...কালঃ নিজে।

দিলীপ পুত্রকামনায় বৈধ কর্মাহুষ্ঠানের নিমিত্ত মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিলেন।

**সন্তানার্থায় বিধয়ে স্বভুজাদ্বতারিতা।**

**তেন ধূর্জগতো গুর্বা সচিবেষু নিচিন্দিপে ॥ ১৪ ॥**

অর্থ—তেন (দিলীপ কর্তৃক) সন্তানার্থায় (পুত্রোদ্দেশ্যে) বিধয়ে (বৈধ কর্মাহুষ্ঠানের নিমিত্ত) স্বভুজাৎ (স্বয় ভূজযুগল হইতে) অবতারিতা (অবতারিত করিয়া) জগতঃ (জগতের বা রাজ্যের) গুর্বা (গুরু) ধুঃ (ভার) সচিবেষু (মন্ত্রিগণের উপর) নিচিন্দিপে (অর্পণ করিলেন)।

বাক্য—তিনি পুত্রোদ্দেশ্যে বৈধ কর্মাহুষ্ঠানের নিমিত্ত জগতের গুরুভার স্বয় ভূজযুগল হইতে অবতারিত করিয়া মন্ত্রিগণের উপর সমর্পণ করিলেন।



**Eng.**—In order to perform some ceremony with a view to get issue, the heavy yoke of the world was taken down by him from his arms and laid on his ministers.

**মল্লিনাথ**—সন্তানোতি । তেন দিলোপেন সন্তানঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তস্মৈ সন্তানার্থায় বিধয়ে অহুষ্ঠানায় স্বভূজাং অবতারিতা অবরোপিতা জগতঃ লোকস্য গুৰ্বী ধুঃ ভারঃ সচিবেষু নিচিক্ষিপে নিহিতা ।

**সারাংশ**—দিলোপঃ পুত্রপ্রয়োজনকং ব্রতম্ অহুষ্ঠাতুং রাজ্যভারম্ অমাত্যেণ পুনরাদানায় হস্তবান্ ।

**টিপ্পনী**—১। সন্তানার্থায়—‘বিধয়ে’ পদের বিশেষণ।—সন্তানঃ অর্থঃ (প্রয়োজনম্) যস্য (বহুব্রীহি) তস্মৈ । সন্তানোতি (বংশম্) ইতি সম্-তন+ণ কতরি; “তনোতেঃ” (বা) । পুত্র । “সন্তানঃ সন্ততো গোত্রে শ্রাদ্ধপতো স্কুরজমে” ইতি মেদিনী । পুত্রোদ্দেশে ।

২। বিধয়ে—তাদর্থ্যে চতুর্থী । বি-ধা+কি । (বৈধ) কর্মাহুষ্ঠানের নিমিত্ত ।

৩। স্বভূজাং—অপাদানে পঞ্চমী । স্বস্ত ভূজঃ (যষ্টিতং) তস্মাৎ । “ঋষমপায়েহপাদানম্” । নিজ হস্ত হইতে ।

৪। অবতারিতা—‘ধুঃ’ পদের বিশেষণ । অব-ত্+গিচ্+ক্ত, কর্মণি । অবতারিত করিয়া ।

৫। ধুঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা । ধু-শব্দ জ্রীলিঙ্গ (ধুঃ, ধুরো, ধুরঃ) শব্দটির অগ্রভাগস্থিত কাষ্ঠকে ধু বলে । এখানে তার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । “ধুঃ শ্রাদ্ধ যানমুখে ভারে” যাদবঃ । “ইতি কবিসময়েনোক্তং” (চারিত্রবর্দ্ধন) ।

৬। জগতঃ—শেষে যষ্টি । গম্+ক্ৰিপ্=জগৎ (ক্রীং) ; অথবা গম্+অতি (উপাদি), শত্ৰুবাদদেশঃ । জগতের ।

৭। গুৰ্বী—‘ধুঃ’ পদের বিশেষণ । গুরু+ভীপ্ জ্রিয়াঃ “বোতো গুণবচনাৎ” । বিকল্পে ‘গুরুঃ’ । “গুৰ্বীতি প্রকৃতকার্যস্য গুরুতরং ত্যোতয়তি” (অরুণগিরি) । গুরুতর ।

৮। সচিবেষু—বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। অমাত্যগণের উপর। সচনম্—  
“ষচ সমবাসে” “সর্বধাতুভ্য ইন্”। সচিং বাতি ইতি সচি-বা+ক (“আতোহ্মপ-  
সর্গে”) সচিবঃ।

৯। নিচিক্ষিপে—কর্তা ‘তেন’। নি-ক্ষিপ+লিট্ এ কর্মণি। নিক্ষিপ্ত  
হইয়াছিল। সমর্পণ করিয়াছিলেন।

বাচ্যপরিবর্তন—……সঃ অবতারিতাং গুবীং ধুরং নিচিক্ষিপ।

দিলীপ ও সুদক্ষিণা কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রমভিন্নুখে যাত্রা করিলেন।

১০

अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया।

तौ दम्पती वशिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुरাশ্রমम् ॥ ১৫ ॥

অধ্বয়—অথ (অনন্তর) প্রযতো (শুদ্ধ হইয়া) তো (সেই) দম্পতী  
(রাজদম্পতী, অর্থাৎ দিলীপ ও সুদক্ষিণা) পুত্রকাম্যয়া (পুত্রকামনায়)  
বিধাতারম্ (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে) অভ্যর্চ্য (অর্চনা করিয়া) গুরোঃ (কুলগুরু)  
বশিষ্ঠস্ত (বশিষ্ঠের) আশ্রমং (আশ্রমে) জগ্মতুঃ (যাত্রা করিলেন)।

বাজালা—অনন্তর সেই রাজদম্পতী (দিলীপ ও সুদক্ষিণা) শুদ্ধ হইয়া  
পুত্রকামনায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অর্চনা করিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাত্রা  
করিলেন।

**Eng.**—After having worshipped the god Brahmā with  
the desire of getting a son, the self-controlled and purified  
(royal) couple started for the hermitage of Vas'istha—their  
spiritual preceptor.

মল্লিনাথ—অথেতি। ধুরোহবতারানন্তরং আত্মনঃ পুত্রৈচ্ছয়া। “কাম্যচ্চ”  
ইতি পুত্রশব্দাৎ কাম্যচ্-প্রত্যয়ঃ, “অ প্রত্যয়াৎ” ইতি পুত্রকাম্যধাতোরকার-  
প্রত্যয়ঃ, ততষ্টাপ্, তয়া। তো দম্পতী জায়াপতী। “রাজদত্তাদিহু” জায়া-  
শব্দস্ত দমিতি নিপাতনাত সাধু। প্রযতো পুতৌ বিধাতারং ব্রহ্মাণম্ অভ্যর্চ্য।  
“স থলু পুত্রার্থভিক্রপাস্ততে” ইতি মাত্ৰিকাঃ। গুরোঃ কুলগুরোর্বশিষ্ঠস্ত আশ্রমং  
জগ্মতুঃ পুত্রপ্রাপ্ত্যুপায়াপেক্ষয়েতি শেষঃ।

সার্বাংশ—তৌ স্তদক্ষিণাদিলীপৌ পুত্রপ্রাপ্তয়ে প্রথমং প্রজাপতিং সমুপাস্য  
ততঃ গুরোর্বশিষ্ঠস্য আশ্রমং যবতুঃ ।

টিপ্পন—১। অথ অনন্তর। অব্যয়। রাজ্যভার অর্পণের পর।

২। অভ্যর্চ্য—অর্চনা করিয়া। কর্তা ‘দম্পতী’। অভি—অর্চ + ল্যপ্।  
কর্ম, ‘বিধাতারম্’।

৩। বিধাতারম্—‘অভ্যর্চ্য’ ক্রিয়ার কর্ম। বিশেষণ দধাতীতি বিধাতা।  
ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা বলিয়া পুত্রার্থিগণের সেবা। বি—ধা + তৃচ্ অথবা  
তৃন্।

৪। প্রযতো—‘দম্পতী’ পদের বিশেষণ। প্রকর্ষণে যতো (প্রাদিতং) ;  
যম্ + ক্ত কর্তরি। উপবাসাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া।

৫। পুত্রকাময়া—হেতো তৃতীয়া। পুত্রকামনায়। আত্মনঃ পুত্রেচ্ছা  
পুত্র + কাম্যচ্. ‘কাম্যচ্’। পুত্রকাম্য + অ—“অ প্রত্যয়াৎ” ; ততঃ স্ত্রিয়াং  
টাপ্ = পুত্রকাম্যা, তয়া।

৬। দম্পতী—‘জগ্মতুঃ’ ক্রিয়ার কর্তা। জায়া চ পতিশ্চ (দ্বন্দ্ব) = (১)  
দম্পতী (২) জম্পতী (৩) জায়াপতী। রাজদত্তাদিগণে পাঠাৎ জায়াশব্দস্য  
‘দম্’ ভাবঃ ‘জম্’ ভাবো বা নিপাতাতে। দিলীপ ও স্তদক্ষিণা।

৭। বশিষ্ঠস্য—শেষে যষ্ঠী। ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু। বশ্ + কর্তরি অচ্,  
ভাবে অপ্ বা = বশঃ (আত্মসংযম)। বশঃ অস্তি অস্যা ইতি বশ + ইনি = বশী ;  
অতিশয়েন বশী ইতি বশী + ইষ্টন্—“অতিশায়নে তমবিশ্টনৌ” = বশিষ্ঠঃ।  
বসিষ্ঠঃ এই বানানও হয়। বসু বিজ্ঞাতে অস্যা ইতি বসু + অস্ত্যর্থো মতুপ্।  
অতিশয়েন বসুমান্ ইতি বসুমৎ + ইষ্টন্—“বিশ্মতোলুক্” ইতি মতুপো লুক্,  
বসিষ্ঠঃ। সেইরূপ বশবৎ + ইষ্টন্ = বশিষ্ঠঃ।

৮। গুরোঃ—শেষে যষ্ঠী। গুরুর। “নিষেকাদীনি কৰ্মাণি যঃ করোতি  
যথাবিধি। সন্তাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুকচ্যতে ॥” (মহাসংহিতা—২।১৪২)।

৯। জগ্মতুঃ—কর্তা ‘দম্পতী’। গম্ + লিট্ অতুস্। যাত্রা করিলেন।

১০। আশ্রমম্—‘জগ্মতুঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। আ-শ্রম্ + ঘঞ্ অধিকরণে, করণে

বা—“নোদাতোপদেশস্ত মাস্ত্রান্চামেঃ” ইতি ন বুদ্ধিঃ। যদ্বা, আ (সমস্তাং) প্রমঃ অত্র (বহ)—স্বধর্মসাধনক্লেশাৎ। আশ্রমে।

বাচ্যপরিবর্তন—...প্রযত্নাভ্যাং তাত্ভ্যাং দম্পতীভ্যাম্ আশ্রমে জগে।

তীহারঃ একই রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

ল্লিগ্ধগম্মীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।

৭৬ প্রাবৃষেয়ং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিহ- ॥ ২৬ ॥

অর্থ—ল্লিগ্ধগম্মীরনির্ঘোষম্ (মধুর এবং গম্ভীর শব্দযুক্ত) একং (একই) স্যন্দনম্ (রথে), আস্থিতৌ (আরোহণ করিয়া) (অতএব) (ল্লিগ্ধগম্মীর-নির্ঘোষম্) প্রাবৃষেয়াং (বর্ষাকালীন) পয়োবাহম্ (জলধরে) (আস্থিতৌ) বিদ্যুদৈরাবতৌ ইব (বিদ্যুৎ ও ঐরাবতের ত্রায়) (স্থিতৌ)।

বাক্সালা—তীহারঃ মধুর এবং গম্ভীর শব্দযুক্ত একই রথে আরোহণ করিয়া বর্ষাকালীন জলধরে সমাকৃষ্ট বিদ্যুৎ এবং ঐরাবতের ত্রায় গমন করিতে লাগিলেন।

Eng.—They drove in a single chariot which made a deep but agreeable rumbling, and (therefore) looked like lightning and Airāvata riding (together) on a cloud of the rainy season.

অল্লিনাথ—ল্লিগ্ধেতি। ল্লিগ্ধঃ মধুরো গম্ভীরো নিবোষো यस্য তম্, একং স্যন্দনং রথম্। প্রাবৃষি ভবঃ প্রাবৃষেয়াঃ। “প্রাবৃষ এণ্য” ইতি এণ্য-প্রত্যয়ঃ। তং প্রাবৃষেয়াং পয়োবাহং মেঘং বিদ্যুদৈরাবতৌ ইব আস্থিতৌ আকৃষ্টৌ জগতুঃ ইতি পূর্বেন সম্বন্ধঃ। ইরা আপঃ। “ইরা ভুবাক্ষুরাস্ত্র স্যাৎ” ইত্যমরঃ। ইরাবান্ সমুদ্রস্তত্র ভব ঐরাবতঃ অত্রমাতঙ্গঃ। “ঐরাবতাত্রমাতঙ্গৈরাবণাত্রমু-বল্লভাঃ” ইত্যমরঃ। অত্রমাতঙ্গত্বঞ্চাত্রহৃদ্বাদত্ররূপত্বাচ্চ ইতি ক্ষীরস্বামী। অতএব মেঘারোহণং বিদ্যুৎসাহচর্য্যঞ্চ ঘটতে। কিঞ্চ বিদ্যুত ঐরাবতসাহচর্য্যাদেব ঐরাবতী সংজ্ঞা ঐরাবতস্য স্ত্রী, ঐরাবতীতি ক্ষীরস্বামী। তস্মাৎ সূচকুং বিদ্যুদৈরাবতাবিহেতি। একরথারোহণোক্ত্যা কাণ্যসিদ্ধিবীজং দম্পত্যোরত্যস্ত-সৌমনস্যং সূচয়তি।

সারান্বশ—ঐরাবতস্তৎপ্রিয়া বিদ্যুচ্চ বর্ষাস্ত্র ল্লিগ্ধগম্মীরধ্বনিশালিনি মেঘে

যথা শোভেতে, তথৈব রাজা দিলীপস্তৎপত্নী স্নদক্ষিণাপি স্নিগ্ধগন্তীরধ্বনিশালিনি  
রথে শোভেতে স্ম ।

**টীকাস্তর**—“...একং সাধারণং রথমধিষ্ঠিতৌ । অনেন মার্গেইপি  
পরম্পরাঙ্গসঙ্গযুক্তম্ । ...বিদ্যাদৈরাবর্তৌ তড়িশ্চৈবৌ । ঐরাবতসম্বন্ধাদেব  
বিদ্যাদৈরাবর্তীত্যাচ্যতে—“চম্পাশতহুদাহাদিগ্নৈরাবত্যাঃ ক্ষণপ্রভা” ইত্যমরঃ ।  
...পয়োবাহং মেঘমিবেতু্যপমা । মেঘস্যোপরি মেঘস্থিতিঃ সম্ভবতীত্যাঙ্কং রামায়ণে ।  
—মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভাস্তি সক্তাঃ ইতি । অতএব নোৎপ্রেক্ষা । সাধারণং  
ধর্মমাত্ৰ স্নিগ্ধগন্তীরনির্বোধমিতি ।” ( নায়ায়ণঃ ) ।

“...অথবা ঐরাবতগজসাপি মেঘরূপস্বং তদুপরি সঞ্চরচ্চ ভবতি ।  
“ঐরাবতোহভ্রমাতঙ্গ” ইতি হ্যায়ুধঃ । “ঐরাবতং বিজানীয়াত্তাগমম্বদগোচরম্”  
ইতি কাত্যায়নঃ । ইন্দ্রধনুর্বাচিষে নপুংসকতা স্যাৎ ।” ( অরুণগিরিঃ ) ।

“মেঘস্যোপরি সঞ্চরিস্কুর্মেঘশ্চৈরাবত...মেঘস্যোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত  
উচ্যতে” ইতি দক্ষিণাবর্তঃ” । ( চারিত্রবর্দ্ধনঃ ) ।

**টিপ্পানী**—১ । স্নিগ্ধগন্তীরনির্বোধম্—‘স্যান্দনম্’ এবং ‘পয়োবাহম্’ পদের  
বিশেষণ । স্নিগ্ধচ্চাসৌ গন্তীরশ্চ ( বিশেষণদ্বয়েন কর্মধারয়ঃ ) = স্নিগ্ধগন্তীরঃ ।  
স্নিগ্ধগন্তীরঃ নির্বোধঃ যস্য সঃ ( বহুব্রীহি ) তম্ । স্নিগ্ধ ও গন্তীর শব্দযুক্ত । রথ  
এবং বর্ষাকালীন মেঘ—উভয়েরই স্নিগ্ধ এবং গন্তীর ধ্বনি । মেঘদূতে কালিদাস  
বলিয়াছেন—“সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগন্তীরবোধম্” ( মেঘদূত—২।১ ),  
“মন্ত্রস্নিগ্ধধ্বনিভিরবলাবেগিমোক্ষোংস্ককানি” ( মেঘদূত—২।৩৯ ) । স্নিগ্ধ ( প্রীতৌ )  
+ ক্ত, অকর্মকত্বাৎ ; “বা ক্রুহ—” ইতি বা ঘঃ = স্নিগ্ধঃ—মধুর ।—গন্তীর =  
‘গন্তীরাদয়শ্চ’ ইতি “গন্তীরগন্তীরৌ” ( উপাদি ) ইতি বা নিপাতিতৌ । স্নিগ্ধ +  
ঘৃষ্ + ঘঞ্ = নির্বোধঃ—শব্দ । “স্বাননির্বোধনির্হাদনাদনিস্বাননিস্বনাঃ” ইত্যমরঃ ।

২ । একম্—‘স্যান্দনম্’ পদের বিশেষণ । একই । ইহা হইতে বুঝা যায়  
যে, প্রাচীনকালে রাজা ও রাণী এক রথে আরোহণ করিতেন না—  
‘According to the ancient custom of India kings and queens  
do not drive in one and the same carriage.’ ( Kale. )

৩ । স্যান্দনম্—‘আস্থিতৌ’ ক্রিয়ার কর্ম । রথে । স্যান্দতে ইতি স্যান্ +  
যুচ্—“চলনশব্দার্থাদিকম্ কাহ্যচ্ ।”

৪। আস্থিতো—কর্তা ‘তো’ দম্পতী’ (শ্লোক ৩৬)। আক্লুত হইয়া।  
-স্থা+ক্ল, কর্তরি।

৫। প্রাবৃষণ্যম্—‘পয়োবাহম্’ পদের বিশেষণ। বর্ষাকালীন। প্র-বৃষ্-  
-কিপ্=প্রাবৃট্; “নহিবৃতিবৃষিব্যধিকৃচিস্তিতনিষ্ কৌ” ইতি দীর্ঘত্বম্! প্রাবৃষি  
ৎ ইতি প্রাবৃষ্+এণ্যঃ, “প্রাবৃষি এণ্যঃ”=প্রাবৃষণ্য। বর্ষাকালীন মেঘেরই  
রূপ এবং গম্ভীর ধ্বনি হয়।

৬। পয়োবাহম্—‘আস্থিতো’ ক্রিয়ায় কর্ম। মেঘ। পয়াংসি বহতীতি  
য়স্+বহ্+অন্=পয়োবাহঃ। ‘শ্রুন্দনম্’ পদের উপমান।

৭। বিদ্যাদৈরাবতো—দম্পতীর উপমান। বিদ্যাৎ এবং ঐরাবত।  
দ্যচ্চ ঐরাবতশ্চ (দ্বন্দ্ব)=বিদ্যাদৈরাবতো। বিশেষণে ছোততে ইতি বি-দ্যাৎ  
-কিপ্=বিদ্যাৎ। ইরা উদকানি সন্ত্যস্মিন্ ইতি ইরা+মতুপ্=ইরাবান্ (সমুদ্রঃ)  
স্মিন্ ভবঃ ইতি ইরাবৎ+অণ্ “তত্র ভবঃ”=ঐরাবতঃ। মেঘের উপরে যে মেঘ  
কে তাহাকে ‘ঐরাবত’ বলে (দক্ষিণাবর্ত—টীকাস্তর দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রহস্তী বলিয়া  
রাবতের যে প্রসিদ্ধি আছে—উহা মেঘ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদাদিতে  
ঐ জলদাতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি মেঘ চালনা করিয়া পৃথিবীতে জল  
বর্ষণ করেন। অতএব তাঁহার বাহন ঐরাবত, অর্থাৎ মেঘ। বর্ষার আকাশে  
খন মেঘ ঘটা করিয়া আসে, তখন মেঘের স্তরপরস্পরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি  
হিতে পারা যায়। ঐ মেঘ কোন কোন সময়ে হস্তীর আকার ধারণ করে।  
গলিদাস মেঘদূতে মেঘের সহিত হস্তীর রূপসাদৃশ্যের কথা বলিয়াছেন (“পরিণত-  
জপ্রেক্ষণীয়ম্”)। ক্ষীরস্বামী ‘অভ্রমাতঙ্গ’ শব্দের ব্যাখ্যায় ‘অভ্ররূপত্বাৎ’ এই কথা  
লিয়াছেন। বিদ্যাৎ মেঘের কান্তা। তাই বিদ্যাতের পর্যায়-শব্দ হইয়াছে  
‘ঐরাবতী’ (ঐরাবতস্ত স্ত্রী)। কালিদাসও মেঘদূতে বলিয়াছেন, “বিদ্যাস্তব্ধঃ  
‘লিতবনিতা’” (২।১) “চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যাৎকলত্রঃ” (১।৪১)) অতএব  
‘ঐরাবত’ শব্দে মেঘের উপরে যে মেঘ তাহাকেই বুঝাইতেছে। “ঐরাবতোহভ্র-  
তঙ্গে নারদে লকুচ্ছমে। নাগভেদে চ পুংসি স্রাৎ বিদ্যাতভ্বেদয়োঃ স্ত্রিয়াম্।  
পুংসকং মহেন্দ্রস্ত ঋজুদীর্ঘশরাসনে॥”—এস্থলে মেঘের সহিত রথের, মেঘের  
পরে যে মেঘ তাহার সহিত দিলীপের এবং বিদ্যাতের সহিত স্ত্রীদক্ষিণার তুলনা  
রা হইয়াছে। টীকাকার অরুণগিরি বলেন যে ঐরাবত-শব্দ রামধনুকেও  
ইন্দ্রধনু) বুঝায়—কিন্তু, উহা উক্ত অর্থে ক্ৰীবলিঙ্গ। অতএব উপমান ও

উপমেয়ের ভিন্নলিঙ্গতা দোষ হইবে বলিয়া উক্ত অর্থ গ্রহণ করা যায় ন  
টীকাস্তর দ্রষ্টব্য।

বাচ্যপরিবর্তন—... আস্থিতাত্যাম্.....বিদ্যদৈরাবতাত্যাম্।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। টিপ্পনী—(৭) দ্রষ্টব্য।

তাহারা অল্প পরিজনযুক্ত হইলেও তেজঃপ্রভাবে তাঁহাদিগকে সেনাপরিবৃত বলিয়া  
হইতে লাগিল।

মাম্বুদাশ্রমপীড়িতি পরিমেয়পুরঃসরৌ।

অনুভাববিশেষাৎ, সেনাপরিবৃত্যবিব<sup>১</sup> ॥ ২৭ ॥

অর্থ—আশ্রমপীড়া ( আশ্রমের উপদ্রব ) মা ভূং ( না হউক ) ইতি ( এ  
বিবেচনা করিয়া ) পরিমেয়পুরঃসরৌ ( অল্পসংখ্যক পরিচারক সঙ্গে লইলেন  
তু ( কিন্তু ) অনুভাববিশেষাৎ ( তেজঃপ্রভাবে ) সেনাপরিবৃতৌ ইব ( যেন দৈঃ  
পরিবৃত হইয়া ) ( স্থিতৌ )।

বাক্যলা—পাছে আশ্রমের কোন উপদ্রব হয় এই বিবেচনা করি  
তাঁহারা ( দ্বিনীপ ও সুদক্ষিণা ) অল্পসংখ্যক পরিচারক সঙ্গে লইলেন ; কি  
তেজঃপ্রভাবে তাঁহাদিগকে যেন সৈন্ত-পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

Eng.—With the view that there should be no disturbance  
to ( the peace of ) the hermitage, they had only a limited  
number of attendants ; but, they appeared, as if, surrounded  
by an army on account of their peculiarly dignified lustre.

মল্লিনাথ—মাতৃদিত্তি—পুনঃ কিন্তুতো দম্পতী ? আশ্রমপীড়া মা ভূং  
অস্থিতি হেতোঃ। “মাঙি লুঙ্” ইত্যাদির্থে লুঙ্ ; “ন মাঙ্ যোগে  
ইত্যাদগমনিষেধঃ। পরিমেয়পুরঃসরৌ পরিমিতপরিচারকৌ, অনুভাববিশেষাৎ  
তেজোবিশেষাৎ, সেনাপরিবৃতৌ ইব স্থিতৌ।

সারাংশ—আশ্রমপীড়াপরিহারায় অল্পসংখ্যকৈরেব পরিচারকৈঃ সাব  
প্রস্থিতাবপি তৌ দম্পতী লোকোত্তরেণ তেজসা অসংখ্যসৈন্তসমস্থিতাবিব বভূবুঃ

১. “পরিগতাবিব”—ইতি নারায়ণধৃতপাঠান্তরম্।

**টিপ্পনী—১।** মা ভূং—মা+অভূং। ‘মাঙ্’ এই অব্যয়যোগে ‘অভূং’ ক্রিয়ার অকারের লোপ হইয়াছে। “ন,মাঙ্ যোগে”। ভূ+লুঙ্ দ=অভূং। কর্তা ‘আশ্রমপীড়া’।

২। আশ্রমপীড়া—‘অভূং’ ক্রিয়ার কর্তা। আশ্রমশ্র পীড়া (ষষ্ঠীতৎ)। আশ্রম—শ্লোক ৩৫ দেখ। “তপোবননিবাসিনামুপরোধো মাভূং” (শাকুন্তল—১)। আশ্রমের বিষয়।

৩। ইতি—অব্যয়। এই হেতু।

৪। পরিমেয়পুরঃসরো—‘দম্পতী’র বিশেষণ। পরিমেয়াঃ পুরঃসরাঃ যয়োঃ, তো (বহুব্রীহি)। অল্পসংখ্যক পরিজন সঙ্গে লইয়া। পরিমাভূং শক্যাঃ ইতি পরি-মা+যৎ কর্মণি=পরিমেয়াঃ। পুরঃ সরন্তি যে (উপপদতৎ)—পুরঃ-স্+ট। পূর্ব+অস্=পুরঃ (‘অস্তাতি’ প্রত্যয় হইলে পুরস্তাৎ। “পূর্বাধবাবরাণামসি পুরধ বশৈঃস্বাম্” ইতি পূর্বস্ত পুরাদেশঃ)।

৫। অহুভাববিশেষাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। অহুভাবস্ত বিশেষঃ (ষষ্ঠীতৎ) তস্মাৎ। তেজঃপ্রভাবে। ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ; অহুগতঃ ভাবঃ=অহুভাবঃ (প্রাদিসমাস)। অহু-ভূ+ঘঞ্—এইরূপ বিশ্লেষণ হইতে পারে না, কারণ ভূ-ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকিলে ঘঞ্—প্রত্যয় হয় না—“শ্রিগীতুবোহহুপসর্গে”। “অহুভাবঃ প্রভাবে চ সতাং চ মতিনিশ্চয়ে” ইত্যমরঃ। “অনভিভবনীরতাহেতুভূতাং প্রভাবাতিশয়াৎ” (নারায়ণঃ)—বি-শিষ্+ঘঞ্=বিশেষঃ।

৬। সেনাপরিবর্তো—‘দম্পতীর’ বিশেষণ। সেনয়া পরিবর্তো (তৃতীয়া-তৎ) সৈন্তপরিবৃত্ত। সেনা—শ্লোক ১০ দ্রষ্টব্য। পরি-ব্+জ্ঞ=পরিবৃত্ত।

**বাচ্যপরিবর্তনঃ**—আশ্রমপীড়য়া মা ভূয়ত……পরিমেয়পুরঃসরাভ্যাম্... সেনাপরিবর্তাভ্যাম্।

**মন্তব্য**—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। নারায়ণ এই শ্লোকে ‘ভাবিক’ অলঙ্কার ও ধরিয়াছেন। এস্থলে অতীত নায়কবৃত্তান্তকে প্রত্যক্ষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। —“অত্র শ্লোকদ্বয়ে চিরাতীতস্ত নায়কবৃত্তান্তস্ত প্রত্যক্ষায়মাণতয়া দর্শিতত্বাৎ ভাবিকমলঙ্কারঃ।” (নারায়ণঃ)। “অদ্বুতস্ত পদার্থস্ত ভূতশ্রাৎ ভবিষ্যতঃ। যৎপ্রত্যক্ষায়মাণত্বং শুদ্ধাভিকমুদাকৃতম্॥” (সাহিত্যদর্পণে—১০।১২২)।



পথিমধ্যে স্তম্ভস্পর্শ সমীরণ তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল ।

**সেব্যমানৌ সুখস্পর্শঃ শালনির্যাসগন্ধিभिः ।**

**पुष्परेणुत्किरैर्वাতैराधूतवनराजिभिः ॥ ২৮ ॥**

**অর্থঃ**—স্তম্ভস্পর্শঃ ( স্তম্ভস্পর্শ ) শালনির্যাসগন্ধিভিঃ ( শালনির্যাসগন্ধবাহী )  
পুষ্পরেণুৎকিরৈঃ ( পুষ্পপরাগসংযুক্ত ) আধূতবনরাজিভিঃ ( বনরাজি দ্বিষৎ কল্পিত  
করিয়া ) বাতৈঃ ( সমীরণ কর্তৃক ) সেব্যমানৌ ( সেব্যমান হইয়া, অর্থাৎ তাঁহাদের  
সেবা করিতে লাগিল ) ।

**বাঙ্গালা**—স্তম্ভস্পর্শ, শালনির্যাসগন্ধবাহী এবং পুষ্পপরাগসংযুক্ত সমীরণ  
বনরাজি দ্বিষৎ কল্পিত করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল ।

**Eng.**—( On their way ) they were fanned by the breeze agreeable to the touch, fragrant with odorous exudation of S'ala trees, scattering the pollens of flowers, and by which the groves of forests were gently shaken.

**মল্লিনাথ**—সেব্যমানাবিতি । পুনঃ কথ্যুতো? স্তম্ভঃ শীতলত্বাৎ প্রিয়ঃ  
স্পর্শো যেবাং তৈঃ, শালনির্যাসগন্ধিভিঃ সর্জতরুনিশ্চন্দগন্ধবত্তিঃ, “শালঃ সর্জতরুঃ  
স্বতঃ” ইতি শাস্ততঃ । উৎকিরন্তি বিক্ষিপন্তীতি উৎকিরাঃ, “ইণ্ডপথ” ইত্যাদিনা  
কিরতেঃ কপ্রত্যয়ঃ । পুষ্পরেণুনাং উৎকিরাৎ, আধূতা মান্দ্যাদীষৎকল্পিতা  
বনরাজয়ো বৈশ্ণবাতৈঃ সেব্যমানৌ ।

**সার্বাংশ**—শালনির্যাসস্বরভিঃ, কুসুমপরাগান্ বিকিরন্ত, বৃক্ষান্ চাকম্পয়ন্ত  
স্বরভিঃ মন্দগতিঃ শীতল সমীরণঃ মার্গে তোঁ সিববে ।

**টিপ্পনী**—১। সেব্যমানৌ—‘দম্পতী’র বিশেষণ । সেব্যমান হইয়া ।  
সেব্ + শানচ্ কর্মণি ।

২। স্তম্ভস্পর্শঃ—‘বাতৈঃ’ পদের বিশেষণ । স্তম্ভস্তীতি স্তম্ভঃ ( স্তম্ভকর )  
স্তম্ভ + অচ্ পচাদিত্বাৎ । স্তম্ভঃ স্পর্শঃ যেবাং তৈঃ ( বহুব্রীহি ) । স্তম্ভস্পর্শ ।

৩। শালনির্যাসগন্ধিভিঃ—‘বাতৈঃ’ পদের বিশেষণ । শালানাং ( সর্জতরুণাম্ )  
নির্যাসঃ ( বগীতং ) তন্ত্ৰ গন্ধঃ ( বগীতং ), স বিদ্যতে যেবাম্ ইতি শালনির্যাসগন্ধ  
+ ইনি = শালনির্যাসগন্ধি, তৈঃ । শালবৃক্ষের রসের গন্ধবহনকারী । নির্যাস—

রস, নিশ্চন্দ। “সালে তু সজ্জ'কার্য্যাসংকর্ণকাঃ সন্তসংবরঃ” ইত্যমরঃ। এখানে ‘শালনির্যাসগন্ধী’ শব্দটি “ন কর্মধারয়াৎ মত্বর্থাযো বহুব্রীহিস্চৈদমর্থপ্রতিপত্তিকরঃ”— এই নিয়মের বিষয়বহিত। অতএব ‘ইন’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ সাধু।

৪। পুষ্পরেণুংকিরৈঃ—‘বাতৈঃ’ পদের বিশেষণ। পুষ্পপরাগবিক্ষেপকারী। উৎকিরন্তীতি উৎকিরাঃ—উৎ+কৃ+ক—“ইণ্ডপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ”(স্ব)। পুষ্পাণাং রেণবঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেষাম্ উৎকিরাঃ (ষষ্ঠীতৎ), তৈঃ।

৫। বাতৈঃ—অনুজ্ঞে কর্তার তৃতীয়া। বায়ুকর্তৃক।

৬। আধূতবনরাজিভিঃ—‘বাতৈঃ’ পদের বিশেষণ। বনরাজিকে মন্দ মন্দ কম্পিত করিয়া। আ ঈষৎ ধূতাঃ কম্পিতাঃ (স্বপ্+স্বপা); বনানাং রাজয়ঃ (ষষ্ঠীতৎ); আধূতাঃ বনরাজয়ঃ যৈঃ (বহুব্রীহি) তৈঃ। ধু+জ্ঞ=ধূত।

বাচ্যপরিবর্তন—.....সেব্যমানাভ্যাম্।

মন্তব্য—সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণ বায়ুর বর্ণনা করিলে সেই বায়ুর তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া থাকেন—শৈত্য, মান্দ্য এবং সৌরভ। কোনও স্থলে ইহা বাচ্য এবং কোনও স্থলে ইহা গম্য। উভয়ের মধ্যে গম্যেরই (ধ্বনির) চমৎকারিত্ব অধিক। এই শ্লোকের ‘স্বথম্পশৈঃ’ শব্দের দ্বারা শৈত্য, ‘আধূত’ পদের দ্বারা মান্দ্য এবং ‘শালনির্যাসগন্ধিভিঃ’ পদের দ্বারা সৌরভ ধ্বনিত হইয়াছে। ইহার অনুরূপ শ্লোক—

“পূক্তস্তষারৈর্গিরিনিব'রাণামনোকহাকম্পিতপুষ্পগন্ধী।

তমাতপক্লান্তমনাতপত্রমাচারপূতং পবনঃ সিব্বেবে ॥”—(রঘু—২।১৩)।

“ভাগীরথানিব'রশীকরাণাং বোতা মুহঃ কম্পিতদেবদারুঃ।

ষদ্বায়ুরষ্টিমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবহঃ ॥

(কুমারসম্ভব—১।১৫)।

\* এস্থলে বায়ুর প্রত্যেক বিশেষণগুলি উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া “পরিকর” অলঙ্কার হইয়াছে। “উক্তির্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরঃ স্তুতঃ” (সাহিত্যদর্পণ)। এস্থলে স্তব্ধবোক্তি অলঙ্কারও আছে। অতএব উভয়ের সঙ্কর। “অত্র বিশেষণৈঃ বাতানাং শৈত্যাদিগুণযোগাৎ স্পৃহণীয়ত্বমুক্তম্। অতএব বিশেষণানাং

স্পৃহীয়তাভিপ্রায়হাং পরিকরোহ্লকারঃ.....অত্র চ স্বভাবোক্ত্যা সঠৈক  
বাচকাহুপ্রবেশলক্ষণঃ সঙ্করঃ । স্বভাবোক্তিস্ত ডিম্বাদেঃ স্বক্রিয়াক্রপবর্ণনমিতি” —  
( নারায়ণঃ ) ।

তাহারা পৰ্ব্বমধ্যে ময়ূরের কেকারব শ্রবণ করিতে লাগিলেন ।

**মনোঃমিরামাঃ পৃথ্ব্যন্তৌ রথনেমিস্বনোমুখৈঃ ।**

**ষড়্জসংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা মিন্না শিখয়িডমিঃ ॥ ২৬ ॥**

অন্বয় — রথনেমিস্বনোমুখৈঃ ( রথচক্রের গন্তীর রব শ্রবণে উন্মুখ ) শিখণ্ডিভিঃ  
( শিখিকুল কর্তৃক ) দ্বিধা ( দুই প্রকার—শুদ্ধ ও বিকৃত ভেদে ) ভিন্নাঃ ( বিভিন্ন )  
ষড়্জসংবাদিনীঃ (ষড়্জ স্বরের অন্তরূপ) (অতএব) মনোঃমিরামাঃ ( মনোহর )  
কেকাঃ ( কেকারব ) শৃণ্বন্তৌ ( শ্রবণ করিতে লাগিলেন ) ।

বাক্যানা—তাহারা ( পৰ্ব্বমধ্যে ) রথচক্রের গন্তীর রব শ্রবণে উন্মুখ শিখি-  
কুল কর্তৃক (দ্বীপুরুষভেদে) দ্বিধা উচ্চারিত ষড়্জস্বরের অন্তরূপ মনোহর  
কেকারব শ্রবণ করিতে লাগিলেন ।

**Eng.**—They listened to the cries of (wild) peacocks who  
looked up at the rattle of the car-wheels, which, being  
divided into two folds, were very charming to the mind and  
in conformity with the sadja note.

মল্লিনাথ—মনোঃমিরামা ইতি । রথনেমিস্বনোমুখৈঃ মেঘধ্বনিশঙ্করা  
উন্নমিতমুখরিতার্থঃ । শিখণ্ডিভির্ময়ূরৈর্দ্বিধা ভিন্নাঃ । শুদ্ধবিকৃতভেদেন,  
আবিষ্কৃতাবস্থায়ঃ চ্যুতাচ্যুতভেদেন বা ষড়্জো দ্বিবিধঃ, তৎসাদৃশ্যাৎ কেকা  
অপি দ্বিধা ভিন্না ইত্যাচ্যতে । অতএবাহ—ষড়্জসংবাদিনীরিতি । ষড়্ভ্যাঃ  
স্থানেভ্যো জাতঃ ষড়্জঃ । তদুক্তম্—“নাসাকৰ্ণমুরতালুজিহ্বাদন্তাংস সংস্পৃশন্ ।  
ষড়্ভ্যাঃ সংজায়তে বশ্যান্তস্যাৎ ষড়্জ ইতি স্বতঃ ॥” স চ তদ্বীকৰ্ণজন্মা স্বরবিশেষঃ ।  
“নিবাদৰ্ঘভগাকারষড়্জমধ্যমধৈবতাঃ । পঞ্চমশ্চেত্যমৌ সপ্ত তদ্বীকৰ্ণোথিতাঃ  
স্বরাঃ ॥” ইত্যমরঃ । ষড়্জেন সংবাদিনীঃ সদৃশীঃ । তদুক্তং মাতঙ্গেন—  
“ষড়্জং ময়ুরো বদতি” ইতি । মনোঃমিরামা মনসঃ প্রিয়াঃ । কে মুগ্ধি কায়ন্তি

নস্তীতি কেকা ময়ুরবাণ্যঃ। “কেকা বাণী ময়ুরশ্চ” ইত্যমরঃ। তাঃ কেকাঃ  
হস্তৌ। ইতি শ্লোকার্থঃ।

সারার্থঃ—রথশ্চ মন্ত্রসিদ্ধং ধ্বনিমাকর্ণ্য ঙ্গমেবধ্বনিশঙ্কয়া তদ্বনবাসিনো  
রাঃ মূল্য বড়জম্বরানুরূপং কেকাশব্দং চক্ৰুঃ। তৌ চ দম্পতী তং কেকাশব্দং  
হস্তৌ জগ্মতুঃ।

টীকাস্তর—“.....ষড়্জং সংবদিতুং সদৃশীকৃত্য বদিতুং শীলমাসামিতি  
ষড়্জসদৃশীরিতার্থঃ। “সদৃক্‌সদৃশসংবাদসজাতীয়ানুজীবিনঃ” ইতি দণ্ডী।  
ষড়্জং ময়ুরো বদতি ঋষভং চাতকো বদেৎ। অজা বদন্তি গাঙ্কারং ক্রৌঞ্চো  
তৈ মধ্যমম্। পুষ্পদাধারণে কালে কোকিলো বক্তি পঞ্চমম্। প্রার্টুকালে  
প্রাপ্তাপ্তে ধৈবতং দহরৌ বদেৎ। সর্বদা তু তথা দেবি নিষাদং ক্রবতে গজাঃ।”  
চ মাভঙ্গে।.....দ্বিধা ভিন্না ভেদেনোচ্চারিতাঃ।.....“নৃণামুরসি মন্ত্রস্ত  
বংশতিবিধো ধ্বনিঃ। ত এব কণ্ঠে মধ্যঃ স্রাৎ তারঃ শিরসি গীয়তে”—  
সঙ্গীতমণী। তারোহতুচ্চধ্বনিঃ। ‘উচ্চৈস্বরো ধ্বনিস্তারঃ।’ ইতি  
বৃহৎ। স চ দ্বিবিধঃ। স্নিগ্ধঃ বিস্ময়াদিষু, দৌষ্টো ভয়াদিষু। অত্র  
ঔপূর্বমহারাজাদিদির্শনে জনিতেন, বিস্ময়েন ভয়েন চ দ্বৈবিধ্যাসম্ভবঃ।  
..অনেন শ্লোকেন বদন্তিঃ ক্রিয়মাণশ্চ গীতরাগস্তানুভাবো দর্শিতঃ। অত্র  
বোক্তিঃ।”—(নারায়ণঃ)।

টীকানী-১। মনোহভিরামাঃ—‘কেকাঃ’ পদের বিশেষণ। মনসি  
ভিরামাঃ (৭মীতৎ); অভি—রম্ + ঘঞ্, অধিকরণে=অভিরামঃ।  
ভিরাম।

২। শৃংখলৌ—‘দম্পতী’র বিশেষণ। শ্রু + শতৃ, প্রথমা দ্বিবচন। শ্রবণ  
করিতে।

৩। রথনেমিস্বনোন্মুখৈঃ—‘শিখণ্ডিভিঃ’ পদের বিশেষণ। রথশ্চ নেমী  
তিতৎ; তয়োঃ স্বনঃ (ষষ্ঠীতৎ); রথনেমিস্বনেন উন্মুখাঃ (তৃতীয়াতৎ); উৎ  
মিতং মুখং যেবাং তে (বহু)=উন্মুখাঃ। রথচক্রের গন্তীর রবশ্রবণে উন্মুখ।  
কর প্রান্তদেশকে নেমি বলে। শ্লোক—১৭ উষ্টব্য। রথচক্রের গন্তীর রব  
শ্রবণে ময়ুর ও ময়ুরীগণ মেঘগর্জনদ্রমে উন্মুখ হইয়া শব্দ করিতে লাগিল। স্বন  
শব্দ=স্বনঃ।

৪। ষড়্‌জসংবাদিনীঃ—‘কেকাঃ’ পদের বিশেষণ। ষড়্‌ভাঃ স্থানেভ জাতঃ ইতি ষট্—জন+ড=ষড়্‌জঃ। (সেতার, এসরাজ, প্রভৃতি বাতাসস্ত্রব তন্ত্রী (তার) হইতে এবং কণ্ঠ হইতে উথিত স্বরবিশেষকে ‘ষড়্‌জ’ বলে নাসা, কণ্ঠ, বক্ষঃ, তালু, জিহ্বা এবং দন্ত—এই ছয়টি স্থানকে স্পর্শ করি নিগত হয় বলিয়া ইহার নাম ‘ষড়্‌জ’। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। এই ষড়্‌ স্বর সপ্ত স্বরগ্রামের প্রথম। স্বর সাতটি (স্বরগ্রামের বিস্তার অনুসারে) ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। ইহাকেই সংক্ষেপে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—বলা হয়। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ বলে যে, এই সপ্তস্বরের প্রতিনিধি প্রকৃতিরাজ্যে রহিয়াছে। যেমন, ময়ূরের ষড়্‌ স্বর—চাতকের ঋষভ—অজার গান্ধার—ক্রৌঞ্চের মধ্যম—কোকিলের পঞ্চম ভেকের ধৈবত—হস্তীর নিষাদ। সেইজন্য কালিদাস এই স্লোকে ময়ূরকে কেকাকে ‘ষড়্‌জসংবাদিনীঃ’—অর্থাৎ ষড়্‌জস্বরের অনুরূপ বলিয়াছেন ষড়্‌জঃ সংবাদিতুং সদৃশীকৃত্য বদিতুং শীলমাসামিতি ষড়্‌জ—সম্—বদ-গিনি+ভীপ্, স্ত্রিয়াম্=ষড়্‌জসংবাদিনীঃ।

৫। কেকাঃ—‘শৃংখলো’ ক্রিয়ার কর্ম। ময়ূর-রব। কে মূর্দ্ধনি কায়তি-‘কৈ শব্দে’ “অন্তোভ্যোহপি” ইতি ডঃ। “হলদন্তাং—” ইত্যলুক্। “কেকা বা ময়ূরস্ত” ইত্যমরঃ।

৬। দ্বিধা—ক্রিয়া-বিশেষণ। দ্বি+ধাচ্ প্রকারার্থে। দুই প্রকার। টীকার নারায়ণের মতে স্নিগ্ধ এবং দীপ্তভেদে দুই প্রকার। উচ্চস্বর স্নিগ্ধ এবং দীপ্ত হইয়া থাকে। বিস্ময়ে স্নিগ্ধ এবং ভয়ে দীপ্ত। এখানে অদৃষ্টপূর্ব মহারাজ দিলীপকে দেখিয়া বিস্ময় এবং ভয় হইয়াছিল—টীকান্তর দ্রষ্টব্য। মরি নাথের মতে শুদ্ধ এবং বিকৃত অথবা চ্যুত এবং অচ্যুতভেদে ষড়্‌ স্বর দুই প্রকার—“ষড়্‌জ is of two sorts, one form comes under শুদ্ধ (distinct), the other under বিকৃত (indistinct). The ষড়্‌জ is called শুদ্ধ, when it has four s’rutis (tones vibrations—, তন্ত্রীজাতো নাদঃ ঐতিহ্যতে) These are “কুমুদী মন্দা চন্দোবতাস্ত ষড়্‌জগাঃ,” namely তীব্রা, কুমুদী, মন্দা a চন্দোবতী। When ষড়্‌জ exclusively consists of these fo

Śrūtis, it comes to be called শুদ্ধ, otherwise বিকৃত। It is also further sub-divided into two parts, the one is called চ্যুত (broken), the other is অচ্যুত (unbroken).—Cf. “চ্যুতোহচ্যুতো দ্বিধা ষড়্জো দ্বিশ্ৰুতিবিকৃতো ভবেৎ”। The sound which appears in its last component part (ছন্দোবতী) is said to be অচ্যুত, when otherwise it is called চ্যুত। “চ্যুতো যস্তাং চতুর্থ্যাং ঞ্চতো স্থাপিতস্তস্তাঃ সকাশাং প্রচ্যুতঃ। মন্দাসংস্থিতঃ=দ্বিশ্ৰুতিকঃ অচ্যুতস্তস্তামেব ঞ্চতো অবস্থিতঃ। ছন্দোবতীঃ দ্বিশ্ৰুতিকঃ”—(Notes p. 15, Nandārgikar'। অনেক টীকাকারের মতে জীপুরুষভেদে দ্বিধা উচ্চারিত।

৭। ভিন্নাঃ—‘কেকাঃ’ পদের বিশেষণ। ভিদ+ক্ত। বিভিন্ন।

৮। শিখণ্ডিভিঃ—অনুজ্ঞে কতরি তৃতীয়া। ময়ূরগণ কতৃক। শিখণ্ডঃ (প্রশস্তং পুচ্ছম্) অস্তি এষামিতি শিখণ্ড+ইন্=শিখণ্ডিনঃ।

বাচ্যপরিবর্তন—..... শৃঙ্গদ্যাম্।

দিলীপ মৃগীলোচনে হৃদক্ষিণার অক্ষিসাদৃশ্য ও হৃদক্ষিণা মৃগলোচনে দিলীপের নয়নসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

পরস্পরান্নিসাদৃশ্যমদুরোক্তিতবর্মসু।

মৃগদ্বন্দ্বেষু পশ্যন্তৌ স্যন্দনাৰদ্বদৃষ্টিষু ॥ ৪০ ॥

অর্থ—অদুরোক্তিতবর্মসু (পথের অনতিদূরে অবস্থিত) স্তান্দনাবদ্ধদৃষ্টিষু (রথের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) মৃগদ্বন্দ্বেষু (মৃগমিথুনে) পরস্পরান্নিসাদৃশ্যম্ (পরস্পরের নেত্রসাদৃশ্য—অর্থাৎ মৃগীলোচনে হৃদক্ষিণার অক্ষিসাদৃশ্য ও মৃগলোচনে দিলীপের নয়নসাদৃশ্য) পশ্যন্তৌ (দেখিতে লাগিলেন)।

বাক্যলা—যে সমস্ত মৃগমিথুন পথের অনতিদূরে রথের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, রাজদম্পতী তাঁহাদের নেত্রে পরস্পরের নেত্রসাদৃশ্য (অর্থাৎ দিলীপ মৃগীলোচনে হৃদক্ষিণার অক্ষিসাদৃশ্য ও হৃদক্ষিণা মৃগলোচনে দিলীপের নয়নসাদৃশ্য) দেখিতে লাগিলেন।

Eng.—They beheld a (marked) similarity of each other's

eyes in the pair of antelopes which had withdrawn to a little distance from the road and had fixed their gaze on the chariot.

**মল্লিনাথ**—পরস্পরয়েতি। অদূরং সমীপং যথা ভবতি তথা উজ্জিতং বস্তু যৈস্তেষু। শ্রদ্ধানববদ্ধদৃষ্টিষু শ্রদ্ধনে রথে আবদ্ধা আসঞ্জিতা দৃষ্টির্নেত্রং যৈস্তেষু—“দৃগ্ দৃষ্টিনেত্রলোচনচক্ষুর্যনাথকেক্ষণাক্ষী” ইতি হলায়ুধঃ। কৌতুকবশাদ্রথাসজ্জদৃষ্টিষ্বিতার্থঃ মৃগাশ্চ মৃগাশ্চ মৃগাঃ। “পুমান্ স্ত্রিয়া” ইত্যেকশেষঃ, তেষাং স্বদেবু মিথুনেষু “স্ত্রীপুংসৌ মিথুনঃ দ্বন্দ্বম্” ইত্যমরঃ। পরস্পরাক্ষাং সাদৃশ্যং পশ্যন্তৌ। দ্বন্দ্বশব্দসামর্থ্যাৎ মৃগীষু স্তদক্ষিপাক্ষিসাদৃশ্যং দিলীপঃ, দিলীপাক্ষিসাদৃশ্যং চ মৃগেষু স্তদক্ষিপা ইত্যেবং বিবেক্তব্যম্।

**সারাংশ**—গচ্ছন্তৌ চ তৌ পথি হরিণান্ হরিণীশ্চ দদৃশুতঃ। দিলীপস্তদা হরিণীষু স্তদক্ষিপাক্ষিসাদৃশ্যং, স্তদক্ষিপা চ হরিণেষু দিলীপাক্ষিসাদৃশ্যং দদৃশুতঃ।

**টীকাস্তর**—...অদূরে সমীপে উজ্জিতং ত্যক্তং বস্তু মার্গে যৈঃ, রাজ্ঞো বিশ্বসনীয়ত্ববুদ্ধ্যা দ্রাপসর্পণাভাবঃ। বক্ষ্যতি চ—ধনুর্ভতোহপ্যস্ত দয়াত্ৰাভাবমিতি। শ্রদ্ধনে রথে আবদ্ধা নিতরাং বদ্ধা দৃষ্টয়ো যৈঃ। অনেন বিশেষণদ্বয়েন সাদৃশ্যদর্শনসৌকর্যমুক্তম্—(নারায়ণঃ)।

**টিপ্পানী**—১। পরস্পরাক্ষিসাদৃশ্যম্—‘পশ্যন্তৌ’ ক্রিয়ার কর্ম। অক্লোঃ সাদৃশ্যম্ (৬ষ্ঠীতৎ)=অক্ষিসাদৃশ্যম্; পরস্পরম্ অক্ষিসাদৃশ্যম্ (কর্মধা)। সদৃশস্ত ভাবঃ ইতি সদৃশ + ষ্যৎ = সাদৃশ্যম্। পরস্পরের নেত্রসাদৃশ্য।

২। অদূরোজ্জিতবস্তু—‘মৃগস্বদেবু’ পদের বিশেষণ। ন দূরম্ (নঞ.তৎ) অদূরং যথা তথা উজ্জিতং বস্তু যৈস্তানি (বহু) তেষু। যাহারা রথমার্গের অনতিদূরে দণ্ডায়মান ছিল। দিলীপ ও স্তদক্ষিপা তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল—‘দেহজন্তু তাহারা রথের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিল। “বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহস্তুে মৃগাঃ” (শাকুন্তলে)।

৩। মৃগস্বদেবু—অধিকরণে ৭মী। মৃগমিথুনৈ। মৃগাশ্চ মৃগাশ্চ (একশেষ দ্বন্দ্ব—“পুমান্ স্ত্রিয়া”)=মৃগাঃ; তেষাং দ্বন্দ্বানি (৪ষ্ঠীতৎ) তেষু। মল্লিনাথ বলেন যে, ‘দ্বন্দ্ব’ শব্দের প্রয়োগে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, দিলীপ

হরিণীতে সুদক্ষিণার নয়নসাদৃশ্য এবং সুদক্ষিণা হরিণে দিলীপের নয়নসাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন।

৪। পশ্যন্তৌ—‘দম্পতী’র বিশেষণ। দৃশ্ + শত্, ১মার দ্বিবাচন। দেখিতে দেখিতে।

৫। শ্রুদনাবদ্ধদৃষ্টিষু—‘মৃগদ্বন্দ্বেষু’ পদের বিশেষণ। শ্রুদনে আবদ্ধা দৃষ্টিঃ ষৈঃ (বহু) তেষু। যাহারা রথের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল। শ্রুদনম্—শ্লোক ৩৬ দ্রষ্টব্য। আ—বদ্ধ + ক্ত=°

বাচ্যপরিবর্তন—...পশ্যদ্ভ্যাম্।

কোন স্থানে তাঁহারা দেখিলেন যে, সারসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে।

श्रेणी'बन्धाद् वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम्।

সারসৈঃ কলনির্হাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ ॥ ৪১ ॥

অঙ্কয়—শ্রেণীবদ্ধাং (শ্রেণীবদ্ধ হইয়া) অবস্থাতাং (সুস্তহীন) তোরণস্রজম্ (তোরণমালা) বিতম্বস্তিঃ (রচনা করিতেছিল) কলনির্হাদৈঃ (কলধ্বনিযুক্ত) সারসৈঃ (সারসগণ দ্বারা বা হেতু) কচিৎ (কোন স্থানে) উন্নমিতাননৌ (‘আনন উন্নমিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন’)।

বাক্যলাভাঃ—কোন স্থানে তাঁহারা আনন উন্নমিত করিয়া দেখিলেন, সারসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া (আকাশে) সুস্তহীন তোরণমালা রচনাপূর্বক কলধ্বনি করিয়া গমন করিতেছে।

Eng.—In some place they were made to raise their heads by the cranes cackling melodiously, who from their arranging themselves in rows (appeared to have) stretched a front-door-garland unsupported by pillars.

মল্লিনাথ—শ্রেণীতি। শ্রেণীবদ্ধাং পঙ্ক্তিবদ্ধাং হেতোরসুস্তামাধার-সুস্তরহিতাম্, তোরণং বহির্দ্বারঃ “তোরণোহদ্বী বহির্দ্বারম্” ইত্যমরঃ। তত্র বা স্রগ্ বিরচাতে তাং তোরণস্রজং বিতম্বস্তিঃ কুব্জিবিবেতার্থঃ।

1. ‘শ্রেণীবদ্ধাম্’ ইতি নারায়ণভূতপাঠাস্তরম্।



উৎপ্রেক্ষাব্যঞ্জকেবশব্দপ্রয়োগাভাবেন গম্যোৎপ্রেক্ষ্যম্। কলনির্হাদৈঃ অব্যক্ত—  
মধুরধ্বনিভিঃ সারসৈঃ পক্ষিবেশৈঃ করণৈঃ কচিদ্ভ্রমিতাননো। “সারসো  
মৈথুনী কামী গোনর্দঃ পুষ্পরাহবয়ঃ” ইতি যাদবঃ।

সারাংশ—তো দম্পতী নভসি সজ্বীভূয় মালাকারেণ উভীয়মানাম্ অতএব  
আধারস্তুতরিতাম্ তোরণশ্রজমিব উপলক্ষ্যমাণাং মধুরং কুজন্তীং  
সারসপঙ্ক্তিং অবলোকয়ন্তৌ জগ্মতুঃ।

১। টিপ্পনী—১। শ্রেণীবদ্ধাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। শ্রেণ্যাঃ বন্ধঃ (ষষ্ঠীতৎ)  
তস্যাৎ। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া। সারসগণ মালায় আকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া  
আকাশে গমন করে—ইহা তাহাদের একটি বিশেষ গমনপদ্ধতি।

২। বিতম্বদ্বিঃ—‘সারসৈঃ’ পদের বিশেষণ। রচনা করিয়া। বি-তন্  
(বিস্তারে)+শত্, তৃতীয়া বহুবচন।

৩। অন্তস্তাম্—‘তোরণশ্রজম্’ পদের বিশেষণ। ন বিততে স্তম্বঃ যস্তাঃ  
সা (বহু) তাম্। বিকল্পে অবিত্তমানস্তস্তাম্। আধারস্তুতরিত।

৪। তোরণশ্রজম্—‘বিতম্বদ্বিঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। তোরণশ্র শব্দ (ষষ্ঠীতৎ)।  
তাম্। তোরণের (বহির্দ্বারের) মালা। তুরন্তাত্ৰ ইতি তোরণম্, অধিকরণে  
লুট্। “বহির্দ্বারে মঙ্গলার্থং মালা বধাতে” (নারায়ণঃ)। বিশিষ্ট অতিথির  
আগমনে নগরে মালাযুক্ত কৃত্রিম তোরণ নির্মাণ করা হয়।

৫। সারসৈঃ—করণে তৃতীয়া (মল্লিনাথঃ); হেতৌ তৃতীয়া (নারায়ণঃ)।  
সারস পক্ষিগণের দ্বারা। “পুষ্পরাহবস্ত সারসঃ” ইত্যমরঃ। সরসি ভব ইতি  
সারসঃ।

৬। কলনির্হাদৈঃ—‘সারসৈঃ’ পদের বিশেষণ। অস্পষ্ট ও মধুর ধ্বনিযুক্ত।  
কলঃ (মধুরান্বুট্) নির্হাদঃ যেযাং (বহুব্রীহি) তৈঃ। “ধ্বনৌ তু মধুরান্বুটে  
কলঃ” ইত্যমরঃ। নি-হাদ্+ঘঞ্=নির্হাদঃ (শব্দ)।

৭। কচিৎ—অব্যয়। কোন স্থানে। ক+চিৎ (অব্যয়)। “অসাকলো  
তু চিচ্চনো” ইত্যমরঃ।

৮। উভ্রমিতাননো—দম্পতীর বিশেষণ। উভ্রমিতে আননে যয়োঃ  
(বহুব্রীহি) তৌ। মুখ তুলিয়া। উৎ-নম্+ক্ত=উভ্রমিত।

বাচ্যপরিবর্তন—.....উভ্রমিতানাভ্যাম্।

**মন্তব্য**—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। সারসশ্রেণী মালারূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। উৎপ্রেক্ষাতোতক ইবাदिशब्দের প্রয়োগ না থাকায় ইহা গম্যমান হইয়াছে। ‘অন্তস্তাম্’—এইস্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার। “ইহ তু কাব্যপ্রকাশকৃতো দর্শনোত্তমশ্রুতঃ তোরণশঙ্কনির্মাণোৎপ্রেক্ষা। সা অন্তস্তামিতি সব্যতিরেকা” (অকর্ণগিরিঃ)।

অমুকুল পবন তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি স্থচনা করিতে লাগিল।

**पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थनासिद्धिंशंसिनः ।**

**रजोभिस्तुरगोत्कीর্ণैरस्पृষ্টালকবেষ্টনৌ ॥ ৪২ ॥**

**অর্থ**—প্রার্থনাসিদ্ধিঃসিনঃ ( মনোরথসিদ্ধিসূচক ) । পবনশ্চ ( পবনের ) অনুকূলত্বাৎ ( অনুকূলতাবশতঃ ) তুরগোৎকীর্ণৈঃ ( অশ্বখুরোথিত ) রজোভিঃ ( ধূলি ) অস্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ মহিষীর কুন্তল এবং মহারাজের উষ্ণীয় স্পর্শ করিতে পারে নাই )।

**বাক্য**—মনোরথসিদ্ধিসূচক অনুকূল পবন প্রবাহিত হওয়ায় অশ্বখুরোথিত ধূলি মহিষীর কুন্তল এবং মহারাজের উষ্ণীয় স্পর্শ করিতে পারে নাই।

**Eng.**—On account of the favourable-blowing of the wind betokening the fulfilment of their wish, they (two) were untouched in the hair and the turban by the dust raised up by (the hoofs of) their horses.

**মল্লিনাথ**—পবনশ্চুতি। প্রার্থনাসিদ্ধিঃসিনোহনুকূলত্বাদেব মনোরথসিদ্ধিসূচকশ্চ পবনশ্চানুকূলত্বাদ্ গন্তব্যদিগভিমুখত্বাৎ তুরগোৎকীর্ণৈঃ রজোভিঃ অস্পৃষ্টা অলকা দেব্যাঃ বেষ্টনমুষ্ণীষঃ চ রাজো যয়োন্তৌ তথোক্তৌ। “শিরসা বেষ্টনশোভিনা স্ততঃ” ইতি বক্ষ্যতি।

**সারসংশ**—তয়োঃ গমনসময়ে অনুকূলঃ পবনঃ ববৌ; অতএব অশ্বখুরোথা ধূলিঃ সূদক্ষিণায়া অলকান্ রাজো দিলীপশ্চ উষ্ণীষঞ্চ স্পষ্টুঃ ন শশাক।

**টীকাস্তর**—“বেষ্টনমুষ্ণীষম্; ন মুকুটং তশ্চ তপোবনপ্রাপ্তবহুচিতত্বাৎ।

....প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ, পবনবিশেষণমিদম্; অল্পকূলত্ববিশেষণমিতি কেচিৎ পবনস্যাল্পকূলত্বং সূশকুনং প্রতিকূলত্বং দূঃশকুনং ইতি শকুননির্ণয়ে।....অনে ছত্রকার্য্যং দর্শিতম্। ছত্রস্ত রজোবারণেহপুষ্পবোগাৎ। বক্ষ্যতি চ “রভে বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাঃ ছত্রশূন্তেষু মৌলিষু।”—নারায়ণঃ।

“ভুভগন্ধে চ শব্দে চ সাল্পকূলে চ মারুতে। প্রস্থিতে সর্বকার্য্যাণাং সর্বসিদ্ধিক্রবং ভবেৎ” ইতি পালকাপ্যঃ।—চারিত্রবর্দ্ধনঃ।

**টিপ্পনী—**১। পবনস্ত—শেষে ষষ্ঠী। পুনাতীতি পু+বৃচ্ (‘বহুলমন্ত্রাপি উণাদি’)=পবনঃ। বায়ুর।

২। অল্পকূলত্বাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। অল্পকূলতাতেতু। বায়ু গন্তব দিকের অভিমুখে বহিতেছিল বলিয়া ধূলি তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে নাই অল্পকূলস্ত ভাবঃ ইতি অল্পকূল+ত্ব, তস্মাৎ।

৩। প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ—‘পবনস্ত’ অথবা ‘অল্পকূলত্বাৎ’ পদের বিশেষণ মনোরথসিদ্ধিসূচক। প্রার্থনায়াঃ সিদ্ধিঃ (ষষ্ঠীতৎ) তাং শংসিতুং শীলমস্ত ইতি উপপদমসামে প্রার্থনাসিদ্ধি+শংস+গিনি কতরি তাচ্ছীলো—“সুপাজাতৈ গিনিস্তাচ্ছীলো”। কিংবা, সাধুকারিণি গিনিঃ, তাং শংসতি ইতি উপপদ তাং পুনঃপুনঃ শংসতি ইতি উপপদে গিনি—“বহুলমাতীক্লে” —টীকাস্তর দ্রষ্টব্য

৪। রজোভিঃ—অল্পক্লে কতরি তৃতীয়া। রজোভিঃ অস্পৃষ্টালকবেষ্টনৈ “সাপেক্ষভেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ”। ধূলিকর্তৃক।

৫। তুরগোৎকীর্ণৈঃ—‘রজোভিঃ’ পদের বিশেষণ। অশ্বখুরোখিত। তুরগৈঃ উৎকীর্ণানি (তৃতীয়াতৎ)। তুরঃ শীঘ্রঃ গচ্ছতীতি তুর—গম্+উ কতরি (খচ-প্রত্যয় হইলে তুরজম, তুরঙ্গ)=তুরগঃ। উৎ+কৃ+ক্ত=উৎকীর্ণ (উৎক্ষিপ্ত)।

৬। অস্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ—‘দম্পতী’র বিশেষণ। অলকাঃ চ বেষ্টনঞ্চ (দ্বন্দ্ব) =অলকবেষ্টনানি। অস্পৃষ্টানি অলকবেষ্টনানি যযোঃ তৌ (বহুব্রীহি)। সূদক্ষিণার কুন্তল এবং দিলীপের উষ্ণীষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। “শিরসা বেষ্টনশোভিনা স্নতঃ” (রঘু ৮।১২)। ন স্পৃষ্টঃ (নঞতৎ)। এহলে প্রসজ্যপ্রতিবেধে নঞসমাস হইয়াছে। শ্লোক ২১ মন্তব্য দেখ।

**বাচ্যপরিবর্তন—**.... অস্পৃষ্টালকবেষ্টনাভ্যাম্।

তাহারা সরোবরের শীতল পদ্মগন্ধ আভ্রাণ করিতে লাগিলেন ।

**সরসীষ্বরবিন্দানাং বীচিবিক্ষোভশীতলম্ ।**

**আমীদমুপজিঘ্রন্তৌ স্বনিশ্বাসানুকারণাম্” ॥ ৬২ ॥**

**অঙ্কয়**—সরসীষু ( সরোবরগুলিতে ) বীচিবিক্ষোভশীতলম্ ( তরঙ্গসম্পর্কে স্নানীতল ) স্বনিশ্বাসানুকারণম্ ( নিজ নিজ নিশ্বাসের অনুরূপ ) অরবিন্দানাম্ ( পদ্মপুষ্পের ) আমোদম্ ( গন্ধ ) উপজিঘ্রন্তৌ ( আভ্রাণ করিতে লাগিলেন ) ।

**বান্ধালা**—তাহারা সরোবরগুলিতে তরঙ্গসম্পর্কে স্নানীতল নিজ নিজ নিশ্বাসের অনুরূপ পদ্মগন্ধ আভ্রাণ করিতে লাগিলেন ।

**Eng.**—They smelt the fragrance of the lotus flowers in large lakes, cool by contact with ripples and imitating their own breath.

**মল্লিনাথ**—সরসীষু । সরসীষু বীচিবিক্ষোভশীতলম্ উর্মিসজ্জটেনৈ শীতলম্, স্বনিশ্বাসমমুর্ত্বং শীলমশ্ৰুতি স্বনিশ্বাসানুকারণম্, এতেন তয়োরুৎকৃষ্টদ্বীপুঃসজাতীয়অমুক্তম্ । অরবিন্দানামোদমুপজিঘ্রন্তৌ ভ্রাণেন গৃহ্তৌ ।

**সারাদেশ**—তৌ দম্পতৌ তরঙ্গসঙ্গশীতলম্ স্বমুখবায়োরনুরূপম্ সরোবরেণ কমলগন্ধমাভ্রায় জগ্মতুঃ ।

**টীকাস্তর**—“সরসীষু তৎপরিসরাধ্বস্থ ইত্যর্থঃ গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবৎ । ...অত্র পদ্মরজঃপরমাণুভিঃ সহ জলপরমাণুনাংপি পবনেনোপনীতত্বাৎ গন্ধস্তাপি শীতলত্বপ্রতীতিরূপপন্নোভবসেয়ম্ । .....অত্র নায়কস্ত নায়িকা-নিশ্বাসগন্ধসাম্যপ্রতীতিরিত্যবগন্তব্যম্ । তেন চ প্রতীত্যতিশয় আমোদে । “নিশ্বাস ইব সীতারা বাতি বায়ুর্মনোরমঃ”—ইতি রামায়ণে । অত্র শীতোপচারস্বপ্নম্ ।

**টিপ্পন**—১ । সরসীষু—অধিকরণে সপ্তমী । সরোবরে অর্থাৎ সরোবর-সমীপস্থ পথে ( নারায়ণ ) । স্ব+অহ্ন, মহত্ব গৌরবাদিষ্যৎ ঙীষ=সরসী ।

২। অরবিন্দানাম্—শেষে ষষ্ঠী। পদ্যের। “বা পুংসি পদ্যং নলিন-  
মরবিন্দং মহোৎপলম্” ইত্যমরঃ।

৩। বীচিবিক্ষোভশীতলম্—‘আমোদম্’ পদের বিশেষণ। বীচীনাং  
বিক্ষোভঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেন শীতলম্ (তৃতীয়াতৎ)। তরঙ্গসম্পর্কে স্নগীতল।  
বি-স্কৃভ্+ঘঞ=বিক্ষোভঃ। শৈত্য পবনেই থাকে, কিন্তু পবন গন্ধের  
আশ্রয় বলিয়া গন্ধেও শৈত্য অনুমিত হয়। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য।

৪। আমোদম্—‘উপজিহ্বস্তৌ’ ক্রিয়ার কর্ম। স্নগন্ধ। আ সমস্তাৎ  
মোদয়তোতি আনোদঃ—আ—মুদ্+ণিচ্+অচ্। “আমোদঃ সোহতিনিহারী”  
ইত্যমরঃ।

৫। উপজিহ্বস্তৌ—‘দম্পতৌ’র বিশেষণ। আভ্রাণ করিয়া। উপ—ভ্রা+  
শত্, ১মা দ্বিবচন।

৬। অনিখাসানুকারিণম্—‘আমোদম্’ পদের বিশেষণ। নিজ নিজ  
নিখাসের অনুরূপ। অন্ত্র নিখাসঃ (ষষ্ঠীতৎ) তন্ম অনুকর্ত্ত্বং শীলমন্ত ইতি  
অনিখাস—অনু—কৃ+ণিনি তাচ্ছীল্যে। এই পদের দ্বারা দিলীপের উৎকৃষ্ট  
পুরুষজাতিত্ব এবং সূদক্ষিণার উৎকৃষ্ট স্ত্রীজাতিত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। টীকাকার  
নারায়ণ বলেন, দিলীপের নিকট পদ্মগন্ধ সূদক্ষিণার নিখাসের অনুরূপ  
হইয়াছিল। “পদ্মকেসরসংস্পৃষ্টো বৃক্ষাস্তরবিনিস্পতঃ। নিখাস ইব সীতারা-  
বাতি বায়ুর্মনোরমঃ ॥” রামায়ণে। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য। স্নগন্ধি নিখাস সৌভাগ্য-  
সূচক—“কদাচিৎ দন্তুরো মূখঃ কদাচিৎ তুন্দিলোহসুখী। কদাচিৎ হরদৃষ্টোহসৌ-  
নিখাসো যস্য পদ্মধং ॥”

বাচ্যপরিবর্ত্তন — ..... উপজিহ্বদভ্যাম্।

কোন স্থানে তাহার স্বদন্ত গ্রামসমূহে যাজ্ঞকের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

গ্রামৈশ্চাত্মবিসৃষ্টে শু যুপচ্ছিত্তে শু যজ্ঞনাম্।

১০

অমোঘাঃ প্রতিগৃহ্ণতাঘর্ষ্যানুপদমাশিষঃ ॥ ৪৪ ॥

অঘ্রয়—আত্মবিসৃষ্টে (নিজদত্ত) যুপচিহ্নে (যুপচিহ্নিত) গ্রামে (গ্রামসমূহে) যজ্ঞনাম্ (যাজকগণের) অমোঘাঃ (অব্যর্থ) আশিষাঃ (আশীর্বাদ)

অর্ঘ্যাহুপদম্ ([ যাজকগণ কর্তৃক ] অর্ঘ্য গ্রহণের পর) প্রতিগৃহ্তৌ (গ্রহণ করিতে লাগিলেন)।

**বাজালা**—ভাঁহারা নিজদত্ত যুপচিহ্নিত গ্রামসমূহে (যাজকগণ কর্তৃক) অর্ঘ্যগ্রহণের পর যাজকগণের অব্যর্থ আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

**Eng.**—They (the royal couple) accepted the infallible blessings of the sacrificers, after they (i.e. the sacrificers) had received the offerings of *argha* in the villages which were (previously) granted to them by themselves and which were conspicuous with their sacrificial posts.

**মল্লিনাথ**—গ্রামেষিতি। আত্মবিসৃষ্টেষু স্বদত্তেষু, যুপো নাম সংস্কৃতঃ পশুবন্ধায় দারুবিশেষঃ, যুপা এব চিহ্নানি যেষাং তেষু গ্রামেষু। অমোঘাঃ সফলাঃ, যজ্ঞনাং বিধিনেষ্টবতাম্। “যজ্ঞা তু বিধিনেষ্টবান্” ইতামরঃ। “স্বযজ্ঞোঙ্ক্‌নিপ্” ইতি ঙ্‌নিপ্‌প্রত্যয়ঃ। আশিষঃ আশীর্বাদান্। অর্থঃ পূজাবিধিঃ, তদর্থং দ্রব্যমধ্যম্। “পাদাঘাভ্যাং চ” ইতি ষৎ-প্রত্যয়ঃ। “বটুতু ত্রিষ্যধ্যমধ্যার্থে পাতং পাদায় বারিণি” ইতামরঃ। অর্ঘ্যাহুপদমমধ্যক্, অর্ঘ্যাহীকারা-নন্তরম্ ইত্যর্থঃ। প্রতিগৃহ্তৌ স্বীকুব্তৌ। পদস্ত পশ্চাদহুপদম্, পশ্চাদর্থেষুব্যয়ী-ভাবঃ। “অম্বগম্বক্ষমহুগেহুপদং ক্লীবমব্যয়ম্” ইতামরঃ।

• **সারাংশ**—তো দম্পতী গ্রামান পূর্বং যাজ্ঞিকেভ্যো দত্তবন্তৌ। ইদানীং তয়োর্গমনবেলায়াম্ তে যাজ্ঞিকা অভিযোক্তা পূজাং প্রতিগৃহ্য সত্যা আশিষঃ দত্তবন্তঃ। তো চ তান্ আশীর্বাদান্ স্বীকরুতুঃ।

**টিপ্পনী**—১। গ্রামেষু—অধিকরণে সপ্তমী। গ্রামসমূহে।

২। আত্মবিসৃষ্টেষু—‘গ্রামেষু’ পদের বিশেষণ। আত্মনা বিসৃষ্টাঃ (তৃতীয়া-ভং) তেষু। নিজ-দত্ত। বি—স্বজ্+ক্ত=বিসৃষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় রাজগুণ বেদবিহিত যজ্ঞাহুতানের নিমিত্ত যাজ্ঞিকদিগকে গ্রামদান করিতেন।

৩। যুপচিহ্নেষু—‘গ্রামেষু’ পদের বিশেষণ। যুপা এব চিহ্নানি যেষাং (বহুব্রীহি) তেষু। যুপচিহ্নিত। যজ্ঞের পশুবন্ধনের নিমিত্ত যজ্ঞপ্ত, কাষ্ঠখণ্ডকে ‘যুপ’ বলে। “নৃদন্ত যুপঃ ক্রমুকো ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মদার চ” ইতামরঃ।

যাজ্ঞিকগণ যে, অনবরতই যজ্ঞাহুষ্ঠান করিতেন—এই যুপকাষ্ঠই তাহার নিদর্শন।

৪। যজ্ঞনাম্—কর্ত্তরি যষ্টী। যজ্+ঙ্+নিপ্=যজ্ঞ। যিনি বেদবিহিত উপায়ে যজ্ঞ করেন তাঁহাকে ‘যজ্ঞা’ বলে। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। “এতন্ম আশিষামমোষস্তু হেতুঃ” (নারায়ণঃ)।

৫। অমোষাঃ—‘আশিষঃ’ পদের বিশেষণ। ন মোষাঃ (নঞ-তৎ)। সফল, সত্য, অব্যর্থ।

৬। প্রতিগৃহ্নন্তৌ—‘দম্পতী’র বিশেষণ। প্রতি—গ্রহ্+শত্, ১মা দ্বিবচন। গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

৭। অর্ঘ্যানুপদম্—‘প্রতিগৃহ্নন্তৌ’ ক্রিয়ার বিশেষণ। যাজ্ঞিকগণ অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে পর। আগে রাজদম্পতী যাজ্ঞিকগণের পূজা করিলেন—তাহার পর তাঁহারা আশীর্বাদ করিলেন। পদস্ত পশ্চাৎ ইতানুপদম্ (অব্যয়ীভাব, পশ্চাদর্থ)। অর্ঘ্যস্ত অনুপদম্ যথা ত্রাৎ তথা (বহ)। অর্ঘ্যায় ইদম্ ইতি অর্ঘ (পূজাবিধি)+যৎ “পাদার্ঘ্যভাঞ্চ”=অর্ঘ্যম্। Cf. “আপঃ ক্ষীরঃ কুশাগ্রঞ্চ দধি সপিঃ সততুলম্। ববঃ সিদ্ধার্থকষ্টেচব অষ্টান্নোদর্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ”। “অর্ঘঃ পূজা তদর্থং জলমর্ঘ্যঃ তত্শানুপদম্, তৎ প্রতিগৃহ্নেত্যর্থঃ” (অরুণগিরিঃ)।

৮। আশিষঃ—‘প্রতিগৃহ্নন্তৌ’ ক্রিয়ার কর্ম। আশীর্বাদ। আ—শাস্ (ইচ্ছায়াম্)+ক্‌পি। “আশাসঃ কৌ” ইতীষম্। আশীঃ, আশিষৌ, আশিষঃ।

বাচ্য-পরিবর্ত্তন—.....প্রতিগৃহ্নন্ত্যাম্।

তাঁহারা গোপবৃদ্ধদিগকে বস্ত্র বৃক্ষসমূহের নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

**হৈয়দ্বীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতাম্।**

**নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্ ॥ ৪৫ ॥**

অনুব্র—হৈয়দ্বীনম্ (সন্তোজাত দ্বত) আদায় (লইয়া) উপস্থিতান্ (উপস্থিত) ঘোষবৃদ্ধান্ (গোপবৃদ্ধদিগকে) বস্ত্রানাং (বস্ত্র) মার্গশাখিনাম্ (পথস্থিত বৃক্ষসমূহের) নামধেয়ানি (নাম) পৃচ্ছন্তৌ (জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন)।

বাজালা—সত্বোজাত ঘৃত ( উপহার ) লইয়া যে সমস্ত গোপবৃদ্ধ উপস্থিত হইতে লাগিল তাহাদিগকে পথপার্শ্ববর্তী বহু বৃক্ষসমূহের নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।

Eng.—They inquired about the names of the wild trees on the road from the old cow-herds who had come to them with fresh clarified butter.

মল্লিনাথ—হৈয়ঙ্গবীনমিতি । হস্তনগোদোহোদ্বং ঘৃতং হৈয়ঙ্গবীনম্ । হঃ পূর্বেহ্যর্থবম্ । “তত্ত্ব হৈয়ঙ্গবীনং যদ্ হো গোদোহোদ্বং ঘৃতম্” ইত্যমরঃ । “হৈয়ঙ্গবীনং সংজ্ঞায়াম্” ইতি নিপাতঃ । তৎ সত্বোদ্বতমাদায় উপস্থিতান্ বোষবৃদ্ধান্, “বোষ আভীরপল্লী শ্রাৎ” ইত্যমরঃ । বহুনাং মার্গশাখিনাম্ নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ । “হৃহাচ্—” ইত্যাদিনা পৃচ্ছতেদ্বিকর্মকত্বম্ । কুলকম্ ।

সার্বাংশ—পথি বয়োবৃদ্ধা আভীরাঃ হো গোদোহোদ্বং ঘৃতং তাভ্যাম্ উপহারীকৃতবস্তঃ । তৌ চ তেষাং সকাশাৎ বিবিধবস্তুরূপাঃ নামানি পৃচ্ছন্তৌ জগ্মতুঃ ।

টীকাসুত্র—.....“রাজ্ঞী কুতুহলাতিশয়াদ্রাজানং পৃচ্ছতি সোহপি তানিতি ভাবঃ ।” (নারায়ণঃ) “অত্র কুলকে স্বভাবোক্তিভাবিকয়োর্থথাযোগং সমাবেশঃ । .....‘স্নিগ্ধগন্তীর’ ইত্যাদিভূ ভাবিকম্ । .....অত্র চ নিয়মার্থং গচ্ছতোরপি তয়ো রাজোপচার্যাং নিষ্পত্তিঃ দর্শিতা । অত্র ‘স্নেহে’ত্যাদৌ চোতান-গমনাদিসময়সমুচিতশ্চ ব্যবহারশ্চ । সেব্যমানাবিত্যাদৌ বাজনশ্চ । মনোভিরামা ইত্যাদৌ গীতশ্চ । পবনশ্চেতি ছত্রকাব্যশ্চ, ছত্রশ্চ রঞ্জননিবারণেহপ্যুপযোগাৎ । ...শ্রেণীবদ্ধামিতি তোরণশ্রজঃ । গ্রামেষ্বিতি ত্রৈবিচোপস্থানশ্চ । সরসীষ্বিতি শিশিরোপচারশ্চ । হৈয়ঙ্গবীনমিতি জানপদোপস্থানশ্চ ।” ( অরুণগিরিঃ ) ।

টিপ্পননী—১ । হৈয়ঙ্গবীনম্—‘আদায়’ ক্রিয়ার কর্ম । “হৈয়ঙ্গবীনং সংজ্ঞায়াম্” ইতি নিপাতঃ । “হোগোদোহশ্চ হিয়ঙ্গুরাদেশঃ বিকারার্থে ঘঞ্ চ নিপাত্যতে” ( ভট্টোজি ) । অমরসিংহ প্রভৃতির মতে—সত্বোজাত ঘৃত ( মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য )—“একরাত্রপর্য্যাবিতাদয় উৎপন্নশ্চ ঘৃতস্য” ( ভাহুজি ) । হরদত্ত প্রভৃতির মতে নবনীত ( অর্থাৎ ছানা ) । “হৃহতে ইতি দোহঃ



ক্ষীরম্ । হ্যোগোদোহস্য বিকারো হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতম্” (ভট্টোজি) । “যতপি  
বৃত্তৌ স্নতমিত্তাক্তং তথৈব চামরণাপি—‘তত্ত্ব হৈয়ঙ্গবীনং বদ্ হ্যোগোদোহোভবং  
স্নতম্’ ইত্যুক্তম্ তথাপি স্নতশব্দেন নবনীতমেব বিবক্ষিতম্ ইতি হরদত্তগ্রহাঙ্ক-  
রোদধেনেদযুক্তম্” (তত্ত্ববোধিনী) । গ্রামের গোপবৃদ্ধগণ রাজদম্পতীর নিকট  
হৈয়ঙ্গবীন উপহার আনিয়াছিল ।

২। আদায়—আ—দা—ল্যপ্ । কর্তা ‘ঘোষবৃদ্ধান্’ । লইয়া ।

৩। ঘোষবৃদ্ধান্—‘পৃচ্ছন্তৌ’ ক্রিয়ার গৌণ কর্ম । গোপবৃদ্ধদ্বিগকে ।  
ঘোষে বৃদ্ধাঃ ( ৭মীতৎ ) তান্ । “ঘোষ আভীরপন্নী স্যাৎ” ইত্যমরঃ ।

৪। উপস্থিতান্—‘ঘোষবৃদ্ধান্’ পদের বিশেষণ । উপ—স্থ+ক্ত কর্তরি ।  
উপস্থিত ।

৫। নামধেয়ানি—‘পৃচ্ছন্তৌ’ ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম । নামসমূহ । নামন্+  
ধেয়—“ভাগরূপনামভ্যো ধেষঃ” ( বা ) ।

৬। পৃচ্ছন্তৌ—কর্তা ‘দম্পতী’র বিশেষণ । প্রচ্ছ+শত্, ১ম দিবচন ।  
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । প্রচ্ছ-ধাতু দ্বিকর্মক । ‘দ্রুহাচ্-পচ্-দণ্ড-কধি-  
প্রচ্ছি-চি-ক্র-শাস্ত্র-জি-মহু-মুধাম্ । কর্মযুক্ত স্যাদকথিতং তথা স্যাম্নী-জ-  
কৃষ-বহাম্ ॥”—( ভট্টোজি ) ।

৭। বজ্রানাম্—‘মার্গশাখিনাম্’ পদের বিশেষণ । বনে ভবঃ ইতি বন+  
যৎ=বজ্রঃ, তেষাম্ । বজ্র ।

৮। মার্গশাখিনাম্—শেষে বজ্রী । পথস্থিত বৃক্ষসমূহের । শাখাঃ  
সন্তোষামিতি শাখিনঃ বৃক্ষাঃ । মার্গস্থিতাঃ শাখিনঃ ( মধ্যপদলোপী কর্মধা ) ।  
তেষাম্ ।

বাচ্য-পরিবর্তন—.....পৃচ্ছন্তাম্ ।

মন্তব্য—এখানে ‘কুলক’ হইয়াছে । শ্লোক ৫—মল্লিকা দ্রষ্টব্য । “This  
S’loka bears testimony to the magnanimity of the royal pair.  
They condescend to enter into parley with the herdsmen on  
topics quite familiar with them.”—(Kāle) ।

চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রের স্রাব্য তাঁহাদের এক অনির্বচনীয় শোভা হইয়াছিল।

काश्यमिच्छया तयोरासीद् ब्रजतोः शुद्धवेषयोः ।

हिमনিर्मুক্তयोঃগি বিম্বাচন্দ্রমসোরিব ॥ ৪৬ ॥

অম্বয়—ব্রজতোঃ ( যাইতেছিলেন ) শুদ্ধবেষয়োঃ ( পবিত্রবেশে ) তয়োঃ ( তাঁহাদের ) হিমনির্মুক্তয়োঃ ( হিমবিনির্মুক্ত ) চিত্রাচন্দ্রমসোঃ ইব যোগে ( চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমার স্রাব্য ) কাহপি ( অনির্বচনীয় ) অভিখ্যা ( শোভা ) আসীৎ ( হইয়াছিল ) ।

বাক্সালা—তাঁহারা পবিত্র বেশে যাইতেছিলেন ; হিমবিনির্মুক্ত ( চৈত্রী পূর্ণিমায় ) চিত্রানক্ষত্র-যুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় তাঁহাদের এক অনির্বচনীয় শোভা হইয়াছিল ।

Eng.—As they were travelling with a bright dress, indescribable was their lustre like the splendour of the Moon and the star ‘Citrā’ in their conjunction when freed from the frost.

মল্লিনাথ—কাহপীতি । ব্রজতোঃগচ্ছতোঃ শুদ্ধবেষয়োরুজ্জ্বলনেপথ্যোস্তয়োঃ সুদক্ষিণাদিলীপয়োঃ হিমনির্মুক্তয়োঃচিত্রাচন্দ্রমসোরিব যোগে সতি কাহপি অনির্বচ্য অভিখ্যা শোভা আসীৎ । “অভিখ্যা নামশোভয়োঃ” ইত্যমরঃ । “আতশ্চোপসর্গে” ইতাঙ্ প্রত্যয়ঃ । চিত্রা নক্ষত্রবিশেষঃ । শিশিরাপগমে চৈত্র্যাং পৌর্ণমাস্তাং চিত্রাপূর্ণচন্দ্রমসোরিবেত্যর্থঃ ।

সারান্ধ—চৈত্র্যাং পৌর্ণমাস্তাং চিত্রানক্ষত্রের সহ যুক্তস্থ হিমনির্গমনাৎ নির্মলতরঙ্গ চন্দ্রস্ত যাদৃশী শোভা জায়তে তাদৃশী এব শোভা তয়োঃ সুদক্ষিণাদিলীপয়োঃ গচ্ছতোরাসীৎ ।

টিপ্পনী—১। কা অপি—‘অভিখ্যা’ পদের বিশেষণ । অনির্বচনীয় । “কিংবদন্তিপিসাহায্যেহর্থমাত্রৈববাগ্গোচরেহপি চ” ইতি কেশবঃ ।

২। অভিখ্যা—‘আসীৎ’ ক্রিয়ার কর্তা । শোভা । “অভিখ্যা নামশোভয়োঃ” ইত্যমরঃ । অভি—খ্যা + অঙ্ ।

৩। ব্রজতোঃ—‘তয়োঃ’ পদের বিশেষণ । ব্রজ্ + শতৃ, ষষ্ঠী দ্বিবচন । গমনকারী ।

৪। শুদ্ধবেষণোঃ—‘তয়োঃ’ পদের বিশেষণ। পবিত্র বেশে। শুদ্ধঃ বেষণোঃ (বহুব্রীহি) তয়োঃ। “শুদ্ধো নিয়মোচিতো বেষণঃ পরিধানাদির্বেষণোঃ” (নারায়ণঃ)। বেশঃ, বেষণঃ—দুই বানান-ই হয়।

৫। হিমনির্মুক্তয়োঃ—‘চিত্রাচন্দ্রমসোঃ’ পদের বিশেষণ। হিমবিনির্মুক্ত। হিমেণ (শিশিরেণ) নির্মুক্তো (তৃতীয়াতৎ) তয়োঃ। অতএব চৈত্রী পূর্ণিমাষ। নিম্ন—মুচ্+ক্ত=নির্মুক্ত। এস্থলে হিমশব্দ শীত-ঋতুকে বুঝাইতেছে।

৬। যোগে—ভাবে সপ্তমী। যুক্ত+ঘঞ। মিলনে।

৭। চিত্রাচন্দ্রমসোঃ—দম্পতীর উপমান। শেষে ষষ্ঠী। চিত্রা চ চন্দ্রমাশ্চ (দ্বন্দ্ব)=চিত্রাচন্দ্রমসৌ, তয়োঃ। চিত্রানক্ষত্র এবং পূর্ণচন্দ্রের (মিলনে)।

বাচ্য-পরিবর্তন—কয়া... অভিখ্যা অভ্যুত।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। সুদক্ষিণার সহিত চিত্রানক্ষত্রের এবং দিলীপের সহিত (পূর্ণ) চন্দ্রের তুলনা করা হইয়াছে। চৈত্রী পূর্ণিমাতেই চিত্রা ও চন্দ্রের মিলন হইয়া থাকে। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে এই শ্লোকে কালভেদ-জনিত ভগ্নপ্রক্রমত্ব দোষ হইয়াছে। “অত্র তথাভূতচিত্রাচন্দ্রমসোঃ শোভা ন খলু আসীৎ অপি তু সর্বদাপি ভবতি।”—(সাহিত্যদর্পণ—৭)

দিলীপ অজ্ঞাতসারে বহু পথ অতিক্রম করিলেন।

তচ্চন্দ্ৰ ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈর্ দর্শয়ন্ প্রিয়দর্শনঃ ।

অপি লজ্জিতমধ্বানং ব্রুবুযে ন ব্রূযোবমঃ ॥ ৪৬ ॥

অর্থ—বোধোপমঃ ([ চন্দ্রপুত্র ] বৃধসদৃশ) প্রিয়দর্শনঃ (প্রিয়দর্শন) ভূমিপতিঃ (মহীপতি) ততৎ (সেই সমস্ত অদ্ভুত বস্তু) পত্ন্যৈ (পত্নী সুদক্ষিণাকে) দর্শয়ন্ (দর্শন করাইতে করাইতে) লজ্জিতম্ অপি (অতিক্রান্ত) অধ্বানং (পথ) ন ব্রুবুযে (জানিতে পারিলেন না)।

বাক্যালা—বৃধসদৃশ প্রিয়দর্শন মহীপতি সেই সমস্ত অদ্ভুত বস্তু পত্নী সুদক্ষিণাকে দর্শন করাইতে করাইতে কত পথ অতিক্রম করিলেন তাহা জানিতে পারিলেন না।

Eng.—The lord of the earth of agreeable appearance, who looked like Budha (the son of Moon-God) and who

was showing to his wife this and that, was not even conscious (of the length) of the road he had passed.

**মল্লিনাথ**—তত্ত্বদিতি। প্রিয়ঃ দর্শনঃ স্বকর্মকং দস্তাসৌ প্রিয়দর্শনঃ দর্শনীয় ইত্যর্থঃ, ভূমিপতিঃ পঠৈয়া তত্ত্বদন্তুতং বস্ত দর্শয়ন্ লজ্জিতমপি বাতিতমপি অধ্বানং ন বুবুধে ন জ্ঞাতবান্। বুধঃ সৌম্য উপমা উপমানং যন্তেতি বিগ্রহঃ। ইদং বিশেষণং তত্ত্বদর্শয়ন্নিতু্যপযোগিতয়া এতস্ত জ্ঞাতৃভূতচনার্থম্।

**সারাংশ**—পথি পঠৈয়া রম্যাণি প্রদর্শয়ন্ দিলীপঃ তদেকায়ত্তচিত্ততয়া অতিক্রান্তমপি মার্গং ন অহুভূতবান্।

**টীকাস্তর**—“...স। তু ন পদার্থসার্থদর্শনোৎস্রুকা রাজদর্শনমাত্রাপেক্ষিণীতাহ প্রিয়দর্শন ইতি। প্রিয়মিষ্টং দর্শনং যস্ত অতএব দর্শয়ন্নিতু্যক্তম্; তন্নিয়োগা-  
দেবোক্তদর্শনমিতি ভাবঃ। বুধেন সৌমসুতেনোপমা সাদৃশ্যং যস্ত। অনেনাস্য মহতো রাজবংশস্য প্রবর্তকত্বং ধ্বনিতম্।” (নারায়ণঃ)। “প্রিয়দর্শনঃ অপূর্ববস্ত্রদ্রষ্টা বুধশ্চন্দ্রপুত্রো গ্রহস্তেন তুল্যোহপি ন বুবুধে ইতি বিরোধাভাসোহ-  
লঙ্কারঃ”। (চারিত্রবর্ধনঃ)।

**টিপ্পনী**—১। তত্ত্বং—‘দর্শয়ন্’ ক্রিয়ার কর্ম। সেইসকল রম্য বস্তু।

২। ভূমিপতিঃ—‘বুবুধে’ ক্রিয়ার কর্তা। ভূম্যাঃ পতিঃ (যজ্ঞীতঃ)। দিলীপ। ‘মুনি’ শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।

৩। পঠৈয়া—ক্রিয়ামাত্রযোগেহপি চতুর্থী; অথবা ‘ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ’ ইতি চতুর্থী—পত্নীং প্রীগয়িতুমিত্যর্থঃ। শ্লোক ৩১৪ দ্রষ্টব্য।

৪। দর্শয়ন্—কর্তা ‘ভূমিপতিঃ’। দৃশ্+গিচ্+শত্ ১ম। ১বচন। দেখাইতে দেখাইতে।

৫। প্রিয়দর্শনঃ—‘ভূমিপতিঃ’ পদের বিশেষণ। মধুরদর্শন। প্রিয়ং দর্শনং (স্বকর্মকং স্বকর্তৃকং বা) यस্য সঃ (বহুব্রীহি)। প্রী+ক=প্রিয়।

৬। লজ্জিতম্—‘অধ্বানম্’ পদের বিশেষণ। অতিক্রান্ত, অতিবাহিত। লজ্জ্ (চুরাদি) +ক্ত।

৭। অধ্বানম্—‘বুবুধে’ ক্রিয়ার কর্ম। পথ।

৮। বুবুধে—কর্তা ‘ভূমিপতিঃ’। বুধ্+লিট্ এ। জানিয়াছিলেন।

৯। বুধোপমঃ—‘ভূমিপতিঃ’ পদের বিশেষণ। বুধঃ (সৌমসুতঃ) উপমা

উপমানঃ যস্য সঃ (বহু) । বুধসদৃশ । মল্লিনাথ—মতে এই বিশেষণের তাৎপর্য—  
দিলীপ সূদক্ষিণাকে যাহা যাহা দেখাইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে তিনি নিজের অভিজ্ঞ  
ছিলেন । টীকাকার নারায়ণের মতে এই বিশেষণ দিলীপকে বিরাট  
রাজবংশের প্রবর্তকরূপে সূচিত করিতেছে । টীকান্তর দ্রষ্টব্য । চন্দ্রবংশ—চন্দ্র—  
বুধ—পুরুষবা—এইরূপে আরম্ভ হয় ।

**বাচ্য-পরিবর্তন**—বুধোপমেন প্রিয়দর্শনেন ভূমিপতিনা দর্শয়তা নজিবতঃ  
অধবা..... ।

দিলীপ সন্ধ্যাকালে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ।

**স দুপ্রাপ্যযশাঃ প্রাপদাশ্রমং শ্রান্তবাহনঃ ।**

**সায়ং সংযমিনস্তস্য মহর্ষের্মহিষীসখঃ ॥ ৪৮ ॥**

**অন্বয়**—দুপ্রাপ্যযশাঃ ( অসাধারণ যশস্বী ) শ্রান্তবাহনঃ ( যাহার বাহনসমূহ  
পরিশ্রান্ত হইয়াছিল ) মহিষীসখঃ ( মহিষীর সহিত ) সঃ ( তিনি অর্থাৎ  
দিলীপ ) সায়ং ( সন্ধ্যাকালে ) সংযমিনঃ ( সংযমী ) তস্য ( সেই ) মহর্ষেঃ ( মহর্ষি  
বশিষ্ঠের ) আশ্রমং ( আশ্রমে ) প্রাপং ( উপস্থিত হইলেন ) ।

**বাক্যলা**—অসাধারণ যশস্বী মহারাজ দিলীপ মহিষীর সহিত সন্ধ্যাকালে  
সংযমী মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ; যাহার বাহনসমূহ (দীর্ঘ  
পথ অতিক্রম করিয়া ) পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ।

**Eng.**—And in the evening that king of unattainable glory,  
arrived with his queen and with the horses fatigued, at the  
hermitage of the great sage who always practised  
self-control.

**মল্লিনাথ**—স ইতি । দুপ্রাপ্যযশাঃ দুপ্রাপ্যম্ অন্তর্ভূতঃ যশো যস্য স  
তথোক্তঃ, শ্রান্তবাহনো দুরোপগমনাৎ ক্লান্তযুগ্যঃ । মহিষ্যাঃ সখা মহিষীসখঃ ।  
“রাজাঃসখিভাষ্ট্ৰ” ইতি ট্-প্রত্যয়ঃ, সহায়ান্তরনিরপেক্ষ ইতি ভাবঃ ; স  
রাজা সায়ং সায়ংকালে সংযমিনো নিয়মবতস্তস্য মহর্ষের্বশিষ্ঠস্য আশ্রমং প্রাপং  
প্রাপ । পুষাদিস্বাদন্ত্ ।

**সার্বাংশ**—দিলীপঃ সায়ং সূদক্ষিণাসহিতঃ শ্রান্তবাহনঃ গুরোঃ বশিষ্ঠস্য  
আশ্রমং প্রাপ ।

**টীকাস্তর**—...শ্রান্তবাহন, ইতি স্মরা স্মৃতিত। এতচ্চ বক্ষ্যমাণধূম্যাবিশ্র-  
মণাদেশাভিপ্রায়ম্। সায়মিত্যবিলম্বঃ স্মরাফলং ত্যোতয়তি।...মহর্ষেরাশিষৈবা-  
ভিলষিতসংপাদনশক্ত্যেত্যর্থঃ ; যথাহ—“লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং  
বাগমুদ্বর্ততে। স্বাধীনাং পুনরাধানাং বাচমর্থোহনুদ্বর্ততে॥” ইতি।  
মহিষীসখঃ—এতচ্চ বিশেষণমাত্রমপ্রাপ্তৌ তস্তাঃ প্রাধান্যং প্রতিপাদয়ন্  
জগ্ভাবনিবৃত্তিপরম্।” (অরুণগিরিঃ)।

**টিপ্পনী**—১। দুশ্রাপবশাঃ—দিলীপের বিশেষণ। দুশ্রাপং বশো বস্ত্র  
সঃ (বহুব্রীহি)। দুঃখেন প্রাপ্যতে ইতি দুস্—প্র—আপ্+থল্=দুশ্রাপ।  
অসাধারণ বশস্বী।

২। প্রাপৎ—কর্তা ‘সঃ’। প্র—আপ্+লুঙ্, দ্। উপস্থিত (প্রাপ্ত)  
হইলেন।

৩। আশ্রমম্—‘প্রাপৎ’ ক্রিয়ার কর্ম। শ্লোক ৩৬ দৃষ্টব্য।

৪। শ্রান্তবাহনঃ=‘সঃ’ পদের বিশেষণ। শ্রান্তানি বাহনানি (অশ্বাঃ)  
বস্ত্র সঃ (বহুব্রীহি)। (দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া) যাহার অশ্বগুলি ক্লান্ত  
হইয়াছিল; ইহা দ্বারা স্মরা স্মৃতিত হইতেছে; শ্রম্+জু=শ্রান্ত।

৫। সায়ম্—সন্ধ্যাবাক্যকমব্যয়ম্; সন্ধ্যাকালে।

৬। সংযমিনঃ—‘মহর্ষেঃ’ পদের বিশেষণ, সংযমী, জিতেন্দ্রিয়। সংযমাঃ  
বিগৃহ্যন্তে অস্ত্র ইতি সংযম+ইনি, তস্তাঃ; সম্—যম্+অপ্ ভাবে, কর্তরি অচ্-  
বা=সংযমঃ। “অহিংসাসত্যাত্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিত্রাঃ যমাঃ” (পাতঞ্জলদর্শন—  
সমাধিপাদ—৩০) “জ্ঞানশক্তিমত ইতি যাবৎ” (নারায়ণঃ)।

৭। মহর্ষেঃ—শেষে ষষ্ঠী। মহর্ষি বশিষ্ঠের। মহাংশ্চাসৌ ঋষিচ্চ  
(কর্মধা); মহর্ষি অর্থাৎ যিনি আশীর্বাদের দ্বারাই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে  
পারেন; টীকাস্তর দৃষ্টব্য।

৮। মহিষীসখঃ—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। মহিষীর সহিত। মহিষ্যাঃ  
(কৃতান্তিবেকায়াঃ) সখা (ষষ্ঠীতৎ)। “রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্” ইতি সমাসাস্ত  
টচ্। এস্থলে দিলীপের সহিত সুদক্ষিণার সাহচর্য্য বিবক্ষিত বলিয়া বহুব্রীহি  
সমাসই অভিপ্রেত। মহিষী সখা বস্ত্র সঃ। কিন্তু সমাসাস্ত ‘টচ্’ কেবল  
তৎপুরুষ সমাসেই হইয়া থাকে। সেইজন্য টীকাকার নারায়ণ বলেন যে ‘সখ’

নামে একটি পৃথক্ শব্দ আছে ; (মহিষী সখঃ যন্ত সঃ) —“...মরুৎসখশবো  
মহিষীসখ ইত্যাদিবদ্ দ্রষ্টব্যঃ । অথবা অকারান্তোইপি সখশবোহস্তু । সমানঃ  
খং মনো যন্ত ইতি পদব্যাংপত্তিঃ” (নারায়ণঃ—রঘু—৫।২৭) Cf. ‘সচিবসখঃ’—  
রঘু—৪।৮৭ ।

**বাচ্য-পরিবর্তন**—তেন দৃষ্টাপযশসা শ্রান্তবাহনেন মহিষীসখেন আশ্রমঃ  
প্রাপি ।

সেই সময়ে ঋষিগণও আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন ।

**वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः ।**

**पूर्यमाणमद्भ्यग्निप्रतुघ्द्यतैस्तपस्विभिः ॥ ৪৬ ॥**

**অর্থ**—বনান্তরাং (বনান্তর হইতে) উপাবৃত্তৈঃ (প্রত্যাবর্তন করিলেন)  
সমিত্‌কুশফলাহরৈঃ (সমিত্‌, কুশ ও ফল আহরণ করিয়া) অদৃশ্যগ্নিপ্রতুঘ্‌দ্যতৈঃ  
(যজ্ঞীয় অগ্নি অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের প্রত্যাগমন করিতে লাগিল) তপস্বিভিঃ  
(ঋষিগণের দ্বারা) পূর্যমাণম্ (পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল) ।

**বাক্য**—সমিত্‌, কুশ ও ফল আহরণ করিয়া ঋষিগণ বনান্তর হইতে  
প্রত্যাবর্তন করিলেন । তাঁহাদের আগমনে আশ্রম পূর্ণ হইয়া উঠিল ; এবং  
যজ্ঞীয় অগ্নি অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের প্রত্যাগমন করিতে লাগিল ।

**Eng.**—The hermitage which was (at the time) being  
filled up by hermits who had returned from other (parts of  
the) forests bringing with them sacrificial wood, Kusá grass,  
and fruits, and who were welcomed by their invisible holy  
fires.

**মল্লিনাথ**—তমাশ্রমঃ বিশিনষ্টি—বনান্তরাদিতি । বনান্তরাদন্তশ্রাং  
বনান্তরাপাবৃত্তৈঃ প্রত্যাবৃত্তৈঃ, সমিৎকুশফলাহরৈঃ চ, আহর্তুং শীলং যেষামিতি  
সমিত্‌কুশফলাহরাঃ তৈঃ । “আঙি তাচ্ছীল্যো” ইতি হরতেরাঙ-পূর্বাদচ্‌-প্রত্যয়ঃ ।  
অদৃশ্যৈর্দর্শনাযোগৈর্গায়ত্রিভিঃ বৈতানিকৈঃ প্রত্যাগত্যাতাঃ প্রত্যাগতাঃ, তৈস্তপস্বিভিঃ  
পূর্যমাণম্ । “প্রোজ্যাগচ্ছতামাহিতায়ীনাং মগ্নয়ঃ প্রত্যাগত্যন্তি” ইতি শ্রুতেঃ ।  
যথাহ—“কামঃ পিতরং প্রোষিতবন্তং পুত্রাঃ প্রত্যাগত্যন্তি । এব হ বা এতমগ্নয়ঃ  
প্রত্যাগত্যন্তি সশকলান্দারুনিবাহরন” ইতি ।

সারান্শ—সায়ং তপস্বিনো বনাং যজ্ঞকাষ্ঠান্ কুশান্ ফলানি চ গৃহীত্বা  
প্রমঃ সমাগচ্ছন্তি। বালা যথা প্রবাসাদ্ আগতান্ পিতাদীন দূরত এব দৃষ্ট্বা  
পদকাদিলোভেন মার্গ এব প্রত্যাগচ্ছন্তি তথৈব তেষাং সাগ্নিকানাং তপস্বিনাং  
রূপা হোমাগ্নয়োহপি অদৃশ্ণাঃ সন্তো যজ্ঞকাষ্ঠাদিভোজ্যলোভাত্তান্  
ত্যাগচ্ছন্তি।

টিপ্পনী—১। বনান্তরাং—অপাদানে ৫মী। অত্র বনম্ বনান্তরম্  
অষপদবিগ্রহঃ নিত্যসমাসঃ)। বনান্তর হইতে। “আশ্রমবনচ্ছেদস্ত্যাবৃত্ত-  
দ্বনান্তরাহুপার্বত্তেরিত্যুক্তম্” (চারিত্রবর্দ্ধনঃ) অর্থাৎ আশ্রম বনমধ্যেই অবস্থিত  
ল।

২। উপারুত্তৈঃ—‘তপস্বিভিঃ’ পদের বিশেষণ। উপ—আ—বৃৎ+ক্ত।  
তিনিবৃত্ত।

৩। সমিংকুশফলাহরৈঃ—‘তপস্বিভিঃ’ পদের বিশেষণ। সমিং (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ),  
ণ ও ফল আহরণকারী। সমিধশ্চ কুশাশ্চ ফলানি চ (দ্বন্দ্ব) = সমিংকুশ-  
ফলানি। তানি আহর্তুং শীলং যেষামিতি সমিংকুশফল—আ + হৃ + অচ্—  
মাণ্ডি তাক্ষীল্যে”।

৪। পূর্যামাণম্—‘আশ্রমে’র বিশেষণ। পূম্ (দিবাদি)+শানচ্ কর্মণি।  
রিপূর্ণ হইতে লাগিল।

৫। অদৃশ্ণাগ্নিপ্রত্যুত্থাতৈঃ—‘তপস্বিভিঃ’ পদের বিশেষণ। ন দৃশ্ণাঃ  
(ঐ-তৎ) = অদৃশ্ণাঃ; অদৃশ্ণাঃ অগ্নয়ঃ (কর্মধা) তৈঃ প্রত্যুত্থাতাঃ (ঞ-তৎ)  
ঃ। যজ্ঞীয় হতাশন অদৃশ্ণভাবে ঐহাদের প্রত্যাগমন করিতেছিল।  
তিতে এইরূপ আছে যে, প্রবাসী পিতাকে গৃহে আসিতে দেখিয়া পুত্রগণ  
রূপ মিষ্টান্নাদি পাইবার আশায় পথেই তাঁহাকে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ  
বাসী সাগ্নিক ঋষিগণও যখন আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন তখন এই পুত্রতুল্য  
মাগ্নিসকল যজ্ঞকাষ্ঠাদি ভোজ্যলাভের আশায় অদৃশ্ণভাবে তাঁহাদের  
ত্যাগমন করিয়া থাকে। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। প্রতি—উৎ+যা+ক্ত =  
ত্যাগাত।

৬। তপস্বিভিঃ—অনুজ্ঞে কর্তরি এয়া। ঋষিগণ কর্তৃক। তপঃ অস্তি  
যামিতি তপস্+বিনি—“অস্-মায়্যা-মেধা-স্রজো বিনিঃ”।



বাচ্য-পরিবর্তন—...পর্যায়ঃ ( আশ্রমঃ ) ।

ঋষিপত্নীগণের পুত্রতুল্য মৃগসকল আশ্রমের চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল ।

আকীর্ণমৃষিপত্নীনা মুটজদ্বাররোধিভিঃ ।

অপত্যৈরিব নীবারভাগধেয়োচিতৈর্মৃগৈঃ ॥ ৭০ ॥

অর্থ—নীবারভাগধেয়োচিতৈঃ ( নীবার ধাত্বের অংশ গ্রহণে অভ্যুত উটজদ্বাররোধিভিঃ ( পর্ণ-কুটীরদ্বার রোধ করিয়া ) ( অতএব ) ঋষিপত্নীনা ( ঋষিপত্নীগণের ) অপত্যৈঃ ইব ( সন্তানতুল্য ) মৃগৈঃ ( মৃগগণ কর্তৃক ) আকীর্ণ ( পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ) ।

বাক্য—ঋষিপত্নীগণের সন্তানতুল্য মৃগগণ নীবার ধাত্বের অংশগ্রহণে অভ্যুত হইয়া পর্ণকুটীরের দ্বার রোধ করিয়া আশ্রমকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল ।

Eng.—The hermitage which was ( at the time ) being crowded with the deer blocking up the doors of the hut and which were accustomed to ( eat ) a part of the Nivā corn like children of the wives of the sages.

মল্লিনাথ—আকীর্ণমিতি । নীবারাণাং ভাগ এব ভাগধেয়ঃ অংশ “রূপনামভাগেভ্যো ধেয়ঃ” ইতি বক্তব্যস্তত্রাৎ স্বাভিধেয়ে ধেয়প্রত্যয়-তস্তোচিতৈঃ, অতএব উটজানাং পর্ণশালানাং দ্বাররোধিভিঃ দ্বাররোধকৈর্মৃগৈঃ ঋষিপত্নীনামপত্যৈরিব আকীর্ণং ব্যাপ্তম্ ।

সারাংশ—ঋষিপত্নীনাং পুত্রসদৃশাঃ মৃগাঃ স্বকীয়ান্ ধাত্তভাগান্ লব পর্ণকুটীরদ্বারাণি অবরুণধন্তি অ ।

টীকা—১। আকীর্ণম্—আশ্রমের বিশেষণ। আ—ক + ক্ত । পরিব্যাপ্ত  
২। ঋষিপত্নীনাম্—শেষে বস্তু। ঋষাণাং পত্নীনাঃ ( বস্তুতঃ ) তাসাম পত্নী-লোক—৩। দ্রষ্টব্য । ঋষিপত্নীগণের ।

৩। উটজদ্বাররোধিভিঃ—‘মৃগৈঃ’ পদের বিশেষণ। পর্ণকুটীরের দ্বার রোধকারী। উটজানাং দ্বারাণি ( বস্তুতঃ ) তানি রোধকুং শীলং যেবাম্ ই। উটজদ্বার+রুধ্+গিনি তাচ্ছীল্যে। “পর্ণশালোটজোহস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ ।

৪। অপত্যৈঃ—মৃগের উপমান। সন্তান ( তুল্য ) । ন পত্নী

পতরোহনেন ইতি নঞ—পত্+য (বাহুলকাৎ)। অথবা অপ+ত্যা-  
পত্যম্—a descendant. (S. P. Pandit)

৫। নীবারভাগধেয়োচিহ্নিতঃ—‘মূগৈঃ’ পদের বিশেষণ। নীবারধাতুর  
প্রগৃহণে অভ্যন্ত। ভাগ এব ইতি ভাগধেয়ঃ, ভাগ+ধেয়=“রূপনাম-  
গেভো ধেয়ঃ” (বা)। “ভাগধেয়ঃ করো বলিঃ” ইতামরঃ। নীবারাণাং  
ধাতু বিশেষাণাম্ ভাগধেয়ঃ (ষষ্ঠীতৎ) তত্র উচিতাঃ (অভ্যস্তাঃ) (৭মী তৎ)  
তঃ। ঋষিপত্নীগণ স্নেহবশতঃ প্রতিদিন সন্তানতুল্য মৃগদিগকে নীবারধাতু  
নি করিতেন।

৬। মূগৈঃ—অরুণ্ডে কর্তরি তৃতীয়া। মৃগগণ কর্তৃক।

বাচ্য-পরিবর্তন—.....আকীর্ণঃ (আশ্রমঃ)।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। মৃগগণের সহিত অপত্যের তুলনা হইয়াছে।

মুনিকন্ঠাগণ আশ্রমবৃক্ষে জলসেচন করিতেছিলেন।

সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তত্ৰাণোত্তমতবৃত্তকম্।

বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামালবালাম্বুপায়িনাম্ ॥ ৫১ ॥

অর্থ—আলবালাম্বুপায়িনাম্ (আলবালের জলপানকারী) বিহঙ্গানাম্  
পক্ষিসমূহের) বিশ্বাসায় (বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত) মুনিকন্ঠাভিঃ  
(মুনিকন্ঠাগণ) সেকান্তে (জলসেচন করিয়াই) তৎক্ষণাৎ জীবিতবৃক্ষকম্  
তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতেছিলেন)।

বাজালা—আলবালের জলপানকারী পক্ষিসমূহের বিশ্বাস উৎপাদনের  
নিমিত্ত মুনিকন্ঠাগণ (আশ্রম) বৃক্ষে জলসেচন করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহা  
পরিত্যাগ করিতেছিলেন।

Eng.—The hermitage in which the daughters of the hermits  
were withdrawing from the small trees no sooner they had  
watered them to inspire confidence in the birds which drank  
the water from the basins.

মল্লিনাথ—সেকান্ত ইতি। সেকান্তে বৃক্ষজলসেচনাবসানে মুনিকন্ঠাভিঃ

সেক্ৰীভিঃ আলবালেষু জলাধারপ্রদেশেষু। যদম্মু তৎপায়িনাম্। “শ্রাদালবাল  
মাবালমাবাপঃ” ইত্যমরঃ। বিহঙ্গানাং পক্ষিণাং বিশ্বাসায় বিশ্রভায় “সমে  
বিশ্বাসবিশ্রভৌ” ইত্যমরঃ, তৎক্ষণে সেকক্ষণে উজ্জ্বতা বৃক্ষকা হ্রস্ববৃক্ষ  
যস্মিন্ তম্। হ্রস্বার্থে ক-প্রত্যয়ঃ।

সারাংশ—পক্ষিণো বিশ্বস্তাঃ সন্ত ইহাগত্য আলবালস্থিতং জলং পানান্তি  
ইতি ধিয়া তাপসকন্তাঃ বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দত্তা তৎক্ষণাদেব দূরে তপ্তুঃ।

টীকান্তর—“.....মৃগাণামেব মুনিষু বিশ্বস্তঃ কবিভির্বর্ণ্যতে। নতু  
বিহঙ্গানাম্। অথবা মুনিকন্তানাং অভ্যাসাতিরেকাভাবাৎ বৃক্ষপরিত্যগে  
উক্তঃ।”—(অরুণগিরিনাথঃ)।

টিপ্পনী—১। সেকান্তে—ভাবে সপ্তমী। সেকস্ত অস্তঃ (ষষ্ঠীতৎ  
তস্মিন্। সিচ্+ঘঞ্—সেকঃ। জলসেচনের পর।

২। মুনিকন্তাভিঃ—অনুলে কর্তরি তৃতীয়া; মুনীনাং কন্তাঃ (ষষ্ঠীতৎ  
ভাভিঃ। তাপসকন্তাগণ কর্তৃক।

৩। তৎক্ষণোজ্জিতবৃক্ষকম্—আশ্রমের বিশেষণ। সঃ ক্ষণঃ (কর্মধা)-  
তৎক্ষণঃ। হ্রস্বো বৃক্ষঃ ইতি বৃক্ষকঃ, বৃক্ষ+ক (হ্রস্বার্থে)। তৎক্ষণে (পরক্ষণে  
উজ্জ্বতা বৃক্ষকা যস্মিন্ তম্ (বহুব্রীহি)। উজ্জ+ক্ত=উজ্জিত (তাক্ত)  
যে আশ্রমে জলসেচনের পরেই বৃক্ষগুলি পরিত্যক্ত হইতেছিল।

৪। বিশ্বাসায়—“ক্রিয়ার্থোপপদস্ত চ কর্মণি স্থানিনঃ” ইতি চতুর্থী  
বিশ্বাসমুৎপাদয়িতুমিতার্থঃ। বি—ঋস্+ঘঞ্।

৫। বিহঙ্গানাম্—শেষে ৬ষ্ঠী। পক্ষিগণের। বিহায়সি গচ্ছতী  
বিহঙ্গঃ। “গম্শ্চ” ইতি ষচ্। “বিহায়সো বিহ চ” (বা) “খচ্ ডিহা  
(বা)।

৬। আলবালানুপায়িনাম্—‘বিহঙ্গানাম্’ পদের বিশেষণ। আলবালে  
জলপানকারী। বৃক্ষমূলে কৃত জলাধারকে ‘আলবাল’ বলে। আ সমস্তা  
জলস্ত লবম্ আলাতি (গৃহ্নাতি) ইতি আলবালম্, মূলবিভুজাদিভ্যাং কঃ  
‘অলবাল’ এইরূপ পদেরও প্রয়োগ দেখা যায়। (লবমালাতি=লবালম্,  
ম লবালম্=অলবালম্)। আলবালস্ত অম্মু (ষষ্ঠীতৎ), তৎ পাতুং শীল

অস্তি এষামিতি আলবালাসু + পা + বিনি তাচ্ছীল্যে = আলবালাসুপায়িনঃ, তেষাম্ ।

**বাচ্য-পরিবর্তন**—.....তৎক্ষণোজ্জিতবৃক্ষকঃ ( আশ্রমঃ ) ।

আশ্রমের অঙ্গনগুলিতে মৃগগণ রোমস্থল করিতেছিল ।

**আতপাত্যয়সংস্টিমনীবারাসু নিষাদিभिः ।**

**मृगैर्वर्त्तितरোमन्थमुटजाङ्गनभूमिषु ॥ ৫২ ॥**

**অঙ্গন**—আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাসু ( রৌদ্রাবসানে রাশীকৃত তৃণধাতু-সমাকীর্ণ ) উটজাঙ্গনভূমিষু ( পর্ণকুটারের অঙ্গনভূমিতে ) নিষাদিभिः ( আসীন হইয়া ) মৃগৈঃ ( মৃগগণ ) বর্ত্তিতরোমহ্ম ( রোমস্থল করিতেছিল ) ।

**বাজালা**—রৌদ্রাবসানে রাশীকৃত তৃণধাতু সমাকীর্ণ পর্ণকুটারের অঙ্গন-ভূমিতে আসীন হইয়া মৃগগণ রোমস্থল করিতেছিল ।

**Eng.**—The hermitage where after the sunset, the Nivara corn had been collected in, heaps on the court-yard grounds of the huts and on which sat the deer ruminating.

**মল্লিনাথ**—আতপাত্যয়েতি । আতপস্রাত্যয়ে অপগমে সতি সংক্ষিপ্তা রাশীকৃত নীবারাস্তৃণধাতানি বাসু তাসু । “নীবারাস্তৃণধাতানি” ইত্যমরঃ । উটজানাং পর্ণশালানাম্ অঙ্গনভূমিষু চত্বরভাগেষু । “পর্ণশালোটজোহস্ত্রিয়াম্” ইতি চামরঃ । নিষাদিভিরুপবিষ্টৈঃ মৃগৈঃ বর্ত্তিতো নিষাদিতো রোমস্থচর্চিত-চৰ্ণং যস্মিন্নাশ্রমে তম্ ।

**সার্বাংশ**—শোষণার্থম্ রোদ্রে স্থাপিতানি ধাতানি বেলাবসানে মুনিপত্নাভিঃ পর্ণশালাচত্বরেষু রাশীকৃত্য স্থাপিতানি । মৃগাশ্চ তত্র রোমস্থায়মানাঃ স্তথোপবিষ্টা আসন্ ।

**টীকাস্তর**—“আতপেতি । সংক্ষিপ্তা ন তুচ্ছতা । অনেন মৃগৈঃ ক্রিয়মাণো নীবারলোপো মুনিপত্নীনাং নাতিপরিহার্য ইতি গম্যতে । রোমস্থ-বর্ত্তনে চ মৃগাণাং বিশ্রান্তাতিশয়ঃ ।”—( অরুণগিরিঃ ) ।

**টিপ্পনী—১।** আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাঃ—‘উটজাঙ্গনভূমিষু’ পদের বিশেষণ। রোজীবসানে রাশীকৃত তৃণধান্ত-সমাকীর্ণ। আতপশ্চ অত্যয়ঃ (ষষ্ঠীতং); আতপাত্যয়ে সংক্ষিপ্তাঃ (সুপ্-সুপা) তাদৃশা নীবারাঃ যাসু (বহুব্রীহি) তাসু। আ-তপ্+অচ্=আতপঃ। অতি-ই+অচ্=অত্যয়ঃ। সম্-ক্ষিপ্+ক্ত=সংক্ষিপ্ত (পুস্তীকৃত)। বেলাবদানে রোদ্রশুষ্ক তৃণধান্তগুলি শুছাইয়া রাখা হইয়াছে।

২। নিষাদিভিঃ—‘মৃগৈঃ’ পদের বিশেষণ। আসীন। নিষাদিভিঃ ইতি নি-সদ্+গিনি, আবশ্যকে, তাক্ষীলো বা।

৩। মৃগৈঃ—অনুজ্ঞে কর্তরি তৃতীয়া। মৃগগণ কর্তৃক। মৃগৈঃ বর্তিত-রোমম্বম্ ইতি সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ।

৪। বর্তিতরোমম্বম্—আশ্রমের বিশেষণ। (যে আশ্রমে মৃগগণ) রোমম্বন করিতেছিল। বর্তিতঃ রোমম্বঃ (চবিতচৰ্বণং) যস্মিন্ সঃ (বহুব্রীহি) তম্। বৃৎ+ণিচ্+ক্ত=বর্তিত। রোগাণাং মম্বঃ ইতি রোমম্বঃ পুষ্পোদরা-দিত্বাৎ সাধুঃ। “রোমম্বো ভক্ষিতশ্চৈব পুনরুদ্গীৰ্য্য চৰ্বণম্” ইতি যাদবঃ। পশুদিগের পক্ষে চবিতচৰ্বণ স্বাস্থ্যকর। “কর্মণো রোমম্বতপোভ্যাং বর্তিতরোঃ” ইত্যত্র সূত্রে বো বর্তিতাতুস্তদনুসারেণ বর্তিত ইতি প্রয়োগঃ—(চারিত্রবৰ্দ্ধনঃ)।

৫। উটজাঙ্গনভূমিষু—অধিকরণে সপ্তমী। উটজাঙ্গনাম্ অঙ্গনানি (ষষ্ঠীতং); তেষাং ভূময়ঃ (ষষ্ঠীতং) তাসু। পৰ্বকুটীরের অঙ্গনে।

**বাচ্য-পরিবর্তন—**.....বর্তিতরোমম্বঃ (আশ্রমঃ)।

সেই আশ্রম আহতি-গন্ধপূর্ণ ধূমরাশি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগকে পবিত্র করিতেছিল।

**अमुद्यत्थिताग्निपिशुनैरतिथीनाभ्रमोन्मुखान् ।**

**पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः ॥ ५३ ॥**

**অমুদ্যত্—**অভ্যুখিতাগ্নিপিশুনৈঃ (প্রজ্বলিত হোমাগ্নির জ্ঞাপক) আহতি-গন্ধিভিঃ (আহতি-গন্ধপূর্ণ) পবনোদ্ধূতৈঃ (বায়ুচালিত) ধূমৈঃ (ধূমরাশি দ্বারা)

শ্রমোদ্ধান্ (আশ্রম-সমাগত) অতিথীন্ (অতিথিদিগকে) পুনানন্  
পবিত্র করিতেছিল)।

**বাক্সালা**—(সেই আশ্রম) প্রজ্জলিত হোমাগ্নির জ্ঞাপক, আহুতিগন্ধপূর্ণ,  
গাঢ়চালিত ধূমরাশি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগকে পবিত্র করিতেছিল।

**Eng.**—The hermitage sanctified the guests, who were about to enter (it) by volumes of smoke, thrown up by the breeze betokening the blazing (sacrificial) fires and odorous with the sacrificial offerings.

**মল্লিনাথ**—অভ্যুথিতেতি। অভ্যুথিতাঃ প্রজ্জলিতাঃ হোমযোগ্যা ইত্যর্থঃ, 'সমিদ্ধেগ্ধাবাহতীজুগোতি' ইতি বচনাৎ। তেষামগ্নীনাং পিণ্ডনৈঃ সূচকৈঃ যেনোদ্ধুতৈঃ আহুতিগন্ধো যেষামন্তীতাহুতিগন্ধিনঃ তৈর্ধূমৈরাশ্রমোদ্ধান-  
তথান্ পুনানং পবিত্রীকুর্বাণম্। কুলকম্।

**সারাংশ**—স চ আশ্রমঃ হতহবির্দব্যগন্ধপূর্ণৈঃ হোমাগ্নিধূমৈঃ আশ্রম-  
মাগতান্ অতিথীন্ পুনাতি অ।

**টীকাস্তর**—...“অভ্যুদ্যতস্ত” প্রণীতস্তাথে: ...অভ্যুদ্রবণমগ্নে: প্রণয়ন-  
মিতি ভাণ্ডরী:। প্রণয়নঃ নাম অগ্নি:সাত্রহোমাং পূর্বমেব কর্তব্যম্। ক্রিয়া” —  
নারায়ণঃ)।

**টিপ্পনী**—১। অভ্যুথিতাগ্নিপিণ্ডনৈঃ—‘ধূমৈঃ’ পদের বিশেষণ। প্রজ্জলিত  
হোমানলের জ্ঞাপক। অভ্যুথিতা (প্রজ্জলিতা) অগ্নয়ঃ (কর্মধা); তেবাং পিণ্ডনাঃ  
ধীতং তৈঃ। “পিণ্ডনৌ থলসূচকৌ” ইত্যমরঃ। নারায়ণ-ধৃত ‘অভ্যুদ্যত’  
পাঠও ভাল। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য। অভি—উৎ+হা+ক্ত। পিণ্ড+উনন্  
(উণাদি)=পিণ্ডন।

২। অতিথীন্—‘পুনানং’ ক্রিয়ার কর্ম। কর্মণি দ্বিতীয়া। অতিথিদিগকে।  
অবিত্রমানঃ তিথিঃ (আসিবার নির্দিষ্ট সময়) যন্ত (বহুব্রীহি) তন্। Cf.  
‘একরাত্রং তু নিবসন্ততিথির্বাঙ্গণঃ স্মৃতঃ। অনিত্যা হি স্থিতির্বস্মাৎ তস্মাদ-  
তিথিরূচ্যতে॥’ “কুলং ন জায়তে যন্ত ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ। অকস্মাদ্  
গৃহমায়ান্তি সৌহৃতিথিঃ প্রোচ্যতে বৃধৈঃ॥”—(মহুসংহিতা)। অত+ইথিন্।

৩। আশ্রমোন্মথান্—‘অতিথান্’ পদের বিশেষণ। উক্তাতং মুখং যন্তাসৌ উন্মথঃ (বহু)। আশ্রমস্ত উন্মথাঃ (যষ্টীতৎ) তান্। আশ্রম—শ্লোক ৩৫ দ্রষ্টব্য। আশ্রম-সমাগত।

৪। পুনান্—‘আশ্রমে’র বিশেষণ। পু+শানচ্, দ্বিতীয়া একবচন। পবিত্র করিতেছিল।

৫। পবনোদ্ধূতৈঃ—‘ধূমৈঃ’ পদের বিশেষণ। বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত। পবনেন উদ্ধূতাঃ (তৃতীয়াতৎ) তৈঃ। উৎ—ধু+ক্ত=উদ্ধূত। পু+যুচ্ (“বহুলমন্যত্রাপি”—উপাদি)=পবনঃ।

৬। ধূমৈঃ—করণে তৃতীয়া। ধূমরাশি দ্বারা।

৭। আহতিগন্ধিভিঃ—‘ধূমৈঃ’ পদের বিশেষণ। আহতিগন্ধপূর্ণ। আহতীনাং গন্ধঃ (যষ্টীতৎ), স এবাং বিছতে ইতি আহতিগন্ধ+ইন্; তৈঃ।

বাচ্য-পরিবর্তন—..... পুনান্ ( আশ্রমঃ )।

মন্তব্য—এই শ্লোকের সহিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয়—

“ত্রেতাধিধূমাগ্রমনিন্দ্যকীর্ত্তেস্তশ্চেদমাক্রান্তবিমানমার্গম্।

স্রাস্ত্রা হবির্গন্ধি রজোবিমুক্তঃ সমশ্রুতে মে লঘিমানমাত্মা ॥”

রঘুবংশ—১৩।৩৭।

অনন্তর দিলীপ এবং সুদক্ষিণা রথ হইতে অবতরণ করিলেন #

अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयेति सः ।

तामवाहीहयत् पर्णा रथाद्वततार अ ॥ ১৪ ॥

অন্তর—অথ (অনন্তর) সঃ (তিনি অর্থাৎ দিলীপ) যন্তারম্ (সারথির প্রতি) ধুর্যান্ (অশ্বগণকে) বিশ্রাময় (বিশ্রাম করাও) ইতি (এই) আদিশ (আদেশ প্রদান করিয়া) তাং (সেই) পর্নাং (পর্না সুদক্ষিণাকে) রথাৎ (রথ হইতে) অবারোহয়ৎ (অবতারিত করিলেন) (স্বয়ং চ) (এবং নিজে) অবততার (অবতীর্ণ হইলেন)।

বাজালা—অনন্তর তিনি সারথির প্রতি—“অশ্বগণকে বিশ্রাম করাও” এই

‘অবারোহয়ৎ’ ইতি নারায়ণভূতপাঠান্তরম্।

আদেশ প্রদান করিয়া পত্নী সুদক্ষিণাকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন এবং স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন।

**Eng.**—Then having ordered the charioteer to give rest to the yoked horses, the king alighted from the chariot and also helped the queen to get down.

**মল্লিনাথ**—অথেতি। অথাৎশ্রমপ্রাপ্ত্যনন্তরং স রাজা যন্তারং সারথিম্ ধুরং বহন্তীতি ধুর্যা যুগ্যাঃ। “ধুরো যড্‌চকৌ” ইতি যৎ-প্রত্যয়ঃ। “ধূর্ব্বেধূর্ব্বধোরেয়-ধুরীণাঃ সধুরন্ধরাঃ” ইত্যমরঃ। ধূর্যান্ রথাস্থান্ বিশ্রাময় বিনীতশ্রমান্ কুরু ইত্যাদিশ্য আজ্ঞাপ্য তাং পত্নীং রথাদবারোহয়ৎ অবতারিতবান্, স্বয়ং চ অবতত। “বিশ্রাময়” ইতি হ্রস্বপাঠে “জনীজৃষ” ইতি মিষে “মিতাং হ্রস্বঃ” ইতি হ্রস্বঃ। দীঘপাঠে “মিতাং হ্রস্ব” ইতি হ্রস্বে “বা চিত্তবিরাগে” ইত্যাতো ‘বা’ ইত্যাম্বল্য ব্যবস্থিতবিভাষাশ্রয়ণাদ্ হ্রস্বাভাব ইতি বৃত্তিকারঃ।

**সার্বাংশ**—দিলীপঃ “অস্থান্ বিনীতাক্ষশ্রমান্ কুরু” ইতি সারথিম্ আজ্ঞাপ্য পূর্বং রথায় স্বয়মবততার পশ্চাৎ পত্নীম্ অবতারিতবান্।

**টিপ্পনী**—১। যন্তারম্—‘আদিশ্য’ ক্রিয়ার কৰ্ম। কৰ্মণি দ্বিতীয়া। সারথিকে। যম্+তৃচ্ অথবা তৃন্=বন্ত্। ‘দাতৃ’ শব্দের দ্বায় রূপ হইবে।

২। আদিশ্য—কর্তা ‘সঃ’। আ—দিশ্+ল্যপ্। আদেশ করিয়া।

৩। ধূর্যান্—‘বিশ্রাময়’ ক্রিয়ার কৰ্ম। কৰ্মণি দ্বিতীয়া। ধুরম্ (yoke) বহন্তীতি ধুর+যৎ—। “ধুরো যড্‌চকৌ”। রথের অশ্ব। যে দায়িত্বভার বহন করিতে পারে তাহাকে ধুরন্ধর বলে। যেমন ‘কুলধুরন্ধর’।

৪। বিশ্রাময়—কর্তা ‘ভম্’ উহ। বি—শ্রম্+গিচ্+লোট্ হি। বিশ্রাম করাও। গিচ্ পরে থাকিলে “মিৎ” ধাতুর হ্রস্ব হইয়া থাকে—“মিতাং হ্রস্বঃ” (হ)। শ্রম্‌ধাতু ঘটাদিগণে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া “মিৎ” হইয়াছে—(ঘটাদয়ে মিতঃ)। অতএব ‘বিশ্রাময়’ এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত। বৃত্তিকারের মতে ব্যবস্থিত-বিভাষা আশ্রয় করিয়া বিকল্পে ‘বিশ্রাময়’ পদও সিদ্ধ হইতে পারে। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। কিংবা “বিশ্রামঃ কারয় ইতি বাক্যে বিশ্রামশব্দাৎ নামগিজজ্ঞাৎ পুনর্গিচ্”।

৫। অবারোহয়ৎ—কর্তা ‘সঃ’। অবতারিত করিলেন। অব—রূহ্+



গিচ্+লঙ্+দ। ‘অবারোপয়ৎ’ এইরূপ পাঠও পাওয়া যায়। “রূহঃ পোহন্ততর-  
শ্রাম্” ইতি গিচি পকারঃ। “পত্ন্যবতারণঃ দয়ালুঃ ত্যোতয়তি”—  
(অরুণগিরি)।

৬। পত্নীম্—‘অবারোহয়ৎ’ ক্রিয়ার কর্ম। কর্মণি দ্বিতীয়া। পত্নী  
সুদক্ষিণাকে। শ্লোক ৩১ দৃষ্টব্য।

৭। রথাৎ—অপাদানে পঞ্চমী। “ধ্রুবমপায়েহপাদানম্”। রথ হইতে।

৮। অবততার—কর্তা ‘সঃ’। অবতরণ করিলেন। অব—তু+  
লিট্ গল্।

বাচ্য-পরিবর্তন...ধূষাঃ বিশ্রাম্যন্তাম্...তেন সা পত্নী অবারোহত,  
অবতেরে চ (স্বয়ম্)।

ঋষিগণ দিলীপের সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

তস্মৈ সম্ভাঃ সমাখ্যায় গোম্ গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ ।

৫ অর্হণামর্হতে স্ক্রু মুনয়ো নয়ন্তুষে ॥ ৫৫ ॥

অস্বয়—সভাঃ ( সভা ) গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ ( জিতেন্দ্রিয় ) মুনবঃ ( ঋষিগণ )  
গোপ্তে ( লোকরক্ষক ) অর্হতে ( পূজনীয় ), নয়চক্ষুষে ( নীতিচক্ষু ) সমাখ্যায়  
( সঙ্গীত ) তস্মৈ ( সেই মহারাজের ) অর্হণাঃ ( অভ্যর্থনা ) চক্ষুঃ ( করিলেন )।

বাজালা—সভা জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ লোকরক্ষক, পূজনীয়, নীতিচক্ষু সঙ্গীত  
সেই মহারাজের অভ্যর্থনা করিলেন।

Eng.—The polite sages who were pre-eminent in the  
virtue of self-control, gave a respectful welcome to him who  
so deserved, who was in company with his queen, who was  
the protector ( of his subjects ) and who had an eye having  
political fore-sight.

মল্লিনাথ—তস্মৈ ইতি। সভায়াঃ সাধবঃ সভাঃ, “সভায়া যঃ” ইতি য-প্রত্যয়ঃ  
গুপ্ততমেন্দ্রিয়া অত্যন্তনিয়মিতেন্দ্রিয়া মুনয়ঃ সভাখ্যায় গোপ্তে রক্ষকায় নয়ঃ শাস্ত্র  
মেব চক্ষুস্তত্ত্ববেদকং প্রমাণং যন্ত তস্মৈ নয়চক্ষুষে। অতএব অর্হতে প্রশস্তা  
পূজ্যায়ৈত্যাঃ। “অর্হঃ প্রশংসায়াম্” ইতি শত্-প্রত্যয়ঃ। তস্মৈ রাজেহর্হণা  
পূজাং চক্ষুঃ। “পূজা নমস্তাহপচিতিঃ সপর্ষীর্চাঃ সমাঃ” ইত্যমরঃ।

৬। অইণাম্—‘চক্ৰুঃ’ ক্রিয়ার কৰ্ম। পূজা অর্থাৎ অভ্যর্থনা। অই+  
ই=অইণ।

৭। অর্হতে—‘তস্মৈ’ পদের বিশেষণ। ‘অর্হ+শতৃ, চতুর্থী একবচন পূজনীয়। “সর্বজ্ঞো জিতরাগাদিষেষ্ট্রৈলোক্যপুজিতঃ। যথাহিতার্থবাদী। দেবোহর্হং পরমেশ্বরঃ।”

৮। চকুঃ—কর্তা ‘মুনয়ঃ’। কৃ + লিট্ উস্। করিলেন।

৯। মুনয়ঃ—‘চকুঃ’ ক্রিয়ার কর্তা। ঋষিগণ। শ্লোক ৮ দ্রষ্টব্য।

১০। নয়চক্ষুষে—‘তস্মৈ’ পদের বিশেষণ। নয়ঃ নীতিশাস্ত্রম্ চক্ষুঃ যঃ (বহু) তস্মৈ। “দণ্ডনীতেরন্তষ্ঠানং নয় ইত্যভিধীয়তে” (শারদাতনয়) নীতিচক্ষুসম্পন্ন। অথবা শাস্ত্রচক্ষু—টীকাত্তর দ্রষ্টব্য। .Cf. “চক্ষুশ্চক্ষুঃ শাস্ত্রেণ হৃদয়কার্যার্থদর্শিনা” (রঘু ৪।১৩)।

বাচ্য-পরিবর্তন—...সভ্যৈঃ গুপ্ততমেজিঃ মুনিভিঃ...অর্হণা চক্রে।

মন্তব্য—ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার। ব্যঞ্জনসমূহের স্বরূপান্তরসাধনে এবং ক্রমানুসারে সাদৃশ্য অবলম্বনপূর্বক একবার পুনরুচ্চারণকে ‘ছেকানুপ্রাস’ বলে “ছেকো ব্যঞ্জনসমূহস্য সক্রয়স্যাম্যনেকথা” (সাহিত্যদর্পণ)। ‘সভ্যৈঃ সভা-রূপে আবর্তিত অর্থাৎ পুনরুচ্চারিত হইয়াছে। এইরূপে নয়ো, ন ইত্যাদি।

দিলীপ অরুন্ধতীর সহিত সমাধীন মহর্ষি বশিষ্ঠকে দেখিতে পাইলেন।

**বিধে: সাযন্তনস্থান্তে স দদর্শ তপোনিধিম্।**

**অন্বাসিতমহন্থত্যা স্বাহয়েব হবির্ভুজম্ ॥ ৫৬ ॥**

অর্থ—সঃ (তিনি অর্থাৎ মহারাজ দিলীপ) সাযন্তনশ্চ (সায়ংকালীন বিধে: (অরুষ্ঠান) অন্তে (সমাপ্ত হইলে) অরুন্ধত্যা (অরুন্ধতীর সহিত অঘাসিতম্ (উপবিষ্ট) স্বাহয়া (স্বাহ্যবৃত্ত) হবির্ভুজম্ ইব (বহির ত্রায় তপোনিধিম্ (তপোধন বশিষ্ঠকে) দদর্শ (দর্শন করিলেন)।

বাক্য—সায়ংকালীন অরুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে মহারাজ দিলীপ অরুন্ধতী সহিত উপবিষ্ট স্বাহ্য-বৃত্ত বহির ত্রায় তপোধন বশিষ্ঠকে দর্শন করিলেন।

Eng.—At the conclusion of evening rites, the king saw the holy sage Vas'istha attended upon by Arundhati, like the fire-god waited upon by (his wife) Svāhā.

মল্লিনাথ—বিধেরিতি। স রাজা সায়ন্তনশ্চ সায়ন্তবশ্চ, “সায়ং চিরম্—” ইত্যাদিনা টালপ্রত্যয়ঃ ; বিধেৰ্জপহোমাত্মহুষ্ঠানশ্চ অন্তে অবসানে অরুক্ষত্যা অঘাসিতম্ পশ্চাদুপবেশনেন উপসেবিতম্। কর্মণি ক্ৰঃ, উপসর্গবশাৎ সাকর্মকত্বম্, “অঘাট্টনাম্” ইত্যাদিবহুপপত্ততে। তপো-নিধিম্ বশিষ্ঠম্, স্বাহয়া স্বাহাদেব্যা, “অথায়ায়ী স্বাহা চ হতভুক্তপ্রিয়া” ইত্যমরঃ। অঘাসিতং হবির্ভূজমিব দদর্শ। “সমিৎপুষ্পকুশায়াষুমুদমাঙ্কত-পাণিকঃ। জপং হোমঃ চ কুর্বাণো নাভিবাণ্ডো দ্বিজো ভবেৎ॥” ইত্যহুষ্ঠানশ্চ মধ্যে অভিবাণননিষেধাৎ বিধেরন্তে দদর্শেত্যুক্তম্। অঘাসনং চাত্র পতিব্রতার্থম্বেনোক্তং ন তু কর্মাক্ষেণ, বিধেরন্ত ইতি কর্মণঃ সমাপ্ত্যভিধানাৎ।

সারান্বাংশ—দিলীপঃ সায়ংকালিকজপহোমাত্মহুষ্ঠানশ্চ অন্তে স্বভাষ্যয়া অরুক্ষত্যা সহ স্তূথোপবিষ্টঃ স্বাহাযুক্তম্ অগ্নিমিব মহায়ুনিং বশিষ্ঠং দদর্শ।

টিঙ্কানী -১। বিধে:—শেষে ষষ্ঠী। বি-ধা+কি। জপহোমাদি অহুষ্ঠানের।

২। সায়ন্তনশ্চ—‘বিধেঃ’ পদের বিশেষণ। সায়ংকালীন। সায়ং ভবঃ ইতি সায়ং+টাল্, ভূট্ চ। “সায়ং চিরং প্রাহেপ্রগেহব্যয়েভ্যষ্টাট্যালৌ ভূট্ চ” (স্বত্র)।

৩। অন্তে—ভাবে সম্প্রমী। সমাপ্ত হইলে পর। কারণ জপ-হোমাদি অহুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাক্ষণকে প্রণামাদি করিতে নাই—ইহাই শাস্ত্রের বিধান ছিল। মল্লিনাথ দৃষ্টব্য। অর্থাৎ বশিষ্ঠের জপহোমাদি শেষ হইলে পর দিলীপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

৪। দদর্শ—কর্তা ‘সঃ’। দৃশ্+লিট্ গল্। দেখিলেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিলেন।

৫। তপোনিধিম্—‘দদর্শ’ ক্রিয়ার কর্ম। কর্মণি দ্বিতীয়া। তপসাং নিধিঃ (ষষ্ঠীতৎ)। তম্। নিদীয়তে অস্মিন্ নি-ধা+কি=নিধিঃ। তপস্বী।

৬। অঘাসিতম্—‘তপোনিধিম্’ পদের বিশেষণ। অহু—আস্+জু কর্মণি। উপসর্গবশাৎ সাকর্মকত্বম্—যেমন “অঘাশ্চ গোপ্তা” (রঘু ২।২৪) “অঘাট্টনাম্” (মেঘদূত ২।৩৭)। উপবেশনের দ্বারা উপসেবিত (মল্লিনাথ)।

বশিষ্ঠের জপহোমাদি অনুষ্ঠানের পর অরুন্ধতী পতিব্রতাদর্শপালন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে সমাসীন ছিলেন ( মল্লিনাথ ) ।

৭। অরুন্ধত্যা—অনুজ্ঞে কর্ত্তরি তৃতীয়া। অরুন্ধতী ( বশিষ্ঠের পত্নী ) কর্ত্ত্বক ।

৮। স্বাহ্যা—‘অরুন্ধতী’ পদের উপমান। বহু-পত্নীর নাম ‘স্বাহা’। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার সময় উচ্চারিত শব্দকে ‘স্বাহা’ বলে। স্বাদতে অনেন ইতি স্বাদ+আ, পৃষোদরাদিষাৎ দশ্য হঃ। সূর্যু আহুয়তেহনেন বা, ড-প্রত্যয়ঃ ইতি স্বাহা। স্বাহাদেবী কর্ত্ত্বক।

‘প্রকৃতে কলয়া চৈব সর্বশক্তিশ্বরূপিণী  
বভূব দাহিকা শাক্তিরগ্নে স্বাহা স্বকামিনী ।  
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ব্রাহ্মণা দক্ষিণাদয়ঃ ।  
স্বাহাস্তং মন্ত্রমুচ্চার্য হবির্দদতি নিত্যশঃ ।’

( ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে )

৯। হবির্ভূজম্—‘তপোনিধিম্’ পদের উপমান। হবির্ভূক্তে ইতি হবিস্+ভূজ্+ক্ৰিপ, তন্ম। অগ্নির হ্রায়। ‘হবির্ভূজ’ শব্দটি স্থান ও কালানুযায়ী প্রযুক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যায় অগ্নিতে আহুতি-দান হইয়া থাকে। ‘অগ্নেরোপমোন বশিষ্ঠস্ত তেজস্বিত্বং পাবনত্বং চোক্তম্’—(চারিত্রবর্দ্ধন)।

বাচ্য-পরিবর্ত্তন—...তেন...হবির্ভূক্ ইব অঘাসিতঃ তপোনিধিঃ দদৃশে।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। বশিষ্ঠের সহিত অগ্নির এবং অরুন্ধতীর সহিত স্বাহার তুলনা হইয়াছে।

দিলীপ এবং সুদক্ষিণা তাঁহাদের পাদ-বন্দনা করিলেন; গুরু এবং গুরুপত্নীও তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন।

তযোজ্জৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী ।

তৌ গুরুর্গুরুপত্নী চ প্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থ—মাগধী ( মগধ-রাজপুত্রী ) রাজ্ঞী ( সুদক্ষিণা ) রাজা ( দিলীপ ) চ ( এবং ) তয়োঃ ( তাঁহাদের অর্থাৎ বশিষ্ঠ এবং অরুন্ধতীর ) পাদান্ ( চরণ ) জগৃহতুঃ ( গ্রহণ অর্থাৎ বন্দনা করিলেন ) । গুরুঃ ( গুরু বশিষ্ঠ ) গুরুপত্নী ( গুরুপত্নী অরুন্ধতী )

( এবং ) প্রীত্যা ( সানন্দে ) তো ( তাঁহাদিগকে ) প্রতিনন্দতুঃ ( আশীর্বচনে অভিনন্দিত করিলেন ) ।

**বাজালা**—মগধ-রাজপুত্রী সুদক্ষিণা এবং মহারাজ দিলীপ উভয়ে তাঁহাদের রণ বন্দনা করিলেন । গুরু এবং গুরুপত্নী তাঁহাদিগকে আশীর্বচনে অভিনন্দিত করিলেন ।

**Eng.**—Both the King and the Queen, the daughter of he Magadha King, touched their feet; and the preceptor and his wife too affectionately blessed them in return.

**মল্লিনাথ**—তথোরিতি । মাগধী মগধরাজপুত্রী রাজ্ঞী সুদক্ষিণা রাজা তয়োররুক্কতী-বশিষ্ঠয়োঃ পাদান্ জগৃহতুঃ । “পাদঃ পদঙ্‌ব্রিচ্চরণোহজ্জিয়াম্” ইত্যমরঃ । পাদগ্রহণমভিবাদনম্ । গুরুপত্নী গুরুশ্চ কর্তারৌ । সা চ স চ তো সুদক্ষিণাদিলীপৌ কর্মভূতো, প্রীত্যা হর্ষণে প্রতিনন্দতুঃ, আশীর্বাদাদিভিঃ স্তাবয়াক্ষতুরিত্যর্থঃ ।

**সারংশ**—ততঃ সুদক্ষিণাদিলীপৌ অরুক্কতীবশিষ্ঠয়োশ্চরণাভিবন্দনং কৃতুঃ, অরুক্কতীবশিষ্ঠাবপি প্রণতয়োস্তয়োরশীর্বাদাদিনা সস্তাবনাং চক্রতুঃ ।

**টিপ্পানো**—১ । জগৃহতুঃ—কর্তৃ ‘রাজা রাজ্ঞী চ’ । গ্রহ্+লিট্ অতুস্ । ইহণ অর্থ্যাৎ বন্দনা করিলেন ।

২ । মাগধী—মগধরাজপুত্রী সুদক্ষিণা । মগধস্ত রাজ্ঞঃ অপত্যং স্ত্রী ইতি গধ্+অণ্, জিয়াম্ ভীপ্=মাগধী ।

৩ । তো—‘প্রতিনন্দতুঃ’ ক্রিয়ার কর্ম । সা চ স চ ( একশেষ দ্বন্দ্ব ) = তো—‘পুমান্ জিয়া’ । তাঁহাদিগকে অর্থ্যাৎ দিলীপ ও সুদক্ষিণাকে ।

৪ । গুরুপত্নী—গুরোঃ পত্নী ( বধীতং ) অরুক্কতী । ‘প্রতিনন্দতুঃ’ ক্রিয়ার কর্তা ।

৫ । প্রীত্যা—প্রকৃত্যাদিভ্যাং তৃতীয়া । সানন্দে ।

৬ । প্রতিনন্দতুঃ—কর্তা ‘গুরুঃ গুরুপত্নী চ’ । প্রতি—নন্+লিট্ তুস্ । আশীর্বচনে অভিনন্দিত করিলেন ।

**বাচ্য-পরিবর্তন**—রাজ্যা মাগধ্যা রাজ্ঞা চ পাদা জগৃহিরে । গুরুণা গুরুপত্ন্যা চ তো প্রতিনন্দাতে ।

**মন্তব্য**—“...The plural পাদান্ and the singulars রাজা and রাজ্ঞী, are here used to indicate that Dilipa reverently caught hold of the feet of Vasistha and in doing so he paid his respects to Arundhati also who was sitting behind the sage and whose feet he could not actually touch. Sudaksini on her part fell at the feet of Arundhati and so showed her reverence for both, as she could not actually touch the feet of the sage.”—(Kāle).

মহর্ষি বশিষ্ঠ দিলীপকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

**তমাতিথ্যক্রিয়াশান্তরথকোভপরিশ্রমং ।**

**পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রমমুনিং মুনিঃ ॥ ২৮ ॥**

**অন্বয়**—মুনিঃ (মহর্ষি বশিষ্ঠ) আতিথ্যক্রিয়াশান্তরথকোভপরিশ্রমঃ (অতিথিসংকারদ্বারা রথসঞ্চালনজনিত পরিশ্রম অপনীত হইলে) রাজ্যাশ্রমমুনিঃ (রাজ্যাশ্রমে ধ্বিসদৃশ) তং (তাঁহাকে অর্থাৎ দিলীপকে) রাজ্যে (রাজ্যের) কুশলং (কুশল) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)।

**বাক্যার্থ**—অতিথিসংকারদ্বারা দিলীপের রথসঞ্চালনজনিত পরিশ্রম অপনীত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

**Eng.** When the fatigue caused by the joltings of the chariot had been removed by the hospitable reception, the sage asked him who was a sage of the hermitage in the form of the kingdom, whether it fared well with his realm.

**মল্লিনাথ**—তমিতি। মুনিঃ অতিথার্থমাতিথ্যম্। “অতিথ্যেঞ্যঃ” ইতি ঞ্য-প্রত্যয়ঃ। আতিথ্যস্ত ক্রিয়া, তয়া শান্তো রথকোভেণ যঃ পরিশ্রমঃ স যস্য ল তং তথোক্তম্। রাজ্যমেবাপ্রমত্তত্র মুনিং মুনিভূল্যমিত্যর্থঃ। তং দিলীপং রাজ্যে কুশলং পপ্রচ্ছ। পৃচ্ছতেজ্ঞ দ্বিকর্মকহমিত্যুক্তম্। যতপি

রাজ্যশব্দঃ পুরোহিতাদিষু স্তূর্ততাদ্রাজকর্মবচনঃ তথাপ্যত্র সপ্তাঙ্গুবচনঃ । “উপ-  
পন্নং নমু শিবাং সপ্তাঙ্গবৎ” ইত্যন্তরবিরোধঃ । তথাহি মন্তঃ—“স্বাম্যামাত্য-  
পূরঃ রাষ্ট্রং কোশদণ্ডৌ তথা স্তূর্তঃ । সন্তোতানি সমন্তানি লোকেহস্মিন্ রাজ্য-  
মুচ্যতে ॥” ইতি । তত্র “ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবক্ষুদনাময়ম্ । বৈশ্যং  
ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥” ইতি মন্তুবচনে সত্যপি তস্য রাজ্ঞো  
মহানুভাবত্যাং ব্রাহ্মণোচিতকুশলপ্রশ্ন এব কৃত ইত্যমুসক্ষেয়ম্ । অতএবোক্তং  
‘রাজ্যাশ্রমমুনিম্’ ইতি ।

সারান্বং—আতিথ্যক্রিয়য়া রথশ্রমণশ্রমণনীয় মহর্ষিঃ তৎ সপ্তাঙ্গরাজ্য-  
বিষয়িনীং কুশলবার্তাং পপ্রচ্ছ ।

টীকানী—১। তম্—‘পপ্রচ্ছ’ ক্রিয়ায় গৌণ কর্ম । তাঁহাকে অর্থাৎ  
দিলীপকে ।

২। আতিথ্যক্রিয়াশাস্ত্ররথক্ষেভপরিশ্রমম্—‘তম্’ পদের বিশেষণ । রথস্ত  
ক্ষোভঃ (যগীতৎ) তেন পরিশ্রমঃ (তৃতীয়া-তৎ) = রথক্ষেভপরিশ্রমঃ ।  
আতিথ্যস্ত ক্রিয়া (যগীতৎ), তয়া শাস্ত্রঃ (তৃতীয়াতৎ); আতিথ্য-  
ক্রিয়াশাস্ত্রঃ রথক্ষেভপরিশ্রমঃ যস্ত সঃ (বহুব্রীহি) তম্ । অতিথি-সংস্কার  
দ্বারা বাহ্যর রথক্ষেভজনিত পরিশ্রম অপনীত হইয়াছে । অতিথয়ে ইদম্  
ইতি অতিথি+ঞ—“অতিথেঞাঃ=আতিথ্যম্ । কু+শ=ক্রিয়া । শম্+  
ক্ত=শাস্ত্র । ক্ষুভ্+ঘঞ=ক্ষোভঃ ।

৩। পপ্রচ্ছ—কর্তা ‘মুনিঃ’ । প্রচ্ছ+লিট্ গল্ । জিজ্ঞাসা করিলেন ।  
প্রচ্ছ-ধাতু দ্বিকর্মক ।

৪। কুশলম্—‘পপ্রচ্ছ’ ক্রিয়ায় মুখ্য কর্ম । কুশলবার্তা । কুংসিতং  
শলতে সংবৃণোতি ইতি কুশলম্—“পচাওচ্” । শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণকে  
কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে ক্ষেম এবং শূদ্রকে আরোগ্য প্রশ্ন  
করিতে হয় । (মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য) । মহারাজ দিলীপ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহাকে  
কুশলপ্রশ্ন করা হইয়াছে । তাহার কারণ দিলীপ স্বীয় মহানুভাবে ব্রাহ্মণসদৃশ  
ছিলেন । এইজন্য তাঁহাকে ‘রাজ্যাশ্রমমুনিম্’ এই পদের দ্বারা বিশেষিত করা  
হইয়াছে । অর্থাৎ দিলীপ রাজর্ষি ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কুশল-প্রশ্ন করা



হইয়াছে। (মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য)। “অত্র কুশলং মঙ্গলসম্পদম্। সা চাক্ষান্নাং  
স্বাম্যাদীনাং গুণোৎকর্ষঃ”। (অরুণগিরিঃ)।

৫। রাজ্যে—বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। (সপ্তাঙ্গ) রাজ্যের। রাজ্যঃ কর্ম  
ইতি রাজ্ঞন্+যক্, “পুরোহিতাদিত্যাদ্ যক্”। =রাজ্যম্। রাজ্য বলিতে  
প্রজাপালন কর্মকেই বুঝায়, কিন্তু এস্থলে সপ্তাঙ্গ রাজ্যকেই বুঝাইতেছে।  
রাজ্যের সাতটি অঙ্গ আছে—(১) স্বামী—অর্থাৎ রাজা; মতান্তরে  
পুরোহিত। “নিবৃত্তঃ পিতরীবাশ্তে যত্র লোকঃ স পার্থিবঃ”—(কামন্দকঃ)।  
(২) অমাত্য—অর্থাৎ মন্ত্রী। “কুলীনাঃ শুচয়ঃ শুভ্রাঃ ঋতবন্তোহুগুরাগিণঃ।  
দণ্ডনীভেঃ প্রণেতারঃ সচিবাঃ স্মার্মহীপতেঃ”। (কামন্দকঃ)। (৩) সূহৃৎ—  
অর্থাৎ मित्र। “ত্যাগবিজ্ঞানসম্বাচ্যঃ মহাপক্ষঃ প্রিয়বদনম্। আয়তিক্ষেমম-  
দ্বৈধ্যং मित्रং কুর্বাৎ সংকুলম্”। (কামন্দকঃ)। (৪) কোশ—অর্থাৎ  
রত্নভাণ্ডার। “বহ্বাদানান্ননিশ্রাবঃ খ্যাতঃ পূজিতদৈবতঃ। ঈশ্বতদ্রব্যসম্পন্নো  
হৃত্যস্থাপ্তৈরধিষ্ঠিতঃ”। মুক্তাকনকরত্নাঢ্যঃ পিতৃপৈতামহোচিতঃ”। ধর্মাজিতো  
ব্যরসহঃ কোশঃ”। (কামন্দকঃ)। (৫) রাষ্ট্র—অর্থাৎ দেশ, জনপদ। “স্বাজীবো  
ভূগুণৈর্ঘৃক্তঃ সানুপঃ পর্বতাশ্রয়ঃ। শূদ্রকারুবণিকপ্রায়ো মহারত্নকুর্ষীবলঃ”।  
সাহস্ররাগো রিপুর্দেষী পীড়াকরসহঃ পৃথুঃ। নানাদেশ্যসমাকীর্ণো ধার্মিকঃ  
পশুমান্ ধনী ঈদৃগ্ জনপদঃ শস্তঃ”। (কামন্দকঃ)। (৬) দুর্গ—অর্থাৎ  
সুরক্ষিত পুরী। “ঔদকং পার্বতং বাক্ষমৈরিণং ধান্বনং তথা। শস্তং  
প্রশস্তমতিভির্দুর্গং দুর্গবিচিন্তকৈঃ”। (কামন্দকঃ)। (৭) বল—অথবা দণ্ড।  
অর্থাৎ সৈন্য। “হস্ত্যশ্বরথপাদাতম্” (কুল্ল কভট্ট)। “পিতৃপৈতামহো  
বংশঃ সংহতো দত্তবেদনঃ। বিখ্যাতপৌরুষো জন্তকুশলঃ কুশলৈঃ স্তুতঃ।  
নানাপ্রহরণোপেতো নানায়ুক্তবিশারদঃ। নানাবোধসমাকীর্ণো নীরাজিতহয়দ্বিপঃ।  
প্রবাসাশ্রয়সহঃ খেবু নৃকেবু চ কৃতশ্রমঃ। অদ্বৈয়ঃ ক্ষত্রিয়প্রায়ো দণ্ডঃ”  
(কামন্দকঃ)।

অনেকে পোরশ্রেণী লইয়া রাজ্যকে অষ্টাঙ্গ ধরিয়া থাকেন। ৬০ শ্লোকে  
রাজ্যের এই সপ্তাঙ্গের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৬। রাজ্যাশ্রমমুনিম্—‘তম্’ পদের বিশেষণ। রাজ্যমেব আশ্রমঃ  
(রূপক-কর্ম্মধা), তত্র মুনিঃ (৭মীতৎ) তম্। রাজ্যরূপ আশ্রমে মুনিসদৃশ।

আশ্রম, শ্লোক ৩৫ দ্রষ্টব্য। Cf. “অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্বভোগো  
রক্ষাবোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সংচিনোতি। অস্ত্রাপি ছাং স্পৃশতি  
বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ পুণ্যঃ শকো মুনিরিত্তি মুহঃ কেবলং রাজপুংঃ॥”  
—(শাকুন্তলে ২।১৪)।

৭। মুনিঃ—‘পপ্রচ্ছ’ ক্রিয়ার কর্তা। মহর্ষি বশিষ্ঠ। মুনি শব্দের অর্থ  
শ্লোক ৮ দ্রষ্টব্য।

বাচ্য-পরিবর্তন—মুনি। আতিথ্যক্রিয়াশাস্ত্ররথক্ষোভপরিশ্রমঃ রাজ্যাশ্রম-  
মুনিঃ সঃ...পপ্রচ্ছ।

অনন্তর মহারাজ দিলীপ মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন।

मयाथर्वनिवेस्तस्य विजिता<sup>१</sup>रिपुः पुरः ।  
अर्थार्थपतिर्वाचमाददे वदतां वरः ॥ ५६ ॥

অভয়—অথ (অনন্তর) বিজিতারিপূরঃ (শক্রপূরবিজয়ী) বদতাং  
(বাগ্মিগণের মধ্যে) বরঃ (শ্রেষ্ঠ) অর্থপতিঃ (ধনাধিপতি) অথর্বনিধেঃ  
(অথর্ববেদের আধারস্বরূপ) তস্ত (সেই বশিষ্ঠদেবের) পুরঃ (নিকট)  
অর্থ্যাম্ (অর্থযুক্ত) বাচম্ (বাক্য) আদদে (বলিতে লাগিলেন)।

বাক্য—অনন্তর শক্রপূরবিজয়ী বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাজা অথর্ববেদের আধার-  
স্বরূপ বশিষ্ঠদেবের নিকট অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন।

Eng.—Then the lord of wealth, the best of the eloquent  
and the conqueror of the cities of his enemies, spoke in  
words replete with sense before that repository of the  
Atharva Veda.

মল্লিনাথ—অথেতি। অথ প্রপ্তানন্তরং বিজিতারিপূরো বিজিতশক্র-  
নগরো বদতাং বক্তৃণাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। “যতশ্চ নির্দারণম্” ইতি বটী। অর্থপতিঃ  
রাজা অথর্বগৌতম্যবেদস্ত নিধেস্তস্ত মুনেঃ পুরোহগ্রে অর্থ্যাম্ অর্থাধনপেতাম্।  
“ধর্মপথ্যর্থজ্ঞাদনপেতে” ইতি যৎ-প্রত্যয়ঃ। বাচমাাদদে বক্তৃমুপক্রান্ত-

1. ‘বিজিতারিপূরঃসরঃ’ ইত্যরুণগিরিনারায়ণদ্ব্যুতপাঠান্তরম্।

বানিত্যার্থঃ। ‘অথর্বনিধেরিতানেন পুরোহিতকৃত্যভিষ্টত্বাৎ তৎকর্মনির্বাহকত্বং মূনেরস্তীতি সূচ্যতে। যথাহ কামন্দকঃ—“ত্রয়াং চ দণ্ডনীত্যাং চ কুশলঃ স্ত্র্যাং পুরোহিতঃ। অথর্ববিহিতং কুর্য্যান্নিত্যাং শাস্তিকপৌষ্টিকম্” ইতি।

সাররাংশ—রিপুবিজয়ী বাগ্মী স রাজা কুলগুরোঃ তস্য মহর্ষেঃ পুরঃ অর্থযুক্তং বচনমুবাচ।

টীকাস্তর—“...আদানমুচ্চারণমেব বা। উচ্চারণমুপাদানমুপস্থাপনমিত্যপি ইতি বরকটিঃ। অথর্বনিধেঃ অথর্বীণাং নিধেঃ অথর্ববেদোক্তশাস্তিকপৌষ্টিক-ক্রিয়াকলাপকুশলম্যেত্যর্থঃ। পুরোহিতোহথর্ববিদে জুহাব গ্রহশাস্তয়ে ইতি শ্রীভাগবতে। অনেনাস্য পুরোহিতগুণপুষ্টিকৃত্য। তে চ ‘গুণাঃ চাক্ষুর্দৃশ্যে প্রোক্তাঃ। “দৈবজ্ঞো দণ্ডনীতিজ্ঞো নিমিত্তজ্ঞঃ বড়ঙ্গবিদঃ। ধর্মজ্ঞঃ পাপভীরুশ্চ প্রতিকর্ত্তাহিতস্য চ। কুলীনো ব্যবসায়ী চাপ্যাহুবক্তোহনহয়কঃ। শ্রুতিমান্ স্বতিমাংসৈশ্চব পুরোধো নৃপতেতিতঃ” ইতি।—(নারায়ণঃ)

টিপ্পনী—১। অথ—অব্যয়। প্রশ্নানস্তর।

২। অথর্বনিধেঃ—‘তস্য’ পদের বিশেষণ। অথর্বগঃ (অথর্ববেদস্য) নিধিঃ (বস্তুতৎ)। অথর্ববেদের আধারস্বরূপ। মহর্ষি বশিষ্ঠ যে কেবল ইক্ষ্বাকবংশের কুলগুরু ছিলেন তাহা নহে; তিনি পুরোহিতও ছিলেন। পুরোহিতের প্রধান গুণ হইতেছে যে, তিনি অথর্ববেদ জানিবেন। এই অথর্ববেদে শাস্তি, স্বস্ত্যয়ন ও অগ্ন্যন্ত্র পুষ্টি ও মঙ্গলবর্দ্ধক ক্রিয়াকলাপ উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই সমস্তই জানিতেন তাই তিনি অথর্ববেদের আধারস্বরূপ ছিলেন। (মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য)। “পুরোহিতং চ কুবীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্। দণ্ডনীত্যাং চ কুশলমথর্বজিরসে তথা” (মিতাক্ষরা—১২।৫), রঘুবংশের অষ্টমসর্গে কালিদাস বলিয়াছেন—“গুরুণাথর্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ” (৮।৪)। পুরোহিতের অগ্ন্যন্ত্র গুণ টীকাস্তরে দ্রষ্টব্য। নি—ধা+কি=নিধিঃ।

৩। তস্য—শেষে বস্তু। তাঁহার অর্থাৎ মহর্ষি বশিষ্ঠের।

৪। বিজিতারিপুরঃ—‘অর্থপতিঃ’ পদের বিশেষণ। অরীণাং পুরাণি (বস্তুতৎ), বিজিতানি অরিপুরাণি যেন সঃ (বহুব্রীহি)। শত্রুপুরবিজয়ী। বি—জি+ক্ত=বিজিত। “অনেন স্বপৌরুষেয়োনাপান্যনস্বমুক্তম্” (অরুণ-গিরি)।

৫। পুরঃ—অব্যয়। সম্মুখে, অগ্রে। পূর্ব + অসি (অন্তাত্যর্থে), পুরাদেশঃ = পুরঃ। “পূর্বাধরাবরণামসি পুরধবর্শচযাম্”।

৬। অর্থ্যাম্—‘বাচম্’ পদের বিশেষণ। অর্থযুক্ত। অর্থ্যাৎ অনপেতা ইতি অর্থ + যৎ—‘ধর্মপথার্থজ্ঞাদানপেতে’; জিহ্বাং টাপ্—অর্থ্যা, তাম্।

৭। অর্থপতিঃ—‘আদদে’ ক্রিয়ার কর্তা। অর্থস্য ধনস্য পতিঃ (যজ্ঞীতঃ)। রাজা।

৮। বাচম্—‘আদদে’ ক্রিয়ার ক্রম। বাক্য।

৯। আদদে—কর্তা ‘অর্থপতিঃ’। উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আ—দা + লিট্—‘আভো দোহনাস্যবিহরণে’ ইত্যাদানেপদম্। টীকান্তর দ্রষ্টব্য।

১০। বদতাং—নির্দারণে যজ্ঞী। “যতশ্চ নির্দারণম্”। বাগ্মিদিগের মধ্যে।

১১। বরঃ—‘অর্থপতিঃ’ পদের বিশেষণ। শ্রেষ্ঠ। “দেবাদৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবে মনাকপ্রিয়ে” ইত্যমরঃ।

বাচ্য-পরিবর্তন—.....বিজিতারিপূরণে.....বরণে . অর্থপতিনা অর্থ্যাং আদদে।

মন্তব্য—ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার। শ্লোক ৫৫ দ্রষ্টব্য। পুরঃ পুরঃ; অর্থ্যামর্থ—এইহলে অনুপ্রাস হইয়াছে।

আপনি আমার বিপদনিবারক—তাই আমার সপ্তাঙ্গ রাজ্যের সমস্তই-কুশল।

उपपन्नं ननु शिवं सतस्त्वङ्गेषु यस्य मे ।

दैवीनां मानुषীणाञ्च प्रतिहर्त्ता त्वमापहाम् ॥ ৬০ ॥

অন্বয়—(মম রাজ্যস্য) সপ্তাঙ্গ (সপ্ত) অঙ্গেষু (অঙ্গেই) শিবম্ (কুশল) উপপন্নং (যুক্ত) নহু (অবধারিত); বস্য (যে) মে (আমার) হুম্ (আপনি) দৈবীনাং (দৈবী) মানুষীণাং চ (এবং মানুষী) আপদাম্ (আপদের) প্রতিহর্তা (নিবারণ করিতেছেন)।

বাক্যলা—আপনি যাহার দৈবী ও মানুষী উভয়বিধ আপদের নিবারণ করিতেছেন সেই আমার রাজ্যের সপ্ত অঙ্গেই কুশল অবধারিত।

Eng. As long as you avert my dangers, either human

‘প্রতিকর্তা’ ইত্যঙ্গগিরিনারায়ণধৃতপাঠান্তরম্।

or divine, so long prosperity is sure to reign in the seven departments of my state.

**মল্লিনাথ**—উপপন্নমিতি। হেগুরো, সপ্তম্বন্ধেষ্ণু স্বাম্যামাতাদিষু। “স্বাম্যামাতা স্তৃষ্ণংকোশরাষ্ট্রহর্গবলানি চ সপ্তাদানি” ইত্যমরঃ। শিবং কুশলং উপপন্নং ন যুক্তমেব; নষবধারণে, “প্রপ্লাবধারণাহুজ্ঞানস্বামন্ত্রণে নহু” ইত্যমরঃ। কং মিত্যত্রাহ যস্য মে দৈবীনাং দেবেভ্য আগতানাং তুর্ভিকাদীনাম্ মাহুঘোণ মনুষ্যেভ্য আগতানাং চোরভয়াদীনাম্। উভয়ত্রাপি “তত আগতঃ” ইত্যণ্, “টিড্‌ঢাণঞ্—” ইত্যাদিনা ভীপ্। আপদাং ব্যসনানাং স্বং প্রতিহত বারয়িতাহসি। অত্রাহ কামন্দকঃ—“হতাশনো জলং ব্যাধিহুর্ভিকং মরণং তথা। ইতি পঞ্চবিধং দৈবং মাহুঘং ব্যসনং ততঃ ॥ অযুক্তকেভ্যশোরেভ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ। পৃথিবীপতিলোভাচ্চ নরাণাং পঞ্চধা মতম্। ইতি।

**সার্বাংশ**—দৈবীনাং মাহুঘোণাঞ্চ আপদাং প্রতিহর্তরি ভবতি সদা জাগরতে সতি মম সপ্তাঙ্গং রাজ্যং সকুশলমিতি কিমু বক্তব্যম্।

**টীকাস্তর**—.....রাজ্য ইতি প্রপ্নে সপ্তম্বন্ধেদ্বিত্যস্তরৈর্নৈকশ্লিষ্টপাঠে অংপ্রভাবান্নাকুশললেশোহনীতি ধ্বন্যতে। অত্রোত্তরবাক্যাগতে যচ্ছব্দে পূর্ব বাক্যাগতয়েন তদোহনুপাদানান্ন দোষঃ। বিপর্যয়ে দোষঃ।” (অরুণগিরিঃ)

**টিপ্পনী**—১। উপপন্নম্—‘শিবম্’ পদের বিশেষণ। উপ—পদ+ক্ত যুক্ত।

২। নহু—অব্যয়। অবধারণে। অর্থাৎ যুক্তই চইয়াছে। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৩। শিবম্—‘রাজ্যতি’ এই উহ্ম ক্রিয়ায় কর্তা। কুশল বা মঙ্গল। “যথাসম্পৎ ব্যসনাভাবচ্চ”। (অরুণগিরিঃ)।

৪। সপ্তম্ব্ অদেষু—অধিকরণে সপ্তমী। রাজ্যের সপ্ত অঙ্গে। শ্লোকে ৫৮ টিপ্পনী (৫) দ্রষ্টব্য।

৫। দৈবীনাম্—‘আপদানাম্’ পদের বিশেষণ। দেবেভ্য আগতাঃ ইতি দৈব+অণ্, “ততঃ আগতঃ”; টিড্‌ঢাণঞ্—” ইত্যাদিনা ভীপ্=দৈব্যঃ

তাসাম্। অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ এবং মরণ নিমিত্ত যে বিপদ তাহা দৈবী বিপৎ। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৬। মাহুযীণাম্—‘আপদাম্’ পদের বিশেষণ। মাহুযেভাঃ আগতাঃ ইতি মাহুয+অণ্—“তত আগতঃ”; “টিডঢাণঞ্” ইত্যাদিনা ভীপ্=মাহুযঃ, তাসাম্। মন্ত্রী, (আযুক্তক) চৌর, শত্রু, রাজপ্রিয় এবং নৃপতিলোভ নিমিত্ত যে ভয় তাহা মাহুযী বিপৎ। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৭। প্রতিহর্তা—‘ত্বম্’ পদের বিশেষণ। প্রতি—হ+ত্বন্। প্রতিবিধান-কর্তা বা নিবারক।

৮। আপদাম্ - কর্মণি যন্তী। আ—পদ+ক্ৰিপ্। বিপদসংহের।

বাচ্য-পরিবর্তন—উপপন্নেন শিবেন .....ত্বয়া প্রতিহর্তা (ভূষতে)।

আপনার মন্ত্রপ্রভাবেই আমার পুণ্যকার সফল হইতেছে।

तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः ।

प्रत्यादिश्यन्ते इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः ॥ ৬১ ॥

অর্থ—মন্ত্রকৃতঃ (মন্ত্রপ্রযোক্তা) তব (আপনার) দূরাৎ (দূর হইতে) প্রশমিতারিভিঃ (শত্রুবিনাশকারী) মন্ত্রৈঃ (মন্ত্র কর্তৃক) মে (আমার) দৃষ্ট-লক্ষ্যভিদঃ (প্রত্যক্ষলক্ষ্যভেদী) শরাঃ (শরনিকর) প্রত্যাদিশস্তে (নিরাকৃত হইতেছে) ইব (যেন)।

ব্যাখ্যা—আপনি মন্ত্রপ্রযোক্তা, আপনার মন্ত্রই দূর হইতে (আমার) শত্রু বিনাশ করিতেছে; অতএব আপনার মন্ত্রসকল আমার প্রত্যক্ষলক্ষ্যভেদী শরনিকরকে নিরাকরণ করিতেছে।

Eng.—You are yourself a revealer of the hymns (of the Vedas), and my arrows which can pierce only visible marks are, as it were, rendered useless by those hymns of yours that are able to thwart my enemies from a distance.

ব্যাখ্যা—আপনি মন্ত্রদ্রষ্টা এবং মন্ত্রপ্রয়োগে কুশল। আপনার অদৃষ্ট

শত্রুবিনাশন মন্ত্রসকল আমার রিপুবর্গকে অহরহঃ বিনষ্ট করিতেছে। আমার শরনিকর কেবল প্রত্যক্ষ লক্ষ্যকেই ভেদ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনার মন্ত্র অদৃষ্ট লক্ষ্যকে ভেদ করে। আমার তীরসমূহের কার্য আপনার মন্ত্র পূর্ব হইতেই নিষ্পন্ন করিয়া রাখে, সেইজন্ত আমার শরনিকর যেন উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

**মল্লিনাথ**—তত্র মাভুষাপংপ্রতীকারমাহ—তবেতি। দূরাং পরোক্ষ এব প্রশমিতারিভিঃ। মন্ত্ৰান্ কৃতবান্ মন্ত্ৰকৃৎ। “সুৰ্গকৰ্মপাপমন্ত্ৰপুণ্যেষু কৃৎস্নঃ” ইতি ক্ৰিপ্। তস্মৈ মন্ত্ৰকৃতো মন্ত্ৰাণাং দ্রষ্টুঃ প্রাধোক্তুরী তব মন্ত্ৰৈঃ কৰ্ত্তৃভিঃ দৃষ্টং প্রত্যক্ষং যল্লক্ষ্যং তস্মাত্ৰাঃ ভিন্দন্তীতি দৃষ্টলক্ষ্যভিদো মে শরাঃ প্রত্যাদিশন্তে ইব। বয়মেব সমৰ্থাঃ কিমেভিঃ পিষ্টপেষকৈরিত্যি নিরাক্রিয়ন্ত ইবেত্যুৎপ্ৰেক্ষা। “প্রত্যাদেশো নিরাকৃতিঃ” ইত্যমরঃ। ভস্মাস্ত্রসামৰ্থ্যাদেব নঃ পৌরুষং ফলতীতি ভাবঃ।

**মল্লিটীকা**—বয়মেব..... উৎপ্ৰেক্ষা। আমরাই (মন্ত্র) রিপুনাশে সমর্থ ইহাদের (শরনিকর) আর প্রয়োজন কি? ইহারা কেবল পিষ্টপেষক। উৎপ্ৰেক্ষা অলঙ্কার।

**সারান্বশ**—মন্ত্রপ্রভাবাৎ স্বঃ পরোক্ষমেব মম শত্রুন্ নিবারয়সি, অতঃ নিঃসপত্নশ্চ মম শরা ব্যৰ্থা জাতাঃ।

**টীকান্তর**—“তত্র পরচক্রশ্চ প্রাধাতাদাদৌ তস্মিন্নাকরণমাহ—তবেতি। .....মন্ত্ৰকৃতঃ মন্ত্ৰদ্রষ্টুঃ ন তু মন্ত্ৰবিধাতুঃ মন্ত্ৰাণাং নিত্যত্বাৎ।”—(নারায়ণঃ)।

**টিপ্পনী**—১। মন্ত্ৰকৃতঃ—‘তব’ পদের বিশেষণ। শেষে যষ্টী। মন্ত্ৰান্ করোতি ইতি মন্ত্ৰ—কৃ + ক্ৰিপ্—“সুৰ্গকৰ্মপাপমন্ত্ৰপুণ্যেষু কৃৎস্নঃ”। মন্ত্ৰদ্রষ্টা অথবা মন্ত্ৰপ্রযোক্তা। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত নহে। ইহা মনুষ্যের নিকট প্রকাশিত (revealed) হইয়াছে মাত্র। সেইজন্ত মল্লিনাথ মন্ত্ৰদ্রষ্টা অথবা মন্ত্ৰপ্রযোক্তা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “ন হি বেদশ্চ কৰ্ত্তারো দ্রষ্টারঃ সৰ্ব এব হি”। টীকান্তর দ্রষ্টব্য। Cf. “বশিষ্ঠমন্ত্ৰোক্ষণজাৎ প্রভাবাৎ” (রঘু ৫।২৭)।

২। মন্ত্ৰৈঃ—কৰ্ত্তরি তৃতীয়া। মন্ত্ৰ কৰ্ত্তক।

৩। দূরাৎ—ল্যবলোপে পঞ্চমী। দূরমাত্রিত্য। ‘দূরাৎপ্রশমিতারিভিঃ’ এইরূপ সমস্তপদও হইতে পারে।

৪। প্রশমিতারিভিঃ—‘মন্ডৈঃ’ পদের বিশেষণ। প্রশমিতা অরয়ো বৈন্তে (বহুব্রীহি) তৈঃ। শক্রবিনাশকারী। প্র—শম্+গিচ্+ক্ত।

৫। প্রত্যাশিস্তে—প্রতি—আ+দিশ্+লট্ অন্তে কর্মণিবাচ্যে। নিরাকৃত হইতেছে। “প্রত্যাশেষ নিরাকৃতিঃ” ইত্যমরঃ।

৬। দৃষ্টলক্ষ্যভিদঃ—‘শরাঃ’ পদের বিশেষণ। দৃষ্টানি লক্ষ্যাণি (কর্মধা), তানি ভিন্দন্তীতি দৃষ্টলক্ষ্য—ভিদ্+কিপ্। প্রত্যক্ষলক্ষ্যভেদৌ (কিন্তু অদৃষ্ট-লক্ষ্যভেদৌ নহে)।

৭। শরাঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা। শৃ+অচ্=শরঃ। তীরসমূহ।

বাচ্য-পরিবর্তন—..... প্রশমিতারয়ঃ মজ্জাঃ শরান্ প্রত্যাশিস্তি।

অগ্নিতে প্রদত্ত আপনার ঘৃতাহতি বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া শতকে জীবন দান করে।

**হবিষাবজ্জিতং হোতস্তুযা অধিবহ্নিগু।**

**বৃষ্টিৰ্ভবতি শস্যানাংষগ্রহবিষোষিণাম্ ॥ ৬২ ॥**

অষ্ময়—(হে) হোতঃ (“হে হোতা ! ) যয়া ( স্বৎকর্তৃক, আপনি ) অগ্নিষু ( অগ্নিতে ) বিধিবৎ ( যথাবিধানে ) আবর্জিতম্ ( প্রদত্ত ) হবিঃ ( ঘৃতাহতি ) অবগ্রহবিষোষিণাম্ ( বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক হওয়া যাহাদের স্বভাব ) শস্তানাং ( শস্যের ) বৃষ্টিঃ ( বৃষ্টিরূপে ) ভবতি ( পরিণত হয় )।

বাক্যার্থ—হে হোতা ! আপনি যথাবিধানে অগ্নিতে যে ঘৃতাহতি প্রদান করেন তাহা বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক হওয়া যাহাদের স্বভাব সেই শস্যের বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় ( অর্থাৎ জীবনদান করে )।

**Eng.**—Oh sacrificer ! the oblations poured by you according to the rule on the sacrificial fires, become converted into rain for (nourishing) the crops that are parched up by drought.

ব্যাখ্যা—হে হোতা ! আপনি সর্বদাই অনাবৃষ্টিজনিত দৈবী আপৎ হইতে আমার রাজ্যকে রক্ষা করিতেছেন। আপনি যজ্ঞাগ্নিতে যে ঘৃতাহতি



প্রদান করিয়া থাকেন উহা ধুমরূপে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। সেই মেঘ হইতে বারিপাত হয় এবং পৃথিবীর শস্তা জীবন লাভ করে। প্রজাগণ সেই অগ্নে প্রতিপালিত হয়। আপনি সর্বদাই যজ্ঞানুষ্ঠান করেন—সেইজন্ত আপনি এই পৃথিবীর যথার্থ রক্ষক—আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

**মল্লিনাথ**—সম্প্রতি দৈবিকাপংপ্রতীকারমাহ—হবিরিতি। হে হোতাঃ! ত্বয়া বিধিবদগ্নিবু আবর্জিতং প্রক্ষিপ্তং হবিরাজাদিকং কর্ত্ব অবগ্রহো বর্ষপ্রতিবন্ধঃ। “অবে গ্রহো বর্ষপ্রতিবন্ধে” ইত্যপ্প্রত্যয়ঃ। “বৃষ্টিবর্ষং তদ্বিষাতেহবগ্রাহবগ্রহো সমো” ইত্যমরঃ। তেন বিশোধিণাং বিশুদ্ধতাং শস্তানাং বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টিক্রপেণ শস্তানুপজীবয়তীতি ভাবঃ। অত্র মনুঃ—“অগ্নৌ দত্তাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥” ইতি।

**মল্লিটীকা**—অত্র মনুঃ—.....প্রজাঃ।—মনু বলিয়াছেন—অগ্নিতে যথা-বিধানে প্রক্ষিপ্ত আহুতি সূর্যে গমন করে; সূর্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজাগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

**সারংশ**—হে হোতাঃ! ভবতা বিধিপূর্বকম্ হোমাগ্নৌ দত্তা আহুতিঃ বৃষ্টিক্রপেণ অনাবৃষ্ট্যা বিশুদ্ধং প্রজাপ্রাণসাধনং শস্যম্ উপজীবয়তি।

**টীকাস্তর**—“অনাবৃষ্টিনিরাসমাহ—হবিরিতি।.....হোতরিতি সস্বোধনেন সততক্রিয়াশীলত্বমুক্তম্!...প্রকৃতিরূপং হবিরেব বৃষ্টিবিকারতামাপণত ইত্যর্থঃ।” (নারায়ণঃ)।

**টিপ্পনী**—১। হবিঃ—‘ভবতিঃ’ ক্রিয়ার কর্তা। স্মৃতাঙ্কতি।

২। আবর্জিতম্—‘হবিঃ’ পদের বিশেষণ। আ—বৃজ্+গিচ্+ক্ত। প্রক্ষিপ্ত, দত্ত।

৩। হোতাঃ—সস্বোধনে প্রথমা। ‘হোতৃ’ শব্দের সস্বোধন। হে হোতাঃ! অথবা, সতত হোমনীল। টীকাস্তর দৃষ্টব্য।

৪। ত্বয়া—অনুজ্ঞে কর্তরি তৃতীয়া। তৎকর্তৃক।

৫। বিধিবৎ—অব্যয় ক্রিয়াবিশেষণ। বিধিমর্হতি ইতি বিধি+বতি-প্রত্যয়ঃ, অর্হার্থে—“তদর্হম্” (শু); যথাবিধানে; অর্থাৎ, শাস্ত্রানুসারে।

৬। অগ্নিসু—অধিকরণে সপ্তমী। যজ্ঞাগ্নিগুলিতে। অগ্+নি—  
“অঙ্গের্নলোপশ্চ”।

৭। বৃষ্টিঃ—‘হবিঃ’ পদের বিধেয়-বিশেষণ। বৃষ্টিকপে।

৮। ভবতি—কর্তা ‘হবিঃ’। ভু+ভট্+তি। পরিণত হয়।

৯। শস্ত্রানাম্—শেষে ষষ্টি। শস্+যৎ=শস্ত্র। শ্লোক ২৬ দ্রষ্টব্য।  
শস্ত্রের। চতুর্থী স্থানে ষষ্টি হইয়াছে।

১০। অবগ্রহবিশোধিণাম্—‘শস্ত্রানাম্’ পদের বিশেষণ। যাহারা বৃষ্টির  
অভাবে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। অবগ্রহেণ বিগুণ্যত্বীতি অবগ্রহ—বি-গুণ্+গিন্  
শীলার্থে। অব—গ্রহ্+অপ্—“অবে গ্রাহো বয়প্রতিবন্ধে”=অবগ্রহ।  
বৃষ্টিবিষাত, অনাবৃষ্টি। Cf. “বৃষেব সীতাং তদবগ্রঃক্ষতাম্” (কুমারসম্ভব)।

বাচ্য-পরিবর্তন—আবর্তিতেন হবিষা বৃষ্ট্যা ভূযতে।

আপনারই ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে আমার প্রজাগণ শান্তিতে বাস করিতেছে।

পুরুষায়ুজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ।

৫

যন্মদীয়াঃ প্রজাস্তবয় হেনুস্তব্হব্রহ্মবর্ষসম্ ॥৬২॥

অঙ্কয়—মদীয়াঃ (আমার) প্রজাঃ (প্রজাগণ) পুরুষায়ুজীবিনঃ (শতবর্ষ  
পরিমিত পুরুষায়ুজীবী হইয়া) নিরাতঙ্কাঃ (নিঃশঙ্ক হইয়া) নিরীতয়ঃ (নিরুপদ্রবে)  
(ইতি) যৎ (যে) : তস্ত (তাহার) ব্রহ্মবর্ষসম্ (আপনার ব্রহ্মতেজ) এব  
(ই) হেতুঃ (কারণ)।

বাক্যলাভ—আমার প্রজাগণ যে নিরাতঙ্কে ও নিরুপদ্রবে শতবর্ষ-পরিমিত  
মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া বাস করিতেছে, আপনার ব্রহ্মতেজই তাহার কারণ।

Eng.—That my subjects live to the full extent of man's  
life, or that they are free from fears and from social  
calamities, are (all) owing to the influence of your  
meritorious acts of austerity and learning.

মল্লিনাথ—পুরুষেতি। মদীয়াঃ প্রজাঃ, আয়ুজীবিতকালঃ পুরুষশ্রায়ুঃ  
পুরুষায়ুষ্মৎ, বর্ষশতমিতার্থঃ। “শতায়ুর্বে পুরুষঃ” ইতি শ্রুতেঃ। “অচতুর—”  
ইত্যাদিশ্রেণোচ্চ-প্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ। পুরুষায়ুষং জীবন্তীতি পুরুষায়ুজীবিনঃ।

নিরাতঙ্ক নিরীয়াঃ। “আতঙ্কো ভয়মাশঙ্কা” ইতি হল্লায়ুধঃ। নিরীতয়োহতি-  
বৃষ্টাদ্বিরহিতা ইতি বৎ, তস্মৈ সর্বশ্চ ব্রহ্মবর্চসং তব ব্রতাদায়নসম্পত্তিরেব  
হেতুঃ। “ব্রতাদায়নসম্পত্তিরিতোতদ্ ব্রহ্মবর্চসম্” ইতি হল্লায়ুধঃ। ব্রহ্মণো  
বর্চো ব্রহ্মবর্চসম্। “ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চসঃ” ইত্যচ্-প্রত্যয়ঃ। অতিবৃষ্টিরনার্যুষ্টিমু-  
ষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ। অত্যাঙ্গশ্চ রাজানঃ যড়েতে দ্বৈতয়ঃ স্তুতাঃ॥” ইতি  
কামন্দকঃ।

সারাংশ—হে গুরো! তবৈব ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবেণ মম প্রজাঃ পূর্ণমায়ুল্লঙ্কা  
অকালমৃত্যুরহিতাঃ সতঃ সূত্রেণ কালঃ গময়ন্তি।

টীকাস্তর—“...অত্র প্রথমেণ বিশেষণেন মরণশ্চাভাব উক্তঃ। তৃতীয়েন  
পরিগণিতানাং বর্ণাং দ্বিতীয়েন ব্যতিরিক্তানাং ব্যসনানাম্ ইতি মন্তব্যম্। যত-  
প্যনেন শ্লোকেণ সর্বোৎপাপ্যাপৎপ্রতীকারঃ সংগৃহীতঃ। তথাপ্যানস্তরশ্লোকোভ্যাং  
পরচক্রানার্যুষ্টিয়াঃ প্রতীকারো গোবলীবদন্তায়ৈন প্রাধান্যং পৃথক্ দর্শিতঃ।”—  
(অরুণগিরিঃ)।

টিপ্পনী—১। পুরুষায়ুষজীবিত্বঃ—‘প্রজাঃ’ পদের বিশেষণ। ‘পুরুষশ্চ  
আয়ুঃ ইতি পুরুষায়ুষম্। “অচতুর—বিচতুর—সুচতুর—জ্যৈষ্ঠপুংস—ধেমন্ডহর্ক—সাম-  
বান্ধনসা—ক্ষিভ্রব—দারগবোর্বীপপদষ্টীব—নক্তন্দিব—রাত্রিন্দিবাহদিব—সরজসঃ—নিঃশ্রেয়স  
—পুরুষায়ুষ—দ্বায়ুষ—ত্রায়ুষর্গয়জুষঃ—জাতোক্শমহোক্শ—বুদ্ধোক্শোপশুন—গোষ্ঠান্বাঃ”  
(সূ-৫।৪।৭৭)—এতে পঞ্চবিংশতিরজস্তা নিপাত্যন্তে। পুরুষায়ুষং জীবন্তীতি  
পুরুষায়ুষ—জীব+গিনি শীলার্থে। পুরুষায়ু শতবর্ষজীবী। শাস্ত্রমতে পুরুষের  
শতবর্ষ আয়ুষ্কাল হয়। “কৃতে লক্ষং সহস্রাণাং ত্রেত্যাময়ুতং তথা। দ্বাপরে  
তু সহস্রেকং কলৌ বর্ষশতং মতম্॥” (বিজয়গণিঃ)

২। নিরাতঙ্কঃ—‘প্রজাঃ’ পদের বিশেষণ। নিরন্তঃ আতঙ্কঃ (রোগ-  
শোকাদিভয়ং) যাসাম্ তাঃ (বহুব্রীহি)। নিরাতঙ্কঃ আ—তকি  
(কৃচ্ছ্রজীবনে)+অঙ্ক, “হলশ্চ” ইতি করণে বা=আতঙ্কঃ। “কৃক্ তাপশঙ্কা-  
স্বাতঙ্কঃ,” ইত্যমরঃ। রোগাশোকাদি নিমিত্ত ভয়কে আতঙ্ক বলে।

৩। নিরীতয়ঃ—‘প্রজাঃ’ পদের বিশেষণ। নিরন্তা ‘দ্বৈতয়ঃ’ বাভ্যাঃ তাঃ  
(বহুব্রীহি)। অনার্যুষ্টি প্রভৃতি উপদ্রবশূন্য। দ্বৈতি ছয়টি—অতিবৃষ্টি, অনার্যুষ্টি  
মুষিক (ইহার দ্বাভ্যাং খণ্ডবস্ত্র নষ্ট করে), শলভ (অর্থাৎ পক্ষপাল—ইহার দ্বা

শস্ত্রাদি নষ্ট করে), গুরুপক্ষী (ইহারাও শস্ত্র-নাশক), নিকটবর্তী রাজা (ইহা হইতে আক্রমণের আশঙ্কা থাকে)। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। ঈ+স্তিন্=ঈতিঃ “ঈতিভিষপ্রবাসয়োঃ” ইত্যমরঃ।

৪। মদীয়াঃ—‘প্রজাঃ’ পদের বিশেষণ। মম ইদম্ ইতি অস্মৎ+ছ— “যুগ্মদাম্মদোরত্তরস্তাং ষঞ্ চ” ইতি চাৎ ছঃ। “প্রত্যয়োত্তরপদয়োচ্চ” ইতি মদাদেশঃ। আমরা।

৫। প্রজাঃ—প্রজাগণ। প্র+জন্+ড। “প্রজা স্তাৎ সম্বতো জনে”।

৬। তস্ত—শেষে ষষ্ঠী। সেই সকলের।

৭। হেতুঃ—‘অদ্বৈতবর্চসম্’ পদের বিধেয়বিশেষণ। “উদ্দেশ্যবিধেয়য়োঁর্ন লিঙ্গবচনপরতত্ত্বতা”। কারণ।

৮। অদ্বৈতবর্চসম্—‘ভবতি’ এই উহ্ম ক্রিয়ার কর্তা। ব্রহ্মণো (বেদস্ত তপসো বা) বর্চঃ (ষষ্ঠীতৎ) “ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চসঃ” ইত্যচ্=ব্রহ্মবর্চসম্। তব ব্রহ্মবর্চসম্ (ষষ্ঠীতৎ)=অদ্বৈতবর্চসম্। আপনার ব্রহ্মতেজ। আচার এবং বেদাধ্যয়নের সম্বন্ধকে ‘ব্রহ্মবর্চস’ বলে। “স্যাৎ ব্রহ্মবর্চসং বৃদ্ধাধ্যয়নর্কিঃ” ইত্যমরঃ। “বৃত্তং চাচারঃ, অধ্যয়নং চ গুরুমুখাৎ বেদাঙ্গরগ্রহণম্” (ভাষ্যজি)।

বাচ্য-পরিবর্তন—মদীয়াভিঃ প্রজাভিঃ নিরাতঙ্কাভিঃ নিরীতিভিঃ (সতীভিঃ) পুরুষাযুযজীবিনীভিঃ, অদ্বৈতবর্চসেন হেতুনা (ভূষতে)।

আপনি যখন আমার শুভামুখ্যায়ী তখন আমি অবিচ্ছিন্ন সম্পদের অধিকারী কেন না হইব ?

त्वयैव<sup>1</sup> चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना ।

सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः ॥৬৮॥

অল্পম্—ব্রহ্মযোনিনা (ব্রহ্মারপুত্র) গুরুণা (গুরুদেব) ত্বয়া (আপনি) এবং (এইরূপে) চিন্ত্যমানস্ম (আমার শুভ চিন্তা করিতেছেন) মে (আমার) নিরাপদঃ (ব্যসনশূন্য) সম্পদঃ (সম্পৎ) কথং (কেন) সানুবন্ধাঃ (অবিচ্ছিন্ন) ন স্যুঃ (না হইবে?)।

বাক্যলা—আপনি ব্রহ্মারপুত্র এবং আমার গুরুদেব, আপনি যখন এইরূপে

আমার শুভচিন্তা করিতেছেন তখন আমি নিরাপদে অবিচ্ছিন্ন সম্পদের অধিকারী কেন না হইব ?

**Eng.**—How could the fortunes of me, who am free from miseries, be not in a state of continued prosperity, whose interests are being taken care of by yourself, my spiritual guide, sprung from the creator himself.

**মল্লিনাথ**—অয়েতি । ব্রহ্মা যোনিঃ কারণং যশ্চ তেন ব্রহ্মপুত্রেন গুরুণা তয়া এবমুক্তপ্রকারেণ চিন্ত্যমানশ্চ অহুধ্যায়মানশ্চ অতএব নিরাপদো ব্যসনহীনশ্চ মে মম সম্পদঃ সান্নিবন্ধাঃ সান্নিস্থ্যতয়োহবিচ্ছিন্না ইতি যাবৎ, কথং ন স্নাঃ স্ম্যরেবেত্যর্থঃ ।

**সারান্ধ**—ব্রহ্মকল্পে কুলগুরো ভবতি চিরং মম কল্যাণাহুধ্যানতৎপরে সতি মে সম্পদঃ অবিচ্ছিন্নাঃ স্ম্যরিতি বিচিত্রমত্র কিম্ ।

**টীকাস্তর**—“...গুরুণা অঙ্গীকৃতপুরোহিতত্বেনেত্যর্থঃ । অনুবন্ধঃ প্রাক্ৰান্ত-স্নানবৃত্তিঃ । মে মম সপ্তাঙ্গ্যামিত্যর্থঃ । নিরাপদঃ ব্যসনশূন্যঃ । অত্র প্রকরণার্থে কোটীল্যঃ—“পুরোহিতমুদিতোদিতকুলশীলং যদঙ্গবেদে দৈবে নিমিত্তে দণ্ডনীতাং চাভিবিদীতং আপদাং দৈবমাহুযীণাং অথর্বভিরুপাযৈশ্চ প্রতিকর্তারং কুৰ্বীত । তমাচার্যাং শিষ্যঃ পিতরং পুত্রঃ ভৃত্যঃ স্বামিনমিব চাহুবর্তেত । ব্রাহ্মণেনৈধিতং ক্ষত্রং মদ্বিমদ্ব্যভিমদ্বিতম্ । জয়তাজিতমত্যন্তং শাস্ত্রাহুগম-শস্ত্রিতম্ ॥” ইতি ।” ( অরুণগিরিঃ )

**টিঙ্কনী**—১ । তয়া—অনুজ্ঞে কর্তরি তৃতীয়া । আপনার দ্বারা ।

২ । চিন্ত্যমানশ্চ—‘মে’ পদের বিশেষণ । চিন্ত্+শানচ্ কর্মণিবাচ্যে । তত্শ । অহুধ্যায়মান । “মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাস্” ( উত্তরচরিত ) ।

৩ । গুরুণা—‘তয়া’ পদের বিশেষণ । গুরুদেব শ্লোক ৩৫ দ্রষ্টব্য ।

৪ । ব্রহ্মযোনি—‘তয়া’ পদের বিশেষণ । ব্রহ্মা যোনিঃ ( কারণং ) যশ্চ সঃ ( বহুব্রীহি ) তেন । ব্রহ্মার পুত্র । বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র । “মরীচিরতির্ভগবান-দ্বিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । পুলস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সপ্তৈস্তে ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ॥” ( ব্রহ্মপুরাণ ) ।

মনুসংহিতায় বিশিষ্ট স্বায়ত্ত্ব মনুর পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি দশ প্রজাপতির অন্যতম ( মনুসংহিতা. ১।৩৪,৩৫ )—“বেদাভ্যাসরতন্তস্য প্রজাকামস্য মানসাঃ। মনসঃ পূর্ণস্থী বৈ জাতা যে তেন মানসাঃ॥” ( মৎস্যপুরাণ )। টীকাকার চারিত্রবর্দ্ধন বলেন—“অথবা ব্রহ্মণস্তপসো যোনিঃ কারণং তেন।”

৫। সাতুবন্ধাঃ—‘সম্পদঃ’ পদের বিশেষণ। অবিচ্ছিন্ন। অনুবন্ধেন সহ বর্তমানাঃ যাঃ ( বহুব্রীহি )। অনু—বন্ধ্+ঘঞ্।

৬। কথং ন—অব্যয়। কিম্+থম্=কথম্—কিপ্রকারে।

৭। স্মাঃ—কর্তা ‘সম্পদঃ’। অস্+লিঙ্+উস্। হইবে।

৮। সম্পদঃ—‘স্মাঃ’ ক্রিয়ার কর্তা। সম—পদ্+ক্ৰিপ্। সপ্তাদ্ধ রাজ্যের সম্পদ্।

৯। নিরাপদঃ—‘মে’ অথবা ‘সম্পদঃ’ পদের বিশেষণ। নির্গতা আপদঃ বস্মাৎ যাতো বা ( বহুব্রীহি )=নিরাপদঃ। বাসনশূন্।

বাচ্য-পরিবর্তন—...সম্পদাভিঃ সাতুবন্ধাভিঃ...ভূয়েত।

আমি অপুত্রক, তাই এই বিপুল পৃথ্বীও আমাকে তৃপ্তি দান করে না।

কিন্তু বস্মাং তবৈতস্যা মহদ্বৃষসদৃশপ্রজম্।

ন মামবতি সদ্বীপা রত্নস্বরূপি মেদিনী ॥৬৫॥

অন্বয়—কিন্তু ( কিন্তু ) তব ( আপনার ) এতসাম্ ( এই ) বধ্বাম্ ( বধু হৃদক্ষিণাতে ) অদৃষ্টসদৃশপ্রজম্ ( অনুরূপ পুত্রলাভ করিতে না পারায় ) মাং ( আমাকে ) সদ্বীপা ( সদ্বীপা ) রত্নস্বঃ ( রত্নপ্রসবিনী ) অপি ( ও ) মেদিনী ( ধরিত্রী ) ন অবতি ( পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না )।

বাক্যলা—কিন্তু আপনার এই বধু হৃদক্ষিণার গর্ভে অনুরূপ পুত্রলাভ করিতে না পারায় এই সদ্বীপা রত্নপ্রসবিনী ধরিত্রীও আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না।

Eng.—But this earth, with all its produce of gems, and with all its continents, does not give me any comfort,

seeing that I am denied the pleasure of beholding worthy issue from this your daughter-in-law.

**মল্লিনাথ**—সম্প্রত্যাগমনপ্রয়োজনমাহ—কিষ্টিতি। কিন্তু তবৈতস্যাঃ বধ্বাঃ স্নুযায়াম্। “বধূজয়া স্নুযা চৈব” ইত্যমরঃ। অদৃষ্টা সদৃশী অমুরূপা প্রজা যেন তং মাম্, সদ্বীপাংপি রত্নানি স্মৃত ইতি রত্নস্বরপি, “সংসৃষ্টিষ—” ইত্যাদিনা কিপ্। মেদিনী নাবতি ন প্রীণাতি। অবধাতু রক্ষণগতিপ্রীত্যার্থে-বুপদেশাদত্র প্রীণনে; রত্নস্বরপীত্যানেন সর্বরত্নেভ্যঃ পুত্ররত্নমেব জ্ঞাঘামিতি স্থচিৎ।

**সারাংশ**—কিন্তু এতস্যাঃ সুদক্ষিণায়াঃ অপ্ৰাপ্তপুত্রস্য মে মহদপি রাজ্যং ন সৌখ্যমাবহতি।

**টীকান্তর**—“...কিষ্টিতি প্রার্থনালাভে’তি নিঘণ্টুঃ। ....কিং স্বল্পত্বং সমৃদ্ধ্যভাবো বা তত্র হেতুঃ নেতাহ। ...রত্নানি উক্তমবস্তুনি স্মৃত ইতি তথা। ....তব বধ্বামিতি পিতৃবধ্যবহারঃ। অদৃষ্ট ইত্যাদি। ত্বংপ্রভাবে জাগ্রতি ন মে নান্তিত্বসন্দেহঃ। এতস্যাং সদৃশপুত্রং প্রার্থয়ে ইতি ভাবঃ।” (নারায়ণঃ)।

**টীকানী**—১। কিন্তু—অবায়। প্রার্থনালাভে—টীকান্তর দ্রষ্টব্য।

২। বধ্বাম্—অধিকরণে সপ্তমী। বহতি উহ্মতে বা “বহো ধচ্চ” ইত্যাঃ = বধুঃ, অর্থাৎ পুত্রবধূ (স্নুযা)। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৩। এতস্যাম্—‘বধ্বাম্’ পদের বিশেষণ। এই। জ্বলিঙ্গ ‘এতৎ’ শব্দের সপ্তমী একবচন।

৪। অদৃষ্টসদৃশপ্রজন্ম—‘মাম্’ পদের বিশেষণ। ন দৃষ্টা (নঞ-তৎ); অদৃষ্টা সদৃশী প্রজা যেন সঃ (বহুব্রীহি) তম্। অমুরূপ পুত্রলাভ করিতে না পারায়। দৃশ্ + ক্ত = দৃষ্ট। সমান ইব পশ্চতি ইতি সমান—দৃশ্ + কঞ “তাদাদিষু দৃশোহনালোচনে কঞ চ”—সমানশব্দস্ত তাদাদিত্বাভাবাদ্ “সমানা-ভ্যোশ্চ” (বা)। “দৃগ্ দৃশবতুষু”—“দৃক্ষে চ” ইতি সমানস্য সম্ভাবঃ। = সদৃশ; স্ত্রিয়াং ভীপ, সদৃশী। টীকাকার চারিত্রবর্ধন বলেন—“সদৃশপ্রজমিত্যানেন সর্বথা সমান্যভাবো নান্তি।”

৫। অবতি—কর্তা ‘মেদিনী’ কর্ম ‘মাম্’। অব (প্রীগনে—ধাতুনামনে-  
র্থবাৎ)+লট্ তি। পরিতৃপ্ত করে (না)। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৬। সদ্বীপা—‘মেদিনী’ পদের বিশেষণ। (অষ্টাদশ) দ্বীপযুক্তা। দ্বীপৈঃ  
বর্ততে যা সা (বহুব্রীহি)। দ্বিগতা আপঃ অস্যা (বহু) ইতি দ্বীপঃ—  
‘স্তুপসর্গেভ্যোহপ ঙ্’ ইত্যাকারস্য ঙ্কারঃ। পুরাণে অষ্টাদশ দ্বীপের  
লেখ আছে। পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপাও বলা হয়। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ,  
নাঞ্চ, শাক, পুষ্কর, ইন্দ্র, কুশেরমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগ, সৌম্য, গন্ধর্ব,  
রুণ, ইলাবৃত, চন্দ্র, ও আদিত্য।

৭। রত্নস্বঃ—‘মেদিনী’ পদের বিশেষণ। রত্নপ্রসবিনী। রত্নানি (উত্তম-  
নি) স্মৃতে ইতি রত্ন-স্ব+কিপ্—“সংসৃদ্বিষজ্জহ—” ইত্যাদিনা কিপ্।  
জাতৌ জাতৌ বহুংকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে।”

৮। মেদিনী—‘অবতি’ ক্রিয়ার কর্তা। মেদোহস্য অস্তীতি মেদিনী—  
ধবী। মধু ও কৈটভের মেদ হইতে পৃথিবী নির্মিত হইয়াছিল। তাই  
ধবীর নাম মেদিনী।

বাচ্য-পন্নিবর্তন—.....প্রজঃ, অহম্ রত্নস্বা অপি সদ্বীপয়া মেদিনী ন  
ব্য।

অধুনা আমার পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধকালে নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত আহার করেন না।

**নুনং মমঃ পরং বংশয়াঃ পিতৃবিচ্ছিন্নদর্শিনঃ।**

**ন প্রকামভূজঃ শ্রাদ্ধে স্বঘাসংগ্রহতৎপরাঃ ॥৬৬॥**

অল্পম্—মতঃ (আমার) পরং (পর) পিতৃবিচ্ছিন্নদর্শিনঃ (পিতৃলোপের  
শঙ্কায়) বংশয়াঃ (পিতৃপুরুষগণ) স্বঘাসংগ্রহতৎপরাঃ (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসঙ্কে  
পর হইয়া) (সন্তঃ) শ্রাদ্ধে (শ্রাদ্ধকালে) ন (না) প্রকামভূজঃ (পর্যাপ্ত  
হার করেন) নুনম্ (নিশ্চয়ই)।

বাক্যলা—আমার (মৃত্যুর) পর পিতৃলোপের আশঙ্কায় পিতৃপুরুষগণ  
শ্যই শ্রাদ্ধীয়-দ্রব্যসঙ্কে তৎপর হইয়া শ্রাদ্ধকালে পর্যাপ্ত আহার  
রন না।



**Eng.**—Methinks! my ancestors, apprehending the (total) cessation of the *pinda* (rice-balls) offerings after my death, do not (now) eat to their heart's content at *S'rād* ceremony, in their anxiety to store up the funeral offerings (*S'radhā*) (as a provision for the future).

**ব্যাখ্যা**—মৃত পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধাশ্নেই জীবনধারণ করিয়া থাকেন আমি শ্রাদ্ধকালে যখন তাঁহাদিগকে পিণ্ডদান করি তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা পর্যাপ্ত আহার করেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই মৎপ্রদত্ত অন্নের অধিকাংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন। তাঁহারা জানেন যে আমি অপুত্রক অতএব আমার পর তাঁহাদিগকে আর কেহ পিণ্ডদান করিবে না।

**মল্লিনাথ**—নূনমিতি। মন্তঃ পরং মদনস্তরম্। “পঞ্চম্যাস্তসিল্ পিণ্ডবিচ্ছেদদিনঃ পিণ্ডদানবিচ্ছেদমুৎপ্রেক্ষমাণাঃ, বংশোদ্ভবা বংশাঃ পিতর স্বধেতব্যায়ং পিতৃভোজ্যে বর্ততে, তস্যাঃ সংগ্রহে তৎপরাঃ আসক্তাঃ সাশ্রু আক্ষে পিতৃকর্মণি, “পিতৃদানং নিবাপঃ স্যাচ্ছাদ্ধং তৎকম শাস্ত্রতঃ” ইত্যমরঃ প্রকামভুজঃ পর্যাপ্তভোজিনো ন ভবন্তি নূনং সত্যম্। “কামং প্রকামং পর্যাপ্তম্” ইত্যমরঃ। নির্ধনা হ্যাপদনং কিস্বদপি সংগৃহীতীতি ভাবঃ।

**মল্লিটীকা**—নির্ধনা.. ভাবঃ। অর্থাৎ দরিদ্রগণ ভবিষ্যৎ বিপদের নিমিত্ত কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়া রাখে

**সারান্বশ**—মহাদিৎ কষ্টমহো! যস্ময়ি মৃতে পুত্রাভাবাৎ আয়তং পিণ্ডলোপমবলোক্য মে পিতরঃ শ্রাদ্ধকালে দীয়মানম্ অন্নম্ উত্তরকালং স্থাপয়িতুকামাঃ সাম্প্রতং পর্যাপ্তং ন ভুঞ্জতে।

**টিপ্পনী**—১। নূনম্—অব্যয়। নিশ্চয়ই। “নূনং তর্কেহনিশ্চয়ে ইত্যমরঃ।

২। মন্তঃ—অস্বয়ং+তসিল্ পঞ্চম্যাম্। “অত্মাদিতরর্থেদিকৃশক্সুত পদাজাহিয়ুজে” ইতি পরশস্কেন যোগে পঞ্চমী। আমার (মৃত্যুর পর)।

৩। পরম্—অব্যয়। পরে। “পরঃ শ্রেষ্ঠারিদুরাত্তোত্তরে ক্লীবঃ কেবলে” ইতি মেদিনী।

৪। বংশাঃ—‘ভবন্তি’ এই উহ্ম ক্রিয়ার কর্তা। বংশে ভবাঃ ইতি বংশ  
বৎ = বংশাঃ ( বংশোদ্ভব ) পিতৃপুরুষগণ।

৫। পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শনঃ—‘বংশাঃ’ পদের বিশেষণ। পিণ্ডলোপ দর্শন  
প্রিয়া। পিণ্ডস্ত বিচ্ছেদঃ (ষষ্ঠীতৎ), তং পুনঃ পুনঃ পশুন্তীতি পিণ্ডবিচ্ছেদ—দৃশ্-  
গিনি ( পোঁনঃপুন্যার্থে ) “বহ্লমভোক্ত্যে”। অথবা শীলার্থে = পিণ্ডবিচ্ছেদ-  
শনঃ। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ—ইহারা পিণ্ডভাক্ ;  
পিতামহের উর্ধ্বতন তিন পুরুষ লেপভাক্। “লেপভাজ্চতুর্থ্যাণাঃ পিত্রাণাঃ  
। গুণ্ডাগিনঃ। পিণ্ডঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ডাঃ সাপ্তপৌরুষম্॥” ( মৎস্রপুৰাণ )।  
। গুণ্ডে পিণ্ডতে বা ইতি পিণ্ড্ ( সংঘাতে ) + অচ্, ঘঞ্ বা = পিণ্ডঃ।  
—চ্ছদ্ + ঘঞ্ = বিচ্ছেদঃ।

৬। প্রকামভূজঃ—‘বংশাঃ’ পদের বিশেষণ। পর্যাপ্ত আহার করেন।  
কামং যথা তথা ভুঞ্জন্তি ইতি প্রকাম—ভুজ্ + ক্ৰিপ্। “কামং প্রকামং  
প্যাপ্তং নিকামেষ্টং যথেষ্পিতম্” ইত্যমরঃ।

৭। শ্রাদ্ধে—কাল্যাদিকরণে সপ্তমী। শ্রাদ্ধকালে। শ্রদ্ধাশ্রান্তীতি শ্রদ্ধা  
ণ “প্রজ্ঞাশ্রদ্ধা—” ইত্যাদিনা = শ্রাদ্ধম্। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। “সবং শ্রদ্ধয়া  
ং শ্রাদ্ধম্” ( প্রতিমানাটকে )।

৮। স্বধাসংগ্রহতৎপরঃ—‘বংশাঃ’ পদের বিশেষণ। স্বধায়াঃ সংগ্রহঃ  
ষষ্ঠীতৎ), তস্মিন্ তৎপরঃ ( ৭মীতৎ, স্পৃহস্পৃহেতি বা ) ; স এব পরঃ প্রধানঃ  
বাং তে ( বহ্ব্রাহি ) = তৎপরঃ, আসক্ত। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসকলে তৎপর।  
। তৃত্যোজ্যকে ‘স্বধা’ বলে। “স্বধা পিতৃত্যো যদন্তম্” ইতি যাদবঃ। স্বগৃহতে  
নেন ইতি স্বদৃ + আ ; পূর্বোদরাদিত্যাং দস্ত ধঃ। = স্বধা। সম্—গ্রহ্ + অপ্,  
= সংগ্রহঃ। শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ না করিয়া ভবিষ্যৎকালের জন্ত তাহা  
কয় করিয়া রাখেন—কারণ দিলীপের পর তাঁহাদিগকে কেহ পিণ্ডদান করিবে  
।, যেহেতু দিলীপ অপুত্রক। ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বাচ্য-পরিবর্তন—...দর্শিভিঃ স্বধাসংগ্রহতৎপরৈঃ বংশৈঃ প্রকামভূজভিঃ  
ভূষতে।

পিতৃপুরুষগণ আমার প্রদত্ত তর্পণোদক দীর্ঘশ্বাসে উষ্ণ করিয়া পান করেন ।

**মত্পরং দুর্লভং মত্বা নুনমাবর্জিতং ময়া ।**

**পয়ঃ পূর্বৈঃ স্বনিশ্বাসৈঃ<sup>১</sup> কবোচ্চামুপভুজ্যতে<sup>২</sup> ॥৬৭॥**

**অর্থ—**মৎপরং ( আমার পর ) দুর্লভং ( দুর্লভ হইবে ) মত্বা ( মত করিয়া ) ময়া ( মৎকর্তৃক ) আবর্জিতং ( প্রদত্ত ) পয়ঃ ( তর্পণোদক ) পূটে ( পূর্বপুরুষগণ ) স্বনিশ্বাসৈঃ ( স্বীয় দীর্ঘশ্বাসে ) কবোচ্চাম্ ( অল্প উষ্ণ করিয়া উপভুজ্যতে ( পান করিতেছেন ) ।

**ব্যাখ্যান—**আমার ( মৃত্যুর ) পর দুর্লভ হইবে বলিয়া, পূর্বপুরুষগণ আমার প্রদত্ত তর্পণোদক স্বীয় দীর্ঘশ্বাসে উষ্ণ করিয়া পান করিতেছেন ।

**Eng.—**Methinks ! those ancestors of mine are drinking the libations of water offered by me, made tepid by their sighs, at the thought that they would not get them after me.

**মল্লিনাথ—**মৎপরমিতি । মৎপরং মদনস্তরম্ । “অন্তরাং—” ইত্যাদি-পঞ্চমী । দুর্লভং দুর্লভং মত্বা ময়া আবর্জিতং দত্তং পয়ঃ পূর্বৈঃ পিতৃভিঃ স্বনিশ্বাসৈঃ হুঃখজৈঃ কবোচ্চামীষদুষ্ণং যথা তথা উপভুজ্যতে । নুনমিতি তৎ কবোচ্চমিতি কুশলস্ত কবোদেহঃ । “কোষ্ণং কবোচ্চং মন্দোচ্চং কদুচ্চং ত্রিত্বতি” ইত্যমরঃ ।

**সায়নাংশ—**অন্তাং দিলীপাং পরং অস্তভ্যং তর্পণজলং কঃ প্রদানন্ততীর্থিয়া পিতরঃ মদত্তং তর্পণজলং হুঃখজৈঃ নিশ্বাসৈঃ দ্বেষদুষ্ণং কৃত্বা পিবন্তি ।

**টিপ্পানী—**১। মৎ—“অন্তরাং—” ইত্যাদিনা পঞ্চমী । শ্লোক ৬৬ দ্রষ্টব্য । আমার (পর) ।

২। দুর্লভম্—‘পয়ঃ’ পদের বিশেষণ । হুঃখেন লভ্যতে ইতি দুষ্—লভ-খল্ । দুর্লভ—কারণ দিলীপ অপুত্রক ।

৩। মত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া । কর্তা ‘পূর্বৈঃ’ । মনু+ক্তৃ+চ্ । . ম করিয়া ।

১. ‘স্বনিশ্বাসকবোচ্চম্’ ইতি নারায়ণধৃতপাঠান্তরম্ । ২. ‘উপভুজ্যতে’ ইতি নারায়ণধৃতপাঠান্তরম্ ।

- ৪। আবর্জিতম্—‘পয়ঃ’ পদের বিশেষণ। দত্ত। শ্লোক ৬২ দ্রষ্টব্য।
- ৫। পয়ঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা। তর্পণবারি।
- ৬। পূর্বৈঃ—অনুস্তে কর্তরি তৃতীয়া। পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক।
- ৭। অনিশ্বাসৈঃ—করণে তৃতীয়া। স্বীয় দীর্ঘশ্বাস দ্বারা। স্বশ্ব নিশ্বাসাঃ (বহীতং) তৈঃ। নি—শ্বস্+ঘঞ্=নিশ্বাসঃ। (এস্থলে দুঃখজনিত)।
- ৮। কবোক্ষম্—‘উপভূজাতে’ ক্রিয়ার বিশেষণ। ঈষৎ উষ্ণম্ ইতি কবোক্ষম্। “ঈষদর্থো” ইতি কাদেশঃ, “কবং চোক্ষো” ইতি কোঃ কবাদেশঃ। মল্ল উষ্ণ করিয়া। (উষ্ণো হি দুঃখজো নিশ্বাসঃ)। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।
- ৯। উপভূজাতে—কর্তা ‘পূর্বৈঃ’। উপ-ভূজ্+লটতে কর্মণি। পীত হইতেছে।

বাচ্য-পরিবর্তন—...পূর্বৈ উপভূজতে।

মন্তব্য—এই শ্লোক এবং ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকের সহিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয়।

অস্মাং পরং বত যথাক্রান্তি সন্তুতানি  
কো নঃ কুলে নিবপনানি করিস্থতীতি।  
নুনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং  
ধোতাশ্শেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি ॥২৫॥ (শাকুন্তলে—৬।২৫)

আমি দেবস্বর্ণ পরিশোধ করিয়া দিষ্ট, কিন্তু পিতৃস্বর্ণ শোধ করিতে না পারায় বিষন্ন।  
লোকালোক পর্বতের স্থায় আমার ভিতরে আলোক কিন্তু বাহিরে অন্ধকার।

সৌহমিহমিহ্মজ্যাবিশুদ্ধাৎমা প্রজালোপনিমীলিতঃ।

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচ্ছলঃ ॥৬৮॥

অর্থ—ইজ্যাবিশুদ্ধাত্মা (দেবার্চনা দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি)  
প্রজালোপনিমীলিতঃ (সন্তান-বিরহে বিষন্নভাবে রহিয়াছি) সঃ অহম্ (সেই  
আমি অর্থাৎ মহারাজ দিলীপ) লোকালোকঃ অচ্ছলঃ ইব (লোকালোক পর্বতের  
স্থায়) প্রকাশঃ (হুই এবং আলোকময়) অপ্রকাশঃ চ (বিষাদগ্রস্ত এবং  
অন্ধকারাচ্ছন্ন)।

বাক্য—আমি দেবার্চনা দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি কিন্তু

সন্তানবিরহে বিষন্নভাবে রহিয়াছি। লোকালোক পর্বত যেমন (অভ্যন্তরে) আলোকময় এবং (বাহিরে) অন্ধকারাচ্ছন্ন, আমিও তদ্রূপ (দেবঋণ পরিশোধ করিয়া) দৃষ্ট এবং (পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে না পারায়) বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

**Eng.**—Therefore, though my soul is purified by the performance of sacrifices, yet stupified from an absence of issue, I am both shining and dark, like the mountain Lokāloka.

**মল্লিনাথ**—সোহমিতি। ইজা যাগঃ। “ব্রহ্মজ্যোতীর্ভাবে ক্যপ্” ইতি ক্যপ্-প্রত্যয়ঃ। তথা বিত্ত্বাক্সা বিত্ত্বচেতনঃ, প্রজালোপেন সন্তত্যাভাবেন নিমীলিতঃ কৃতনিমীলনঃ সোহম্, লোক্যত ইতি লোকঃ, ন লোক্যত ইত্যলোকঃ, লোকশ্চালোকশ্চাত্ত্ব ইতি লোকশ্চাসাবলোকশ্চেতি বা লোক-লোকশ্চক্রবালোইচল ইব। “লোকালোকশ্চক্রবালঃ” ইত্যমরঃ। প্রকাশত ইতি প্রকাশশ্চ দেবর্গবিমোচনাৎ, ন প্রকাশত ইত্যপ্রকাশশ্চ পিতৃণাবিমোচনাৎ; পচাত্তচ্। অস্মীতি শেষঃ। লোকালোকোহপ্যন্তঃ সূর্য্যাসম্পর্কাদহিত্ত্বমোব্যাপ্ত্যা চ প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চেতি মন্তব্যম্।

**সার্বাংশ**—লোকালোকনাম পর্বতো যথা অন্তঃ সূর্য্যাসম্পর্কাদালোকিতঃ বহিঃ তৎসম্পর্কিতাভাৎ তমোবৃত্তিস্থিতি তথৈব অহমপি যজ্ঞাদিজনিতধর্মণ আলোকিতঃ পুত্রাভাবজনিতেন শোকতমসা চ আচ্ছন্ন ইব বর্তে।

**টীকাস্তর**—“.....ইজ্যাবিত্ত্বমত্র বিত্ত্বাবিত্ত্বদ্ব্যাপ্যপলক্ষণম্। ‘জ্যোতি জ্যোতীঃ’বি পুরুষে ইতি বৈ দেবলোহব্রবাৎ। অপত্যং কর্ম বিত্ত্বা চে’তি মহাভারতসিদ্ধানাং জ্যোতিষাং মধ্যেইপি বিত্ত্বাকর্মরূপয়োঃ জ্যোতিষোঃ সন্তবাদপত্যরূপজ্যোতিষোহভাবাচ্চ লোকালোকাচলবৎ প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ ভবামীত্যর্থঃ”—(নারায়ণঃ)।

**টীকানী**—১। সোহম্—‘ভবামি’ এই উহ্ম ক্রিয়ার কর্তা; সেই আমি। লোকঃ দৃষ্টব্য।

২। ইজ্যাবিত্ত্বাক্সা—‘অহম্’ পদের বিশেষণ। বিত্ত্বক্সা আত্মা যন্ত সঃ

(বহুব্রীহি); ইজয়া বিভক্তায়া (ওয়াতৎ)। যজ্ঞব্রাহ্মণ আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি (অতএব আমার মধ্যে বিত্তা ও কর্মরূপ জ্যোতি রহিয়াছে—টীকান্তর দ্রষ্টব্য)। যজ্+ভাবে কাপ্, “ব্রজযজোভাবে কাপ্”+স্থিয়াং টাপ্=ইজয়া।  
ব-শুধ্+ক্ত=বিভক্তঃ।

৩। প্রজালোপনিমীলিতঃ—‘অহম্’ পদের বিশেষণ। প্রজায়াঃ লোপঃ (ঙ্গীতৎ) তেন নিমীলিতঃ (ওয়াতৎ); বংশলোপের আশঙ্কায় বিষয় (অতএব আমার মধ্যে অপত্যরূপ জ্যোতির অভাব—টীকান্তর দ্রষ্টব্য)।  
প্র—জন্+ড, স্থিয়ামাপ্=প্রজা। নি—মীল্+ক্ত=নিমীলিতঃ (বিষয়)।

৪। প্রকাশঃ—‘অহম্’ এবং ‘লোকালোকঃ’ পদের বিশেষণ। প্র—কাশ্+ঘঞ্=প্রকাশঃ (১) দিলীপপক্ষে—বিত্তা ও কর্মরূপ জ্যোতিদ্বারা আলোকিত (টীকান্তর দ্রষ্টব্য); (২) পর্বতপক্ষে—স্বর্ষপ্রভায় আলোকিত।

৫। অপ্রকাশঃ—‘অহম্’ এবং ‘লোকালোকঃ’ পদের বিশেষণ। ন প্রকাশঃ (নঞতৎ)। (১) দিলীপপক্ষে—অপত্যরূপ জ্যোতির অভাবে বিষয় (টীকান্তর দ্রষ্টব্য); (২) পর্বতপক্ষে—অন্ধকাবাবৃত।

৬। লোকালোকঃ অচলঃ—‘অহম্’ পদের উপমান। লোকালোক নামে পর্বত (তাহার স্থায়)। লোক্+ভাবে ঘঞ্=লোকঃ (প্রকাশ অর্থাৎ আলোক); ন লোকঃ (নঞতৎ)=অলোকঃ। লোকালোকো প্রকাশাক্ত-কারো অত্র স্তঃ; অস্তবহিঃ স্বর্ষকিরণানাং স্পর্শাস্পর্শাভ্যাম্ ইতি লোকালোকঃ।

মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য)। ন চলতীতি অচলঃ, পচাণচ্। পুরাণ-কথিত লোকালোক পর্বত সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর প্রাকারস্বরূপ অবস্থিত। পুঙ্করদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া যে স্বাদুদক সমুদ্র আছে—তাহাকেও বেষ্টন করিয়া এই লোকালোক পর্বত গুণায়মান। যোজনাবৃতবিস্তৃত এই লোকালোক পর্বতের শৃঙ্গ গগনভেদী। স্বর্ষালোক এই পর্বতকে অতিক্রম করিতে পারে না। সপ্তদ্বীপা মেদিনীকে তুর্দিকে বেষ্টন করিয়া এবং মধ্যে স্বর্ষচক্রাদি জ্যোতিষ্কপদার্থের দ্বারা আলোকিত হইয়া এই পর্বত দণ্ডায়মান। ইহার বহির্ভাগে অন্ধকারের সমুদ্র। হুতরাং এই পর্বতের ভিতরে আলোক ও বাহিরে অন্ধকার। দিলীপের অবস্থাও ঠিক তাই। যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তাহার অন্তর বিভক্ত, আলোকিত। শাস্ত্রে বলে মানুষের তিনটি জ্যোতি আছে—বিত্তা, কর্ম এবং অপত্য (টীকান্তর

দ্রষ্টব্য)। দিলীপের বিদ্যা ও কর্মরূপ জ্যোতি রহিয়াছে। কিন্তু পুত্ররূপ জ্যোতি তাঁহার নাই। তাই তাঁহার বাহির অন্ধকারাবৃত—বাহিরের এই বিরাট পৃথিবী তাঁহাকে তৃপ্তিদান করে না। এই বহির্জগৎ স্বর্ষ্যালোকে আলোকিত হইলেও দিলীপের নিকট তমসাচ্ছন্ন। বহির্বিষয়ের কোন কিছুই তাঁহাকে শাস্তি দেয় না। তিনি দেবধারণ হইতে মুক্ত কিন্তু পিতৃধারণ হইতে নহে। অপুত্রক হইয়া মরিলে তাঁহার বংশলোপ হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি সদাই বিষণ্ণ। তাই তিমিরময় বহির্বিষয়ে আনন্দালোক আনিবার জন্ত তাঁহার পুত্রের বড়ই প্রয়োজন। সেইজন্ত তিনি আজ কুলগুরু দ্বারস্থ।

লোকালোক পর্বতের বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়—

“স্বাদৃদকস্ত পরতো দৃশ্যতেলোকসংস্থিতিঃ ।  
 দ্বিগুণা কাঞ্চনৌ ভূমিঃ সর্বজন্তুবিবর্জিতা ॥৯৪॥  
 লোকালোকস্তথা শৈলো যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ ।  
 উচ্ছ্রায়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যচলো হি সঃ ॥৯৫॥  
 ততস্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্বতঃ স্থিতম্ ।  
 তমশ্চান্তকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥৯৬॥” (বিষ্ণুপুরাণ—২।৪)

পদ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—

“লোকালোকো গিরির্যন্ত লোকান্তে বর্ততে মহান্ ।  
 আবরণোতি স তেজাংসি স্বর্ষ্যাদানামপি দ্বিজ ॥  
 তমতিক্রম্য তেজাংসি ক্ষমন্তে ন প্রবর্তিতুন্ ।”

M. R. Kale বলেন—“The Lokāloka is really the wall of clouds that bound our horizon all round us conceived by the ancients to be a chain of mountains. As the sun and the other heavenly bodies were seen dipping into the sea within this wall of clouds, it was naturally supposed that the world of living being was within it, its outer side being exposed to perpetual darkness.” (Notes p. 23.)

বাচ্য-পরিবর্তন—ইজ্যাবিস্তৃতানা প্রজালোপনিমৌলিতেন তেন ময়া  
 লোকালোকেন অচলেন ইব প্রকাশেন অপ্রকাশেন চ (ভূতে) ।

**মন্তব্য**—উপমা অলঙ্কার। দিলীপের সহিত লোকালোক পর্বতের তুলনা হইয়াছে। টিপ্পনী (৬) দ্রষ্টব্য।

তপোদানাদিজনিত পুণ্য পরলোকে সুখকর কিন্তু পুত্র উভয়লোকেই শ্রীতিকর।

**লোকান্তরসুখং পুণ্যং তপোদানসমুদ্ভবম্।**

**সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরব্রহ্ম চ শর্মণে ॥৬৬॥**

**অর্থ**—তপোদানসমুদ্ভবম্ (তপস্যা ও দানজনিত) পুণ্যম্ (পুণ্য) লোকান্তরসুখম্ (পরলোকে সুখ উৎপাদন করে); শুদ্ধবংশ্যা (পবিত্রবংশ-জাত) সন্ততিঃ (সন্তান) পরব্রহ্ম (পরলোকে) ইহ চ (এবং ইহলোকে) শর্মণে (সুখের হেতু)।

**ব্যাখ্যা**—তপস্যা ও দানজনিত পুণ্য পরলোকে সুখ উৎপাদন করে, কিন্তু পবিত্র-বংশজাত সন্তান উভয়লোকেই সুখের হেতু হইয়া থাকে।

**Eng.**—The merit arising from penance and alms giving procures felicity only in the next world, while offspring born of a pure family is for happiness both here and hereafter.

**মল্লিনাথ**—নহ তপোদানাদিসম্পন্নশ্চ কিমপতৌরিত্যত্রাহ—লোকা-স্তরেতি। সমুদ্ভবত্যাশ্বাদিতি সমুদ্ভবঃ কারণম্। তপোদানে সমুদ্ভবো যশ্চ তপোদানসমুদ্ভবম্ যৎ পুণ্যং তল্লোকান্তরে পরলোকে সুখং সুখকরম্। শুদ্ধবংশে ভবা শুদ্ধবংশা সন্ততির্হি পরব্রহ্ম পরলোকে ইহ চ লোকে শর্মণে সুখায়। “শর্ম-ণাত-সুখানি চ” ইত্যমরঃ। ভবতীতি শেষঃ।

**সারাংশ**—তপোদানাদিসমুদ্ভবেন পুণ্যেন যৎ সুখং ভবতি তৎ পরলোকে এব লভ্যতে, সুপুত্রেন চ যৎ সুখং তদ্বিহ লোকে ভক্তিগুণাদিভিঃ পরলোকে চ পুন্সাম্মো নরকাৎ ত্রাণার্থং প্রদত্তজলপিণ্ডদানাদিভিঃ জায়তে।

**টিপ্পনী**—১। লোকান্তরসুখম্—‘পুণ্যম্’ পদের বিধেয় বিশেষণ। অত্রো-  
লাকঃ (অশ্বপদবিগ্রহ-নিত্যসমাস)=লোকান্তরম্। তস্মিন্ সুখম্ (৭মীতৎ)।  
সুখয়তীতি সুখম্, পচাত্। পরলোকে সুখকর। “লোকস্ত ভুবনে জনে”  
ইত্যমরঃ।



২। পুণ্যম্—‘ভবতি’ এই উহ্ম ক্রিয়ার কৰ্ত্তা। পুণ্য। পুণ্যভীতি পুণ্যম্;  
“পুঞো যণ্ণু কৃষ্ণশ্চ” (উণাদি) = পুণ্যম্। “পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং  
পুণ্যলক্ষণম্।”

৩। তপোদানসমুদ্ভবম্—‘পুণ্যম্’ পদের বিশেষণ। তপশ্চ দানঞ্চ (দ্বন্দ্ব)  
= তপোদানে; তাভ্যাং সমুদ্ভবঃ (জন্ম) যস্মা তৎ (বাধিকরণ বহুব্রীহি)  
“অবজ্যো বহুব্রীহিব্যাধিকরণো জন্মাত্মদ্রপদঃ” (বামন)। অথবা সমুদ্ভবত্যা-  
স্মাদিতি সমুদ্ভবঃ কারণম্; তপোদানে সমুদ্ভবঃ যস্মা তৎ (বহুব্রীহি)। তপো-  
দানাদিসজাত। সম্—উৎ—ভূ+অপ্=সমুদ্ভবঃ।

৪। সন্ততিঃ—‘ভবতি’ এই উহ্ম ক্রিয়ার কৰ্ত্তা। সন্তান। সন্তত্বতে ইতি  
সম্—তন্+ক্তিন্।

৫। শুদ্ধবংশা—‘সন্ততিঃ’ পদের বিশেষণ। শুদ্ধঃ বংশঃ (কর্মধা); শুদ্ধ-  
বংশে ভবা ইতি শুদ্ধবংশ+যৎ—পবিত্রবংশসম্ভূত—স্ত্রিযামাপ্।

৬। পরত্র—অব্যয়। পরলোকে। পুত্র তর্পণ, পিওদান, প্রভৃতির দ্বারা  
পিতাকে পুন্মাসক নরক হইতে ত্রাণ করে।

৭। ইহ—অব্যয়। ইহলোকে। ইহজগতে ভক্তি ও সেবাবারা পিতার  
আনন্দবর্দ্ধন করে।

৮। শর্মণে—তাদর্থ্যে অথবা “কপি সম্প্রত্যমানে চ” ইতি চতুর্থী।  
শৃণাত্যন্তভম্ ইতি শৃ+মনিন্=শর্মন্—স্বথের নিমিত্ত হইয়া থাকে।  
মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

বাচ্যপরিবর্ত্তন—লোকান্তরস্থতেন পুণ্যেন তপোদানসমুদ্ভবেন (ভূততে)  
শুদ্ধবংশায়া সন্তত্যা (ভূততে)।

হে বিধাতা! আমাকে সন্তানহীন দেখিয়া আপনার দুঃখ হইতেছে না কেন?

তয়া হীনং বিধাতর্মা<sup>১</sup> কথং পশ্যন্স দূয়সে।

সিকং স্বয়মিষ ক্লেহাদ্ভ্রম্যমাশ্রমবৃত্তকম্ ॥৩০॥

অভ্যয়—বিধাতঃ (হে বিধাতা!) তয়া হীনং (অপত্যহীন) মাং (আমাকে)  
মেহাং (মেহবশে) শ্বয়ং (স্বয়ং) সিকম্ (জলসেকবর্জিত) বন্ধ্যম্ (ফলহীন)

১. ‘বিনেতর্মা’ ইতি অরুণগিরিনারায়ণধৃতপাঠান্তরম্।

আশ্রমবৃক্ষকম্ ইব ( আশ্রমতরুর ত্রায় ) পশ্যন্ ( দেখিয়া ) কথং ( কেন ) ন ( না )  
দৃশ্যসে ( সন্তপ্ত হইতেছেন ) ।

বান্ধালা—হে বিধাতা ! স্নেহবশে স্বয়ং জলসেকবর্জিত ফলহীন আশ্রম-  
তরুর ত্রায় আমাকে অপত্যহীন দেখিয়া আপনি সন্তপ্ত হইতেছেন  
না কেন ?

Eng.—How is it, O venerable father ! that you are  
not pained to see me devoid of that ( progeny )—as you  
would be when you behold a young plant of this her-  
mitage, that has been personally watered by you  
through affection, failing to produce any fruit ( in a proper  
season ) ?

মল্লিনাথ—তয়েতি । হে বিধাতঃ ! শ্রষ্টঃ, তয়া সন্তত্যা হীনমনপত্যং  
মাম্, স্নেহাৎ প্রেয়া স্বয়মেব সিক্তং জলসেকেন বর্জিতং বক্ষ্যামকলম্ । “বক্ষ্যোহ-  
কলোহবকেশী চ” ইত্যমরঃ । আশ্রমস্ত বৃক্ষকম্ বৃক্ষপোতমিব পশ্যন্ কথং  
ন দৃশ্যসে ন পরিতপ্যসে ? বিধাতরিত্যানেন সমর্থোহপ্যুপেক্ষসে ইতি  
গম্যতে ।

সারাংশ—হে ভগবন্ ! স্বহস্তসলিলসেকসংবর্জিতং আশ্রমতরুং ফলহীনং  
দৃষ্ট্য়া যথা ভবান্ ব্যথিতো ভবতি তথৈব পুত্রবিহীনং মামপি দৃষ্ট্য়া কথং  
ন ব্যথসে ।

টিপ্পানী—১ । তয়া—সন্তত্যা । করণে তৃতীয়া ।

২ । হীনম্—‘মাম্’ পদের বিশেষণ । হা + ক্ত । হীন, বঞ্চিত ।  
‘হীনন্যাবুনগর্হা’ ইত্যমরঃ ।

৩ । বিধাতঃ—‘বিধাতৃ’ শব্দের সম্বোধন ; সম্বোধনে প্রথমা । বি—ধা +  
হৃ, তৃন্ বা । হে বিধাতা ! অর্থাৎ, আমার পুত্রবিহীনতার প্রতিবিধান  
ফরিতে আপনি সমর্থ, কিন্তু উপেক্ষা করিতেছেন—ইহাই বিধাতৃ সম্বো-  
দের তাৎপর্য—মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য । টীকাকার নারায়ণ ‘বিনেতঃ’ পাঠ

ধরিয়াছেন। তিনি বলেন—“ত্বয়ৈব হি মে সৰ্বে সংস্কারাঃ কৃত্বা ইত্যর্থঃ” (নারায়ণঃ)।

৪। কথম্—অব্যয়। শ্লোক ৬৪ দ্রষ্টব্য।

৫। পশ্যন্—‘ভম্’ এই উহা কর্তার বিশেষণ। দৃশ্+শত্, ১মা, ১বচন। দেখিয়া।

৬। দূষসে—কর্তা ‘ভম্’ উহা। দৃ (দিগাদি)+লট্ সে। হুঃখিত হইতেছেন।

৭। সিক্তম্—‘আশ্রমবৃক্ষকম্’ পদের বিশেষণ। সিক্+ক্ত। সিক্ত—অর্থাৎ জলসেকের দ্বারা বর্জিত।

৮। স্বয়ম্—অব্যয়। আত্মনা। নিজে।

৯। স্নেহাৎ—হেতো পঞ্চমী। স্নিহ্+ঘঙ। স্নেহহেতু। ঋষিগণ আশ্রমবৃক্ষগুলিকে নিজপুত্রের ন্যায় দেখিতেন Cf. “সংবদ্ধিতানাং স্নুত নিবিশেষম্”—(রঘু ৬৬)।

১০। বন্ধ্যম্—‘আশ্রমবৃক্ষকম্’ পদের বিশেষণ। ফলহীন। বন্ধে সাধুঃ ইতি বন্ধ্+ঘৎ “তত্র সাধুঃ” (হু)। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

১১। আশ্রমবৃক্ষকম্—‘মাম্’ পদের উপমান। ‘পশ্যন্’ ক্রিয়ার কর্ম অগ্নৌ বৃক্ষঃ ইতি বৃক্ষকঃ, বৃক্ষ+ক অন্নার্থে। আশ্রমস্ত বৃক্ষকঃ (ষষ্টিতৎ) তম্ আশ্রমস্থ বৃক্ষশিশুকে। আশ্রম—শ্লোক ৩৫ দ্রষ্টব্য।

বাচ্যপরিবর্তন—.....পশ্যতা দূষতে (ত্বয়া)।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। অপত্যহীন দিলীপের সহিত ফলহীন আশ্রম তরুর তুলনা করা হইয়াছে। দিলীপ আশ্রমতরুর উপমান সুন্দরভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাকে সন্মোদন করিয়া তিনি কথা বলিতেছেন তাঁহারই পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি হইতে এই উপমানটি লওয়া হইয়াছে। ইহা কালিদাসের উপমার একটি বৈশিষ্ট্য। দিলীপ বলিতেছেন—হে ভগবন্! এই আশ্রমে একটি বৃক্ষকে ঋতুকালে ফলহীন দেখিলে আপনার কতই না হুঃখ হয়—বৃক্ষও যেমন আমিও সেইরূপ আপনার পুত্রতুল্য। অতএব আমার পুত্রহীনত আপনাকে হুঃখ দান করিতেছে না কেন?

হে ভগবন্! পিতৃঋণ আমার নিকট দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে।

**অসহ্যপীড়ং ভগবন্তৃণামন্ত্যমবেহি মে।**

**অরুন্তুদমিবালানমনির্বাণস্য দন্তিনঃ ॥৩১॥**

**অঙ্কয়**—ভগবন্ ( হে ভগবন্! ) মে ( আমার ) অন্ত্যম ঋণম্ ( অন্তিম ঋণ অর্থাৎ পিতৃঋণ ) অনির্বাণস্য ( জ্ঞানবিরহিত ) দন্তিনঃ ( হস্তীর ) অরুন্তুদম্ ( মর্মোপঘাতী ) আলানম্ ইব ( বন্ধনস্তস্তের জায় ) অসহ্যপীড়ম্ ( দুর্বিষহ দুঃখদায়ক ) অবেহি ( জানিবেন )।

**বাক্সালা**—হে ভগবন্! আপনি জানিবেন যে, আমার পিতৃঋণ জ্ঞান-বিরহিত হস্তীর মর্মোপঘাতী বন্ধনস্তস্তের জায় দুর্বিষহ দুঃখদায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

**Eng.**—Be it known to you, venerable sage, that this last of my debts, has become unbearable to me like a chain that inflicts wounds to an elephant that has been kept without a bath.

**মল্লিনাথ**—অসহ্যেতি। হে ভগবন্, মে মম অন্ত্যমৃণং পৈতৃকমৃণম্, অনির্বাণস্য মজ্জনরহিতস্য “নির্বাণং নিবৃত্তৌ মোক্ষে বিনাশে গজমজ্জনে” ইতি যাদবঃ; দন্তিনো গজস্য, অকর্ম্ম তুদতীত্যরুন্তুদং মর্মস্পৃক্, “ব্রণোহস্ত্রিয়ামীর্মকঃ” ইতি, “অরুন্তুদস্ত মর্মস্পৃক্” ইতি চামরঃ। “বিধ্বক্ৰমোন্তুদঃ” ইতি খশ্ প্রত্যয়ঃ। “অরুবিষদ—” ইত্যাদিনা মুমাগমঃ। আলানং বন্ধনস্তস্তমিব “আলানং বন্ধন-স্তস্তে” ইত্যমরঃ। অসহ্য সৌচ্যমশক্যা পীড়া দুঃখঃ যস্মিন্ তৎ অবেহি দুঃসহ-দুঃখজনকং বিদ্বতীর্থঃ। “নির্বাণোথানশয়নানি ত্রীণি গজকর্ম্মাণি” ইতি পাশকাপো। “ঋণং দেবস্ত বাগেন ঋষীণাং পাঠকর্ম্মণা। সন্তত্যা পিতৃ-লোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ ॥”

**সারাংশ**—যথা হি জলমজ্জনে বিনা নিত্যন্তঃ সন্তুষ্টো মদমত্তো গজঃ স্বং বন্ধনস্তস্তম্ অসহ্যপীড়াজনকং মত্ততে তথৈব অহমপি পুত্রাভাবজনিতং দুঃখম্ অসহ্যং মত্তে।

**টীকাস্বরূপ**—“অন্ত্যমৃগং প্রজ্ঞামাত্রপরিহার্যমিত্যর্থঃ । বক্ষ্যতি চ “ঋষিদেবগণ-  
স্বধাতুজ্ঞাং শ্রুত্যাগপ্রসবৈমহাতুজঃ । অনূণত্বমুপেয়িবান্ বভৌ” (৮।৩০)  
ইতি । “ঋষিদেবপিতৃপ্রাপ্তং শ্রুতং নূণামৃগত্বম্ । ক্রমেণ নিক্রিয়া তস্মৈ  
শ্রুত্যাগস্মৃতৌদয়ৈঃ ॥” ইতি চ স্মৃতিঃ ।..... অনিবাণস্ত নিরোধাদিনা  
মজ্জনহীনস্তা ।..... দন্তিনো হি জ্ঞানপ্রিয়াঃ ।” (নারায়ণঃ) ।

**টিপ্পনী**—১। অসহপীড়ম্—‘ঋণম্’ পদের বিশেষণ । সোঢ়ুং শক্যা  
ইতি সহ্ + যৎ = সহ্য (নঞ-তৎ = অসহ্য) । অসহ্য পীড়া যস্মিন্ তৎ  
(বহুব্রীহি) । দুঃসহদুঃখজনক । পীড়্ + অঙ, স্তিয়াম্ আপ্ = পীড়া ।

২। ভগবন্—সম্বোধনে প্রথমা । ভগ + মতুপ্ “মাতৃপথায়ান্ত মতো-  
বৌদ্ধবাদিত্য” ইতি মন্ত্য বকারঃ । Cf. “ঐশ্বর্যাস্ত সমগ্রস্ত বীৰ্য্যাস্ত যশসঃ  
শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যজ্ঞাং ভগ ইতীদৃশা ॥” (বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৪) ।  
“উৎপত্তিং প্রলয়ক্লেব ভূতানামাগতিং গতিম্ । বেত্তি বিজ্ঞামবিজ্ঞাঞ্চ স বাচ্যো  
ভগবানিতি ॥” (বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৮) । হে ভগবন্ !

৩। ঋণম্—‘অবেতি’ ক্রিয়ার কর্ম । ঋ + ক্ত “ঋণমাদমর্গ্যে” ইতি  
গত্বম্ ।

৪। অন্ত্যম্—‘ঋণম্’ পদের বিশেষণ । অন্তে ভবম্ ইতি অন্ত + যৎ ।  
অন্তিম অর্থাৎ পিতৃঋণ । মাতৃষ তিনটি ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে—দেবঋণ,  
ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ । যজ্ঞসম্পাদন করিয়া সে প্রথম ঋণ পরিশোধ করে ;  
বিজ্ঞাভ্যাস করিয়া ঋষিঋণ এবং পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করে ।  
শাস্ত্র বারবার আমাদিগকে এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিতে বলিয়াছেন—

“দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথা নরঃ ।

ঋণবান্ জায়তে যস্মাৎ তন্মোক্ষে প্রযতেৎ সদা ॥

দেবানামনৃণো জন্তুর্ঘটৈজ্জর্ভবতি মানবঃ ।

অন্নবিক্তশ্চ পূজাভিরূপবাসত্রৈস্তথা ॥

শ্রাদ্ধেন প্রজয়া চৈব পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ।

ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা তথা ॥”

(বিষ্ণুধর্মোত্তরে) ।

৫। অব্যেহি—কর্তা ‘অম্’ উহ। অব—ই+লোট্ হি। অবগত হউন।  
 ৬। অকুস্তদম্—‘আলানম্’ পদের বিশেষণ। অকুংষি তুদতি ইতি অকু  
 (মম্)+তুদ্+থচ্ “বিশ্বকোষোক্তদঃ” (সু)। “অকুংষিবদজন্তুশ্চ মুম্” ইতি  
 মুমাগমঃ। মম পীড়াকর।

৭। আলানম্—‘ঋণম্’ পদের উপমান। আলায়তে অত্র ইতি আ—লী+  
 লোট্ অধিকরণে=আলানম্। গজবন্ধনস্তত্ত্ব। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। কেবল  
 বন্ধন অর্থেও আলান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—“গজালানপরিষ্কিষ্টেঃ”  
 (রঘু ৪।৩৯)। S.P. Pandit মহাশয় গজবন্ধন রজ্জু এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।  
 গজবন্ধনস্তত্ত্ব অর্থ করিলেও অর্থের বিশেষ কোন অসঙ্গতি হয় না।

৮। অনিবাণস্ত—‘দন্তিনঃ’ পদের বিশেষণ। স্নানবিরহিত। ন নিবাণম্  
 (নঞতৎ) তস্য। নিব্—বা+ক্ত। গজশাস্ত্রে আছে—স্নান, উত্থান এবং  
 শয়ন এই তিনটি হস্তিকর্ম। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। হস্তগণ স্নানপ্রিয়। “নিরোধাদিনা  
 মজ্জনহীনস্য” (নারায়ণঃ)।

৯। দন্তিনঃ—শেষে ষষ্ঠী। হস্তার। অনিশ্চয়িত্বো দন্তৌ অস্যা ইতি  
 দন্ত+ইনি=দন্তিন্। “দন্তী দন্তাবলো হন্তী” ইত্যমরঃ।

বাচ্যপরিবর্তন—...অবেদ্যতাম্।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। দিলীপের দুঃখদায়ক পিতৃধ্বংস যেন স্নানবিরহিত  
 হস্তার মমপীড়াকর বন্ধনস্তত্ত্ব। হস্তগণ স্নানপ্রিয় হইয়া থাকে। মদমত্ত  
 হস্তাকে মজ্জনবিরহিত করিয়া যদি আলানে বন্ধন করা হয় তাহা হইলে সে  
 ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে—বন্ধনস্তত্ত্ব তাহার মমপীড়ক হইয়া উঠে। দিলীপের পিতৃধ্বংস  
 যেন তাহার বন্ধনস্তত্ত্ব—এই অপত্যহীনতা তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।  
 পুত্রমুখ না দেখিলে তাহার আর শান্তি নাই। কালিদাস এই উপমা প্রয়োগ  
 করিয়া দিলীপের অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

হে গুরুদেব! আমাকে ঋণমুক্ত হইতে সহায়তা করুন।

তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতু তথা’হর্হসি।

इह्वाकूणां दूरापेऽर्थं त्वदधीना हि सिद्धयः ॥३२॥

১। ‘অম্’ ইতি নারায়ণধৃতপাঠান্তরম্।

**অম্বর**—তাত (হে গুরুদেব!) যথা (যাগাতে) তস্যাং (তাহা হইতে অর্থাৎ পিতৃঋণ হইতে) মুচ্যে (মুক্ত হইতে পারি) তথা (সেইরূপ) সংবিধাতুম্ অর্হসি (বিধান করুন); হি (যেহেতু) ইক্ষ্ণাকৃণাম্ (ইক্ষ্ণাকুবংশীয়দিগের) দুরাপে (দুস্ত্রাপ্য) অর্থে (বিষয়ে) সিক্রয়ঃ (সিক্রিলাভ) স্বদধীনা (আপনার অধীন)।

**নাক্সালা**—হে গুরুদেব! যাগাতে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি সেইরূপ বিধান করুন। কারণ ইক্ষ্ণাকুবংশীয়দিগের দুস্ত্রাপ্য বিষয়ে সিক্রিলাভ আপনারই অধীন।

**Eng.**—Order it so then, O father, that I am discharged from this debt; in objects difficult of achievement by the princes born in the line of Ikṣvāku, success is entirely at your disposal.

**মল্লিনাথ**—তস্মাদিতি। হে তাত! তস্যাং পৈতৃকাদ্ ঋণাং যথা মুচ্যে মুক্তো ভবামি, কর্মকর্তরি লট্। তথা সংবিধাতুং কর্তুমর্হসি। হি যস্যাং কারণাং ইক্ষ্ণাকৃণামিক্ষ্ণাকুবংশানাম্ তদ্রাজত্বাদ্ বহুধণো লুক্। দুরাপে দুস্ত্রাপ্যোহর্থো সিক্রয়স্বদধীনাস্বদায়ত্তাঃ। ইক্ষ্ণাকুণামিতি শেষে ষষ্ঠী। “নলোক—” ইত্যাদিনা কৃত্তোগে ষষ্ঠীনিষেধাৎ।

**সারাংশ**—হে ভগবন্! যথাহং তস্যাং পৈতৃকাদ্ ঋণাং মুক্তো ভবামি, তাদৃশম্ উপায়ম্ রূপয়া ভবান্বেব বিদধাতু।

**টিপ্পানী**—১। তস্যাং—অপাদানে পঞ্চমী। সেই পৈতৃক ঋণ হইতে। ‘তৎ’ শব্দের ৫মী ১বচন।

২। মুচ্যে—অহমিতি শেষঃ। মুচ্+কর্মকর্তরি লট্ তে। মুক্ত হইতে পারি। “ক্রিষমাণস্ত্বং বৎ কর্ম স্বয়মেব প্রাপিষ্যতি। স্ককরৈঃ স্বৈশ্চপৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্ বিহুঃ॥” (হরিকারিকা)।

৩। তাত সঙ্ঘোধনে প্রথম। পূজাস্পদ বয়োজ্যেষ্ঠকে ‘তাত’ সম্বোধন করা হয়। “তাতোহম্মুকম্প্যো পিতরি” ইতি হেমচন্দ্রঃ। হে গুরুদেব!

৪। সংবিধাতুম্—কর্তা ‘অম্’ উহ্। সম্—বি—ধা+তুম্—অর্হধাতুযোগে। সম্পাদন করিতে।

৫। অর্হসি—কর্তা ‘অম্’ উহ। অর্হ+লট্ সি। যোগ্যো ভবসি। অর্থাৎ করিতে পারেন।

৬। ইক্ষ্বাকুণাম্—শেষে ষষ্ঠী। “ন লোকাব্যনিষ্ঠাখলর্থভণাম্” ইতি রুদ্রযোগে ষষ্ঠানিষেধাৎ। ইক্ষ্বাকোরপত্যানি (লক্ষণয়া) ইতি ইক্ষ্বাকু + অণ্ “তদ্রাজস্য বহুত্ব তেনৈবাস্ত্রিয়াম্” ইতি অণো লুক্। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের। ইক্ষ্বাকু বৈবস্বত মনুস পুত্র এবং সূর্যবংশের প্রথম নরপতি। “ক্ষুবতশ্চমনোজ্ঞে ইক্ষ্বাকুজ্ঞানতঃ সূতঃ” (ভাগবতে)।

৭। দুৰাপে—‘অর্থ’ পদের বিশেষণ। দুস্ত্রাপ্য। দুঃখেন আপ্যতে ইতি দুষ্-আপ্+থল্।

৮। অর্থ—অধিকরণে সপ্তমী, বিষয়ে।

৯। অদধীনাঃ—‘সিদ্ধয়ঃ’ পদের বিশেষণ। আপনার অধীন। অয়ি অপি ইতি অং+অধি+থ (ঈন)—“অধ্যাত্তরপদাৎ” (স্ব)। সংস্কৃতে কেবল অধীন শব্দের প্রয়োগ অপাণিনীয়।

১০। সিদ্ধয়ঃ—‘ভবন্তি’ এই উহ্য ক্রিয়ার ক্তা। সিধ্+জিন্। সিদ্ধি।

বাচ্যপরিবর্তন—...মৃত্যুতে (ময়া) অর্হাতে (অয়ি সিদ্ধিভিঃ অদধীনাভিঃ)।

রাজার এই কথা শুনিয়া মহর্ষি ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন রহিলেন।

**ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ ।**

**জগন্মাত্রমৃষিস্তস্থ্যৌ সুমমোন ইব হৃদঃ ॥৩২॥**

অম্বয়—রাজা (রাজা কর্তৃক) ইতি (এইরূপে) বিজ্ঞাপিতঃ (বিজ্ঞাপিত হইয়া) ঋষিঃ (মহর্ষি) ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ (ধ্যানস্তিমিতনেত্রে) ক্ষণমাত্রম্ (ক্ষণকাল) সুপ্তমীনঃ (সুপ্তমৎস্ত) হৃদঃ ইব (হৃদের ত্রায়) তস্থৌ (অবস্থান করিলেন)।

‘বাজালা—রাজা কর্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া মহর্ষি ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ক্ষণকাল সুপ্তমীন হৃদের ত্রায় অবস্থান করিলেন।

**Eng.—Thus requested by the king, the sage, like a large**



lake in which the fish are asleep. remained still for a moment with his eyes closed in deep meditation.

**মল্লিনাথ**—ইতীতি। ইতি রাজ্ঞা বিজ্ঞাপিতঃ ঋষির্ধ্যানেন স্তিমিতে লোচনে যন্ত স ধ্যানস্তিমিতলোচনো নিশ্চলাক্ষঃ সন্ ক্ষণমাত্রং সুপ্তমীনো হৃদ ইব তসৌ।

**সারান্ধ**—এবং রাজবচনং শ্রুত্বা স মর্হস্য সমাধিত্বঃ সন্ প্রশান্তমীনসংস্কারঃ হৃদ ইব ক্ষণম্ অবতস্বে।

**টীকাসুত্র**—“অত্রোপময়া নিখিলবাহ্যাপারোপরমঃ প্রতীয়তে।” (নারায়ণঃ)।

**টিপ্পনী**—১। ইতি—অব্যয়। এইরূপে।

২। বিজ্ঞাপিতঃ—‘ঋষিঃ’ পদের বিশেষণ। বি—জ্ঞা + গিচ্ + ক্ত। বিজ্ঞাপিত হইয়া।

৩। ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ—‘ঋষিঃ’ পদের বিশেষণ। ধ্যানেন স্তিমিতে (নিশ্চলে) লোচনে যন্ত সঃ (বহুব্রীহি)। ধ্যানহেতু স্থিরনেত্র হইয়া। অমরকোষে ‘স্তিমিত’ শব্দের ক্রিয় অর্থাৎ সিক্ত এইরূপ অর্থই পাওয়া যায়। এখানে নিশ্চল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। Cf. “প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা” (রঘু—১৩।৪৮)।

৪। ক্ষণমাত্রম্—ব্যাপ্তার্থে দ্বিতীয়া। ক্ষণমেব ইতি ক্ষণমাত্রম্ (অস্থপদ-বিগ্রহঃ নিত্যসমাসঃ)। ক্ষণকাল। ৩০ কলায় এক ক্ষণ (অমরকোষে দ্রষ্টব্য)।

৫। তসৌ—কর্তা ‘ঋষিঃ’। স্থা + লিট্ গল্। অবস্থান করিলেন।

৬। সুপ্তমীনঃ—‘হৃদঃ’ পদের বিশেষণ। সুপ্তাঃ মীনঃ যস্মিন্ সঃ (বহুব্রীহি)। সুপ্তমৎস্ত। মীনোতি মীয়তে বা, “ফেনমীনো” (উণাদি) ইতি নিপাতিতঃ = মীনঃ। স্বপ্ + ক্ত = সুপ্ত।

৭। হৃদঃ—‘ঋষিঃ’ পদের উপমান। বৃহৎ জলাশয়কে হৃদ বলে। “তজ্জা-গাথজ্জলো হৃদঃ” ইত্যমরঃ। হৃদ (অব্যক্তে শব্দে) + অচ্ + পচাদিভ্যাং, পূর্বোদরাদিভ্যাং হৃদঃ।

**ষাচ্যপন্নিবর্ত্তন**—বিজ্ঞাপিতেন ঋষিণা ধ্যানস্তিমিতলোচনেন...সুপ্ত-মীনেন হৃদেন ইব তসৌ।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। ধ্যানমগ্ন ঋষির সহিত স্পৃশ্যমীন হ্রদের তুলনা হইয়াছে। ‘স্পৃশ্যমীন’ পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া M. R. Kale মহাশয় বলেন—“Vas'istha, who is the repository of harmless thoughts and actions, can with propriety be compared to a হ্রদ having nothing in it but such harmless creatures as fishes; with this compare VIL. 30, where the princes looking pleased when really angry are described as হ্রদাঃ প্রদগ্না ইব গৃঢ়নৃপাঃ where গৃঢ়মীনাঃ would have considerably marred the propriety of the simile.” ( Notes. p. 24.)

মহর্ষি বিশিষ্ট রাজার অপভ্রান্ততার কারণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জানাইলেন।

সৌঃস্বহৃদয়ত্ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তম্ভনকারণম্ ।

ভাবিতাত্মা ভুবো ভর্তৃন্থং প্রত্যবোধয়ত্ ॥৩৪॥

অর্থ—ভাবিতাত্মা ( বিশুদ্ধচিত্ত ) সঃ ( সেই মহর্ষি বিশিষ্ট ) প্রণিধানেন ( ধ্যানযোগে ) ভুবঃ ( পৃথিবীর ) ভর্তৃন্থঃ ( অধিপতিব ) সন্ততেঃ ( পুত্রোৎপত্তির ) স্তম্ভকারণম্ ( প্রতিরোধের কারণ ) অপশ্রুৎ ( অবগত হইলেন ) অথ ( অনন্তর ) এনং ( তাঁহাকে ) প্রত্যবোধয়ৎ ( জানাইলেন ) ।

বাজালা—বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি ধ্যানযোগে মহারাজের পুত্রোৎপত্তি-প্রতিরোধের কারণ অবগত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন।

Eng.—That sage of pure soul, discovered by the power of profound meditation, the cause of the obstacles lying in the path of progeny to the lord of the earth and then made it known to him.

মল্লিনাথ—স ইতি। স মুনিঃ প্রণিধানেন চিত্তৈকাগ্রোণ ভাবিতাত্মা শুদ্ধান্তঃকরণঃ ভুবো ভর্তৃন্থং সন্ততেঃ স্তম্ভকারণঃ সন্তানপ্রতিবন্ধকারণম্ অপশ্রুৎ। অধীনস্তরমেন নৃপঃ প্রত্যবোধয়ৎ, স্বদৃষ্টঃ জ্ঞাপিতবানিত্যর্থঃ। এনমিতি “গতিবুদ্ধি—” ইত্যাদিনা অণিকর্ত্বুঃ কর্মত্বম্।

**সার্বাংশ**—ততো ভগবান্ মহর্ষিঃ যোগবলেন রাজ্ঞঃ পুত্রোৎপত্তিশ্রতিবন্ধকং জ্ঞাস্বা রাজানং বিজ্ঞাপিতবান্ ।

**টিপ্পননী**—১। অপশ্যৎ—কর্তা ‘সঃ’। দৃশ্+লঙ্ দ। দেখিলেন অর্থাৎ অবগত হইলেন ।

২। প্রণিধানেন—করণে তৃতীয়া। প্র—নি—ধা+লুট্। ধ্যানবোগে। “যোগসমাধিনা”—(চারিত্রবর্দ্ধন)। মল্লিনাথ “প্রণিধানেন ভাবিতায়া” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু “প্রণিধানেন অপশ্যৎ” এইরূপ অর্থ হওয়াই ভাল। “প্রণিধানেন....অপশ্যৎ।” (নারায়ণঃ)।

৩। সন্ততেঃ—শেষে ষষ্ঠী। পুত্রোৎপত্তির—শ্লোক ৬৯ দ্রষ্টব্য।

৪। স্তম্ভকারণম্—‘অপশ্যৎ’ ক্রিয়ার কর্ম। স্তম্ভস্ত কারণম্ (ষষ্ঠীতৎ)। প্রতিরোধের কারণ। স্তম্ভ+অচ, ভাবে, ঘঞ্ বা, “স্তম্ভৌ তৃণাজড়ীভাবৌ” ইত্যমরঃ।

৫। ভাবিতায়া—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। ভাবিতঃ (সমাধিনা বিবুদ্ধঃ) আত্মা (অন্তঃকরণং) যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। শুদ্ধচিত্ত। “ভাবিতঃ সোহহং ভাবরূপেণ চিত্তিতঃ আত্মা পরমাত্মা যেন। আত্মভাবনয়া হি যোগী দেশকাল-ব্যবহিতানর্থান্ পশ্যতি।” (নারায়ণঃ)। “ভাবিতো জ্ঞানময় আত্মা জীবো যস্য সঃ” (বিজয়গণিঃ)। ভূ+গিচ্+ক্ত—ভাবিতঃ।

৬। ভুবঃ—শেষে ষষ্ঠী। পৃথিবীর।

৭। ভর্তুঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। ভূ+ভৃচ্। পতি। পৃথিবীপতির অর্থাৎ মহারাজের।

৮। এনমু—‘প্রত্যবোধয়ৎ’ ক্রিয়ার কর্ম। “গতিবুদ্ধিশ্রত্যবসানার্থ-শব্দকর্মাকর্মকাণামগিকর্তা স গো” ইতি অগিকর্তুঃ কর্মত্বম্। ইহাকে অর্থাৎ রাজাকে। অস্বাদেশে এনাদেশঃ। “দ্বিতীয়া টৌশ্বেনঃ”। “কিঞ্চিৎ কার্য্যং বিধাতুমপাতস্ত কার্য্যান্তরং বিধাতুং পুনরুপাদানমস্বাদেশঃ” (ভট্টোজি)।

৯। প্রত্যবোধয়ৎ—কর্তা ‘সঃ’। প্রতি—বৃশ্+গিচ্+লঙ্ দ। জানাইলেন।

**বাচ্যপরিবর্তন**—...ভাবিতায়া তেন অদৃশ্যত, এষ প্রত্যবোধ্যত।

পূর্বে তুমি যখন স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিতেছিলে তখন পশ্চিমধ্যে কামধেনু সুরভি কল্পতরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিলেন।

পুরা শক্রমুপস্থায় তবোর্বী' প্রতি যাস্যতঃ ।

আসীত্ কল্যতরুচ্ছায়ামাশ্রতা সুরভিঃ পথি ॥৩৭॥

অর্থ—পুরা (পূর্বে) শক্রম্ ( : দ্রুকে ) উপস্থায় (সেবা করিয়া) উর্বীম্ প্রতি (পৃথিবীতে) বাস্ততঃ (প্রত্যাগমন করিতে'ছিলে) তব (তোমার) পথি (পশ্চিমধ্যে) কল্পতরুচ্ছায়াম্ (কল্পপাদপের ছায়ায়) আশ্রিতা (আশ্রয় করিয়া) সুরভিঃ (সুরভি নামে স্বর্গের কামধেনু। আসীৎ (অবস্থান করিতেছেন)।

বাক্য—পূর্বে একদিন ইন্দের সেবা করিয়া তুমি যখন পৃথিবীতে আগমন করিতেছিলে তখন পথের মধ্যে কামধেনু সুরভি কল্পবৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

Eng.—On a past occasion, when you were returning to the earth after waiting upon Indra, there was on your way the divine cow Surabhi lying under the shade of the Kalpa tree.

মল্লিনাথ—পুরেতি। পুরা পূর্বং শক্রমিদ্রমুপস্থায় সংসেব্য উর্বীঃ প্রতি ভুবমুন্দিশ্য বাস্ততো গমিয়তন্তব পথি কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা সুরভিঃ কামধেনুরাসীৎ। তত্র স্থিতৈত্যর্থঃ।

সারাংশ—রাজন! পূর্বমেকদা দেবরাজমিদ্রং সংসেব্য মেদিনীঃ প্রত্যাগচ্ছতঃ তব পথি কল্পবৃক্ষচ্ছায়ায় কামধেনুঃ উপবিষ্টা আসীৎ।

টিপ্পন—১। পুরা—অব্যয়। পূর্বে। “স্যাৎ প্রবন্ধে চিরাতীতে নিকটাগামিকে পুরা” ইত্যমরঃ।

২। শক্রম্—‘উপস্থায়’ ক্রিয়ার কর্ম। দেবরাজ ইন্দ্রকে। শক্রোতীতি শক্+রক্ (উগাদি)=শক্রঃ।

৩। উপস্থায়—অসমাপিকা ক্রিয়া। কৰ্ত্তা ‘তব’। উপ—স্থ+ল্যপ্+সেবা করিয়া। “উপাদ্-দেবপূজা-সঙ্গতিকরণ—মিত্রকরণ-পথিঐতি বাচ্যম্” (বা)

ইত্যাখ্যানেপদম্। “স্বর্থাবংস্থাঃ সর্বৈহপি শক্রস্ত্রারাধনায়ৈ দিবি গচ্ছন্তো ভুবনত্রয়েহপি অস্থলিতগতয়ঃ আসন্”। (স্মৃতিবিজয়ঃ)।

৪। উর্বাণ্—‘প্রতি’ এই কর্মপ্রবচনীয় যোগে দ্বিতীয়া; অথবা ‘প্রতি-যাস্ততঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। পৃথিবীতে। শ্লোক ৩০ দ্রষ্টব্য।

৫। যাস্ততঃ—‘তব’ পদের বিশেষণ। যা+লুটঃ স্থানে শত্ (সাত্), যষ্টির ১ বচন। গমনোক্ত। “প্রতিগন্তুমুপক্রান্তশ্চ” (নারায়ণঃ)।

৬। আসীৎ—অল্+লঙ্ দ। কর্তা ‘সুরভিঃ’। ছিলেন।

৭। কল্পতরুচ্চায়াম্—‘আশ্রিতা’ ক্রিয়ার কর্ম। কল্পতরোঃ ছায়া (যষ্টিতৎ) তাম্। কল্পরূক্ষের ছায়াকে। কল্পয়তি সম্পাদয়তি মনোরথম্ ইতি কৃপ্ (কপ্)+ণিচ্+অচ্=কল্পঃ (ঈপ্সিত)। কল্পপ্রদঃ তরুঃ (শাকপাথি-বাদিবৎ সমাসঃ) ইতি কল্পতরুঃ। “কল্পঃ সঙ্কলিতোহর্থঃ, তস্য রক্ষঃ; জগজ্জনকভাবসদৃশে যষ্টি।”—(ভাষ্যজি)। কল্পরূক্ষ পাঁচটি দেবতরুর অগ্রতম। “পৃথৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ। সন্তানঃ কল্পরূক্ষচ পুংসি বা হরিচন্দনম্”। ইত্যমরঃ।

৮। আশ্রিতা—‘সুরভিঃ’ পদের বিশেষণ। আ-শ্রি+ক্ত, কর্তরি। আশ্রয় করিয়া।

৯। সুরভিঃ—‘আসীৎ’ ক্রিয়ার কর্তা। স্বর্গের কামধেয় সুরভিঃ। “সুরভির্গবি চ দ্বিগ্ভাম্” ইত্যমরঃ।

১০। পথি—অধিকরণে সপ্তমী। পথিমধ্যে।

বাচ্যপরিবর্তন—.. আশ্রিতয়া সুরভা অভূষত।

তখন তুমি মহাবীর চিন্তায় অগ্গমনা হইয়া ইহার প্রতি সম্মান ব্যবহার কর নাই।

**ধর্মলোপমযাদ্রাজীমৃতুল্লাতাতিমিমা<sup>১</sup> স্মরন্।**

**প্রদত্তিণাক্রিয়াহায়াং তস্যাং ত্বং সাধু নাচরঃ ॥৩৬॥**

অম্বর—ঋতুনাভাতাম্ (ঋতুনাভাতা) ইমাং (এই) রাজীম্ (মহিবীকে) ধর্মলোপভয়াং (ধর্মলোপের আশঙ্কায়) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) ত্বম্ (তুমি)

প্রদক্ষিণক্রিয়াইয়াং ( প্রদক্ষিণাদি-সংকারযোগ্য ) তন্ত্ৰাম্ ( তাহার অর্থাৎ সুরভির প্রতি ) সাধু ( যথোচিত ) ন আচরঃ ( ব্যবহার কর নাই ) ।

বাল্লালা—তুমি তৎকালে ঋতুনাভা এই মহিষীকে ধর্মলোপের আশঙ্কায় ধরন করিয়া প্রদক্ষিণাদি-সংকারযোগ্য সুরভির প্রতি যথোচিত ব্যবহার কর নাই ।

Eng.—And thinking of this, queen of yours who had bathed after menstruation, you, from fear of the violation of duty, did not behave well towards her who was worthy of the honour of being gone round.

মল্লিনাথ—ততঃ কিমিত্যত আহ—ধর্মলোপেতি । ঋতুঃ পুষ্পঃ রজ ইতি যাবৎ । “ঋতুঃ স্ত্রীকুহুমৈপি চ” ইত্যমরঃ । ঋতুনা নিমিত্তেন যাতামিমাং রাজ্ঞীং প্রদক্ষিণাং ধর্মশ্চ ঋতুভিগমনলক্ষণশ্চ লোপাদ্ ভ্রংশাদ্ বদ্যং তস্যাং অরন্ ধ্যায়ন্ । “মৃদং গাং দৈবতং বিশ্রাং স্মৃতং মধু চতুষ্পথন্ । প্রদক্ষিণানি কুবীত বিজ্ঞাতাঃশ্চ বনস্পতীন ॥” ইতি শাস্ত্রাৎ প্রদক্ষিণ-ক্রিয়াইয়াং প্রদক্ষিণকরণযোগ্যয়াং তন্ত্ৰাং ধৈর্যাং তং সাধু প্রদক্ষিণাদিসংকারং ন আচরঃ নাচরিতবানসি । ব্যাসক্তা হি বিশ্বরস্তুতি ভাবঃ । ঋতুকালান্তি-গমনে ময়ঃ—“ঋতুকালান্তিগামী স্ত্রাং স্বদারনিরতঃ সদা” ইতি । অকরণে দোষমাহ পরাশরঃ—“ঋতুনাভাং তু যো ভার্য্যাং স্বর্হঃ সন্নুপগচ্ছতি বালগোদ্বা-পরাদেন বিধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥” ইতি ।

সারংশ—তদানীং রজস্বলাঃ সূদক্ষিণাম্ অনন্তমানসঃ বিচিন্তয়ন্ প্রদক্ষিণ-যোগ্যামপি সুরভিং ভবান্ বিস্ময় ।

টিপ্পনী—১ । ধর্মলোপভয়াৎ—হেতো পঞ্চমী । ধর্মশ্চ লোপঃ (যজ্ঞীতং) তস্যাং ভয়ম্ (সমীতং) তস্যাং । ( ঋতুকালে অভিগমনরূপ ) ধর্মলোপের আশঙ্কায় । ঋতুনাভা পত্নীর অভিগমন শাস্ত্রবিহিত ছিল । মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য । ( মহাসংহিতা ৩ঃ৫ ) । ধৃ+মন্=ধর্মঃ । ভী+অচ্—“অজিঘে ভয়াদীনামুপসংখ্যানম্” (বা) । =ভয়ম্ । “ন তু কামাদিতি ভাবঃ”—(নারায়ণঃ) ।

২ । রাজ্ঞীম্—‘অরন্’ ক্রিয়ার কর্ম । কর্মণি দ্বিতীয়া । “যদা কর্ম

বিবক্ষিতং ভবতি তদা যষ্টী ন ভবতি” (মহাভাষ্য); অতএব “অধীগর্হদয়েশা কর্মণি” এই শ্রুত্বায়া যষ্টী হয় নাই। মহিষী স্তদক্ষিণাকে। শ্লোক ৫৭ দ্রষ্টব্য।

৩। ঋতুস্নাতাম্—‘রাজ্ঞীম্’ পদের বিশেষণ। ঋতুনা নিমিত্তেন স্নাত (তৃতীয়াতৎ) ভাম্। ঋতুস্নাতা। “ঋতুর্নাম শোণিতদর্শনোপলক্ষিতে গর্ভধারণযোগ্যঃ স্ত্রীণামবস্থা বিশেষঃ” (কুল্লুকভট্ট—মমু—৩।৪৫)।

৪। স্মরন্—‘স্ম’ পদের বিশেষণ। স্ম + শতৃ, প্রথমা ১ বচন। স্মরং করিয়া।

৫। প্রদক্ষিণক্রিয়াহীয়াং—‘তস্মাম্’ পদের বিশেষণ। প্রগতা দক্ষিণম ইতি প্রদক্ষিণম্ (অব্যয়ীভাব) “তিষ্ঠদৃশুপ্রভৃতীনি চ” (হু)। তস্মা ক্রিয়া (যষ্টীতৎ) তস্মাঃ অর্হী (যোগ্যা) (যষ্টীতৎ) তস্মাম্। প্রদক্ষিণাদিসংকারযোগ্য। শাস্ত্রে আছে যে, যাত্রা করিবার সময় উদ্ধত মুক্তিকা, ধেনু, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঘৃত, মধু, চতুস্পথ এবং পরিচিত বিশালকায় বনস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে হয় (মমুসংহিতা—৪।৩৯)। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

N. B.—‘প্রদক্ষিণম্’ শব্দ ‘তিষ্ঠদৃশু’গণের মধ্যে পঠিত। এই গণে পঠিত শব্দগুলির সহিত সমাসান্তর হয় না। “তিষ্ঠদৃশুপ্রভৃতীনি চ” এই শ্রুতি ‘চ’-কার গ্রহণ করিয়া ইহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। “চকার এবকারার্থে। তেনৈবাং বৃত্তান্তরং ন ভবতি, পরমতিষ্ঠদৃশু ইত্যাদিন্ ভবতীত্যর্থঃ”—তত্ত্ববোধিনী। তাহা হইলে ‘প্রদক্ষিণক্রিয়াহীয়াং’ শব্দটি অপাণিনীয় হইয়া পড়ে, কারণ ‘প্রদক্ষিণ’ শব্দের সহিত ‘ক্রিয়া’ শব্দটির যষ্টীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। ইহার উত্তরে অনেকে বলেন যে, ‘প্রদক্ষিণ’ শব্দটিকে এস্থলে বহুব্রীহিনিম্পন্ন ধরিতে হইবে। ভোজরাজ বলেন—তিষ্ঠদৃশু-গণের শব্দগুলি সমাসের পূর্বপদ হইলে কোন দোষ হয় না। কারণ ‘পরমতিষ্ঠদৃশু’ এই উদাহরণে ‘তিষ্ঠদৃশু’ শব্দটি উত্তরপদ হইয়াছে—“সংযাত্র বহুব্রীহিনিম্পন্নঃ প্রদক্ষিণ-শবঃ। অতএব সমাসান্তরগ্রহণে দোষাভাব ইতি বহবঃ। ভোজরাজমতে তু ‘পরমতিষ্ঠদৃশু’ ইতি জ্ঞাপকবিধিসামর্থ্যাৎ পূর্বপদেন সমাসান্তরাভাবঃ, উত্তরপদেন তু সমাসে ন দোষঃ, মহাকবীনাং বহুলপ্রয়োগপ্রামাণ্যং। কং তর্হি “আতিষ্ঠদৃশু জপন্ সন্ধ্যাম্” ইতি ভট্টপ্রয়োগঃ সঙ্গচ্ছেত? অত্রাহর্জয়-মঙ্গলপাদাঃ-তিষ্ঠদৃশুপ্রভৃতীনি চ ইতি চকারস্ত অতুঙ্গসমুচ্চারণার্থাৎ অব্যয়ীভাবঃ

‘এব পুনঃ সমাসান্তরং ন ভবতি’ ইতি। যদ্বা অত্র আ ইতি পৃথক্ পদম্ ইতি শেখরে নাগেশঃ।’—(U. N. Vidyabhusana—Higher Sanskrit Grammar and Composition, p. 60.)

৬। তস্যাম্—অধিকরণে সপ্তমী। সুরভির প্রতি।

৭। সাধু—‘আচরঃ’ ক্রিয়ার বিশেষণ। যথোচিত।

৮। আচরঃ—কর্তা ‘ত্বম্’। আ—চন্+লঙ্+স। আচরণ কর (নাই)। যেহেতু তুমি অন্য চিন্তায় আসক্ত হইয়া বিস্মৃত হইয়াছিলে। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

বাচ্য-পরিবর্তন—…… স্মরতা ত্বয়া আচর্য্যত।

তখন তিনি তোমাকে শাপ দিয়াছিলেন।

**অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তু ন ভবিষ্যতি।**

২। **মত্প্রসূতিমনারাদ্য প্রজতি ত্বাং হৃদ্যাপ সা ॥৬৬॥**

অর্থ—যস্মাৎ (যে হেতু) মাম্ (আমাকে). অবজানাসি (অবজ্ঞা করিলে) অতঃ (অতএব) মত্প্রসূতিম্ (আমার কন্যাকে) অনারাদ্য (আরাধনা না করিলে) তে (তোমার) প্রজা (সন্তান) ন ভবিষ্যতি (হইবে না) ইতি (এইরূপে) সা (তিনি) ত্বাম্ (তোমাকে) শপা (অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন)।

বাক্যলা—“যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে, অতএব আমার কন্যার আরাধনা না করিলে তোমার সন্তান হইবে না”—এই বলিয়া তিনি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন।

**Eng.**—And she cursed you by saying—“As thou hast treated me with disrespect, so shalt thou never have any issue without propitiating my offspring.

মল্লিনাথ—অবজানাসীতি। যস্মাৎ কারণাৎ মামবজানাসি তিরস্করোষি, অতঃ কারণাৎ মত্প্রসূতিং মম সন্ততিমনারাদ্য অসেবয়িত্বা তে তব প্রজা ন ভবিষ্যতীতি সা সুরভিষ্মাং শপা। ‘শপ আক্রোশে’।

সারান্বশ—ততশ্চ তদবমাননক্রুদ্ধা সা সুরভিষ্মাম্ ইত্থমশপৎ—“যতঃ মাননাদৃত্য গতবান্ অতঃ মত্প্রসূতিমনারাদ্য তে পুত্রো ন ভবিষ্যতি” ইতি।



টিপ্পনী—১। অবজানাসি—কর্তা ‘ত্বম্’ উহ। অব—জ্ঞা+লট্ সি। অবজ্ঞা করিলে।

২। যস্মাৎ—হেতো পঞ্চমী। যেহেতু।

৩। ভবিষ্যতি—কর্তা ‘প্রজা’। ভূ+লট্ স্ততি। হইবে।

৪। মৎপ্রস্থতিম্—‘অনারাধ্য’ ক্রিয়ার কর্ম। মম প্রস্থতিঃ (ষষ্ঠীতৎ) তাম্। আমার কন্যা নন্দিনীকে। প্র—স্থ+ক্তিন্, কর্মণি। অথবা. মন্তঃ প্রস্থতিঃ উভবঃ যন্তাঃ (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি) তাম্।

৫। অনারাধ্য—কর্তা ‘তে’। অত্র স্থিতস্ত ইতি পদমধ্যাহার্যম্। নঞ—আ—রাধ্+লাপ্। আরাধনা না করিয়া। মল্লিনাথমতে—আ—রাধ্+পিচ্+লাপ্—অসেবয়িত্বা।

৬। প্রজা—‘ভবিষ্যতি’ ক্রিয়ার কর্তা। প্র—জন্+ড। সন্তান।

৭। শপা—কর্তা ‘স’। কর্ম ‘ত্বাম্’। শপ্+লিট্ গল্। অভিশাপ দিয়াছিলেন।

বাচ্য-পরিবর্তন—অহম্ অবজ্ঞায়ে, প্রজয়া ভবিষ্যতে, তয়া স্বং শেপিবে।

আপনি ও আপনার সারথি কেহই সেই শাপ শ্রবণ করিতে পারেন নাই।

স শাपो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः।

नदत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे ॥৩৮॥

অশ্বয়—রাজন্ (হে রাজন্!) উদ্দামদিগ্গজে (দিগ্গজগণ উদ্দামভাবে জৌড়া করিতেছিল) আকাশগঙ্গায়াঃ (মন্দাকিনীর) স্রোতসি (স্রোত) নদতি [সতি] (নিনাদে) সঃ (সেই) শাপঃ (শাপ) ত্বয়া (আপনি) সারথিনা চ (এবং আপনার সারথি) ন শ্রুতঃ (শ্রবণ করিতে পারেন নাই)।

বাজালা—হে রাজন্! তৎকালে মন্দাকিনীর স্রোতে দিগ্গজগণ উদ্দামভাবে জৌড়া করিতেছিল। সেই স্রোতো-নিনাদে আপনি ও আপনার সারথি কেহই শাপ শ্রবণ করিতে পারেন নাই।

Eng.—That curse, O King, was heard neither by you nor by your charioteer, since the stream of the celestial Ganges was roaring on account of the furious elephants of quarters.

**মল্লিনাথ**—কথং তদস্মাভিন্ ক্লমিত্যাহ—স শাপ ইতি । হে রাজন্, স শাপস্তয়া ন শ্রুতঃ সারথিনা চ ন শ্রুতঃ । অশ্রবণে হেতুমাং—ক্লীড়ার্থমাগতা উদ্দামানো দায় উদ্গতা দিগ্গজা যস্মিন্স্থথোক্তে, আকাশগঙ্গায়া মন্দাকিন্যাঃ স্রোতসি প্রবাহে নদতি সতি ।

**সারাংশ**—তদানীং মন্দাকিন্যাঃ স্রোতসি জলবিহারপরায়ণানাং দিক্-করীণাং বৃহিতেন মন্দাকিনীকলকলেন চ স সুরভে: শাপঃ স্রয়া তব সারথিনা চ ন শ্রুতঃ ।

**টিপ্পনী**—১। স শাপঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা । শপ্+ঘঞ্=শাপঃ । সেই শাপ । প্রকান্তার্থত্বাৎ ন তচ্ছবস্য যচ্ছবাপেক্ষা ।

২। রাজন্—সম্বোধনে প্রথমা । হে রাজন্ । “রাজা প্রকৃতিরঞ্জনং” (রঘু—৪।১২) ।

৩। সারথিনা—অনুজ্ঞে কর্তরি তৃতীয়া । সরত্যস্মান্ ইতি স্মৃ (অন্ত-র্ভাবিত্যর্থঃ+স্বাথিন্ (উণাদি) ; অথবা সরথস্য অপত্যম্, ইতি সারথিঃ । সারথি কর্তৃক ।

৪। শ্রুতঃ—‘শাপঃ’ পদের বিশেষণ । শ্রু+ক্ত কর্মণি ।

৫। নদতি—‘স্রোতসি’ পদের বিশেষণ । নদ+শত্, সপ্তমী ১ বচন কলকলশব্দপরায়ণ ।

৬। আকাশগঙ্গায়াঃ—শেষে যষ্টি । আকাশস্থিতা গঙ্গা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) : মন্দাকিনীর । গঙ্গা স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে প্রবাহিত ; তাই গঙ্গাকে ত্রিপথগা বলা হয় । স্বর্গে গঙ্গার নাম মন্দাকিনী ; মর্ত্যে অলকনন্দা এবং পাতালে ভোগবতী । M. R. Kāle বলেন যে, এই মন্দাকিনী ছায়াপথ (milky-way, galaxy) ব্যতীত আর কিছুই নহে । “বা তু পুংস্যাকাশ-বিহায়সী” ইত্যমরঃ । আকাশ শব্দ পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ দুই হয় ।

৭। স্রোতসি—ভাবে সপ্তমী । জলপ্রবাহ ।

৮। উদ্দামদিগ্গজে—‘স্রোতসি’ পদের বিশেষণ । উদ্গতানি দামানি যেষাং তে (বহুব্রীহি) =উদ্দামানঃ (উচ্ছৃঙ্খলাঃ) । উদ্দামানঃ দিগ্গজাঃ যস্মিন্ (বহুব্রীহি) তস্মিন্ । যেখানে দিগ্গজগণ উদ্দামভাবে ক্লীড়া করিতেছিল । অষ্টদিকের পালয়িতা অষ্ট দিগ্গজ—(১) পূর্বদিকে ইন্দ্রের

ঐরাবত। (২) দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্নির পুণ্ডরীক। (৩) দক্ষিণদিকে যমের বামন। (৪) দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে সূর্যের কুমুদ। (৫) পশ্চিমে বরুণের অঞ্জন। (৬) উত্তর-পশ্চিমে বায়ুর পুষ্পদন্ত। (৭) উত্তরদিকে কুবেরের সার্বভৌম। (৮) উত্তর-পূর্বদিকে সোমের সুপ্রতীক। CE. “ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোহঞ্জনঃ। পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্গজাঃ॥”—ইত্যমরঃ।

বাচ্য-পরিবর্তন—.....তং শাপং ত্বং সারথিশ্চ ন কৃতবান্।

অন্তব্য—এই শ্লোকে কালিদাসের শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। কালিদাস শব্দের যাতুকর ছিলেন। তিনি অতিসহজেই শব্দকে তাঁহার ভাবের অনুগামী করিতে পারিতেন। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের বর্ণগুলি গভীরনাদী হইয়াছে—উহা যেন মত্তদিগ্গজযুক্ত মন্দাকিনীর গভীর জলকল্লোল। ইহার তুলনার শ্লোকের প্রথমার্ধটি অক্ষুট এবং শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

এইরূপে তুমি স্রবভিকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ইষ্টলাভের পথ রুদ্ধ।

ইক্ষিতং তদবজ্ঞানাদ্ বিদ্ধি সার্গলমাট্মনঃ।

১৫

প্রতিবন্ধনাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজ্যাতিক্রমঃ ॥৬৭॥

অন্তব্য—তদবজ্ঞানাত্ (তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে বলিয়া) আত্মনঃ (তোমার) জৈমিতম্ (অভীষ্টসিদ্ধি) সার্গলম্ (বাহ্যত হইয়াছে) বিদ্ধি (জানিবে); হি (বেহেতু) পূজ্যপূজ্যাতিক্রমঃ (পূজনীয় ব্যক্তির যথোচিত সম্মানের ব্যতিক্রম) শ্রেয়ঃ (কল্যাণলাভে) প্রতিবন্ধনাতি (অন্তরায় হইয়া থাকে)।

বাক্যালা—তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ইষ্টলাভের পথ রুদ্ধ হইয়াছে জানিবে। পূজনীয় ব্যক্তির যথোচিত সম্মানের ব্যতিক্রম কল্যাণলাভের অন্তরায় হইয়া থাকে।

Eng.—Know thou that the attainment of your desire is prevented by the insult you offered to her; for the neglect of worship to those that are to be worshipped, keeps back' (one's) welfare.

ব্যাখ্যা—বশিষ্ঠ বলিলেন—“এইরূপে তুমি সুরভির অবমাননা করিয়াছিলে বলিয়া তোমার অতীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতেছে। কারণ পূজা ব্যক্তির পূজার অতিক্রমে শ্রেয়স্কর বিষয়ে বিশ্ব জন্মিয়া থাকে। সকলের আশীর্বাদযুক্ত রিপু-বিশীন যে পথ তাহাই প্রকৃত কল্যাণসাধনের পথ। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের যে সকল স্থলন হইতেছে—তাং এইরূপে আমাদের কল্যাণের পথকে রুদ্ধ করিতেছে। অতএব পূজাস্পদ ব্যক্তিকে কখনও অবমাননা করিতে নাই।”

মল্লিনাথ—অন্ত, প্রস্তুতে কিমারাতমিত্যত আহ—ঐস্পিতমিতি। তদব-জ্ঞানান্তস্য ধেনোঃ অবজ্ঞানাদপমানাং আত্মনঃ স্বস্যা আপ্তুমিষ্টমীপ্সিতং মনোরথম্। আপ্পোতেঃ সমস্তাং ক্তঃ, ঐকারশ্চ। সার্গলং সপ্রতিবন্ধং বিদ্ধি জানীহি। তথা হি—পূজ্যপূজায়া ব্যতিক্রমোৎতিক্রমঃ শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধাতি।

সারান্বশ—এবম্ সুরভেঃ অবমাননাং তব পুত্রোৎপত্তিঃ ন জায়তে। যঃ পূজ্যান্ ন পূজয়তি তস্য শ্রেয়ঃ সপ্রতিবন্ধঃ ভবতি।

টীকাস্বর—“উক্তঞ্চ—“অপূজা যত্র পূজাস্তে পূজাপূজ্যব্যতিক্রমঃ। হৃতিক্ষং মারিরোগাশ্চ ভবন্ত্যেবং ন সংশয়ঃ ॥” (সুমতিবিজয়ঃ)।

টিপ্পন্য—১। ঐস্পিতম্—‘বিদ্ধি’ ক্রিয়ার কর্ম। আপ্তুমিষ্টম্ ইতি আপ্ + সন্ + ক্ত নপুংসকে ভাবে = ঐস্পিতম্—অতীষ্ট। পুত্রলাভরূপ মনোরথ।

২। তদবজ্ঞানং—হেতৌ পঞ্চমী। তস্যাঃ (সুরভেঃ) অবজ্ঞানম্ (যষ্টীতং) তস্মাৎ। অব—জ্ঞা + লুট্ = অবজ্ঞানম্। তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে বলিয়া।

৩। বিদ্ধি—কর্তা ‘ভূম্’ উহ। বিদ্ + লোট্ হি। জান।

৪। সার্গলম্—‘ঐস্পিতম্’ পদের বিধেয় বিশেষণ। অর্গলেন সহ বর্তমানম্ (বহুব্রীহি); বিকলে সহার্গলম্। প্রতিবন্ধকযুক্ত। অর্জ্জ্ + কলচ্, বৃষা-দ্বিত্বাৎ; ততঃ শ্রুত্বাদিত্বাৎ কুত্বম্ = অর্গলম্ (কপাটরোধক কাঠ)—এস্থলে ‘প্রতিবন্ধক’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। প্রতিবন্ধাতি—কর্তা ‘পূজ্যপূজ্যব্যতিক্রমঃ। প্রতি—বন্ধ + লট্ তি। প্রতিবন্ধক হয়।

৬। শ্রেয়ঃ—‘প্রতিবশ্নাতি’ ক্রিয়ার কর্ম। কল্যাণ, হিত। অতিশয়েন প্রশস্তম্ শ্রেয়ঃ। “শ্রেয়ো মুক্তৌ শুভে ধর্মহতিপ্রশস্তে তু বাচ্যবৎ।”

৭। পূজ্যপূজ্যাব্যতিক্রমঃ—‘প্রতিবশ্নাতি’ ক্রিয়ার কর্তা। পূজ্যানাং পূজা (ষষ্ঠীতৎ) তস্মাঃ ব্যতিক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ)। পূজনায় ব্যক্তির যথোচিত সম্মানের ব্যতিক্রম। পূজ্ + যৎ—“অচো যৎ”=পূজাঃ।

বাচ্য-পরিবর্তন—.....বিজ্ঞতাম্.. পূজ্যপূজ্যাব্যতিক্রমেণ প্রতিবধ্যতে।

মন্তব্য—অর্থাস্তরত্বাস অলঙ্কার। এহলে সামান্তের দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হইয়াছে।

সেই সুরভি এক্ষণে পাতালে অবস্থান করিতেছেন।

হবিষে দীর্ঘসমস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ।

ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি ॥৫০॥

অর্থ—সা (সেই সুরভি) ইদানীং (এক্ষণে) দীর্ঘসমস্য (যিনি দীর্ঘকাল-সাধ্য বজ্র করিতেছেন) প্রচেতসঃ (বরুণদেবের) হবিষে (দধি ও ঘূতাদি হবনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত) ভুজঙ্গপিহিতদ্বারম্ (যাহার দ্বার ভুজঙ্গ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে) পাতালম্ (পাতালে) অধিতিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছেন)।

বাক্যলা—সেই সুরভি এক্ষণে দীর্ঘকালসাধ্য বজ্রপরায়ণ বরুণদেবের দধি ও ঘূতাদি হবনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত পাতালে অবস্থান করিতেছেন; পাতালের দ্বারও ভুজঙ্গকর্তৃক অবরুদ্ধ।

Eng.—She is at present staying in the nether regions the gates of which are blocked up by serpents, with a view to supplying ghee to Varuna engaged in a long continued sacrifice (সত্র)।

অগ্নিনাথ—তর্হি গতা তামারাময়ামি, সা চ কথঞ্চিদাগমিষ্যতীত্যশা ন কর্তব্যোত্যাহ—হবিষে ইতি! সা চ সুরভিরিদানীং দীর্ঘং সত্রং চিরকালসাধ্যো যাগবিশেষো যন্ত তন্ত প্রচেতসো হবিষে দধাজ্যাদিহবিরর্থং ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং ভুজঙ্গাবরুদ্ধদ্বারং ততো ছুপ্রবেশং পাতালমধিতিষ্ঠতি, পাতালে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। “অধিশীঙ্ হ্রাসাং কর্ম” ইতি কর্মভ্রম্।

মল্লিটীকা—তর্হি.....আহ।—তাহা হইলে সুরভির নিকট যাইয়া তাঁহার

পূজা করি। তিনি কোনও প্রকারে এখানে আসিতে পারেন—এইরূপ আশাও করা যায় না—কিঞ্চিৎ ; তাহাই বলিতেছেন।

**সারাইংশ**—সাঁচ সুরভিঃ সাম্প্রতঃ বরুণেন সমারক্কে দীর্ঘকালসাধ্যে মহা-যজ্ঞে হবিরাজ্যাদিকং আহুতিসাধনং সম্পাদয়িত্বং পাতাললোকে নিবসতি।

**টিপ্পানী**—১। হবিষে—তাদর্থ্যে চতুর্থী। (যজ্ঞে) দধি ও ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত। কারণ দধি ও ঘৃতাদি গোদুগ্ধ হইতেই প্রস্তুত হয়।

২। দীর্ঘসত্রস্ত—‘প্রচেতসঃ’ পদের বিশেষণ। দীর্ঘঃ সত্রঃ যস্ত তস্ত (বহুব্রীহি)। যিনি দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ করিতেছেন। দ্বাদশ ও তদুর্ধ্বদিন-ব্যাপী যজ্ঞকে ‘সত্র’ বলে। এই সত্র সহস্র বৎসর ধরিয়াও হইয়া থাকে। এস্থলে ‘দীর্ঘসত্র’ বলিতে এইরূপ বহুদিনব্যাপী যজ্ঞকেই বুঝাইতেছে। “সহস্র-সংবৎসরসত্রদীক্ষিতস্ত ইত্যর্থঃ” (নারায়ণঃ)—অতএব মর্ত্যে সুরভির আগমন প্রতীক্ষা করা বুঝা—ইহাই ‘দীর্ঘসত্রস্ত’ পদের তাৎপৰ্য্য। সীদন্ত্যত্র ইতি সদ্ + ঙ্গন। “সদমাচ্ছাদনে যজ্ঞে সদাদানে বনেহপি চ” ইত্যমরঃ।

৩। ইদানীম্—অব্যয়। এক্ষণে। অশ্বিন্ কালে ইতি ইদম্ + দানীম্ ‘দানীং চ’ (সূত্র)।

৪। প্রচেতসঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। বরুণদেবের। প্রচেতয়তি, প্রকৃষ্টং চেতো-হস্তেতি বা প্রচেতাঃ। অস্বিন্ প্রত্যয়ঃ। “প্রচেতা বরুণঃ পানী” ইত্যমরঃ। বরুণ পাশ্চাত্ত্য পুরাণের Neptune.

৫। ভূজঙ্গপিহিতদ্বারম্—‘পাতালম্’ পদের বিশেষণ। ভূজেন (ভূজো কোটিলো + ইণ্ডপথলক্ষণঃ কঃ) কোটিলোয় গচ্ছতি ইতি ভূজ + গম্ + খচ্—“গমেঃসুপি”, “খচ্ ডিহা”=ভূজঙ্গমঃ, ভূজঙ্গঃ। কিন্তু, ভূজঃ সন্ গচ্ছতি (অথবা ভূজেন গচ্ছতি) ইতি উপপদসমাসে “অন্তেষপি দৃশ্যতে” ইতি ভূজ—গম্ + ড =ভূজগঃ। “সর্গঃ পৃদাকুর্ভূজগো ভূজঙ্গোহিহিভূজঙ্গমঃ” ইত্যমরঃ। ভূজঙ্গেঃ পিহিতং (তৃতীয়াতৎ) তাদৃশং দ্বারং যস্ত তৎ (বহুব্রীহি)। অপি—ধা + জ =অপিহিত, পিহিত (আচ্ছাদিত)। “বষ্টি ভাণ্ডরিরল্লোপমবাপ্যোরুপ-সর্গয়োঃ। আপং চৈব হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা।” CE. “অপিধান-তিরোধান-পিধানাচ্ছাদনানি চ” ইত্যমরঃ। যাহার দ্বারদেশ ভূজঙ্গকর্তৃক

অবরুদ্ধ—(অতএব সুরভির নিকট গমনও অসম্ভব)। ভূজঙ্গগণ পাতালবাসী মনোহরাকৃতি সর্পজাতীয় জীববিশেষ।

৬। পাতালম্—কৰ্ম্মণি দ্বিতীয়া। “অধিশীড়স্থাসাং কৰ্ম্ম” ইতি কৰ্ম্মভূম্। পতন্ত্যত্র পাপাং ইতি পত্+আলঞ্—“পতিচণ্ডিত্যামালঞ্” (উপাদি)=পাতালম্। পাতালে। “অধোভুবন-পাতালবলিসম্মরসাতলম্” ইত্যমরঃ।

৭। অধিষ্ঠিতি—কর্ত্তা ‘সা’। অধি—স্থা+লট্ তি। অবস্থান করিতেছেন।

বাচ্য-পরিবর্ত্তন—……তয়া অধিষ্ঠীয়তে।

অতএব তুমি সঙ্গীক সুরভির প্রতিনিধিরূপে তাঁহার কণ্ঠার আরাধনা কর।

১৩. সুতাং তদীয়াং<sup>১</sup> সুরভেঃ কৃত্বা প্রতিনিধি শুচিঃ।

আরাধ্য সপত্নীকঃ প্রীতা কামদুঘা হি সা ॥৫১॥

অম্বয়—(ত্বম্) সপত্নীকঃ (পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া) শুচিঃ (শুদ্ধ হইয়া) তদীয়াং (তাঁহার) সূতাম্ (কণ্ঠাকে) সুরভেঃ (সুরভির) প্রতিনিধিঃ কৃত্বা (প্রতিনিধিরূপে) আরাধ্য (আরাধনা কর) হি (যেহেতু) সা (তিনি) প্রীতা [সতী] (প্রসন্না হইলে) কামদুঘা (সমস্ত কামনা পূরণ করেন)।

বাক্যার্থ—তুমি পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া শুদ্ধভাবে সুরভির প্রতিনিধিরূপে তাঁহার কণ্ঠার (অর্থাৎ নন্দিনীর) আরাধনা কর। যেহেতু তিনি প্রসন্না হইলে সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেন।

Eng.—Make then the daughter of Surabhi her (mother's) representative, and with your body purified, worship her in company with the queen. She too, if pleased, can fulfil all your desires.

মল্লিনাথ—তর্হি কা গতিরিত্যত আহ—সূতামিতি। তন্ত্ৰাঃ সুরভেরিয়ং তদীয়া, তাং সূতাং সুরভেঃ প্রতিনিধিঃ কৃত্বা, শুচিঃ শুদ্ধঃ। সহ পত্ন্যা বর্ত্তত ইতি সপত্নীকঃ সন্, ‘নদ্যুতচ্চ’ ইতি কপ্-প্রত্যয়ঃ। আরাধ্য। হি ষম্মাং

১. ‘সদীয়াং’ ইত্যরুণগিরিনারায়ণধৃতপাঠান্তরম্।

কারণং সা প্রীতা তুষ্টা সতী কামান্ দোদ্বীতি কামদুবা ভবতি । “দুহে: কব-  
বশ্চ” ইতি কপ্-প্রত্যয়ঃ, ঘাদেশশ্চ ।

সারার্থঃ—এবং সুরভে: হুরাসদৃশ্যং তৎপ্রসাদনমসন্তবমিতি অত্রস্থ্যং  
দোদ্বীয়াং সূতামেব তস্তা: প্রতিনিধিং পরিকল্প্য পত্নীসহিতস্বং তাং প্রসাদয়, যতঃ  
সাপ্রসাদা সতী মনসোহভিলষিতং পূরয়িতুং শক্নোতি ।

টীকাস্তর—“...মদৌয়াং মৎস্বামিকাম্ । সুরভি: সাধারণী এষা তু  
মদৌষেব ইতি ভাব:... । সুরভে: সূতামিত্যেনেন প্রতিনিধির্হৃদমুক্তম্ । ‘আত্মা  
বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদান্তশাসনম্’ ইতি শ্রীভাগবতে চ ; মুখ্যস্তাভাবে যোগ্য-  
ত্বনদৃশ: স প্রতিনিধির্হিত্বাচ্যতে । শুচি: শুদ্ধ:, ব্রতানুগুণনিয়মযুক্ত ইত্যর্থ: ।  
পত্নীকঃ পত্নীসহিত: । অনেন তস্তা অপি ব্রতনিয়ম উক্ত: ।” ( নারায়ণ: ) ।

টিপ্পানী—১। সূতাম্—‘কৃষা’ ক্রিয়ায় কর্ম । কৃত্বাকে অর্থাৎ নন্দিনীকে ।

২। তদৌয়াম্—‘সূতাম্’ পদের বিশেষণ । তাঁহার ( সুরভির ) । তস্তা  
ঈষম্ ইতি তদ্+ছ=তদৌয়া । টীকাকার নারায়ণ ‘মদৌয়াম্’ এইরূপ পাঠ  
ধারণাছেন । টীকাস্তর দ্রষ্টব্য ।

৩। সুরভে:—ষষ্ঠ্যর্থ পঞ্চমী । “প্রতিনিধি: প্রতিদানে চ যস্মাৎ” ( সূত্র )  
—‘অস্মাদেব নিপাতনাং ষষ্ঠ্যর্থ পঞ্চমী’ ( নাগেশভট্ট: ) । সুরভির ।

৪। কৃষা—কর্তা ‘অম্’ উহ্ । কৃ+জ্ঞাচ্, । করিয়া ।

৫। প্রতিনিধিম্—‘সূতাম্’ পদের বিধেয় বিশেষণ । প্রতিনিধীয়েতে  
দৃশীক্রিয়তে ইতি প্রতি—নি—ধা+কি—‘উপসর্গে ঘো: কি:’ । ‘প্রতিকৃতি-  
র্চি: পুংসি প্রতিনিধি:’ তামর: । প্রতিনিধি ।

৬। শুচি:—‘অম্’ এই উহ্ পদের বিশেষণ । পবিত্র অর্থাৎ ব্রতনিয়মযুক্ত  
ইয়া ।

৭। আরাধয়—কর্তা ‘অম্’ উহ্ । আ—রাধ্+লোট্ হি । আরাধনা  
কর ।

৮। সপত্নীক:—‘অম্’ এই উহ্ পদের বিশেষণ । পত্নীর সহিত ।  
জ্ঞা সহ বর্ততে য: স: ( বহুব্রীহি ) “নদ্যতশ্চ” ইতি কপ্ । পত্নী—শ্লোক  
১১ দ্রষ্টব্য ।



৯। প্রীতা—‘সা’ পদের বিশেষণ। প্রী+ক্ত দ্বিগম্যাপ্। প্রসন্ন।

১০। কামদুবা—‘সা’ পদের বিশেষণ। অভীষ্টদায়িনী। কামান্ দোষ্টি পূরয়তীতি তথা কাম+দুহ্+কপ্ ঘশাস্তাদেশঃ, দ্বিগ্যং টাপ্=কামদুবা। “দুহঃ কব্ ঘশ্চ” (স্থ)। (“অবেহি মাং কামদুবাং প্রসন্নাম্”—২।৬৩)।

বাচ্য-পরিবর্তন—(তয়া) সপত্নাকেন শুচিনা তদীয়া সূতা প্রতিনিধি-  
আরাধাতাম্। তয়া প্রীতয়া কামদুবা (ভূয়তে)।

মন্তব্য—এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে যে, সুরভি দিলীপকে “আমার কত্তার  
আরাধনা না করিলে তোমার সম্ভান হইবে না।” (শ্লোক ৭৭)—এই বলিয়া  
শাপ দিয়াছিলেন। অতএব এস্থলে সুরভির আরাধনা (শ্লোক ৮০) বা তাহার  
প্রতিনিধিকল্পনার (শ্লোক ৮১) কোনই প্রয়োজন নাই—যেহেতু সুরভি-  
কত্তাই মুখ্য উপাস্ত। ইহার উত্তরে বলা বাহিতে পারে যে, সুরভিই অভিষাপের  
কর্ত্তী এবং হত্ৰী—অতএব তাঁহাকেই প্রথমে প্রসন্ন করা উচিত। তাঁহার  
অভাবে তাঁহার প্রতিনিধিকল্পনা সাধুজনোচিতই হইয়াছে।

বিশিষ্ট এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় নন্দিনী নামে ধেনু অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইল।

৫ ইতি বাদিন যবাস্য হোতুরাভুতীসাদনম্।

অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম ধেনুরাববৃতে ঘনাত্ ॥৮২॥

অন্য—ইতি (এইরূপে) বাদিন এ (কথা বলিতেছেন এমন সময়ে)  
অস্ত্র (তাঁহার) হোতুঃ (হবনশীল) আহুতিসাদনং (আহুতিসাদন অর্থাৎ হোমীয়  
যুতাদিদাত্ত্রী) নন্দিনী নাম (নন্দিনী নামে) অনিন্দ্যা (সুলক্ষণা) ধেনুঃ  
(ধেনু) ঘনাত্ (অরণ্য হইতে) আববৃতে (ফিরিয়া আসিল)।

বাক্যলা—বিশিষ্ট এইরূপে কথা বলিতেছেন এমন সময়ে হবনশীল তাঁহার  
যজ্ঞীয়-যুতাদি-দাত্ত্রী সুলক্ষণা নন্দিনী নামে ধেনু অরণ্য হইতে ফিরিয়া  
আসিল।

Eng.—Scarcely had the sage finished his speech in this  
way when the blessed cow named Nandini, the source of  
oblations to the regular sacrificer, returned home from the  
forest.

**মল্লিনাথ**—ইতীতি।—ইতি বাদিনো বদত এব হোতুর্হবনশীলস্ত, “তুন্” ইতি তুন্-প্রত্যয়ঃ। অস্ত্র মুনেরাহতীনাং সাধনং কারণম্। নন্দয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা নন্দিনী নাম, অনিন্দ্যা অগর্হ্যা প্রশস্তা ধেনুর্বনাদাববৃতে প্রত্যাগতা। “অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্যাসিদ্ধেহি লক্ষণম্” ইতি ভাবঃ।

**সার্বাংশ**—ইতোবাং কথয়তি তস্মিন্ বশিষ্ঠে হোমার্থং ঘৃতজুহাদিপ্রসবিজ্ঞী নন্দিনী নাম সুরভিক্তা তৎক্ষণাৎ বনাস্তরাং প্রত্যাগযৌ।

**টিপ্পন**—১। ইতি—অব্যয়। এইরূপে।

২। বাদিনঃ—‘অস্ত্র’ পদের বিশেষণ। বদ্+গিচ্+ইন্—বদত ইত্যর্থঃ। কথা বলিতেছেন। নারায়ণের মতে ইতি বদিতুং শীলমস্ত্র ইতিবাদী। তস্য।

৩। এব—অব্যয়। “এবশব্দেন কালবিলম্বাভাব উক্তঃ। তেন চ কার্যাসিদ্ধি ধ্বজ্যতে” (নারায়ণঃ)। কারণ, অবিলম্ব ভবিষ্যৎ কার্যাসিদ্ধির লক্ষণ। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৪। হোতুঃ—‘অস্য’ পদের বিশেষণ। হবনশীল। হ+তুন্ শীলার্থে। তস্ত। শ্লোক ৬২ দ্রষ্টব্য।

৫। আহতিসাধনম্—‘ধেনু’র বিশেষণ। বিধেয়প্রাধান্যে ক্রীতিলিঙ্গনির্দেশঃ। আহতীনাং সাধনম্ (যজ্ঞীতং)। যজ্ঞীয়ঘৃতাদিদাত্ত্বী। আ—হ+ক্তিন্ =আহতিঃ।

৬। অনিন্দ্যা—‘ধেনুঃ’ পদের বিশেষণ। ন নিন্দ্যা (নঞ-তৎ)। নন্দ্+বৎ। প্রশস্তা, অর্থাৎ সুলক্ষণা।

৭। নন্দিনী—‘ধেনু’র বিশেষণ। সংজ্ঞা—Proper name.

৮। নাম—অব্যয়। প্রসিদ্ধো। নামে।

৯। ধেনুঃ—‘আববৃতে’ ক্রিয়ার কর্তা। “ধেনুঃ সক্রুৎপ্রযুতা গোঃ” নিঃকোঃ)। “ধেনুঃ স্ত্রাববৃত্তিকা” ইত্যমরঃ।

১০। আববৃতে—কর্তা ‘ধেনুঃ’। আ—বৃৎ+লিট্ এ। প্রত্যাবর্তন করিল।

১১। বনাং—অপাদানে পঞ্চমী। “ক্রবমপায়েহপাদানম্।” বনাস্তর ইতি।

**বাচ্য-পরিবর্তন**—...আহতিসাধনেন নন্দিতা অনিন্দ্যয়া ধেনা।

রক্তবর্ণা নন্দিনীর ললাটে ঐষদ্বক্ৰ শ্বেতবর্ণ রোমরাজি ছিল। যেন সন্ধ্যা চন্দ্রকলা ধার করিয়াছে।

**ললাটোদয়মামুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা।**

**বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্ ॥৮২॥**

**অর্থ—**পল্লবস্নিগ্ধপাটলা (নব পল্লবের আয় স্নিগ্ধ এবং পাটলবর্ণা) ললাটোদয়ম্ (ললাটদেশে জাত) আভূগ্নম্ (ঐষদ্বক্ৰ) শ্বেতরোমাঙ্কম্ (শ্বেতবর্ণরোমরাজি-রূপ চিহ্ন) বিভ্রতী (থাকায়) নবং (নবোদিত) শশিনং [বিভ্রতী] (চন্দ্রকলাভূষিত) সন্ধ্যা ইব (সন্ধ্যার আয়) [স্থিতা]।

**বাক্য—**নন্দিনী নব পল্লবের আয় স্নিগ্ধ এবং পাটলবর্ণা; তাঁহার ললাটদেশে ঐষদ্বক্ৰ শ্বেতবর্ণ রোমরাজি থাকায়, নবোদিত চন্দ্রকলাভূষিত সন্ধ্যার আয় শোভা হইয়াছিল।

**Eng.—**Of a light red colour bright like that of a new leaf and bearing on her forehead a slightly curved mark (white hair she appeared like the evening with the new (digit of the) moon.

**মল্লিনাথ—**সম্প্রতি দেখুং বিশিনষ্টি—ললাটোদয়মিতি। পল্লবস্নিগ্ধা চাসৌ পাটলা চ। সন্ধ্যায়ামপ্যেতদ্বিশেষণং যোজ্যম্। ললাটে উদয়ে যন্ত স ললাটোদয়ন্তম্ আভূগ্নম্ ঐষদ্বক্ৰম্। “আবিহং কুটিলং ভুগ্নং বেহ্নিঃ বক্রমিত্যপি” ইত্যমরঃ। “ওদিতশ্চ” ইতি নির্ণাতন্ত্র নত্বম্। শ্বেতরোমাণো অঙ্কন্তং বিভ্রতী, নবং শশিনং বিভ্রতী সন্ধ্যোব স্থিতা।

**সারসংক্ষেপ—**যথা পল্লবারূণবর্ণায়াঃ সন্ধ্যায়াঃ আকাশরূপে ললাটে তর্ঘ্য প্রতিপচ্ছন্দ্রকলা শোভতে তথৈব পল্লবারূণবর্ণায়াঃ নন্দিতাঃ প্রাপ্তস্তে ললাটে শুভ্রা ঐষদ্বক্ৰা রোমরাজিবিবাজতে।

**টীকাস্তর—**“...যথা সন্ধ্যা প্রতিপচ্ছন্দ্রকলাং বিভর্তি তথৈতৎ। উপময় শোভাধিক্যং প্রতীয়তে”—(নারায়ণঃ)।

**টিপ্পনী—**১। ললাটোদয়ম্—‘শ্বেতরোমাঙ্কম্’ পদের বিশেষণ। ললাটে

উদয়ঃ যস্ম সঃ (বাধিকরণ বহুব্রীহি) তন্ম। “অবর্জ্যোবহুব্রীহিবাধিকরণো  
জন্মাত্তত্ত্বপদঃ” (বামন)। ললাটদেশে জাত। উং—ই+অচ্=উদয়ঃ।  
“ললাটমলিকং গোষিঃ” ইত্যমরঃ।

২। আভূয়ন্—‘স্বেতরোমাক্ষন্’ এবং ‘শশিনন্’ পদের বিশেষণ। আ  
ঈষৎ ভূয়ন্ (সুপ্.সুপা)। ভূজ (কোটিলো)+জ “ওদিতশ্চ” ইতি নত্বন্।  
=ভূয় (বক্র)। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। ঈষদ্ বক্র। অতএব প্রতিপদ কিংবা  
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলাই বিবক্ষিত—পূর্ণচন্দ্র নহে। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য। Cf.  
“প্রাচীমূলে তত্ত্বমিব কলামাত্রশেবাং হিমাংশোঃ” (মেঘদূত)।

৩। পল্লবল্লিঙ্গপাটলা—নন্দিনী এবং সন্ধ্যার বিশেষণ। ল্লিঙ্কা চার্মৌ  
পাটলা চ (বিশেষণদ্বয়েন কর্মধারয়ঃ) পল্লব ইব ল্লিঙ্কপাটলা (উপমান  
কর্মধারয়ঃ)। “উপমানানি সামান্যবচনৈঃ”। নবীন কিশলয়ের ত্রায় ল্লিঙ্ক  
এবং রক্তবর্ণ। পাটল স্বেতরক্তবর্ণ। কিন্তু পল্লবের সহিত উপমিত হওয়ায়  
এস্থলে অরুণবর্ণই বুঝিতে হইবে। রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে নন্দিনীকে  
“পল্লবরাগতাম্রা” (২।১৫) বলা হইয়াছে। “স্বেতবক্তস্ত পাটলঃ” ইত্যমরঃ।  
পট্+ণিচ্+কলচ্=পাটল। ল্লিঙ্+জ=ল্লিঙ্ক (মন্ত্ৰণ)।

৪। বিব্রতী—নন্দিনী এবং সন্ধ্যার বিশেষণ। ভৃ+শত্, স্ত্রিয়াম্ ভীপ্।  
ধারণ করিয়া।

৫। স্বেতরোমাক্ষন্—‘বিব্রতী’ ক্রিয়ার কর্ম; কর্তা নন্দিনী। স্বেতানি  
রোমানি (কর্মধা); তান্তেব অক্ষঃ (চিহ্নম্) (কর্মধা) তন্ম। স্থিত+  
ঘঞ=স্বেতম্। অক্ষ্যতে অনেন ইতি অক্ষ+ঘঞ “হলশ্চ”। Cf.  
“কলঙ্কাকৌ লাক্ষ্মনঃ চ চিহ্নং লক্ষ্য চ লক্ষণম্” ইত্যমরঃ। স্বেতবর্ণ রোমরাঞ্জিরূপ  
চিহ্ন।

৬। সন্ধ্যা—নন্দিনীর উপমান। সমাগ্ ধ্যায়ন্ত্যস্তাম্ ইতি সম্—ধৈ+অঙ্।  
নির্বাক্য ‘সন্ধ্যা’ শব্দও হয়। সন্ধ্যা ও নন্দিনী উভয়েই রক্তবর্ণ।

৭। শশিনন্—‘স্বেতরোমাক্ষন্’ পদের উপমান। শশ অন্ত্যস্ত ইতি  
শশ+ইন্। চন্দ্র—এস্থলে চন্দ্রকলা। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য।

৮। নবন্—‘শশিনন্’ পদের বিশেষণ। নবোদিত—সুতরাং প্রতিপৎ-  
চন্দ্রকলা।

**বাচ্য-পরিবর্তন**—পল্লবল্লিঙ্গপাটলয়া বিভ্রাতা সক্ষায়া ইব ( স্থিত্যা ) ।

**মন্তব্য**—উপমাটি চমৎকার—স্থানকালের দিক্ দিয়া সূৰ্ঠভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। নন্দিনী এবং সক্ষা উভয়েই আশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত। উভয়েই অরুণবর্ণা। নন্দিনীর ললাটে ঈষৎবক্র ষ্ঠেত রোমরাজি এবং সক্ষার আকাশরূপ ললাটে শুভ্রবর্ণ চক্ৰকলা। কালিদাস ইচ্ছা করিলে ষ্ঠেত রোমাবলীকে ঈষৎবক্র না করিয়া বৃত্তাকার করিতে পারিতেন এবং পূর্ণচক্ৰের সতিত তাহার তুলনাও দিতে পারিতেন। তাহা হইলে কিন্তু দিলীপের ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের সূচনাটি ধ্বনিত হইত না।

নন্দিনী বৎসদর্শনে ক্ষরিত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

**ভূবং কৌণ্ণেয়া কুণ্ডোদ্রী মেথেনাবমৃথাদপি ।**

**প্রলব্ধেনামির্বর্ষন্তী বৎসালোকপ্রবর্তিনা ॥৫৬॥**

**অর্থ**—কুণ্ডোদ্রী ( কুণ্ডতুল্যস্তনধারিণী ) বৎসালোকপ্রবর্তিনা ( বৎসদর্শনে ক্ষরিত ) কৌণ্ণেয়া ( ঈষদুষ্ণ ) অবভূথাদপি ( যজ্ঞাস্ত নানাবারি অপেক্ষাও ) মেথেন ( পবিত্র ) প্রলব্ধেন ( দুগ্ধধারায় ) ভূবম্ ( ধরাতল ) অভির্বর্ষন্তী ( অভিষিক্ত করিতেছিলেন ) ।

**বান্ধালা**—কুণ্ডতুল্যস্তনধারিণী সেই নন্দিনী বৎসদর্শনে ক্ষরিত যজ্ঞাস্ত নানাবারি অপেক্ষাও পবিত্র, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

**Eng.**—That cow of jar-like udders sprinkled the earth by the flow of her lukewarm milk which streamed forth at the sight of her young and which was even more sanctifying than the Avabhṛtha ablutions ( after a sacrificial ceremony ).

**অল্লিনাথ**—ভূমিতি। কৌণ্ণেয়া কিক্ৰিহ্ষেন। “কবং চোক্ষে” ইতি চকারাৎ কাদেশঃ। অবভূথাদপি অবভূথানাদপি মেথেন পবিত্রেন। “পুতং পবিত্রং মেথ্যং চ” ইত্যমরঃ। বৎসস্তালোকেন প্রবর্ষণেন প্রবর্তিনা প্রাহত। প্রলব্ধেন ক্ষীরাভিশ্রব্দেন ভূবমভির্বর্ষন্তী দিক্শস্তী। কুণ্ডমিব উষ আপীনঃ

স্তা: সা কুণ্ডোগ্রী। “উৎস্তু ক্লীবমাগীনম্” ইত্যমর:। “উধসোহনঙ্”  
তনঙাদেশ:। “বহুব্রীহেরুধসোঙীষ্” ইতি ঙীষ্।

সারাংশ—মহাকুন্তবদাপীনেন সমম্বিতা সা সুরভিস্তুতা বৎসাবলোকনাদেব  
বয়া নির্গন্তং প্রবৃত্তেন কিঞ্চিদুক্ষেণ অবভৃৎসানাদপি পবিত্রেণ ছুন্ধেন ধরাতলঃ  
কলয়ন্তী তত্রাজগাম।

টিপ্পানী—১। ভুবম্—‘অভিবর্ষন্তী’ ক্রিয়ার কর্ম। ধরাতলকে।

২। কোষণে—‘প্রস্রবেন’ পদের বিশেষণ। ঈষদুক্ষঃ। ঈষদুক্ষঃ কোষঃ—  
ঈষদর্থঃ” ইতি কাদেশ:। “কবং চোক্ষে” ইতি কো: কবাদেশ: = কবোক্ষম্।  
শ্লোক ৬৭ দ্রষ্টব্য।

৩। কুণ্ডোগ্রী—নন্দিনীর বিশেষণ। কুণ্ডয়তীতি কুণ্ড (কুড়ি রক্ষায়াম্)  
-অচ্ = কুণ্ডম্ (প্রশস্ত জলাধার)। কুণ্ডমিব উধ: যস্তা: সা (বহুব্রীহি)।  
উৎস্তু ক্লীবমাগীনম্” ইত্যমর:। কুণ্ডের স্তায় স্তনশাণিনী। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৪। মেধোন—‘প্রস্রবেন’ পদের বিশেষণ। পবিত্র। মেধনার্ম্ ইতি  
ধ—ণ্যৎ। “পূতং পবিত্রং মেধ্যং চ” ইত্যমর:।

৫। অবভৃৎসং—“পঞ্চমী বিভক্তে” ইতি পঞ্চমী। যজ্ঞান্ত্রানবারি  
পেক্ষাও। অবব্রিয়তে অনেন ইতি অব—ভ + কথনু = অবভৃৎ: (যজ্ঞাবসান-  
নম্)। মুখ্য যজ্ঞের পর ক্রিয়মাণ যজ্ঞকেও অবভৃৎ বলে। এহলে যজ্ঞান্ত্রানবারি  
থেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছে।

৬। প্রস্রবেন—করণে তৃতীয়া। ছুন্ধদ্বারা। “প্রস্রবঃ পয় উধস্তং ছুন্ধঃ  
রম্” ইতি বররুচি:।

৭। অভিবর্ষন্তী—‘নন্দিনী’র বিশেষণ। অতি - বৃষ্ + শত্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্।  
ধমা ১বচন। অভিষিক্ত করিয়া।

৮। বৎসালোকপ্রবর্তিনা—‘প্রস্রবেন’ পদের বিশেষণ। বৎসস্ত আলোক:  
দর্শনম্) (ষষ্ঠীতৎ)। বৎসালোকে প্রবর্তিতুং শীলমস্ত ইতি বৎসালোক—প্র  
বৃত্তং + গিনি তাচ্ছীল্যে। বৎসাবলোকনে প্রবাহিত। “প্রবাহন্ত প্রবৃত্তি:  
ং” ইত্যমর:। বৎসকে দেখিলে খেয়র স্বতঃই ছুন্ধ ক্ষরিত হয়। বৎস—  
ছুর।

বাচ্য-পল্লিবর্জন—... কুণ্ডোগ্রী অভিবর্ষন্ত্যা।

নন্দিনীর খুরোখিত ধূলি দিলীপকে পবিত্র করিতে লাগিল।

**রজঃকণৈঃ খুরোদ্ধুনৈঃ স্পৃশদ্ভির্গাত্রমন্তিকাৎ ।**

**তীর্থাভিষেকজা<sup>১</sup> শুদ্ধিমাৎ আদানা মহীক্ষিতঃ ॥৮৭॥**

**অর্থ—**খুরোদ্ধূতৈঃ (খুরাঘাতে উখিত) অন্তিকাং (নিকট হইতে গাত্রং (গাত্র) স্পৃশদ্ভিঃ (লগ্ন হইয়া) রজঃকণৈঃ (ধূলিকণা) মহীক্ষিতঃ (মহারাজের) তীর্থাভিষেকজাং (তীর্থাভিষেকজন্য) শুদ্ধিম্ (পবিত্রতা) আদানা (সম্পাদন করিল)।

**বাক্য—**তাহার খুরাঘাতে উখিত ধূলিকণা নিকট হইতে গাত্রলগ্ন হইয়া মহারাজের তীর্থাভিষেকতুল্য পবিত্রতা সম্পাদন করিল।

**Eng.**—The cow imparted to the king the sanctity sprung from bathings in sacred places of pilgrimage, by touching his body from near with particles of dust raised up by her hoofs.

**মল্লিনাথ—**রজ ইতি। খুরোদ্ধূতৈরন্তিকাং সমীপে গাত্রং স্পৃশদ্ভিঃ “দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ” ইতি চকারাৎ পঞ্চমী। রজসাং কণৈঃ। মহীক্ষতি ঈষ্টে ইতি মহীক্ষং তস্মাৎ। তীর্থাভিষেকেণ জাতাঃ তীর্থাভিষেকজা শুদ্ধিম্ আদানা কুর্বাণা। এতেন বায়ব্যঃ জ্ঞানমুক্তম্। উক্তং চ মনুনা—“আয়ৈয়ং ভস্মনা জ্ঞানমবগাহং তু বারুণম্। আপো হি ত্ৰৈতি চ ব্রাহ্মং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতম্ ॥” ইতি।

**মল্লিটীকা—**এতেন স্মৃতম্। ইহার দ্বারা বায়ব্য জ্ঞানের কথা বল হইল। মনু বলিয়াছেন—“ভস্ম মাথিয়া জ্ঞানকে আয়ৈয় জ্ঞান বলে, অবগাহং (জলমগ্ন হইয়া) জ্ঞানকে বারুণজ্ঞান বলে; (মন্ত্রপূত) জলপ্রোক্ষণজনিত জ্ঞানকে ব্রাহ্ম জ্ঞান বলে এবং গোখুরোখিত ধূলিদ্বারা জ্ঞানকে বায়ব্য জ্ঞান বলে।” টীকাকার নারায়ণ “ব্রাহ্মং প্রোক্ষণমাত্রেন” এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন।

**সার্বাংশ—**আগমন-কালে নন্দিনীঃ খুরোখিতাঃ রজঃকণাঃ সমীপস্থিত্য রাজঃ গাত্রে নিপত্য তীর্থজলাভিষেকসদৃশীঃ কামপি পবিত্রতাং বিদধে।

১. ‘তীর্থাভিষেকসংশুদ্ধিম্’ ইতি নারায়ণধৃতপাঠান্তরম্।

**টিঙ্কনী**—১। রজঃকণৈঃ—করণে তৃতীয়া। রজসাং কণাঃ (ষষ্ঠীতৎ)  
তৈঃ। ধূলিকণাধারা। “সদ্য এব দ্বিগন্তরব্যাপ্ত্যর্থঃ কণশব্দঃ” (নারায়ণঃ)  
“লবকেশকণাণবঃ” ইত্যমরঃ।

২। খুরোক্তৈঃ—‘রজঃকণৈঃ’ পদের বিশেষণ। খুরৈঃ উদ্ধৃতাঃ  
(তৃতীয়া—তৎ) তৈঃ। খুরাঘাতে উথিত। উৎ—ধৃ+ক্ত=উদ্ধৃত।

৩। স্পৃশ্ভিঃ—‘রজঃকণৈঃ’ পদের বিশেষণ। স্পৃশ্+শত্, তৃতীয়া  
বহুবচন। স্পর্শ করিতেছিল।

৪। গাত্রম্—‘স্পৃশ্ভিঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। (মহারাজের) দেহ।

৫। অন্তিকাং—অব্যয়। সমীপে। “দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ”  
ইতি পঞ্চমী।

৬। তীর্থাভিষেকজাম্—‘শুদ্ধিম্’ পদের বিশেষণ। তীর্থস্ত (তীর্থজলস্ত)  
অভিষেকঃ (ষষ্ঠীতৎ); তীর্থাভিষেকাৎ জায়তে বা ঠতি তীর্থাভিষেক—জন্+  
ড, জিহ্বামাপ্। তীর্থস্নানসম্ভূত। “নিপানাগময়োস্তীর্থমুখিজুষ্টিজলে গুরো”  
ইত্যমরঃ। অভি—সিচ্+ঘঞ=অভিষেকঃ (স্নান)। “উপসর্গাৎ সুনোতী”  
ত্যাদিনা ষত্বম্। নন্দিনীর খুরোথিত ধূলি তীর্থস্নানের হার বিগুহিসম্পাদক।  
মল্লিটীকা দ্রষ্টব্য।

৭। শুদ্ধিম্—‘আদধানা’ ক্রিয়ার কর্ম; শুধ্+জিন্। পবিত্রতা।

৮। আদধানা—‘নন্দিনী’র কুদন্ত বিশেষণ। সম্পাদন করিয়া। আ—ধা  
+শানচ, জিহ্বাম্ টাপ্।

৯। মহীক্ষিতঃ—শেষে ষষ্ঠী। মহারাজের। অর্থাৎ দিলীপের। মহী—  
ক্ষি+কিপ্, তুচ্ চ=মহীক্ষিত, তস্ত। শ্লোক—১১ দ্রষ্টব্য।

**বাচ্য-পরিবর্তন**—.....আদধানয়া।

মহর্ষি নন্দিনীকে দেখিয়া রাজাকে পুনরায় বলিলেন।

**তাং পুণ্যদর্শনাং দৃষ্ট্বা নিমিত্তজস্তপোনিধিঃ।**

**যাজ্যমাশংসিতাশ্চ<sup>১</sup> প্রার্থনং পুনঃপ্রবীত্ ॥৮৬॥**

**অর্থঃ**—নিমিত্তজঃ (শুভাশুভলক্ষণজ) তপোনিধিঃ (তপোনিধিঃ)

১. “অব্যয়ং পার্শ্ববম্” ইতি পাঠান্তরম্।



পুণ্যদর্শনাং (পুণ্যদর্শনা) তাং (সেই নন্দিনীকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) আশংসিতাবক্ষ্যপ্রার্থনং (সফল মনোরথ) যাজ্ঞাং (যজমানকে অর্থাৎ রাজাকে) পুনঃ (পুনরায়) অব্রবীৎ (বলিলেন) ।

**বাজালা**—শুভাশুভলক্ষণজ্ঞ তপোনিধি পুণ্যদর্শনা সেই নন্দিনীকে দেখিয় সফলমনোরথ যজমানকে পুনরায় বলিলেন ।

**Eng.**—That treasure of asceticism, who had the knowledge of omens, on beholding the cow whose sight itself was sanctifying, again addressed him who was worthy of sacrifices being done for him and whose hope for the desired object was not destined to be fruitless.

**মল্লিনাথ**—তামিতি । নিমিত্তজ্ঞঃ শকুনজ্ঞস্তপোনিধির্বশিষ্ঠঃ পুণ্যং দর্শনং যজ্ঞান্তাং তাং ধ্যেয়ং দৃষ্ট্বা, আশংসিতং মনোরথঃ । নপুংসকে ভাবে ক্ৰঃ । তত্রাবক্ষ্যং সফলং প্রার্থনং যস্য স তম্, অবক্ষ্যামনোরথমিত্যর্থঃ, যাজয়িতুং যোগ্যং যাজ্ঞাং পার্থিবং পুনরব্রবীৎ ।

**সার্বাংশ**—শকুনশাস্ত্রবিৎ মহর্ষিরপি তদানীং তাম্ অতর্কিতোপনতাম্ অবলোক্য রাজ্ঞঃ পুত্রপ্রার্থনাং সফলাং ভবিষ্যীং বিনিশ্চিন্য় রাজানং পুনরব্রবীৎ ।

**টিপ্পনী**—১। পুণ্যদর্শনাম্—‘তাং’ পদের বিশেষণ । পুণ্যং (পুণ্যজনকং) দর্শনং যস্যঃ সা (বহুব্রীহি) তাম্ । যাহার দর্শন পুণ্যজনক ।

২। দৃষ্ট্বা—কর্তা ‘তপোনিধিঃ’ । দৃশ্+ক্তৃচ্ । দেখিয়া ।

৩। নিমিত্তজ্ঞঃ—‘তপোনিধিঃ’ পদের বিশেষণ । নিমিত্তং (শুভাশুভলক্ষণম্) জানাতীতি উপপদসমাসে নিমিত্ত-জ্ঞা+ক “আতোহুপসর্গে কঃ” । অথবা জানাতীতি জ্ঞঃ—জ্ঞা+ক । নিমিত্তস্য জ্ঞঃ (যজ্ঞীত্যং) । শুভাশুভলক্ষণজ্ঞঃ সেইজ্ঞ নন্দিনীর আগমনকে শুভলক্ষণ বলিয়া জানিতে পারিলেন ।

৪। তপোনিধিঃ—‘অব্রবীৎ’ ক্রিয়ার কর্তা । তপসঃ নিধিঃ (যজ্ঞীত্যং) । নিধীয়তে অশ্বিন্ ইতি নি—ধা+কি । তপোধন ।

৫। যাজ্ঞাম্—‘অব্রবীৎ’ ক্রিয়ার কর্ম । যাজয়িতুং যোগ্যঃ ইতি যজ্+ণ্যৎ । যজমান অর্থাৎ দিলীপকে ।

৬। আশংসিতাবক্ষ্যপ্রার্থনং—‘যাজ্ঞম্’ পদের বিশেষণ। ন বক্ষ্য (নঞ-তৎ) = অবক্ষ্য। আশংসিতে অবক্ষ্য প্রার্থনা যন্ত সঃ (বহুব্রীহি) তম্। অভিলষিত বিষয়ে প্রার্থনা সফল হইবে জানিয়া। (বশিষ্ঠ যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন)। আ—শংস্+ক্ত নপুংসকে ভাবে = আশংসিতম্—মনোরথ। টীকাকার অরুণগিরি ‘আশংসিতা’ এইরূপ পৃথক পদ ধরিয়াছেন। “আশংসিতা ত্বনু-প্রত্যয়ঃ। তন্ত্ৰা দর্শনাৎ অবক্ষ্যপ্রার্থনং তমাশংসানো মুনিঃ” (অরুণগিরি)। অর্থাৎ নন্দিনীর দর্শনে রাজার প্রার্থনা সফল হইবে—ইহা তাঁহাকে জানাইয়া।

৭। অত্রবীৎ—কর্তা ‘তপোনিধিঃ’। ক্র+লঙ্+দ। বলিলেন।

বাচ্য-পরিবর্তন—তপে নিধিনা নিমিত্তজ্ঞেন আশংসিতাবক্ষ্যপ্রার্থনঃ যাজ্ঞাঃ উচ্যত।

রাজন্! এই খেদু নাম করিতেই উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সিদ্ধি আসন্ন জানিবে।

**অদূরবর্তিনী সিদ্ধি রাজন্ বিগময়াত্মনঃ।**

**তপস্থিতেয় কল্যাণী নাম্নি কীর্তিত যৎ যত্ ॥২৬॥**

অর্থ—রাজন্ (হে রাজন্!) আশ্রয়নঃ (নিজের) সিদ্ধি (অভীষ্ট-সিদ্ধি) অদূরবর্তিনী (নিকটবর্তিনী) বিগময় (জানিবে) যৎ (যেহেতু) নাম্নি (নাম) কীর্তিতে এবং (কীর্তনমাত্রেই) ইয়ং (এই) কল্যাণী (মঙ্গলমূর্তি) উপস্থিতা (উপস্থিত হইয়াছে)।

বাজালা—হে রাজন্! নিজের অভীষ্টসিদ্ধি নিকটবর্তিনী জানিবেন, যেহেতু এই মঙ্গলমূর্তি নন্দিনী নামকীর্তনমাত্রেই উপস্থিত হইয়াছে।

Eng.—Depend upon it, O king, the fruition of your desire is near at hand; for at the very mention of her name as it were, this auspicious cow has made her appearance.

মল্লিনাথ—অদূরেতি। হে রাজন্, আশ্রয়নঃ কার্য্যন্ত সিদ্ধিম্ অদূরবর্তিনীঃ শীঘ্রভাবিনীঃ বিগময় বিদ্ধি, যদ্ যস্মাৎ কারণাৎ কল্যাণী মঙ্গলমূর্তিঃ “বহুবাতিভ্যশ্চ” ইতি ভীষ্ম। ইয়ং খেদুঃ নাম্নি কীর্তিতে কথিতে সতি এবং উপস্থিতা।

সার্যাংশ—হে রাজন্! তব মনোরথঃ অচিরেণৈব সকলো ভবিষ্যতীর্নি নিশ্চিতম্ অবগচ্ছ। যতন্তব অশেষ্য ইয়ং ধেহুঃ নান্নি কীৰ্ত্তিত এ স্বয়মেবোপস্থিতা।

টিপ্পনো—১। অদূরবর্তিনীম্—‘সিক্টিম্’ পদের বিশেষণ। ন দূরঃ (নঞ-তৎ)=অদূরম্। অদূরে সমীপে বর্তিতুং কীলমস্তাঃ (নারায়ণঃ) ইতি অদূর-বৃত্ত+ণিনি তাস্মিনো, স্ত্রিয়াম্ ভীপ্। তাম্। নিকটবর্তিনী—অর্থাৎ আশ্ৰিতাবিনী।

২। সিক্টিম্—‘বিগণয়’ ক্রিয়ার কৰ্ম। অতীষ্টসিক্টি।

৩। বিগণয়—কৰ্ত্তা ‘ভূম্’ উহ। বি-গণ্+লোট্ হি। জানিবে।

৪। উপস্থিতা—‘ইয়ং’ পদের ক্রদন্ত বিশেষণ। উপ-স্থ+ক্ত, স্ত্রিয়ামাপ্ উপস্থিত ইহয়াছে।

৫। কল্যাণী—‘ইয়ম্’ পদের বিশেষণ। কল্যাণম্ অস্তাঃ অস্তীতি কল্যাণ+ইনি, স্ত্রিয়াম্ ভীষ্—“বহ্বাদিত্যশ্চ”। “কল্যাণং হেম্বি মঙ্গলং”—মেদিনী। কল্যাণমূৰ্ত্তি।

৬। নান্নি—ভাবে সপ্তমী। নাম।

৭। কীৰ্ত্তিতে—‘নান্নি’ পদের ক্রদন্ত বিশেষণ। কৃৎ+ক্ত। কীৰ্ত্তন-মাদ্বেই অর্থাৎ নাম করিতে করিতেই।

৮। যৎ—অব্যয়। যেহেতু।

বাচ্য-পরিবর্তন—সিক্টিঃ অদূরবর্তিনী বিগণ্যতাম্। অনয়া কল্যাণা উপস্থিতম্।

সর্বদা এই ধেনুর অনুগমন করিয়া ইহাকে প্রসন্ন কর।

বন্যবৃদ্ধিরিমাং শাহবদাত্মানুগমনেন গাম্।

বিভ্যামভ্যসনেনৈব প্রসাদয়িতুমর্হসি ॥৮৫॥

অভ্যয়—বহুব্রীতিঃ (বনজাত ফলমূলাদি আহার করিয়া) (সন্) শব্দঃ (সর্বদা) আত্মানুগমনেন (স্বীয় অনুগমন দ্বারা) ইমাং (এই) গাং (ধেনুকে) অভ্যাসনেন (অভ্যাস দ্বারা) বিভ্যাম্ ইব (বিভ্যাকে যেরূপ প্রসন্ন করিতে হয়) প্রসাদয়িতুম্ (প্রসন্ন করা) অর্হসি (উচিত)।

বাজালা—অভ্যাস দ্বারা যেকোন বিতাকে প্রসন্ন করিতে হয়, বনজাত ফলমূলাদি আহাৰ করিয়া সৰ্বদা স্থায়ী অহুগমন দ্বারা, আপনাত্ৰ সেইরূপ এই ধৈৰ্যকে প্রসন্ন করা উচিত ।

**Eng.**—Adopting the life of a forester you should try to propitiate this cow by your constant attendance upon her, as one acquires learning by constant application.

**মল্লিনাথ**—বহুবৃত্তিরিতি । বনে ভবং বহুং কন্দমূলাদিকং বৃত্তিরাতারো যন্ত তথাভূতঃ সন্ ইমাং গাং শব্দং সদা, আ প্রসাদাদবিচ্ছেদেনেত্যর্থঃ । আত্মনস্তব কৰ্ত্তৃঃ অহুগমনেন অহুসরণেন অভ্যাসেনে অহুষ্ঠাতুরভ্যাসেন বিতামিব, প্রসাদয়িতুং প্রসন্ন্য কৰ্ত্তুমর্হসি ।

**সারান্ব**—বিতার্থী যথা বিষয়স্থানি পরিত্যজ্য সৰ্বদা অহুশীলনেন সৰ্বকাম-  
ভুবাং বিতাম্ অহুকুলয়তি তথা ত্বমপি বাজৈশ্বৰ্য্যভোগান্ পরিত্যজ্য মুনিবৃত্তি-  
মকৌকৃত্য ছায়েব ইমাং ধেনুগচ্ছন্ অহুকুলয় ।

**টিপ্পন**—১। বহুবৃত্তিঃ—‘অম্’ এহ উহ পদের বিশেষণ । মল্লিনাথমতে—  
বনে ভবং বহুত্ব—বন+বৎ । বহুং ( কন্দমূলাদিকং ) বৃত্তিঃ ( আহাৰঃ ) যন্ত  
সঃ ( বহুব্রীহি ) । বনজাত ফলমূলাদি আহাৰ করিয়া । অথবা, বনে ভবা  
বহুত্বঃ মুনয়ঃ । বহুত্বানাং বৃত্তিঃ ( আজীবঃ ) ( যষ্টীতৎ )=বহুবৃত্তিঃ । বহুবৃত্তিঃ  
বৃত্তিৰ্যন্ত সঃ ( উপমানগর্ভ—উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি ) । অর্থাৎ মুনিবৃত্তি  
অবলম্বন করিয়া । বৎ+জিন্=বৃত্তিঃ । “আজীবো জীবিকা বার্তা বৃত্তির্বর্তন-  
জীবনে” ইত্যমরঃ ।

২। শব্দং—অব্যয় । সৰ্বদা । “মুহঃ পুনঃ পুনঃ শব্দভীক্সমসক্লং সমাঃ”  
ইত্যমরঃ ।

৩। আত্মাহুগমনেন—করণে তৃতীয়া । আত্মনঃ ( কৰ্ত্তরি ষষ্ঠী ) অহুগমনম্  
( ষষ্ঠীতৎ ) তেন । স্থায়ী অহুগমন দ্বারা । অহু—গম্+লুট্ ।

৪। গাম্—‘প্রসাদয়িতুম্’ ক্রিয়ার কৰ্ম । ধৈৰ্যকে । “স্বর্গেষুপশুবাগ্-  
জ্জিঙেনেত্রযুবিভৃজলে । লক্ষ্যদৃষ্ট্যা জিয়াং পুংসি গোঃ” ইত্যমরঃ ।

৫। বিতাম্—‘গাম্’ পদের উপমান । বিদ্+ক্যপ্+টাপ্, জিয়াম্ ।  
বিতাকে ।

৬। অভ্যসনেন—‘আত্মানুগমনেন’ পদের উপমান। করণে তৃতীয়া।  
অভি—অস্+লুট করণে=অভ্যসনেন। লোকে সর্বদা অনুশীলন দ্বারা যেরূপ  
বিদ্যাকে প্রদত্ত করে।

৭। প্রসাদয়িতুন্—কর্তা ‘অস্’ উহ। প্র—সদ্+ণিচ্+তুন্ অর্হ-খাত্ত-  
যোগে। প্রসন্ন করিতে।

৮। অর্হসি—কর্তা ‘অস্’ উহ। অর্হ+লট্ সি। যোগ্যো ভবসি।

বাচ্য-পরিবর্তন—বহুব্রুতিনা বিদ্যা ইব ইয়ং গোঃ.....অর্হাতে।

মন্তব্য—উপমা অলঙ্কার। খেলুর সতিত বিদ্যার এবং অনুগমনের সহিত  
অভ্যাসের তুলনা হইয়াছে। সার্বাংশ দ্রষ্টব্য।

ইহাকে ছায়ার স্থায় অনুগমন করিবে।

**প্রস্থিতায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ স্থিতায়াং স্থিতিমাচরেঃ।**

**নিষধায়াং নিষীদায়াং পীতাম্বসি পিবেৎ ॥৫৬॥**

অর্থ—অস্তাং ( ইনি ) প্রস্থিতায়াং ( প্রস্থান করিলে ) প্রতিষ্ঠেথাঃ ( তুমিও  
প্রস্থান করিবে ), স্থিতায়াং ( অবস্থান করিলে ) স্থিতিম্ আচরেঃ ( অবস্থান  
করিবে ), নিষধায়াং ( উপবিষ্ট হইলে ) নিষীদ ( উপবেশন করিবে ), পীতাম্বসি  
( জলপান করিলে ) অপঃ ( জল ) পিবেঃ ( পান করিবে )।

বাক্য—ইনি প্রস্থান করিলে তুমিও প্রস্থান করিবে, অবস্থান করিবে  
তুমি অবস্থান করিবে, উপবেশন করিলে তুমিও উপবেশন করিবে এবং ইনি  
জলপান করিলে ( পশ্চাৎ ) জলপান করিবে।

**Eng.**—You are to start when she starts, to halt when she  
halts, to sit down when she sits, and to drink water, only  
after she has drunk it.

মন্তব্য—গবাহুসরণপ্রকারমাহ—প্রস্থিতেতি। অস্তাং নন্দিতাং প্রস্থি-  
তায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ প্রযাহি। ‘সমবপ্রবিভাঃ স্থঃ’ ইত্য্যানেপদম্। স্থিতায়াং  
নিবৃত্তগতিকায়াং স্থিতিমাচরেঃ স্থিতিং কুরু তিষ্ঠেতার্থঃ। নিষধায়াং উপবিষ্টায়াং  
নিষীদ উপবিশ। বিদ্যার্থে লোট্। পীতাম্বসো যয়া তস্তাং পীতাম্বসি সত্য্যং  
অপঃ পিবেঃ পিব।

**সার্বাংশ**—অনুগমনপ্রকারঃ বর্ণয়তি—যদা ইয়ং নন্দিনী গচ্ছেৎ তদা বিশ্রামান্তিলায়পি তম্ ইমাম্ অনুগচ্ছ, যদা ইয়ং তিষ্ঠেৎ তদা জিগমিষুর্পি ত্বং তিষ্ঠ, যদা চেয়ম্ উপবিশেৎ তদা ত্বমপি উপবিশ, অস্তাং চাপীতারাং প্রথমঃ জলং ন পিব।

**টিপ্পনী**—১। প্রস্থিতায়াম্—‘অস্তাম্’ পদের বিশেষণ। প্র—হ্র+ক্ত কর্তরি—‘গতার্থাকর্ষক-শ্লিষীঙ্, স্থাসবসজনরুহজীর্ঘ্যতিভ্যশ্চ’। দ্বিযাং টাপ্। প্রস্থান করিলে। ‘প্রশবন্ত বিপরীতার্থবাচিত্বাৎ গমনার্থত্বম্’ (অরুণগিরিঃ)।

২। প্রতিষ্ঠেথাঃ—কর্তা ‘ত্বম্’ উহ। প্র—হ্র+বিধিলিঙ্ ঙ্গেথাঃ। “সমব-প্রবিভাঃ স্থঃ” ইত্যায়নেপদম্। প্রস্থান করিবে।

৩। স্থিতায়াম্—‘অস্তাম্’ পদের বিশেষণ। হ্র+ক্ত, কর্তরি, দ্বিযাং টাপ্। সপ্তমী ১ বচন। অবস্থান করিলে।

৪। স্থিতিম্—‘আচরেঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। স্থা+ক্তিন্। কর্মণি দ্বিতীয়া স্থিতি।

৫। আচরেঃ—কর্তা ‘ত্বম্’ উহ। আ—চর্+বিধিলিঙ্ যাঃ। আচরণ করিবে।

৬। নিষ্ণায়াম্—‘অস্তাম্’ পদের বিশেষণ। নি—সদ্+ক্ত, দ্বিযাং টাপ্। সপ্তমী ১ বচন। উপবেশন করিলে।

৭। নিষীদ—কর্তা ‘ত্বম্’ উহ। নি—সদ্+লোট্ হি, বিধ্যর্থো। উপবেশন করিবে।

৮। অস্তাম্—ভাবে সপ্তমী। এই দেখ।

৯। পীতাস্তসি—‘অস্তাম্’ পদের বিশেষণ। পীতম্ অস্তঃ যয়া (বহুব্রীহি) তস্তাম্। পা+ক্ত=পীত। জলপান করিলে।

১০। পিবেঃ—কর্তা ‘ত্বম্’ উহ। পা+বিধিলিঙ্ যাঃ। পান করিবে।

১১। অপঃ—‘পিবেঃ’ ক্রিয়ার কর্ম। কর্মণি দ্বিতীয়া। জল। ‘অপ্’ শব্দ নিত্যবহ্বচনান্ত এবং জ্বীলিঙ্গ।

**বাচ্য-পরিবর্তন**—প্রস্থীয়েত, স্থিতিঃ আচর্যেত, নিষত্বতাম্, আপঃ পীয়েয়ন্ (ত্বয়া)।

মন্তব্য—দিলীপ বশিষ্ঠোক্ত এই নিয়ম ফিরুপে পালন করিয়াছিলেন তাহা ব্রহ্মবংশের দ্বিতীয় সর্গে ৬ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

সুদক্ষিণাও এই দেখুকে প্রত্যহ প্রভাতে অনুগমন এবং সন্ধ্যায় প্রত্যুদগমন করিবে।

**বধূর্মক্ষিমতী চৈনামর্ষিতামা তপোবনাৎ ।**

**প্রযতা প্রাতঃশ্রবণে সাযং প্রত্যুদগমজৈদপি ॥৬০॥**

অন্বয়—বধূঃ (বধু সুদক্ষিণা) ভক্তিমতী (ভক্তিমতী) প্রযতা চ (এবং পবিত্রা হইয়া) অর্চিতাম্ এনাম্ (ইহার অর্চনা করিয়া) আ তপোবনাৎ (তপোবনের সীমা পর্য্যন্ত) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) অশ্বতু (অনুগমন করুক) সাযং (সন্ধ্যায়) প্রত্যুদগমজৈঃ অপি (প্রত্যুদগমন করুক)।

বাক্যার্থ—বধু সুদক্ষিণাও ভক্তিমতী এবং পবিত্রা হইয়া ইহার অর্চনা করত প্রাতঃকালে তপোবনের সীমা পর্য্যন্ত অনুগমন এবং সন্ধ্যায় প্রত্যুদগমন করুক।

Eng.—And let your wife being fully devoted and purified by religious observances, follow her worshipped in the morning up to the precincts of the penance-grove and let her also go forth to meet her (half way) in the evening.

মল্লিনাথ—বধুরিতি। বধূর্জয়া চ ভক্তিমতী প্রযতা সতী, গন্ধাদিভি-  
রাচিতামেনাং গাম্ প্রাতঃ আ তপোবনাৎ। আঙ্ মধ্যাদায়াম্, পদব্রজং চৈতৎ।  
অশ্বতু অনুগচ্ছতু। সাযমপি প্রত্যুদগমজৈঃ। বিধার্থে লিঙ্।

সারান্বশ—তব পত্নী সুদক্ষিণা অপি প্রত্যহং প্রভাতে গন্ধমালাদিভিঃ  
ইমাং পূজয়িত্বা আশ্রমসীমাপর্য্যন্তম্ অনুগচ্ছৎ সাযঞ্চ আগমনসময়ে তত্রৈব  
পুনর্গত্বা অভিবন্দ্য তাং প্রত্যানয়েৎ।

টীকান্তর—“...অর্চনায়ামনুগমনে চ তত্কা ভবিতব্যম্। অর্চিতা-  
মিতানেন গমনারম্ভে বধবা পূজা কর্তব্যেত্যুক্তম্। পুনশ্চ তপোবনাবসান-  
পর্য্যন্তম্ অনুগমনং চ কর্তব্যম্। অভিবিধাবাঙ্।...সায়ং প্রত্যুদগমজৈদপি...  
তপোবনপর্য্যন্তম্ভ্রাপি দ্রষ্টব্যম্।” (নারায়ণঃ)।

**টিপ্পানী**—বধুঃ—‘অঘেতু’ এবং ‘প্রত্যাঙ্গজ্ঞেৎ’ ক্রিয়ার কর্তা। এস্থলে পত্নী এবং পুত্রবধু উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। “বধুর্জায়া নুবা স্ত্রী চ” ইত্যমরঃ।

২। **ভক্তিমতী**—‘বধুঃ’ পদের বিশেষণ। ভক্তিরন্ত্যাস্য ইতি ভক্তি + মতুপ্, স্ত্রিয়াম্ ভীপ্ = ভক্তিমতী। ভক্তিপরায়ণা হইয়া। . ভজ্জ + ক্তিন্।

৩। **এনাম্**—‘অঘেতু’ এবং ‘প্রত্যাঙ্গজ্ঞেৎ’ ক্রিয়ার কর্ম। এই দেখুকে। অস্বাদেশে এনাদেশঃ। শ্লোক ৭৪ দ্রষ্টব্য।

৪। **অর্চিতাম্**—‘এনাম্’ পদের বিশেষণ। অর্চ্চ + ক্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্। তাম্। অর্থাৎ (গমনের পূর্বে গন্ধামাল্যাদির দ্বারা) পূজা করিয়া। দ্বিতীয় সর্গের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৫। **আ**—অব্যয়। কর্মপ্রবচনীয়—“আঙ্ মর্যাদাবচনে” (‘বচনগ্রহণাৎ অভিব্যাপি’—ভট্টোজি) মল্লিনাথমতে ‘আঙ্’ এস্থলে মর্যাদা (তেন বিনা) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—অর্থাৎ তপোবনকে বাদ দিয়া আশ্রমের দ্বার পর্য্যন্ত। কিন্তু নারায়ণের মতে অভিব্যাপি (তেন সহ) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—অর্থাৎ যেখানে তপোবন শেষ হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য। তুই অর্থ ই গ্রহণীয়।

৬। **তপোবনাৎ**—‘আ’ এই কর্মপ্রবচনীয়যোগে পঞ্চমী—“পঞ্চম্যপাঙ্-পরিভিঃ” (হু)। তপসঃ বনম্ (অশ্বাসাদিবৎ তাদর্থ্যে বগীসমাসঃ) তস্মাৎ। তপোবন পর্য্যন্ত। টিপ্পানী (৫) দ্রষ্টব্য।

৭। **প্রযতা**—‘বধুঃ’ পদের বিশেষণ। প্রকর্ষণ যতা (প্রাদি-তৎ); যম্ + ক্ত কর্তরি, স্ত্রিয়াং টাপ্। ব্রতনিয়মপালনদ্বারা পবিত্র হইয়া।

৮। **প্রাতঃ**—অব্যয়। প্রাতঃকালে।

৯। **অঘেতু**—কর্তা ‘বধু’। অতু—ই + লোট্, তু, বিধ্যর্থো। অতুগমন করুক।

১০। **সায়ম্**—অব্যয়। সন্ধ্যাকালে।

১১। **প্রত্যাঙ্গজ্ঞেৎ**—কর্তা ‘বধুঃ’। প্রতি—উৎ—ব্রজ্ + লিঙ্, যাৎ, বিধ্যর্থো। “বিধিনিমজ্জণামজ্জণাধীষ্টসংপ্রপ্পপ্রার্থনেষু লিঙ্” (হু)। অর্থাৎ (তপোবন পর্য্যন্ত) প্রত্যাঙ্গগমন করুক। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য।



**বাচ্য-পরিবর্তন**—ভক্তিমত্যা বধবা প্রযতয়া এষা অধীয়াতাম্, প্রত্যাভ্রজ্যোত ।

ইনি যতদিন প্রসন্ন না হন ততদিন এইভাবে পরিচর্যা কর ।

**ইত্যাশ্রিতাদস্যাস্তবং পরিচর্যাপরো ভব ।**

**অধিগমস্তু তে স্থেয়াঃ পিতৈব ধুরি পুত্রিণাম্ ॥৬১॥**

**অর্থ**—ইতি (এইভাবে) স্বম্ (তুমি) অস্যা আ প্রসাদাৎ (ইনি যতদিন প্রসন্ন না হন) পরিচর্যাপরঃ (সেবাপরায়ণ) ভব (হও), তে (তোমার) অধিগম্ (বিদ্বাভাব) অস্ত (হউক), পিতৈব (তোমার পিতার স্থায়) পুত্রিণাং (সৎপুত্রশালীদিগের) ধুরি (অগ্রে) স্থেয়াঃ (অবস্থান কর) ।

**বাক্য**—ইনি যতদিন প্রসন্ন না হন, ততদিন এইভাবে তুমি (ইহার) সেবা করিতে থাক । তোমার বিদ্ব প্রশমিত হউক । তুমি তোমার পিতার স্থায় সৎপুত্রশালীদিগের অগ্রণী হও ।

**Eng.**—Go on attending upon her in this way, till she is propitiated. May there be no obstacles to you and may you like your father, stand at the head of those mortals who are favoured with worthy sons.

**মল্লিনাথ**—ইতীতি । ইতি অনেন প্রকারেণ স্বম্ আ প্রসাদাৎ প্রসাদ-পর্যাস্তম্ । “আঙ্-মর্যাদাভিবিধ্যোঃ” ইত্যস্য বৈভাবিকস্বাদসমাসস্বম্ । অস্যাঃ ধেনোঃ পরিচর্যাপরঃ গুপ্রাষাপরো ভব । তে তব অধিগম্ বিদ্বস্যভাবঃ অস্ত । “অব্যয়ং বিভক্তি—” ইত্যাদিনাং অর্থ্যভাবোহব্যয়ীভাবঃ । পিতৈব পুত্রিণাং সৎপুত্রবতাম্ । প্রশংসায়ামিন্-প্রত্যয়ঃ । ধুরি অগ্রে স্থেয়াস্তিষ্ঠেঃ । আশীরর্থ লিঙ্ । “এলিঙি” ইত্যাকারসৈক্যারাদেশঃ । তৎসদৃশো ভবৎপুত্রোহাস্তি ভাবঃ ।

**মল্লিতীকা**—তৎ...ভাবঃ । অর্থাৎ তোমার পুত্র যেন তোমার মত হয় (তুমি যেরূপ তোমার পিতার হইয়াছ) ।

**সার্বাংশ**—ইৎ নন্দিতাঃ প্রসাদপর্যাস্তঃ স্বম্ এনাম্ সেবস্ব ; তে বিদ্বাভাবোহস্ত ; ভবন্তঃ ভবতঃ পিতা ইব আত্মগুণায়ুস্বপুত্রং স্বং লভস্ব ।

**টিপ্পনী**—১ । ইতি—অব্যয় । এইরূপে ।

২। আ—অব্যয়। অভিব্যক্তি অর্থে কর্মপ্রবচনীয় “আঙ্ মর্যাদাবচনে”।  
শ্লোক ৯০ দ্রষ্টব্য।

৩। প্রসাদাৎ—‘আ’ এই কর্মপ্রবচনীয়যোগে পঞ্চমী। “পঞ্চম্যাপাঙ্-  
পরিভিঃ”। প্র—সদ্+ঘঞ্=প্রসাদঃ (অনুগ্রহ); গৃহ অর্থে প্রাসাদ।  
অনুগ্রহলাভ পর্য্যন্ত। এস্থলে আ প্রসাদাৎ সমাসবদ্ধ পদ নহে; (মল্লিনাথ  
দ্রষ্টব্য)।

৪। পরিচর্যাপরঃ—‘ত্বম্’ পদের বিশেষণ। পরিচর্য্যা পরম্ (প্রধানম্)  
যন্ত সঃ (বহুব্রীহি)। সেবাপর। “...পরিচর্য্যা—পরিসর্য্যা” (বা) ইতি  
পরিচর্য্যা নিপাত্যতে। “বরিবস্তা তু শুশ্রূষা পরিচর্য্যাপূপাসনা” ইত্যমরঃ।

৫। ভব—কর্তা ‘ত্বম্’। ভূ+লোট্ হি। হও।

৬। অবিব্রম্—‘অস্ত’ ক্রিয়ার কর্তা। বিব্রম্ অভাবঃ (অভাবার্থে  
অব্যয়ীভাবঃ)=অবিব্রম্। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। বিস্মাতাব।

৭। অস্ত—কর্তা ‘অবিব্রম্’। অস্+লোট্ তু আশিষি। হউক।

৮। হ্রেষাঃ—কর্তা ‘ত্বম্’। স্থা+আশীলিঙ্ যাস্। “এলিঙ্” ইতি  
আকারশ্চ একারঃ। অবস্থান করিবে।

৯। পিতা ইব—পিতার ত্যায়। ‘ত্বম্’ পদের উপমান। “যথা তে পিতা  
ত্বয়া সংপুত্রবানাসীৎ তথা ত্বমপি ভূয়া ইত্যর্থঃ” (নারায়ণঃ)।

১০। ধুরি—অগ্রে। অধিকরণে সপ্তমী। ‘ধূম্’ শব্দের মুখ্যার্থ ‘শকটের  
অগ্রভাগ’। এখানে গোণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। “যথাত্তঃ পুত্রবান্ ভারং বহতি  
তথা ত্বমপি ভূয়া ইত্যর্থঃ”—(চারিত্রবর্ধনঃ)।

১১। পুত্রিণাম্—শেষে ষষ্ঠী। পুত্রাঃ সন্তি এষাম্ ইতি পুত্র+ইন্  
(প্রশংসায়াম্) তেষাম্। সংপুত্রশালীদিগের। “ভূম-নিলা-প্রশংসায়াম্  
নিত্যযোগেহিতিশায়নে। সংসর্গেহিস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ”।

বাচ্য-পরিবর্তন—ত্বয়া পরিচর্য্যাপরেন ভূয়তাম্...অবিব্রেন ভূয়তাম্  
পিতা ইব স্থায়ীষীষ্ট।

দিলীপ 'তা'হাই হউক' বলিয়া গুরুদেবের আদেশ গ্রহণ করিলেন ।

**তথ্যেতি প্রতিজগ্ৰাহ প্রীতিমান্ সপরিগ্রহঃ ।**

**আদেশং দেশকালজ্ঞঃ শিষ্যঃ শাসিতুরানতঃ ॥৬২॥**

**অন্বয়**—সপরিগ্রহঃ ( পত্নীর সহিত ) দেশকালজ্ঞঃ ( দেশকালজ্ঞ ) শিষ্যঃ ( শিষ্য ) প্রীতিমান্ ( হৃষ্টচিত্তে ) আনতঃ ( বিনয়নম্র হইয়া ) ( চ সন্ ) শাসিতুঃ ( গুরুদেবের ) আদেশং ( আদেশ ) তথা ইতি ( তথাস্ত বলিয়া ) প্রতিজগ্রাহ ( গ্রহণ করিলেন ) ।

**বাঙ্গালা**—দেশকালজ্ঞ শিষ্য 'তথাস্ত' বলিয়া পত্নীর সহিত হৃষ্টচিত্তে বিনয়নম্র হইয়া গুরুদেবের আদেশ গ্রহণ করিলেন ।

**Eng.**—"So be it"—with these words that disciple with his wife, who knew the time and the place, received in a spirit of delight and humility, the instructions of his preceptor.

**অল্লিনাথ**—তথ্যেতি । দেশকালজ্ঞঃ দেশঃ অগ্নিসন্নিধিঃ, কালঃ অগ্নিহোত্রা-বসানসময়ঃ, বিশিষ্টদেশকালোৎপন্নমার্গঃ জ্ঞানমব্যাহতম্ ইতি জানন্, অতএব প্রীতিমান্ শিষ্যঃ অন্তর্বাসী রাজা সপরিগ্রহঃ সপত্নীকঃ । "পত্নীপরিজনানামূলশাপাঃ পরিগ্রহাঃ" ইত্যমরঃ । আনতো বিনয়নম্রঃ সন্, শাসিতুগুরোঃ আদেশম্ আজ্ঞাং তথ্যেতি প্রতিজগ্রাহ স্বীচকার ।

**সারান্বয়**—মহর্ষিবাহুতং ন ব্যর্থং ভবিষ্যতীতি জানন্ সপত্নীকোহয়ং রাজা সহর্ষং প্রণম্য গুরোরাজ্ঞাং স্বীচকার ।

**টীকাসুত্র**—"...শিষ্যঃ শাসিতুরিত্যনেন তয়োরেব পরম্পরানুরূপতা জ্যোত্যাতে । প্রীতিমান্...স নিয়োগো দম্পত্যোঃ প্রীত্যে বভূবেতি ভাবঃ । —আদেশস্ত দেশকালোপপন্নতামববুধ্য অস্বীচকারেত্যর্থঃ ।" ( নারায়ণঃ ) ।

**টিপ্পনী**—১। তথ্যেতি । অব্যয় । তথাস্ত বলিয়া ।

২। প্রতিজগ্রাহ—কর্তা 'শিষ্য' । প্রতি—গ্রহ্ + লিট্ গল্ । গ্রহণ করিলেন ।

৩। প্রীতিমান্—‘শিষ্যঃ’ পদের বিশেষণ। প্রীতিরন্ত্যন্ত ইতি প্রীতি + মতুপ্, ১মা ১বচন। দৃষ্টচিহ্নে। প্রী + ক্তিন্ ভাবে = প্রীতিঃ ( ৩র্থ )।

৪। সপরিগ্রহঃ—‘শিষ্যঃ’ পদের বিশেষণ। পরিগ্রহেণ ( পক্ষ্য ) সহ বর্তমানঃ যঃ সঃ ( বহুব্রীহি )। বিকল্পে ‘সহপরিগ্রহঃ’—“বোপসর্জনস্য”। পত্নীক সহিত। পরিতো গৃহাতীতি পরি—গ্রহ্ + অণ্ = পরিগ্রহঃ। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৫। আদেশম্—‘প্রতিজ্ঞগ্রাহ’ ক্রিয়ার কর্ম। আ—দিশ্ + ঘঞ্। আদেশ।

৬। দেশকালজ্ঞঃ—‘শিষ্যঃ’ পদের বিশেষণ। দেশশ্চ কালশ্চ ( দ্বন্দ্ব ) ইতি দেশকালো। তো জানাতীতু্যপদসমাসে দেশকাল—জ্ঞা + ক, “আতোহুপসর্গে কঃ”। দেশকালবিৎ—অর্থাৎ মহর্ষি বশিষ্ঠ পবিত্র যজ্ঞাগ্নির সমুৎপে গোমাব-সানের পর যে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন তাহা ব্যর্থ হইবে না জানিয়া। মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। “দেশকালজ্ঞেন গৌরবপ্রবৃত্তিকারণত্বং সূচ্যতে”—( চারিত্রবর্ধন )।

৭। শিষ্যঃ—‘প্রতিজ্ঞগ্রাহ’ ক্রিয়ার কর্তা। শিষ্যতে ইতি শাস্ + কাপ্, “শাসিবসী”তি ষত্বম্। = শিষ্যঃ। ছাত্রাত্তেবাসিনৌ শিষ্যে” ইত্যমরঃ।

৮। শাসিতুঃ—শেষে ষষ্ঠী। শাস্ + তৃচ্। গুরুর। ধাতুরূপ—শাস্তি, লোট্ হি—শাধি, ইত্যাদি।

৯। আনতঃ—‘শিষ্যঃ’ পদের বিশেষণ। আ—নন্ + ক্ত। বিনয়নস্ত হইয়া।

বাচ্য-পরিবর্তন—প্রীতিমতা সপরিগ্রহেণ দেশকালজ্ঞেন শিষ্যেণ... আদেশঃ প্রতিজ্ঞগৃহে।

মন্তব্য—ছেকায়ুগ্রাস অলঙ্কার। “ছেকো ব্যঞ্জনসজ্জন্ত সক্রুৎ সাম্য-মনেকথা” ( সা. দ. )। প্রথমার্ধে ‘প’ বর্ণের এবং দ্বিতীয়ার্ধে ‘দ’ এবং ‘শ’ বর্ণের আবৃত্তি হইয়াছে।

অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ দিলীপকে শয়নের অমুমতি প্রদান করিলেন।

। অথ প্রদোষে দৌষদ্বঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্ ।

সুভুঃ সুনুতবাঙ্ক্ স্ন্যষ্টুর্বিসসর্জোজিতধিয়ম্<sup>১</sup> ॥৫৩॥

১. ‘উদিতপ্রিয়ম্’ ইতি পাঠান্তরম্।

অস্থয়—অথ (অনন্তর) প্রদোষে (রাত্রিকালে) দোষজ্ঞঃ (বিদ্বান্) স্মৃতবাক্ (সত্য এবং প্রিয়বাদী) শ্রুতুঃ (ব্রহ্মার) স্মৃঃ (পুত্র) উজ্জিতশ্রিয়ম্ (সমুজ্জ্বলশ্রীসম্পন্ন) বিশাম্পতিম্ (নরপতি দিলীপকে) সংবেশায় (শয়নের জন্য) বিসসর্জ (অহুমতি প্রদান করিলেন)।

বাজালা—অনন্তর রাত্রিকালে বিদ্বান্, সত্য এবং প্রিয়বাদী, ব্রহ্মপুত্র (মহর্ষি বশিষ্ঠ) সমুজ্জ্বল-শ্রীসম্পন্ন নরপতি দিলীপকে শয়নের অহুমতি প্রদান করিলেন।

Eng.—After this the learned son of Creator, true and agreeable in his speech, bade the lord of men of distinguished fortune (or blazing radiance) to retire for the night.

মল্লিনাথ—অথেতি। অথ প্রদোষে রাত্রে, দোষজ্ঞো বিদ্বান্। “বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্ দোষজ্ঞঃ” ইত্যমরঃ। স্মৃতবাক্ সত্যপ্রিয়বাক্। “প্রিয়ং সত্যঞ্চ স্মৃতম্” ইতি ভাষ্যঃ। শ্রুতুঃ স্মৃঃ ব্রহ্মপুত্রো মুনিঃ। অনেন প্রকৃতকার্য-নিবাহকত্বং সূচয়তি। উজ্জিতশ্রিয়ম্ বিশাম্পতিং মহাজেশ্বরম্। “দ্বৌ বিশৌ বৈশ্বমহাজ্যো” ইত্যমরঃ। সংবেশায় নিদ্রায়ৈ, “স্মারিত্রা শয়নং স্বাপঃ স্বপ্নঃ সংবেশ ইত্যপি” ইত্যমরঃ। বিসসর্জ আজ্ঞাপয়ামাস।

সারাংশ—ততঃ মধুরবাক্ স মহর্ষিঃ রাত্রে রাজানং দিলীপং নিদ্রায়ৈ আজ্ঞাপয়ামাস।

টীকাস্তর—“.....প্রদোষো রজনীমুখম্” ইত্যমরঃ।.....স্মৃতবাক্ বাচা বিসসর্জিতার্থঃ। উজ্জিতশ্রিয়ঃ উজ্জিতা দীপ্তমতী শ্রীর্ষয়া। “উজ্জো দীপ্তৌ তথোৎসাহে বলে মাসান্তরেংপি চ” ইতি কেশবঃ। মহাভাগ্যানিধিমিত্যর্থঃ। অধ্বশ্রমযুক্তস্যাস্য প্রজাগরদোষো মা ভূদিতি বিহ্বা মুনিনা প্রদোষসময় এব নিদ্রার্থং নিযুক্ত ইত্যর্থঃ।” (নারায়ণঃ)।

টিপ্পানী—১। প্রদোষে—কালান্বিতকরণে সপ্তমী। “প্রদোষো রজনীমুখম্” ইত্যমরঃ। প্রারম্ভঃ দোষায়াঃ (রাত্র্যাঃ) ইতি প্রদোষঃ (প্রাদি); অথবা প্রারম্ভা দোষা (রাত্রিঃ) যস্মিন্ সঃ (বহুব্রীহি)। “গোজ্জিয়ো” রিতি হ্রঃ।

দোষা = দুষ্ + অচ্ + টাপ্। “দোষা ইত্যব্যয়মপ্যন্তি”—ভাট্টজিঃ। সন্ধায়।  
ম্লিনাথ ‘রাত্রিকালে’ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। টীকাকার নারায়ণ বলেন  
দলীপ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাই বিদ্বান্ মুনি তাঁহাকে  
এদোষেই নিজার আদেশ দিলেন। টীকান্তর দ্রষ্টব্য।

২। দোষজ্ঞঃ—‘সুহুঃ’ পদের বিশেষণ। দোষঃ (অদোষঃ পরদোষঃ চ)  
গানাতীতু্যপপদসমাসে দোষ—জ্ঞা + ক, “আতোহুপসর্গে কঃ”। বিদ্বান্।  
ম্লিনাথ দ্রষ্টব্য। এই পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া M. R. Kāle  
ব্যাখ্যায় বলেন—“This epithet is very significant here. Vasistha  
knew that it would be a দোষ on his part not to ask the  
king to take rest after the fatigues of a day’s journey, as  
it would be injurious to his health, etc. and so told him to  
go to bed. This attribute also supports the use of the  
epithet ‘সুহুতবাক্’—(Notes, p. 29)।

৩। সংবেশায়—তাদর্থ্যে চতুর্থী। সম্—বিশ্ + ঘঞ্। নিজার জন্ত।  
ম্লিনাথ দ্রষ্টব্য।

৪। বিশাম্পতিম্—‘বিসর্জ’ ক্রিয়ার কর্ম। নরাণাং পতিম্ ইত্যর্থঃ।  
শাম্ পতিম্—এই দুইটি পৃথক্ শব্দ—অলুকসমাস নহে। কালিদাস অন্ততঃ  
ই পদদ্বয়কে অসমস্তরূপেই ব্যবহার করিয়াছেন; Cf. “অথ তস্য বিশাম্প-  
তিস্তে কামস্য কর্মণঃ” (রঘুবংশ—১০।৪০) ‘বিশ্’-শব্দের অর্থ নর। ম্লিনাথ  
দ্রষ্টব্য। শব্দরূপ—বিট্, বিশৌ, বিশঃ। ইত্যাদি।

৫। সুহুঃ—‘বিসর্জ’ ক্রিয়ার কর্তা। (ব্রহ্মার) পুত্র। সুহুতে ইতি স্ব +  
—“স্বঃ কিং” (উণাদি)।

৬। সুহুতবাক্—‘সুহুঃ’ পদের বিশেষণ। সত্য এবং প্রিয়বাদী। সুহুতা  
ক্ কস্য সঃ (বহুব্রীহি)। সুহু নৃত্যতি অনয়া ইতি স্ব —নৃত্ + ঘঞার্থে ক,  
‘হলশ্চ’ ইতি ঘঞ্। “সংজ্ঞাপূর্বকত্বাভাবাদ্ গুণাভাবঃ”—ভাট্টজিঃ।  
অন্তেষামপি দৃষ্টান্তে” ইতি দীর্ঘত্বম্। “সুহুতং মঙ্গলেহপি স্যাৎ প্রিয়সন্তো  
চ্যপি”। পুত্রলাভবিষয়ে বশিষ্ঠের আশীর্বচন সত্য এবং প্রিয় হইয়াছিল।

৭। শষ্ট্ৰুঃ—সম্বন্ধে বষ্টী। স্বজ্+তৃন্। ব্রকার। “শষ্টা প্রজাপতিবেধা ইত্যমরঃ।

৮। বিসমর্জ—কর্তা ‘স্বজ্’। বি—স্বজ্+লিট্ গল্। অমুমতি প্রদা করিলেন।

৯। উজ্জিতশ্রিয়ম্—‘বিশাম্পতিম্’ পদের বিশেষণ। উজ্জিতা দৌশ্টিমতী শ্রীর্ষস্য (বহু) তম্। মহাভাগাবান্। অথবা সমুজ্জলশ্রীসম্পন্ন। টীকান্তঃ দ্রষ্টব্য। ‘উদিতশ্রিয়ম্’—এইরূপ পাঠও পাওয়া যায়। উজ্জ্+ক্ত=উজ্জিত (দাপ্ত)।

বাচ্য-পরিবর্তন—দোষজ্ঞেন হনুতবাচা হনুনা উজ্জিতশ্রীঃ বিশাম্ পতি বিসম্বজে।

মন্তব্য—পূর্বশ্লোকের ভাষ্য ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার।

বশিষ্ঠ ব্রতপাননের অনুরোধে দিলীপের জন্ত অরণ্যোচিত উপকরণই নির্দেশ করিলেন।

১০ সত্যামপি তপঃসিদ্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ ।

কল্পবিত্ কল্যামাস বন্যামেবাস্য সংবিধাম্ ॥৬৪॥

অর্থ—কল্পবিৎ (ব্রতনিয়মাদিবেত্তা) মুনিঃ (মুনি অর্থাৎ বশিষ্ঠ) তপঃসিদ্ধৌ (তপঃপ্রভাবে রাজযোগ্য আহারাদি সম্পাদনের সামর্থ্য) সত্যাপি ( থাকিলেও ) নিয়মাপেক্ষয়া ( নিয়ম পরিপালনের অনুরোধে ) অ ( মহারাজের জন্ত ) বন্যাম্ ( অরণ্যোচিত ) সংবিধাম্ ([ফলমূল এ কুশশযাদি]—উপকরণ) কল্যামাস ( নির্দেশ করিলেন )।

বাক্য—তপঃপ্রভাবে রাজযোগ্য আহারাদি সম্পাদনের সামর্থ্য থাকিলেও ব্রতনিয়মাদিবেত্তা মুনি নিয়ম-পরিপালনের অনুরোধে অরণ্যোচি (ফলমূল এবং কুশশযাদি) উপকরণই মহারাজের জন্ত নির্দেশ করিলেন।

Eng.—In spite of his power of asceticism, the sage, who knew the rules for ceremonial acts, provided him only with a rural accommodation out of regard for his vow.

মন্তিনাথ—সত্যামিতি। কল্পবিদ্ ব্রতপ্রয়োগাভিজ্ঞো মুনিঃ, তপঃসি সত্যামপি তপসৈব রাজযোগ্যাহারসম্পাদনসামর্থ্যে সত্যাপীত্যর্থঃ, নিয়মাপে

তদাপ্রভৃত্যেব ব্রতচর্যাপেক্ষয়া অস্যা রাজ্ঞঃ বহ্নামেব সংবিধীয়তে অনয়েতি সংবিধাং কুশাদিশয়নসামগ্রীম্ “অতশ্চোপসর্গে” ইতি ক-প্রত্যয়ঃ। “অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্” ইতি কর্ম্মার্থত্বম্। কল্পয়ামাস সম্পাদয়ামাস।

সারাংশ—যতাপি মুনিঃ তপঃপ্রভাবাৎ বনেহপি রাজযোগ্যাশনশয়নাদি-বস্তুজাতং সম্পাদয়িতুং সমর্থ আসীৎ তথাপি রাজ্ঞঃ ব্রতপালননিয়মাত্মরোধাদেব তথা ন কুর্বন্ তদর্থং কন্দমূলফলাহারং কুশনির্মিতাঞ্চ শয্যামাদিদেশ।

টিপ্পনী—১। সত্যাম্—‘তপঃসিদ্ধৌ’ পদের কৃদন্ত বিশেষণ। অস্+শত্, জিয়াং ভীপ্=সতী। সপ্তমী ১বচন। থাকিলেও।

২। তপঃসিদ্ধৌ—ভাবে সপ্তমী। অনাদরে সপ্তমী (Kāle)। তপসা (রাজহর্ম্যাহারাদেঃ) সিদ্ধিঃ (তৃতীয়া-তৎ) তস্যাম্। তপোবলে (রাজযোগ্য আহারাদি সম্পাদনের) সামর্থ্য ( থাকিলেও)। সিধ্+জিন্=সিদ্ধিঃ।

৩। নিয়মাপেক্ষয়া—হেতো তৃতীয়া। নিয়মস্য নিয়মে বা অপেক্ষা (ষষ্ঠী অথবা ৭মী-তৎ) তয়া। (সেই দিন হইতেই) নিয়মপরিপালনের অত্মরোধে। নি—যম্+অপ্=নিয়মঃ। “শৌচমিজ্যা তপো দানং স্বাধ্যায়ো-পহ্ননিগ্রহঃ। ব্রতং মোনোপবাসে চ স্নানং চ নিয়মো দশা” (অত্রি)। “তপঃশৌচসন্তোষস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রাধিকানি নিয়মাঃ” (পাতঞ্জলযোগসূত্র ২।৬২)।

৪। মুনিঃ—‘কল্পয়ামাস’ জিয়ার কর্তা। মুনি (বশিষ্ঠ)—ক্লোক-চ দ্রষ্টব্য।

৫। কল্পবিৎ—‘মুনিঃ’ পদের বিশেষণ। কল্প (শাস্ত্রোক্তব্রতাদিনিয়মং) বেত্তি ইতি কল্প—বিদ্+কিপ্=কল্পবিৎ। ব্রতনিয়মাদিবেত্তা। “কল্পে বিধিক্রমে” ইত্যমরঃ। “কল্পো নাম সকলবেদিককর্ম্মণামিতিকর্তব্যতাপ্রতি-পাদনপরং শাস্ত্রম্। তজ্জানাতীতি কল্পবিৎ প্রয়োগজ ইত্যর্থঃ। ব্রতরন্তস্য পূর্বেছ্যাবপি নিয়মিনা ভবিতব্যমিতি নিয়মং জানমিতি ভাবঃ”। (নারায়ণঃ)

৬। কল্পয়ামাস—কর্ত্তা ‘মুনিঃ’। কৃপ্ (চুরাদি)+লিট্ গল্। নির্দেশ করিলেন।

৭। বহ্নাম্—‘সংবিধাম্’ পদের বিশেষণ। বনে ভবা ইতি বন+ঘৎ=বহ্ন, জিয়াং টাপ্। তাম্। অরণ্যোচিত।

৮। সংবিধাম্—‘কল্পয়ামাস’ জিয়ার কর্ম্ম। (ফলমূল এবং কুশশযাদি



উপকরণ । সং—বি—ধা + ক = সংবিধা ( উপকরণ ) । মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য ।  
ফলমূলাহার এবং কুশশয্যা ।

বাচ্য-পরিবর্তন—কল্পবিদা মুনিরা বহু সংবিধা কল্পয়ামাসে ।

দিলীপ পত্নীর সহিত পর্ণকুটীরে কুশ-শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইলেন ।

**নির্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালা<sup>১</sup>—**

**মধ্যস্য প্রযতপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ ।**

**তচ্ছিষ্যাধ্যয়ননিবেদিতাবসানাং**

**সংবিষ্টঃ কুশশয়নে নিশাং নিনায় ॥৫৭॥**

ইতি রঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ বশিষ্ঠাশ্রমাভিগমনো নাম  
প্রথমঃ সর্গঃ ॥

**অন্থর্য—**প্রযতপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ (পবিত্রচারিণী সহধর্মিণীর সহিত) সঃ  
(মহারাজ দিলীপ) কুলপতিনা (মুনিকুলশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কর্তৃক) নির্দিষ্টাং (নির্দিষ্ট)  
পর্ণশালাম্ (পর্ণশালায়) অধ্যাস্য (বাস করিয়া) কুশশয়নে (কুশ-শয্যায়)  
সংবিষ্টঃ (শয়ন করিয়া) তচ্ছিষ্যাধ্যয়ননিবেদিতাবসানাং (তঁহার শিষ্যগণের  
অধ্যয়ন-শব্দে রাত্রির অবসান বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল) নিশাং (রাত্রি) নিনায়  
(ষাপন করিলেন) ।

**বাজালা—**অনন্তর মহারাজ দিলীপ মুনিকুলশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নির্দিষ্ট পর্ণশালায়  
পবিত্রচারিণী সহধর্মিণীর সহিত কুশ-শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিষাপন করিলেন ।  
তঁহার শিষ্যগণের অধ্যয়নশব্দে রাত্রির অবসান বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল ।

**Eng.—**He, with his pious wife as his companion having  
occupied a hut made of leaves and grass, pointed out to him  
by the chief of the hermits, and lying on a bed of kus'a  
grass, passed the night the close of which was indicated to  
him by his (Vas'istha's) disciples reading the Vedas.

**মল্লিনাথ—**নির্দিষ্টামিতি । স রাজা কুলপতিনা মুনিকুলেশ্বরেণ বশিষ্ঠেন  
নির্দিষ্টাং পর্ণশালাম্ অধ্যাস্য অধিষ্ঠানং কৃত্বা ইত্যর্থঃ । “অধিশীঙ—” ইত্যাদিনা

1. ‘পর্ণশালাম্’ ইতি অরণ্যগিরিনারায়ণধৃতপাঠান্তরম্ ।

আধারস্ত কৰ্মজন্ম, কৰ্মণি দ্বিতীয়া। প্রযতো নিয়তঃ পরিগ্রহঃ পত্নী দ্বিতীয়ো যশ্রেতি স তথোক্তঃ, কুশানাং শয়নে সংবিষ্টঃ স্তম্ভঃ সন্ তস্ত বশিষ্ঠস্ত শিষ্যাণাম্ অধ্যয়নেন অপররাত্রে বেদপাঠেন নিবেদিতম্ অবমানং যস্তাস্তাং নিশাং নিনায় গময়ামাস। অপররাত্রে অধ্যয়নে মনঃ—“নিশান্তে ন পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ”। “ন চাপররাত্রমধীত্য পুনঃ স্বপেৎ” ইতি গোতমশ্চ। প্রহর্ষিণী বৃত্তমেতৎ। তদুক্তম্—“ম্রো জ্যো গস্ত্রিদশযতিঃ প্রহর্ষিণীয়ম্”।

॥ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়-কোলাচল-মল্লিনাথ-স্মরি-বিরচিতায়াং সঞ্জীবনী-সমাখ্যায়াম্ রঘুবংশব্যাখ্যায়াং বশিষ্ঠাশ্রমভিগমনো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

সারংশ—ততো দিলীপঃ সূদক্ষিণয়া সচ কুলগুরুণা নিদিষ্টে পৰ্ণকুটীরে কুশ-শয্যায়াং সুষাপ। ব্রাহ্মে মুহুৰ্ত্তে চ তচ্ছিষ্যাণাং বেদপাঠধ্বনিনা নিশাবসানং জ্ঞাত্বা শয়নাদ্ উভহৌ।

টীকাস্তর—“.....ধর্মশালামিতি পাঠে অতিথিজনোপস্থানার্থাং শালা-মিতার্থঃ। ...কুশনির্মিতে শয়নে...ইদমপি ব্রতারস্তাজন্ম।” (নারায়ণঃ)।

টিপ্পনী—১। নিদিষ্টাম্—‘পৰ্ণশালাম্’ শব্দের কুদন্ত বিশেষণ। নিম্ন—নিশ্+ক্ত, দ্বিয়াং টাপ্। তাম্। নিদিষ্ট।

২। কুলপতিনা—কর্তরি তৃতীয়া। কুলস্য (মুনিসজ্জস্য) পতিঃ (যষ্টীতৎ) তেন। “পতিঃ সমাস এব” ইতি ঘিসংজ্ঞা। মুনিকুলশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কর্তৃক। “মুনীনঃ দশসাহস্রং যোহন্নপানাদিপোষণাৎ। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরদৌ কুল-পতিঃ স্তুতঃ ॥”

৩। পৰ্ণশালাম্—কৰ্মণি দ্বিতীয়া। “অধিনীঙ্স্থাসাং কৰ্ম” ইত্যাদারস্ত কৰ্মজন্ম। পৰ্ণ-নির্মিতা শালা (শাকপাথিবাদিবৎ সমাসঃ) তাম্। পৰ্ণকুটীরে। “মুনীনঃ তু পৰ্ণশালোটজোহস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ।

৪। অধ্যাস্ত—কর্তা ‘সঃ’। অধি-আস্+ল্যাপ্। অধিষ্ঠান করিয়া।

৫। প্রযতপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। প্রযতশ্চাসৌ পরি-গ্রহশ্চ (কর্মধা) প্রযতপরিগ্রহঃ দ্বিতীয়ঃ যস্ত সঃ (বহুব্রীহি)। পবিত্রচারিণী সহধর্মিণীর সহিত। প্রযত—ব্রতাহুরোধে সংঘতেঙ্গিয়। শ্লোক ২০ দ্রষ্টব্য। পরিগ্রহ—পত্নী—শ্লোক ২২ দ্রষ্টব্য।

৬। তচ্ছিদ্ধাধ্যয়ননিবেদিতাবসানাম্—‘নিশাম্’ পদের বিশেষণ। তন্ত্ৰ শিষ্যঃ (যষ্টিতৎ) = তচ্ছিদ্ধাঃ। তেবাম্ অধ্যয়নম্ (যষ্টিতৎ), তেন নিবেদিতম্ (তৃতীয়াতৎ); তচ্ছিদ্ধাধ্যয়ননিবেদিতম্ অবসানং যন্তাঃ সা (বহুব্রীহি) তাম্। যাহার অবসান-কাল শিষ্যগণের অধ্যয়নশব্দে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে বেদাধ্যয়ন শাস্ত্রবিহিত ছিল। মন্ত্ৰ বলিয়াছেন—‘রাত্রির পশ্চিম যামে নিদ্রাত্যাগপূর্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেও পুনরায় নিদ্রা যাইবে না।’ (মন্ত্ৰ-সংহিতা—৪।৯৯) মল্লিনাথ দ্রষ্টব্য। (“রাত্রেষ্ট পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম-উচ্যতে।” “রাত্রেক্তরষট্টিকাচতুষ্টিয়ং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তঃ”—)। শিষ্য—শ্লোক ৯২ দ্রষ্টব্য। অধি+ই+লুট্=অধ্যয়নম্ (বেদপাঠ)। নি—বিদ্+গিচ্+ক্ত কর্মণি=নিবেদিতম্। অব—সো+লুট্=অবসানম্। বন্দোগণ প্রভাতে জ্বতিপাঠের দ্বারা রাজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া থাকে। তপোবনে বশিষ্ঠের শিষ্যগণ রাজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়াছিল।

৭। সংবিষ্টঃ—‘সঃ’ পদের বিশেষণ। সং—বিশ্+ক্ত। স্তপ্ত হইয়া। সংবেশ—নিদ্রা—শ্লোক ৯৩ দ্রষ্টব্য।

৮। কুশশয়নে—অধিকরণে সপ্তমী। কুশনির্মিতং শয়নম্ (শাকপাণি-বাদিবৎ সমাসঃ) তস্মিন্। কুশশয্যায়। শী+লুট্=শয়নম্। টীকাস্তর দ্রষ্টব্য।

৯। নিশাং—‘নিশায়’ ক্রিয়ার কর্ম। কর্মণি দ্বিতীয়া। রাত্রি।

১০। নিশায়—কর্তা ‘সঃ’। নী+লিট্ গল্। যাপন করিলেন।

বাচ্য-পরিবর্ত্তন—.....প্রবতপরিগ্রহদ্বিতীয়েন তেন সংবিষ্টেন তচ্ছিদ্ধা-ধ্যয়ননিবেদিতাবসানা নিশা নিন্তে।

### প্রথম সর্গের গ্রন্থসমাপ্তি—লেখ-বিষয়ে টিপ্পনী

১। ইতি—অব্যয়। রঘুবংশের সমগ্র প্রথম সর্গকে বুঝাইতেছে।

২। শ্রীরঘুবংশে—‘রঘু’ শব্দ লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘রঘু’ শব্দের অর্থ ‘রঘুবংশীয় রাজগণ’ (শ্লোক ৯ দ্রষ্টব্য)। রঘুগাং বংশঃ (যষ্টিতৎ); শ্রীযুক্তঃ রঘুবংশঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা) তস্মিন্। এস্থলে রঘুবংশ-শব্দের মহা-কাব্যার্থে লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ রঘুবংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত-সম্বন্ধিত মহাকাব্য। (মহাকাব্যমিতানেন অভেদোপচারাৎ সমানাধিকরণ্যেন নপুংসকত্বম্)। অনেকের মতে—রঘুগাং বংশঃ (যষ্টিতৎ); রঘুবংশমধিকৃত্য

কৃতং মহাকাব্যম্ ইতি রঘুবংশ+অণ্—“অধিকৃত্য কৃত্যে গ্রহে।” “লুবাখ্যা-  
য়িকাভোঃ বহুলম্” (বা) ইত্যণো লোপঃ। যদিও রঘুবংশ মহাকাব্য, আখ্যা-  
য়িকা নহে, কিন্তু উক্ত বার্তিকে ‘আখ্যায়িকা’ বহুবচনান্ত হওয়ায় ‘আখ্যায়িকা  
প্রভৃতি’ এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। বাহা হউক, এরূপ কষ্টকল্পনা স্বীকার না  
করিয়া অভেদোপচার মানিয়া লওয়া ভাল। (“শারীরকং ভাষ্যম্” ইতি  
অভেদোপচারাৎ—ভট্টোজি)।

৩। মহাকাব্যো—অধিকরণে সপ্তমী। কবেঃ ইদম্ ইতি কবি+স্বঞ্।  
আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণে বলিয়াছেন—“বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্”  
(সাঃ দঃ ১।৭)। মহং কাব্যম্ (কর্মধা)=মহাকাব্যম্। কিন্তু এস্থলে  
অবিগ্রহ নিত্যসমাস। কারণ ‘মহাকাব্য’ কাব্যবিশেষের সংজ্ঞা। অতএব ইহা  
পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (সাঃ দঃ ৬।৩১৫—২৫)।

৪। কালিদাসকৃতো—‘শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যো’ শব্দের বিশেষণ। অধি-  
করণে সপ্তমী। কালিদাসস্য কৃতিঃ (ষষ্ঠীতৎ) তস্যাম্। কালাঃ দাসঃ  
(ষষ্ঠীতৎ)=কালিদাসঃ। কিন্তু এস্থলে অবিগ্রহ নিত্যসমাস। সংজ্ঞা বলিয়া  
‘কালী’ শব্দের দীর্ঘ ঙ্কারের হ্রস্ব হইয়াছে। “ড্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসৌর্বহুলম্”।  
কৃ+স্তিন কর্মণি=কৃতিঃ।

৫। বশিষ্ঠাশ্রমাভিগমনঃ—বশিষ্ঠস্য আশ্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ) তস্মিন্ অভিগমনম্  
৭মী-তৎ)। সর্গ ইত্যনেন সাকং সামান্যধিকরণ্যাং অভেদোপচারেণ  
পুংস্বম্। বশিষ্ঠ, আশ্রম—শ্লোক ৩৫ দ্রষ্টব্য। অভি—গম্+লুট্।

৬। নাম—অব্যয়। নামে। প্রকাশ্যে। “নামপ্রাকাশস্তাব্যাক্রোধো-  
পগমকুৎসনে” ইত্যমরঃ।

৭। প্রথমঃ—‘সর্গঃ’ শব্দের বিশেষণ। প্রথ+অমচ্ “প্রথেরমচ্”  
(উণাদি)। “প্রথমস্ত ভবেদাদৌ প্রধানেনহপি চ বাচ্যবৎ”—ইতি মেদিনী।

৮। সর্গঃ—পরিচ্ছেদ। সৃজ্+ঘঞ=সর্গঃ (বশিষ্ঠাশ্রমাভিগমনঃ)।  
“সর্গঃ স্বভাবনির্মোক্ষনিষ্চয়াধ্যায়সৃষ্টিসু” ইত্যমরঃ। ‘সর্গ’ শব্দের অর্থ সৃষ্টি।  
ঈশ্বর ব্যতীত জগতে কবিই একমাত্র স্রষ্টা। তাই কবির সৃষ্টিকেও ‘সর্গ’  
বলা হয়। “অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ। যথাস্থৈ রোচতে  
বিশ্বং তন্তস্য পরিবর্ততে॥”

## পরিশিষ্ট—ক

### প্রশ্নোত্তরাবলী

১। প্রশ্ন—আদর্শ রাজা হিসাবে দিলীপের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখ।  
অথবা কালিদাসের মতে আদর্শ রাজা কিরূপ? তাঁহার গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত  
পরিচয় দাও।

উত্তর—শ্লোক ১৩—৩০ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২। প্রশ্ন—মহাকবি কালিদাস রঘুবংশীয় রাজগণের কি কি গুণাবলীর  
বর্ণনা করিয়াছেন? মহারাজ দিলীপ তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের কি কি গুণ  
পাইয়াছিলেন?

উত্তর—শ্লোক ৫—৮, ১৩—৩০ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩। প্রশ্ন—দিলীপ ও সুদক্ষিণার আশ্রম-যাত্রার বর্ণনা লিখ।

উত্তর—শ্লোক ৩৬—৪৭ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪। প্রশ্ন—মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমের একটি বর্ণনা লিখ।

উত্তর—শ্লোক ৪৯—৫৩ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫। প্রশ্ন—কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট মহারাজ দিলীপ যাহা বলিয়াছিলেন  
তাঁহার সারাংশ লিখ।

উত্তর—শ্লোক ৬০—৭২ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬। প্রশ্ন—মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং দিলীপের কথোপকথনের সারাংশ লিখ।

উত্তর—শ্লোক ৫৮—৮১, ৮৭—৯১ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭। প্রশ্ন—কামধেনু নন্দিনীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখ।

উত্তর—শ্লোক ৮৩—৮৫ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৮। প্রশ্ন—মহর্ষি বশিষ্ঠ দিলীপকে কিভাবে নন্দিনীর সেবা করিতে  
বলিয়াছিলেন?

উত্তর—শ্লোক ৮৮—৯১ বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৯। প্রশ্ন—বাংলা অথবা ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

শ্লোক—২, ৩, ৪, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭৮, ৭৯, ৮৩, ৮৭, ৮৯, ৯৪, ৯৫।

উত্তর—বাংলা ও ইংরাজী দ্রষ্টব্য।

১০। প্রশ্ন—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর :—

শ্লোক—২, ৩, ৪, ১০, ১৪, ১৫, ২০, ২২, ৩৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৭১, ৭৯।

উত্তর—ব্যাখ্যা, বঙ্গালুবাদ, টিপ্পনী ও মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

১১। প্রশ্ন—সংস্কৃত ভাষায় নিম্নলিখিত শ্লোকের সারাংশ লিখ :—

শ্লোক—২, ৩, ৪, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২২, ৩৮, ৩৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮১।

উত্তর—সারাংশ দ্রষ্টব্য।

১২। প্রশ্ন—নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ কর :—

তিতীর্ষঃ, দ্বন্দ্বরম্, বিজিগীষুঃ, রঘুগাম্, ক্ষুধাং, প্রাক্তনাঃ, পারদৃশনঃ, মনস্বিতা, পুত্রকাম্যয়া, প্রাবুবেণ্যঃ, হৈয়দ্বীনম্, সভ্যাঃ, প্রতিহর্তা, রত্নম্, আক্ষে, বংশাঃ, কবোক্ষম্, কোষম্, সন্ততিঃ, সিন্ধুম্, অরুন্দ্ভদম্, দুরাপে, তদধীনী, ঈপ্সিতম্, কামদ্বব, নিষগ্নায়াং, দোষজ্ঞঃ।

উত্তর—টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

১৩। প্রশ্ন—নিম্নলিখিত শব্দগুলির নামোল্লেখপূর্বক সমাস বিশ্লেষণ কর :—

পিতরো, স্বর্গ্যপ্রভবঃ, মুনিবৃত্তীনাম্, সদসদব্যক্তিহেতবঃ, ব্যূঢ়োরঙ্কঃ, বৃষঙ্কঙ্কঃ, মহাভূজঃ, গুঢ়াকারেদ্বিতম্, পরিখীকৃতসাগরাম্, বেলাবপ্রবলয়াম্, দম্পতী, শালনির্ঘাসগন্ধিভিঃ, আধৃতবনরাজিভিঃ, দুস্ত্রাপযশাঃ, মহিষীসখঃ, তপোনিধিম্, আতিথ্যক্রিয়াশাস্ত্ররথকোভপরিশ্রমম্, পুরুষাযুজীবিজ্ঞঃ, নিরীতয়ঃ, তদ্বৈষ্ণবর্চসম্, ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ, কল্লতরুচ্ছায়াম্, প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াম্, উদ্ধামদিগগজে, ভূজঙ্গপিহিতদ্বারম্, সপত্নীকঃ, পল্লবনিধিপাটলা, কুণ্ডোদ্রী, আশংসিতাবক্ষ্যপ্রার্থনম্, বক্তৃবৃত্তিঃ, অবিস্মম্, প্রযত-পরিগ্রহবিত্তীয়ঃ, তচ্ছিদ্ধাধ্যয়ননিবেদিতাবসানঃ, কুশলয়নে।

উত্তর—টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

১৪। প্রশ্ন—নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপর ব্যাকরণ-সংক্রান্ত টীকা লিখ :—

অব্রহ্মঃ, অনাতুরঃ, অগৃহুঃ, অসক্তঃ, প্রদক্ষিণক্রিয়াহীয়াম্।

উত্তর—টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রশ্ন—নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির বাচ্য-পরিবর্তন কর :—

শ্লোক—৩, ১০, ১২, ১৭, ১৮, ২১, ২৬, ৩০, ৩৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৫৪, ৫৬,  
৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৫, ৭০, ৭২, ৭৪, ৮০, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১।

উত্তর—বাচ্য-পরিবর্তন দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রশ্ন—“উপমা কালিদাসস্য”—রঘুবংশের প্রথম সর্গের যে কোন দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ কর।

উত্তর—শ্লোক ১৬, ৮৩ দ্রষ্টব্য।

— — —

# পরিশিষ্ট—খ

## ছন্দঃ

চারিটি পাদ ( বা চরণ ) লইয়া একটি শ্লোক । প্রতি চরণে নির্দিষ্ট সংখ্যার অক্ষর, কিংবা মাত্রা থাকে । ছন্দ অক্ষর-ঘটিত হইলে তাহাকে ‘বৃত্ত’ কহে, আর মাত্রা-ঘটিত হইলে ‘জাতি’ বলে । ঐ বৃত্ত আবার ত্রিবিধ—সম, অর্দ্ধসম ও বিষম । যাহার চারিটি চরণে সমসংখ্যক অক্ষর আছে, তাহাকে সমবৃত্ত কহে । যেমন, ‘অনুষ্ঠুভ্’ প্রভৃতি । অনুষ্ঠভের প্রত্যেক পাদেই ৮ অক্ষর থাকে । যাহার অর্ধেক অপর অর্ধেকের তুল্য তাহাকে অর্দ্ধসম কহে—যথা, ‘বিরোগিনী’ প্রভৃতি । যাহার চারিটি চরণই চারি প্রকার, তাহাকে বিষমবৃত্ত কহে । অক্ষরের স্বরবর্ণের লঘু ও গুরুত্ব অনুসারে অক্ষরের লঘু ও গুরুত্ব নির্ধারিত হয় । সংযুক্তবর্ণের আত্ম অক্ষর, দীর্ঘস্বর, অনুস্বারবিশিষ্ট, বিসর্গমিশ্রিত—এই সকল অক্ষর গুরু হয় । সেইরূপ শ্লোকের প্রত্যেক চরণের অন্তস্থিত অক্ষরও বিকল্পে গুরু হইয়া থাকে । (“সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গা চ গুরুভবেৎ বর্ণসংযোগ-পূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোহপি বা ॥” )

তিনটি অক্ষর লইয়া একটি গণ হয় । সর্বশুদ্ধ ১০টি গণ আছে । এই দশ ‘গণ’ই ছন্দোবোধের মূল কারণ ।

মস্ত্রিগুরুজ্বলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাঙ্গিলঘ্বঃ ।

জো গুরু-মধ্যগতো র-লমধ্যঃ সোহস্তগুরুঃ কথিতোহস্তলঘুস্তঃ ॥

গুরুরেকো গকারস্ত লকারো লঘুরেককঃ ।

চিহ্নের নাম লঘু । —চিহ্নের নাম গুরু । তাহা হইলে এইরূপ পাড়াইতেছে—

ম = — — —

ন = ( — )

ভ = — ( — )

য = ( — — )

জ = ( — — )

র = — ( — )

স = ( — — )

ত = — — —

গ = —

ল = ( — )

ইহাই দশ ‘গণ’ ।



রঘুবংশের প্রথম সর্গে অন্নষ্টুভ বা শ্লোক-ছন্দই প্রধান। অন্নষ্টুভের অনেক প্রকার ভেদ আছে—ইহার সাধারণ লক্ষণ হইতেছে—“শ্লোকে ষষ্ঠ্য গুরু জ্বেষ সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্। দ্বিচতুঃপাদযোহুঃস্বং সপ্তমং দৌৰ্ঘমত্যয়োঃ॥” অর্থাৎ অন্নষ্টুভের প্রতি পাদে পঞ্চম অক্ষর লঘু এবং ষষ্ঠ অক্ষর গুরু হইবে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদে সপ্তম অক্ষর লঘু হইবে। অত্যাশ্চর্য অক্ষর বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। যেমন:—

বা গ র্থা বি ব স স্পৃ ক্তৌ বা গ র্থ প্র তি প ত্ত য়ে ।

জ গ তঃ পি ত রৌ ব ন্দে পা ব তী প র মে স্ব রৌ ॥১॥

প্রথম সর্গের শ্লোক—১২, ১৬, ২০, ২৩, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৯, ৫৩, ৬০, ৬১, ৭১, ৮১, ৮৭, ৯১, ৯৩ ‘পথ্যাবক্ত্র’ ছন্দে লিখিত। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদে চতুর্থ অক্ষরের পর ‘জ’ গণ থাকিলে তাহাকে ‘পথ্যাবক্ত্র’ বলে। “যুজোশ্চতুর্থতে জেন পথ্যাবক্ত্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্”। যেমন—

তদঘয়ে শুদ্ধিমতি প্র সূ তঃ শু দ্ধি ম ত্ত রঃ ।

দিলীপ ইতি রাজেন্দ্র বি ন্দুঃ ক্ষী র নি ধা বি ব ॥১২॥

অন্তিম শ্লোকটি ‘প্রহর্ষিণী’ ছন্দে বচিত। “ত্রাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীষম্”। অর্থাৎ প্রতি চরণে যথাক্রমে ‘ম’ গণ, ‘ন’ গণ, ‘জ’ গণ, ‘র’ গণ, এবং একটি ‘গ’ গণ যদি থাকে এবং তৃতীয় ও দ্বাদশম অক্ষরের পর যতি (বিশ্রাম) পড়ে, তাহা হইলে ‘প্রহর্ষিণী’ হয়। যেমন—

ম	ন	জ	র	গ
নি	র্দি	ষ্টাং	কু	ল
প	তি	না	স	প
র্বা	শা	লা	ম্	

অত্ৰ তিন চরণে এইরূপই হইবে।

# পরিশিষ্ট—গ

## আলোচিত গ্রন্থের তালিকা

- ১। অমরকোষ: ( ভানুজী দীক্ষিতের টীকা সহিত ) বর্ষে ১৯১৯ (খৃঃ) ।
- ২। ভগবদ্গীতা ( একাদশ অধ্যায় )—অশোকনাথ শাস্ত্রী
- ৩। ভট্টিকাব্য ( প্রথম, দ্বিতীয় সর্গ )— ঐ
- ৪। ছন্দোমঞ্জরী ।
- ৫। History of Sanskrit Literature—A. B. Keith.
- ৬। An Introduction to Classical Sanskrit—G. Sastri.
- ৭। কাব্যপ্রকাশ (Jhalakikar Ed.)
- ৮। কুমারসম্ভব ( কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ )
- ৯। মেঘদূত ( কালী সংস্করণ ) ।
- ১০। Oxford Concise Dictionary.
- ১১। Apte's Sanskrit-English Dictionary.
- ১২। পদ্মপুরাণ ( ভক্তিবিনোদ সংস্করণ )
- ১৩। রঘুবংশ—( কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ—১৯৩৬ )
- ১৪। ঐ (Joglekar—1925)
- ১৫। ঐ (গৌরীনাথ পাঠক—কালী সংস্করণ ১৯৯৩ বিজ্ঞানাব্দ)
- ১৬। ঐ (M. R. Kāle—1915)
- ১৭। ঐ (S. P. Pandit, Part I - 1897)
- ১৮। ঐ (by G. R. Nandargikar, Bombay 1897, Third Edition—এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ আদর্শরূপে গ্রহীত হইয়াছে ) ।
- ১৯। ঐ ( শঙ্করনারায়ণ শাস্ত্রী )
- ২০। ঐ ( ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সর্গ )—অশোকনাথ শাস্ত্রী ।
- ২১। ঐ (Rev. K. M. Banerjee—1874).

- ২২। শব্দকল্পদ্রুম।
- ২৩। শকুন্তলা—(A. B. Gajendragadkar—1934).
- ২৪। সাহিত্যদর্পণ ( গুরুনাথ বিজ্ঞানিধি )।
- ২৫। সিদ্ধান্তকৌমুদী—( বালমনোরমা এবং তত্ত্ববোধিনী )।
- ২৬। বিষ্ণুপুরাণ—( বঙ্গবাসী সংস্করণ )।
- ২৭। Higher Sanskrit Grammar (U. N. Vidyābhusan 1919).
- ২৮। গণদর্পণ ( রামভারণ শিরোমণি—১২৮৩ বঙ্গাব্দ )
- ২৯। প্রৌড়মনোরমা—( চৌধাষা সংস্কৃত দিরিঙ্গ, কালী—১৯৩৬ )।
- ৩০। রঘুবংশ (বঙ্গানুবাদসহ, R. M. Bose & Co. Cal. 1715 S'aka).
- ৩১। মল্লসংহিতা ( জীবানন্দ বিজ্ঞানাগর—1874).
- ৩২। ঐ ( অশোকনাথ শাস্ত্রী )
- ৩৩। কীরাতাজুনীয় (১ম, ২য়, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ সর্গ) অশোকনাথ শাস্ত্রী।
- ৩৪। কাব্যালঙ্কারসুত্রে—( নির্ণয়সাগর সংস্করণ—১৯২৬ বর্ষে )।
- ৩৫। কাব্যমীমাংসা
- ৩৬। মহাভারত—( নির্ণয়সাগর সংস্করণ )।
- ৩৭। শব্দেন্দুশেখর।









